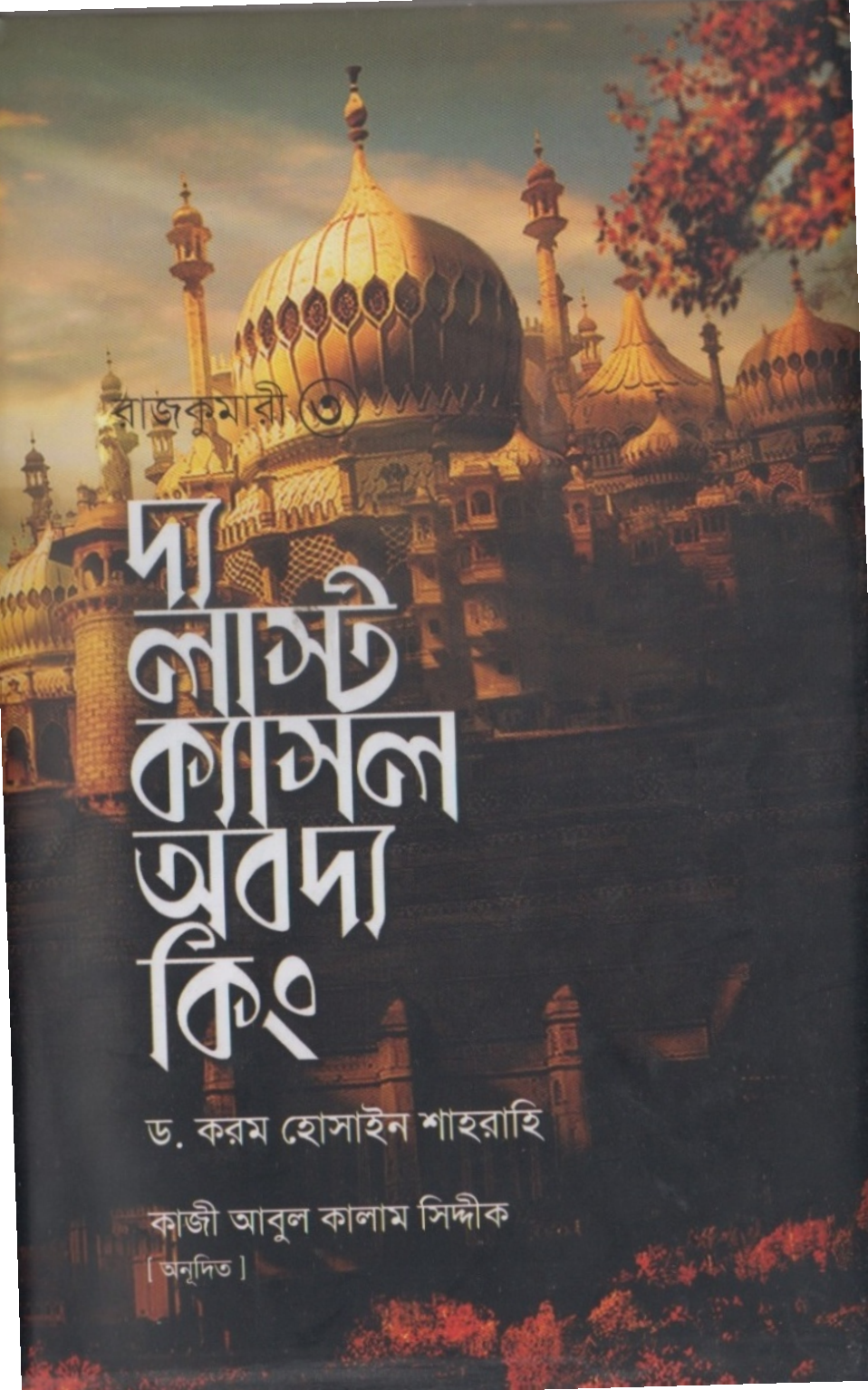
রাজকুমারী ৩
দ্য লাস্ট ক্যাসল অবদ্য কিং
ড. করম হোসাইন শাহরাহি
কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
[অনূদিত]

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

বহুমাত্রিক তার কর্ম ও জীবন। ফিকাহশাস্ত্রের খটমটে মোটাসোটা বইগুলো কেড়ে নিতে পারেনি তার সাহিত্যের ক্ষুধা আর রসবোধ। লেখালেখির জগতে পদার্পণ শৈশবকালেই। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় অল্প-সল্প লেখা বিভিন্ন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। এতে উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়, বাড়তে থাকে মনোবল আর আত্মবিশ্বাস। কারণ, তিনি যে সময়টাতে কলম হাতে নেন সে সময়ে লেখালেখির মাঠ এতোটা কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তিনি আজ সাহিত্যজমির একজন সফল চাষী।

জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করে ২০০২ সালে জামিয়া ফারুকিয়া করাচি থেকে তিনি তাখাসসুস ফি উলুমিল ফিকহের ডিগ্রি নেন। এরপর থেকে এখন পর্যন্ত শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত আছেন চট্টগ্রামের বিখ্যাত নাজিরহাট বড় মাদরাসায়। পাশাপাশি সেখান থেকে সুদীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে নিয়মিত প্রকাশিত মাসিক 'দাওয়াতুল হক' পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। 'সুচিন্তা' ও 'শিকড়'ও তার সম্পাদিত সাময়িকী। এছাড়া নিরলসভাবে লিখে চলেছেন বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায়। প্রতি মঙ্গলবার দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ-এ আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী কলাম লিখে থাকেন তিনি। ১৯৮১ সালের ২৮ মার্চ চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে জন্ম নেয়া বরেণ্য এই আলেমের বেশ কিছু বই রয়েছে বাজারে। উল্লেখযোগ্য মৌলিক বইয়ের মধ্যে রয়েছে– বিস্ময়কর মানবদেহ, চিন্তার বিশুদ্ধায়ন, অপরাধ : উৎস ও প্রতিকার, তাকওয়া ও মানব অঙ্গের গোনাহ (যন্ত্রস্থ)। অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- তালবীসে ইবলীস, রিজালুন হাওলার রাসুল (রাসূলের স্নেহছায়ায় ধন্য যাঁরা), সাহাবিয়াত হাওলার রাসুল (যন্ত্রস্থ), আশরাফী আকাশের দুই নক্ষত্র, হায়াতে মুফতিয়ে আযম (যন্ত্রস্থ), হযরত আবু হোরায়রা রা.-এর একশ ঘটনা ও হযরত আয়িশা রা.-এর একশ ঘটনা।

'রাজকুমারী' সিরিজটি তার অনূদিত প্রথম উপন্যাস।

www.nagorikpathagar.org

বই সম্পর্কে

একদিকে উলঙ্গ লালসা, আর অন্যদিকে উৎপীড়িতের নিঃশব্দ ক্রন্দন। শূন্যতার মধ্যে দেহহীন অস্তিত্বের এক আশ্চর্য আখ্যান এই 'রাজকুমারী'। মোট পাঁচ খণ্ডের বিশাল আকারের উপন্যাস। এ উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস-সাহিত্যে এক অভিনব মাত্রা সংযোজন। ড. করম হোসাইন শাহরাহি সেই পথেই হেঁটেছেন।

সত্যানুসন্ধানী ড. শাহরাহি বাস্তবতাকে আড়াল করে পাঠকনন্দিত হতে চাননি; বরং নিজে একজন পুরুষ হয়েও নির্দ্বিধায় উদ্ঘাটন করেছেন ধর্মের নামে অনাচারে অভ্যস্ত পুরুষজাতির বর্বরতা ও নীচতার অতল পাপাচার। কিছু কিছু নারী-পুরুষ যে পশুরই এক রূপ এবং দেশ-কাল-পাত্র ভেদে খুব বেশি পার্থক্য তাদের মধ্যে নেই এবং কখনো কখনো মুখোশের অন্তরালেও সেই একই পশুবৃত্তিচর্চাতেই তারা নিবেদিত– সে কথাই উঠে এসেছে 'রাজকুমারী'তে।

উপন্যাসটির বিভিন্ন আঙিনায় আমরা দেখতে থাকি– প্রশস্ত বাহুর অধিকারী ওই মুসলিম যোদ্ধারা জমিনের যে প্রান্ত দিয়ে হাঁটতে শুরু করে সে জমিনের প্রশস্ততা যেন মাথা নুইয়ে দেয় তাদের চরণতলে। এদের কারও তরবারি কোষমুক্ত হলে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বিজলিরা আত্মগোপন করে গহিন অন্ধকারে। পাহাড়ের মতো অটল তাদের দৃঢ়তা। এই জানবাজ মুজাহিদদের কপালে সর্বদা লেগে থাকে সফলতার আলোকরেখা– সূর্যের কিরণের চেয়েও অধিক তেজি যার রশ্মি।

আরেক পক্ষ সাম্প্রদায়িকতা আর ঘৃণার যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, তারা কি জানে তার শিখা কতোদূর গড়িয়েছে? কতো লাখ বনি আদম পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে সেই আগুনে! জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কতো বাড়ি-ঘর। এ সবই ধর্মের নামে অনাচারে অভ্যস্তদের পাপের ফল। যারা একবারের জন্যও ভাবেনি যে, তাদের এই পৈশাচিকতা সম্পর্কে মহান সৃষ্টিকর্তা বেশ অবগত! তার শাস্তি তো বড়োই ভয়াবহ! অগণিত নিষ্পাপ প্রাণের প্রবাহিত রক্ত ইনসাফ প্রার্থনা করছে। এমন সময়ে ত্রাতা হয়ে আসেন সুলতান আলি কুলি খান, নাদের খান, স্বামী মনোহর লাল, শেখর, ফিরোজ খান, সাইয়িদ হায়দার ইমাম, রাম দাস, গোপালজিসহ আরও অনেকে।

শুরু হয় ইতিহাসের এক নয়া দাস্তান।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

রাজকুমারী ৩

দ্য লাস্ট ক্যাসল অব দ্য কিং

www.nagorikpathagar.org

রাজকুমারী ৩

দ্য লাস্ট ক্যাসল অব দ্য কিং

ড. করম হোসাইন শাহরাহি

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
[অনূদিত]

নবপ্রকাশ
শুধু বই নয়...
ইসলামী টাওয়ার, দোকান : ২৮
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৯৭৪ ৮৮৮৪৪১, ০১৯১৩ ৫০৮৭৪৩

www.nagorikpathagar.org

রাজকুমারী ৩

দ্য লাস্ট ক্যাসল অব দ্য কিং

মূল : ড. করম হোসাইন শাহরাহি

অনুবাদ : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

প্রকাশক : নবপ্রকাশ

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৭

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

নামলিপি : কাজী যুবাইর মাহমুদ

মূল্য : ৩২০ [তিনশ বিশ] টাকা মাত্র

Price : 320.00 BDT US$ 10.00 only

RAJKUMARI 3: THE LAST CASTLE OF THE KING

by Dr. Karam Hussain Shahrahi

Translated by Kazi Abul Kalam Siddique

noboprokash.com | noboprokash@gmail.com | fb/noboprokash

ISBN: 978-984-92654-2-9

www.nagorikpathagar.org

প্রারম্ভিকা

মুলকে বাংলার রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল অতীত। সে অতীত ইতিহাসের বহুলাংশে জড়িয়ে আছে ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যের বিজয়গাথা। একসময় ধর্মপ্রচারক এবং সুফিদের হাত ধরে এ বঙ্গভূমিতে আগমন ঘটে ইসলামের, ফলশ্রুতিতে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে ইসলামের আদর্শিক বিশ্বাস ও মানবতাপ্রেমের সাহসী বিপ্লব।

কাল পরিক্রমায় এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম শাসন। অসংখ্য মুসলিম সুলতান ও শাসক শাসন করেন বঙ্গভূমি। তবে তারা কেবল বাংলাকে শাসন করেই নিজেদের দায়িত্ব ও দায়ভার শেষ করেননি, এখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মানবতাবাদের এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অপরাপর রাজ্যজয়ের মাধ্যমে পুরো উপমাহদেশজুড়ে ছড়িয়ে দেন ইসলামের অনুপম মানবতাবাদ।

সপ্তদশ শতকে মুলকে বাংলার শাসক হিসেবে সমাসীন হন বিচক্ষণ শাসক ও কৌশলী যোদ্ধা নবাব আলি কুলি খান। তার শাসনামলে তিনি পার্শ্ববর্তী রাজ্য উড়িষ্যা, আসাম ও বিহারের বিভিন্ন হিন্দু রাজন্যের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। যা পরবর্তীতে এক রক্তক্ষয়ী দীর্ঘ যুদ্ধে রূপ নেয়।

বাংলার ইতিহাসে এ যুদ্ধ ও যুদ্ধের কালক্রম সেভাবে বিবৃত হয়নি। ফলে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে আলি কুলি খানের বীরত্ব ও মানবতাবাদী মননের পরিচয় অপরিচিতই রয়ে গেছে। অথচ হিন্দু রাজন্যবর্গের সঙ্গে এ যুদ্ধ কেবলমাত্র রাজ্যজয়ের অভিপ্রায়ে সংঘটিত হয়নি, এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো কতিপয় হিন্দু রাজা কর্তৃক প্রজাদের প্রতি অমানবিক অত্যাচার এবং কিছু হিন্দু মন্দির-পুরোহিত কর্তৃক আসাম-উড়িষ্যার সুন্দরী মেয়েদের সম্ভ্রম নিয়ে ঘৃণ্য হোলিখেলার রঙ্গভোগ চিরতরে উৎপাটন করতে।

www.nagorikpathagar.org

'রাজকুমারী' সিরিজের প্রতিটি খণ্ডে আলোচিত হয়েছে সে সময়ের কতিপয় হিন্দু রাজা ও মন্দির-পুরোহিতদের রহস্যময় গোপন ভোগী জীবন ও তাদের অসভ্য পৌরহিত্য নিয়ে। মূল লেখক ড. করম হোসাইন শাহরাহি অত্যন্ত দরদি ভাষায় এসব অনৈতিকতা তুলে ধরেছেন পাঁচ খণ্ডের এ সিরিজ উপন্যাসে। যেখানে তিনি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তখনকার হিন্দুসমাজের মধ্যে জাতকৌলিন্য, সাধারণ নির্দোষ হিন্দুদের প্রতি রাজন্য ও পুরোহিতদের অমানবিকতা, মন্দিরের পবিত্রতার আড়ালে কীভাবে পুরোহিতরা বপন করেছিলো মানবতা ধ্বংসের বীজ।

এ সিরিজ উপন্যাসের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে 'দ্য সিক্রেট অব দ্য টেম্পল' এবং 'ব্লাড অব দ্য প্রিন্সেস' ইতোমধ্যেই পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। পাঠকের মনে 'রাজকুমারী'র জন্য আলাদা একটি অনুভূতিপ্রবণ ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে। এর কৃতিত্ব অনুবাদক কাজী আবুল কালাম সিদ্দীকের। তিনি সিরিজটি ধারাবাহিক অনুবাদ করে পাঠকের হৃদয়ে ভালোবাসার ধূপকাঠি জ্বালিয়ে রেখেছেন। যার সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়েছে সারা বাংলায়।

'দ্য লাস্ট ক্যাসল অব দ্য কিং' রাজকুমারী সিরিজের তৃতীয় খণ্ড। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মতো তৃতীয় খণ্ডও বিপুল পাঠকপ্রিয়তা পাবে– এ শুধু আমাদের আশাবাদ নয়, আমাদের বিশ্বাসও। কেননা *নবপ্রকাশ* কেবলমাত্র বইপ্রকাশের ব্যবসায়ী কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, নবপ্রকাশ একটি নতুন বিপ্লব, প্রত্যয়দীপ্ত একটি নতুন বিশ্বাসের নাম।

ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতিকে উচ্চকিত করতে *নবপ্রকাশ* নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাঠক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সীমাহীন ভালোবাসা *নবপ্রকাশ*-এর যাত্রাকে অদম্য রাখুক– এ প্রত্যাশা থাকবে সবার কাছে।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

www.nagorikpathagar.org

রাজকুমারী ৩

দ্য লাস্ট ক্যাসল অব দ্য কিং

www.nagorikpathagar.org

নতুন ঊষা

সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও উদ্যম খান নিজেদের ব্যাপারে প্রতিটি মুহূর্ত থাকতেন চূড়ান্ত হুঁশিয়ার ও বিচক্ষণ। বিস্ময়কর প্রত্যয়ে দীপ্ত তাঁদের অন্তরাত্মা। একটুখানি বিচ্যুতি বা বিচলতাও তাঁদের গা ঘেঁষতে পারতো না। ইসলামের মর্যাদা রক্ষায় সব সময় বাঁধা থাকতো তাঁদের কোমর। জিহাদের জজবা আর শাহাদাতের স্বর্গীয় আকাঙ্ক্ষা টগবগ করে বেড়াতো তাঁদের রক্তের শিরায় শিরায়।

তাঁরা শিব দেবতা ও নাগ দেবতার মন্দিরের আশপাশে দূর-দূরান্তের গহিন বনের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিজেদের সৈনিকদের নিয়োজিত করে রেখেছেন। নাগ দেবতার মন্দিরের নিকটবর্তী নদীর উভয় তীরের বিশাল এলাকাজুড়ে অসংখ্য সৈনিক মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া মন্দিরের সুউচ্চ প্রাচীরের ওপরও মোতায়েন রয়েছে দক্ষ ও চৌকস তিরন্দাজ বাহিনী। সমতল বিল থেকে বনে বনে দৌড়ছে মুসলিম সৈনিকদের ঘোড়া। তারা আসাম বাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এ লক্ষ্যে তারা পর্বতের চূড়ার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে। তাদের সাথে রয়েছে মোহনসহ আরো ক'জন যুবক সৈনিক।

উদ্যম খান সাইয়েদ হায়দার ইমামকে উদ্দেশ করে বললেন– 'সাইয়েদ সাহেব! গতকাল থেকে আমি একটি বিষয় ভেবেই কূল পাচ্ছি না। এই যে সুলতান– সে কখনো যোগী সেজে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসছে, আবার কখনো শিব দেবতার রূপ নিয়ে চরম সংকট মুহূর্ত হেসে-খেলেই মোকাবেলা করে চলেছে। এ তো আল্লাহর এক রহস্যপূর্ণ বান্দা! আল্লাহর শপথ! কখনো কখনো তাঁর কার্যকলাপ দেখে তো মনে হয়, সে নির্ঘাত দেবতা কিংবা এমন মাখলুক– যাঁকে মানুষের কল্পনা ছুঁতে সক্ষম নয়।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম মৃদু হেসে বললেন– 'সুলতান ওইসব মহাত্মার অন্তর্ভুক্ত– যাঁরা চন্দ্র-সূর্যের এই পৃথিবীতে নিজের উদ্যম ও তেজস্বিতার রশ্মিতে সবকিছুকে পদদলিত ও ধূলিস্যাৎ করে দিতে পারে।'

www.nagorikpathagar.org

উদ্যম খান আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'ঠিকই বলছো তুমি!'

নাগ দেবতা ও শিব দেবতার মাঝামাঝি উঁচু এক পর্বতশৃঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা। পায়ের নিচে অসীম রহস্যে ঘেরা আদিগন্ত বিস্তৃত পর্বতমালা। যতো দূর চোখ যায় থরে থরে সাজানো বাহারি রঙের পর্বতমালার সারি। লাল, নীল, বেগুনি ও সবুজের কতো বাহার!

চারদিকে পাগল করা পৃথিবীর অনুপম দৃশ্য! শুধু পর্বত আর পর্বতের সারি। বাঁকানো উপত্যকা আর এর মাঝে বয়ে চলা পাহাড়ি নদীর রুপালি সুতা। অরণ্য, নদী আর রবি! এ কোন ইন্দ্রালয়! নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে এই অপরূপ রূপে। ভেতরে কেমন এক নিস্তব্ধ অনুভূতি, এক ঘোর লাগা ভালোলাগা। সামনে ফুলের পাপড়ির মতো পরতে পরতে সাজানো পর্বত সারি! সবচেয়ে কাছের পর্বতগুলোর রঙ লালচে সবুজ, তার পরে হালকা বেগুনি, আরেকটু পেছনে নীলচে-সবুজ। আরো দূরে নীল পর্বতমালার সারি। ধূসর গিরিশৃঙ্গ। তারপরে ডুবন্ত রবির নীরবে এতোগুলো বিমোহিত চোখের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া।

এমন নীরবতায় কিছুক্ষণ নীরব থেকে উদ্যম বলতে লাগলেন– 'এই ভূখণ্ডকে সারি সারি পাহাড় আর সুউচ্চ পর্বতের বেষ্টনীতে সৃষ্টিকর্তা কতো সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির রঙ-রূপের কী অপরূপ মিলনমেলা এই অঞ্চল। অথচ কী নির্মম কথা– এখানকার অত্যাচারী শাসকেরা প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের এই অপূর্ব লীলাভূমিকে রক্তে রঞ্জিত করে চলেছে যুগ যুগ ধরে। কী ভয়ংকর কুসংস্কারে জিইয়ে রেখেছে এখানে! আগ্রাসী শাসকশ্রেণি এখানকার নিরপরাধ নারীদের পশুর চেয়ে মর্মন্তুদ ও জঘন্য জীবনযাপনে বাধ্য করছে। তুমি তো দেখেছো– এখানকার অধিবাসীরা আলোর কী সুতীব্র পিয়াসী! একটুখানি আলোর তরে এরা চাতকের মতো চেয়ে আছে। বিষ্ণুকে দেখো! নতুন এই পরিবেশ শত বছরের অন্ধকারাচ্ছন্ন কর্মকাণ্ডকে মুহূর্তেই কীভাবে বদলে দিলো! বিষ্ণু কিন্তু দ্রুতই আলোর দিকে এগিয়ে চলেছে।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'মনে হচ্ছে এই দেশের শাসকেরা এখানকার স্থানীয় বিচক্ষণ ও জ্ঞানী নাগরিকদের মানবতার আলোকপ্রভা থেকে জোরপূর্বক দূরে সরিয়ে রেখেছে। মানবতার বিরুদ্ধে এ এক অমার্জনীয় অপরাধ।'

মোহন বললো– 'সাইয়েদ সাহেব! অন্ধকার যতোই ঘনীভূত আর শক্তিশালী হোক না কেন, সে কখনো আলোর কিঞ্চিৎ কিরণেরও মোকাবেলা করতে পারবে না!'

www.nagorikpathagar.org

এ লোকেরা এখনো এখানেই দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময়ে এক সিপাহি এসে বললো– 'রাজধানী থেকে একজন দূত কিছু বার্তা নিয়ে এসেছে।'

হায়দার ইমাম তৎক্ষণাৎ বললেন– 'এখনই তাকে এখানে নিয়ে এসো।'

কিছুক্ষণ পর দূত তাঁর সামনে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো।

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'বলো, কোথা থেকে এসেছো এবং কী বলতে চাও?'

দূত বললো– 'আজ্ঞে মহারাজ, আমার নাম দেবব্রত। আমি রাজধানী থেকে শিব দেবতা ও নির্মলার বার্তা নিয়ে এসেছি।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'কী বার্তা নিয়ে এলে?'

দেবব্রত বলতে লাগলো– 'শিব দেবতা বার্তা দিয়েছেন যে, মঙ্গল সিং একটি বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করতে আসতে পারে।'

'ঠিক আছে।' উদ্যম খান বললেন– 'ধন্যবাদ ভাই, এখন তুমি বিশ্রাম নাও। মোহন, ওকে মন্দিরে নিয়ে যাও।'

'না মহারাজ!' দেবব্রত হাত জোড় করে বললো– 'নাগ দেবতার মন্দিরের পেছনে একটি বিল পেরোলেই আমাদের বসতি। আমার অধিকাংশ আত্মীয়স্বজন তো দেবতা ও দেবীদের সাথে রাজধানীতে চলে গেছেন। কিন্তু কিছু বৃদ্ধ আর শিশু রয়ে গেছে গ্রামে। আমি ওদের খবরাখবর জেনে আসতে চাই।'

'খুব ভালো। তুমি যেতে পারো। আচ্ছা বলো তো, দেবতা-দেবী এবং তাদের সঙ্গীরা কি ভালো আছে?'

দেবব্রত মৃদু হেসে জবাব দিলো– 'যাদের ওপর শিব দেবতা আর নির্মলার আধিপত্য বিদ্যমান, তাদের আবার কে দুঃখ দিতে পারে! ওখানে তো নাগ দেবতাও রয়েছেন। বড়ই দয়ালু দেবতা তিনি। নাগ দেবতার শত্রুরা তাকে দুর্গে বন্দী করে রেখেছিলো!'

'নাগ দেবতা!' সাইয়েদ হায়দার ইমাম আশ্চর্য ভাব প্রকাশ করলে দেবব্রত বললো– 'জি মহারাজ! তিনি নাগ দেবতা! কোনো এক মুসলিম গোত্রপতির ঘরে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন। এ কারণে অত্যাচারী মহারানি তাঁর ওপর সন্দেহের তির বিদ্ধ করে রেখেছে। কিন্তু নির্মলা দেবী আর শিব দেবতা ওদের সবার মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন।'

উদ্যম খান মৃদু হেসে বললেন– 'সম্ভবত তাঁর ইসলামি নাম হাশিম!'

'জি মহারাজ, এটাই তাঁর নাম।'

www.nagorikpathagar.org

উদ্যম খান মোহনকে বললেন– 'মোহন! একটি দক্ষ বাহিনী পাঠিয়ে দাও। শত্রুপক্ষের একজন সিপাহিও যাতে করে সীমান্তের গা ঘেঁষতে না পারে।'

এরপর তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করে বললেন– 'আমার ধারণা, আসাম বাহিনী আজ রাতের শেষ প্রহরে এখানে এসে পৌঁছাবে। এই বন থেকে তাদের দেখা যাবে।'

দেবব্রত বললো– 'মহারাজের ধারণা সঠিক। মঙ্গল সিংয়ের ধামিনি দুর্গ এই বনের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। সে গহিন বনের ভেতর দিয়ে সফর করাকে নিরাপদ মনে করে।'

'মহারাজ!' দেবব্রত কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে আবার বললো– 'সে ভয়ানক পাষণ্ড এবং পিশাচজাতীয় লোক।'

উদ্যম খান অট্টহাসি দিয়ে বললেন– 'দেবব্রত ভাই, পাষাণ আর নরপিশাচদের প্রতিহত করা এখন আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। এছাড়া এখানকার আঞ্চলিক প্রতিটি গোত্রপ্রধানই তো পাষাণ প্রকৃতির।'

হায়দার ইমাম ও উদ্যম খান ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে নাগ দেবতার মন্দিরের দিকে রওনা হলেন। সাথে সাথেই আসাম বাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণের খবর দিগ্‌বিদিক ছড়িয়ে পড়লো। সিপাহিদের মনে জিহাদি আবেগ ও শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করছে। চারদিকে বিপ্লবী আবহ। নারায়ে তাকবিরের গগনবিদারী স্লোগানে মুখর পরিবেশ। সিপাহিরা নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। প্রস্তুত করে রাখছে ঘোড়া। সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও উদ্যম খানের ঘোড়া দ্রুতবেগে দৌড়ে একসময় নাগ দেবতার মন্দিরের সাথে লাগোয়া নদীর তীরে এসে দাঁড়ায়।

সিপাহি ও সেনাপতিদের যথাযথ নির্দেশনা দেয়ার পর উদ্যম খান সাইয়েদ হায়দার ইমামের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'সাইয়েদ সাহেব! আপনি উপকূলীয় এলাকায় একটি চক্কর দিয়ে আসুন। আমি পুনম ও নালিনীকে নিয়ে আসছি।'

উদ্যম খান নৌকায় আরোহণ করে মন্দিরের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। সাইয়েদ হায়দার ইমাম নদীর তীরঘেঁষা ঝোঁপে ঘোড়াগুলো ছেড়ে দিলেন। উদ্যম খান নাগ দেবতার মন্দিরে পৌঁছে পুনম ও নালিনীকে উদ্দেশ করে বললেন– 'বাহাদুর বোনেরা! এখনই আমাদের কাছে সংবাদ এসেছে যে, আসাম বাহিনী এদিকে আসছে। কোনো ধরনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় পতিত হওয়া চলবে না। আমরা ঘূর্ণিঝড়ের দিক বদলাতে জানি। তোমাদের জানা

www.nagorikpathagar.org

আছে, এই মন্দির নদীর তীর এবং উপকূলীয় এলাকায় অবস্থিত। এদিক থেকেই শত্রুসেনার আক্রমণের প্রবল আশঙ্কা। আমি চাই, তোমরা শিব দেবতার মন্দিরের দিকে চলে যাও। ওখানে তোমাদের তিন বোন আগে থেকেই উপস্থিত আছে।'

'ঠিক আছে, মহারাজ!'

পুনম দ্রুত নিজের সামানপত্র গোছাতে শুরু করেছে।

উভয়ে একসময় শিব দেবতার মন্দিরে চলে যায়।

রাতের তখন অর্ধপ্রহর। উদ্যম খান ও সাইয়েদ হায়দার ইমাম মন্দিরের প্রশস্ত কক্ষে বসে সম্ভাব্য আক্রমণস্থলের ব্যাপারে যথাযথ কৌশলী পরিকল্পনার ছক আঁকছেন। কক্ষে আরো আছে মোহন, রাজগোপাল, খেয়া এবং শিব দেবতার মহাপূজারি ছাড়াও বিষ্ণু গোত্রের সরদার ও জগন্নাথের মহাদেববৃন্দ।

উদ্যম খান বললেন– 'আমার ধারণা, শত্রুপক্ষ নাগ মন্দিরের দিকে অধিক আক্রমণ চালাবে। তারা তীরবর্তী এবং উপকূলীয় এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাবে। তাই উপকূলীয় অঞ্চল নিরাপদে রাখার প্রতি আমাদের অধিক মনোযোগী হতে হবে। অতএব, আমাদের সেনাদের একটি বড় অংশ সেদিকে নিয়োজিত রাখা উচিত। ভোর হতে হতে আমরা নাগ দেবতার মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাবো। সাইয়েদ সাহেব! আপনি এই নেতাদের নিয়ে এখানে শত্রুদের প্রতিহত করবেন।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম মুচকি হেসে বললেন– 'বড়ই বেইনসাফি করছেন আপনি। সব সময় আপনি নিজের জন্য কঠিন ক্ষেত্রগুলো বেছে নেন। আর আমরা নির্দ্বিধায় আপনার মুখ চেয়ে থাকি। আপনি কি জানেন, আমাদের এই নীরবতার রহস্য কী?'

উদ্যম খান হেসে হেসে বললেন– 'বলুন, কী রহস্য?'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম মৃদু হেসে বললেন– 'দশ-বারো বছর বয়সের আধিক্য আর পনেরো-বিশটি চুলের টেকো মাথা আমাকে চুপ থাকতে বাধ্য করে দেয়।'

উদ্যম খান উচ্চস্বরে একটি অট্টহাসি দিয়ে বললেন– 'আমি বেশ খুশি হলাম। ভবিষ্যতেও ভালো শিশুদের মতো বড়দের সামনে চুপ থাকবে। বড়দের সম্মান করা সৌভাগ্যের প্রতীক।'

www.nagorikpathagar.org

এ কথা শুনে সবাই সজোরে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। কক্ষের পিদিমগুলোও এই দৃঢ়চেতা মুজাহিদদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে প্রতিবিম্বিত হয়ে অধিক আলো বিলিয়ে যাচ্ছে। এমন সময়ে একজন সাধু প্রবেশ করলো কক্ষের ভেতর।

উদ্যম খান তার হাতে হাত মিলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'কাসেম, কী খবর বলো?'

কাসেম বসে বললো– 'সরদার! এখান থেকে দশ-বারো ক্রোশ দূরে আসাম সেনাদের একটি বাহিনী আছে। এদের নেতার নাম মঙ্গল সিং। সে মহারাজা কৃষ্ণকুমারের সেনাধিনায়ক প্রতাপের পিতা।

'প্রতাপ!' সাইয়েদ হায়দার ইমাম বিস্ময়ের দৃষ্টিতে জানতে চাইলেন– 'এই প্রতাপ ওই প্রতাপ নয় তো– যাকে ভদ্রেকের বনে মারা হয়েছিলো?'

'জি। মঙ্গল সিং ওই প্রতাপের পিতা। সে তার পুত্রের রক্তের প্রতিশোধ নিতে আসছে!'

বিষ্ণু ক্রোধে দাঁত চিবিয়ে বলতে লাগলো– 'আমি মঙ্গল সিংকে খুব ভালো করে চিনি। খুবই ধোঁকাবাজ, বড় নির্মম পাষণ্ড এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণির লোক সে। আমার ধারণা– সে বনের গহিনে বড় কোনো বহরের অপেক্ষা করছে। ভালো হতো, যদি তাকে এখনই প্রতিহত করা যেতো।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'বিষ্ণু মহারাজ! আপনি ঠিকই বলছেন। সে বড় কোনো সহযোগী বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করছে। লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সবকিছুই বৈধ। কিন্তু আমাদের অপারগতা হচ্ছে– কোনো ঘুমন্ত বা আঘাতপ্রাপ্ত শত্রুর ওপর অতর্কিত আক্রমণ করাকে আমরা হীনম্মন্যতার পরিচায়ক বলে মনে করি। সুতরাং, তাদের সাথে আমরা লড়াইয়ের মাঠে মোকাবেলা করার জন্য অপেক্ষা করছি। এই দেশের রক্তপিপাসু হিংস্র হায়েনাদের আমরা দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দেয়ার সংকল্প করে রেখেছি।'

উদ্যম খান দাঁড়াতে গিয়ে বললেন– 'তোমরা সকলে নিজ নিজ ছাউনিতে সতর্ক থেকো। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। আমরা সত্যের ওপর রয়েছি এবং সব সময় সত্যের ওপরই থাকবো। সত্যের পতাকা উড্ডীন রাখবো।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম এবং উদ্যম খান মুসলিম বাহিনীর অন্য নেতাদের সঙ্গে নিয়ে মন্দিরের আদ্যোপান্ত দেখে নিচ্ছেন। প্রতিরোধব্যবস্থা দৃঢ়করণে দুর্ভেদ্য ছক আঁকছেন।

www.nagorikpathagar.org

মন্দিরের পেছনের দিক হতে বের হওয়া গোপন সুড়ঙ্গ ভালো করে দেখে এটাকে আশঙ্কাজনক বলে মন্তব্য করলেন উদ্যম খান। এরপর শিব দেবতার মহাপূজারিকে জিজ্ঞেস করলেন– 'মহাপূজারিজি! এই সুড়ঙ্গ কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে?'

মহাপূজারি বললেন– 'এই সুড়ঙ্গ নাগ দেবতার মন্দিরের দক্ষিণ প্রান্তের কঙ্করময় ভূমিতে গিয়ে শেষ হয়েছে। ওখানে আমরা প্রায় তিন-চারশো সৈনিককে নিয়োজিত করে রেখেছি।'

'খুব ভালো করেছেন।' উদ্যম খান বললেন– 'তারপরও এই সুড়ঙ্গের নিরাপত্তায় আমাদের আরো দূরদর্শী হতে হবে। আমি মনে করি– শত্রুপক্ষ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত। তাই সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরেও পঞ্চাশ-ষাট জন সশস্ত্র সৈনিককে তরবারিসমেত নিয়োজিত করে রাখা হোক। দূরদর্শী শত্রুরা এমন গুপ্তস্থান দিয়েও মারাত্মক আক্রমণ করে বসতে পারে।'

***

সনাতন সভ্যতার নাম ও ভোগবাদী চিন্তার আলখেল্লা ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে সামাজিক ও জাগতিক তৎপরতা থেকে। আর এই বিচ্ছিন্নতাবোধকে কাজে লাগান সুবিধাবাদী সমাজপতিগণ। নিজেরা প্রকৃত সত্যকে জেনেও, ধর্মের নীতি-আদর্শকে না মেনে, অধর্মের পরিচর্যা করেন। হতোদ্যম মানুষের মগ্ন থাকার জন্য নির্মাণ করেন উপাসনালয়। মানুষের প্রতিবাদ-দ্রোহ তথা বিপ্লবের ভাষা বাঁধা পড়ে যায় ওই অচলায়তনে। বারবার যাঁরা প্রচলিত অযৌক্তিক বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছেন, উদ্‌ঘাটন করেছেন সত্য-সুন্দর ও মঙ্গলের আদর্শকে, সেই সব মুক্তজ্ঞানপিপাসু অগ্রনায়কদের ওপর আক্রমণ হয়েছে বিভিন্নভাবে। তাঁদের প্রাণোচ্ছল প্রয়াসকে দমিয়ে দেয়া হয়েছে রাজকীয় আইন-কানুনের বেড়াজালে। মহারাজার এমনই বেড়াজালে আটকা মঙ্গল সিং।

পরদিন দুপুরের দিকে মঙ্গল সিংয়ের বাহিনীর প্রথম বহরটি দেখা যায় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। তবলা সানাইয়ে ঝংকার বেজে উঠছে। উভয় বাহিনীর মধ্যখানে দুই-তিন ক্রোশ দূরত্ব। মঙ্গল সিংয়ের ডান ও বাঁয়ের দুই বাহিনীর পতাকা দুই রকম। মধ্যবর্তী বহরের পতাকার রঙ গেরুয়া। মঙ্গল সিং কুলফিদার ও খুদাই করা মস্ত বড় এক শিরস্ত্রাণ পরেছে মাথায়।

www.nagorikpathagar.org

ওদিকে সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও উদ্যম খানও পুরোপুরি প্রস্তুত। দূর-দূরান্তে কেবল মানুষের মাথাই দেখা যাচ্ছে। যেন নানারঙা এক মানবসমুদ্র। তাকবিরের স্লোগানের মুহুর্মুহু আওয়াজ। উচ্চ ঝংকারে বাজছে রণসানাই। কেঁপে কেঁপে উঠছে ভূমণ্ডল। ধীরে ধীরে উভয় বাহিনী মুখোমুখি এগোচ্ছে। আল্লাহু আকবার-এর গগনবিদারী স্লোগানের জবাবে দেবতাদের জয়ধ্বনির গুঞ্জরন।

দূরত্ব কমে এসেছে।

বেড়ে চলেছে হৃৎকম্পনের ধ্বনি।

মঙ্গল সিং ক্ষোভে ফেটে পড়ে মুসলমানদের দিকে একটি বর্শা নিক্ষেপ করে বলতে লাগলো– 'আসামের সিংহরা! বাংলার গোঁয়ারদের ওপর আক্রমণ শুরু করো! তাদের দুর্গন্ধযুক্ত রক্তে আপন ধরিত্রী মাতার রঙ লাল করে ফেলো!'

মঙ্গল সিংয়ের এমন দাম্ভিক উচ্চারণের জবাবে সাইয়েদ হায়দার ইমাম তরবারি কোষমুক্ত করে শূন্যে ঘুরিয়ে তাকবির-ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। আল্লাহু আকবার-এর আকাশপ্লাবী ধ্বনি আরেকবার দিগ্‌বিদিক মুখর করে তুললো। সাথে সাথেই উভয় বাহিনীর মুখোমুখি লড়াই আরম্ভ হয়ে গেলো। রণাঙ্গনে তখন ভয়ংকর রূপ। তরবারির শনশন শব্দ, তীব্র বেগে তিরের ছোটাছুটি, ঘোড়ার হ্রেষা রণাঙ্গনে মৃত্যুর বাজার বেশ তপ্ত করে তুলছে। মুহূর্তেই হাজার হাজার লাশ মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। বয়ে চলছে রক্তনদী। সাইয়েদ হায়দার ইমাম বরাবরের মতো দেখিয়ে চলেছেন তাঁর প্রলয়ংকর রণতাণ্ডব। মেঘের কোণে বিজলির বিচ্ছুরণের মতো তাঁর তরবারি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে চলেছে শত্রুদের দণ্ডমুখ। যেদিকেই তিনি ছুটে যাচ্ছেন, সেদিককার শত্রুদের সমূলে উৎপাটন করে ছাড়ছেন। ক্ষুধার্ত সিংহের মতো গর্জন করে করে শত্রুদের এক ব্যূহ থেকে আরেক সারিতে তরবারির ঝলক দেখাচ্ছেন। এক আঘাতে সাঙ্গ করছেন কয়েক শত্রুর জীবন।

এমনই প্রবল বিক্রমে লড়তে লড়তে একসময় তিনি গিয়ে পৌঁছালেন মঙ্গল সিংয়ের কাছে। বলতে লাগলেন– 'আমরা শাহাদাতের পিয়াসী। মৃত্যুকে নিয়ে আমাদের কোনো ভয় নেই। তরবারির ঝংকার দিয়ে আমরা বাদ্য বাজাই। ঘোর অমানিশাময় এমন অন্ধকারের বিরুদ্ধে আমরা ততোক্ষণ লড়বো, যতোক্ষণ অন্ধকারের সকল সওদাগর মিটে না যাবে। আমি শেরে খোদার উত্তরসূরি। কারবালার শহিদদের রক্ত আমার শরীরে। নাম আমার হায়দার ইমাম। আমরা পা বাড়ালে সেই পা কেউ দমিয়ে রাখার সামর্থ্য রাখে না!'

www.nagorikpathagar.org

মঙ্গল সিং নিকটে এসে বললো– 'তুমিই হায়দার ইমাম! তুমিই সেই জালেম খুনি হায়েনা! যে আমার পুত্র প্রতাপকে খুন করেছো!'

সাইয়েদ হায়দার ইমামের তরবারি বিজলির বিচ্ছুরণের মতো এদিক-ওদিক সামনে-পেছনে ঘুরেই চলেছে।

তিনি বললেন– 'হ্যাঁ, আমিই হায়দার ইমাম। কিন্তু আমি খুনি হায়েনা বা জালেম নই। আমরা মানবতার রক্ষক। জালেমের যম! কাল তোমার ছেলে অত্যাচারের নির্মম নিদর্শন নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছে। আমরা তাকে কুপোকাত করেছি। আজ আবার তুমি সেই ফেরাউনি হিংস্রতা নিয়ে আমাদের মুখোমুখি হলে। সুতরাং, তোমার পরিণতি তোমার পুত্রের চেয়ে ভিন্ন হতে পারে না।'

মঙ্গল সিং উভয় হাতে দোধারী তরবারি নিয়ে সাইয়েদ হায়দার ইমামের ওপর আক্রমণ করে বসলো। সাইয়েদ হায়দার ইমামও প্রতিটি আঘাতের যথাযথ জবাব দিয়ে যাচ্ছেন। এভাবে সম্মুখপানে এগিয়ে চলছেন তিনি। অতর্কিত এক মুখোশ পরিহিত ব্যক্তি মঙ্গল সিংয়ের কাছে এসে বললো– 'মঙ্গল সিং! আমাকে চিনতে পেরেছো? আমি বিষ্ণু মহারাজ!'

মঙ্গল সিং খুশি হয়ে বললো– 'বিষ্ণু! এসো। আমরা উভয়ে মিলে এই হায়েনাকে শেষ করে দিই। যে আমাদের উভয়ের চোখে রক্তের অশ্রু বয়ে এনেছে। শুনেছি, তোমাদের গোত্রের সবাইকে এরা খুন করে গোটা এলাকা বিরানভূমিতে পরিণত করে ফেলেছে!'

বিষ্ণু তার লম্বা বর্শা সোজা করে অতর্কিত মঙ্গল সিংয়ের ওপর আক্রমণ করে বললো– 'আমাদের গোত্রের খুনি হায়দার ইমাম নয়, মঙ্গল সিং!'

বিষ্ণু এতো দ্রুতবেগে মঙ্গল সিংয়ের ওপর হামলা করেছে যে, সে নিজেকে সামলে উঠতে পারেনি। সামলে নেয়ার আগেই মারাত্মক আহত হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। ওদিকে বিষ্ণু বুনো সিংহের মতো আসাম বাহিনীর ওপর আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে।

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বিষ্ণুকে আসাম বাহিনীর ঘেরাও থেকে বের করতে করতে বললেন– 'বিষ্ণু মহারাজ! একে এখন আর কিছু বলো না। আশা করি, সে তোমার দেয়া আঘাত চেটে চেটে মৃত্যুর মুখে পতিত হবে।'

মঙ্গল সিং মারাত্মক আহত। তার ডান বাহুতে বিষাক্ত বর্শা বিঁধে আছে।

বিষ্ণু মহারাজ সাইয়েদ হায়দার ইমামের মতো বলে যাচ্ছে– 'আমরা প্রকৃত জীবনের সন্ধান পেয়ে গেছি। আমাদের সামনে নবজীবনের নতুন প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। এই আলোকপ্রদীপকে আমরা কিছুতেই নিভতে দেবো

www.nagorikpathagar.org

না। এখন আর আমরা কোনো মহারাজের হীন অভিলাষ পূরণে নিজেদের আত্মসম্ভ্রম জলাঞ্জলি দেবো না। মানবতার আলো নিভতে দেবো না কিছুতেই।'

মঙ্গল সিংয়ের বাহিনী এবার লড়াই ছেড়ে হন্যে হয়ে দিগ্‌বিদিক ছুটে পালাচ্ছে। এরা কখনো উত্তর প্রান্তে কখনো দক্ষিণ প্রান্তে শিব দেবতার মন্দিরের সীমানায় আক্রমণ চালাচ্ছে। সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও বিষ্ণু মহারাজ ঘোড়ায় চড়ে তাঁর বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। সূর্য ডোবার পূর্বেই আসাম সেনাদের মাঝে পিছু হটার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে।

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বিষ্ণু মহারাজকে লক্ষ করে বললেন– 'বিষ্ণু মহারাজ! তুমি নাগ দেবতার বাহিনীর কাছে গিয়ে ওদের অবস্থা দেখে আসো। উদ্যম খানের কোনো বাড়তি বাহিনীর প্রয়োজন হতে পারে কি না জেনে আসো।'

'না'। গোপাল মৌয়ালজি বললো– 'আমাদের বাহিনী ওইদিকেও আসাম বাহিনীর মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। ওরা এখন দ্রুতবেগে বনের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।'

তাদের পা থমকে গেছে। ওরা দ্রুত বনের ভেতর পালাচ্ছে। মুসলিম বাহিনী পলায়নরত আসাম সেনাদের গাজর-মুলার মতো কেটে কেটে টুকরো করে চলেছে। অতঃপর হঠাৎ নাগ দেবতার মন্দিরের দিক হতে কিছু অশ্বারোহী ঝাণ্ডা উঁচিয়ে বলতে লাগলো– 'বীরেরা! দৃঢ়পদে লড়ে যাও! তোমাদের সাহায্যে গণেশ দেবতার সেনা পৌঁছে গেছে!'

'গণেশ দেবতা!' সাইয়েদ হায়দার ইমাম জনৈক হিন্দু সিপাহির কাছে জানতে চাইলে সে বললো– 'হাতিকে হিন্দুরা গণেশ দেবতা হিসেবে মান্য করে।'

'আচ্ছা! এই কথা তাহলে!' সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'মনে হচ্ছে মহারাজা ফিরে এসেছে। খণ্ডরায়ের হস্তীবাহিনীও এসে গেছে হয়তো!'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম ফের তরবারি চালনা শুরু করে দিলেন। বলতে লাগলেন– 'মুজাহিদরা! আল্লাহর সিংহরা! ওই হায়েনাদের প্রতিহত অভিযান অব্যাহত রাখো। বড় এক সুসংবাদ আমাদের দরজায় উঁকি মেরেছে। বিজয় তোমাদের পদচুম্বন করবেই!'

এক সিপাহি জুতার কাঁটা দ্বারা ঘোড়াকে উত্তেজিত করে বললো– 'হাতিকে ভয় পাওয়ার মতো লোক আমরা নই। আমরা জগন্নাথ বসতির রণাঙ্গনে হাতিকে খুব কাছ থেকে দেখেছি।'

www.nagorikpathagar.org

সাইয়েদ হায়দার ইমাম তাঁর ঘোড়ার মুখ নাগ দেবতার মন্দিরের দিকে ফেরালেন। আসাম বাহিনী আরেকবার শৃঙ্খলিত হয়ে এগিয়ে আসছে। ওদিকে উপকূলীয় বন আর পাহাড়ের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে সূর্য। সত্বর সে ডুবে যাবে। উদ্যম খান ক'জন সেনাপতির সাথে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দূর থেকে জাহাজ আসতে দেখছেন।

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'উদ্যম খান! যদি ওই বহরের নেতা খণ্ডরায় হয়ে থাকে, তাহলে ওদের উত্ত্যক্ত করার প্রয়োজন নেই। কারণ, খণ্ডরায় রাজকুমারীর শুভাকাঙ্ক্ষী।'

'আমি জানি।'

উদ্যম খান বললেন– 'রাজা প্রেমচন্দ্র আমাকে সবকিছু বলেছে।'

জাহাজটি ধীরে ধীরে নিকটে আসছে। হঠাৎ জাহাজের মাস্তুলে দেখা যাচ্ছে সাদা পতাকা উড়ছে। সাইয়েদ হায়দার ইমাম তাঁর ঘোড়ার দিক বদল করে মৃদু হেসে বললেন– 'উদ্যম খান! এটা খণ্ডরায়ের বহর!'

অতঃপর উভয় নেতা আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে সমস্বরে বলে উঠলেন– 'হে আল্লাহ! তোমার লাখো কোটি শোকরিয়া। তোমার অগণন রহমত এই দেশের অসংখ্য মানুষের রক্তনদীতে সাঁতরানো হতে উদ্ধার করেছে।'

এই বলে সাইয়েদ হায়দার ইমাম ঘোড়ায় চড়ে শিব দেবতার মন্দিরের দিককার রণাঙ্গনে পৌঁছে যান।

মুসলিম বাহিনী আসাম বাহিনীকে পুনরায় শৃঙ্খলিত হওয়ার সুযোগ দেয়নি। কিন্তু তারা জোরে জোরে স্লোগান দিয়ে চলেছে– 'গণেশ দেবতার বাহিনী এই হায়েনাদের পদদলিত করে ছাড়বে।'

মঙ্গল সিং পুনরায় ঘোড়ায় আরোহণ করে বললো– 'কেউ গিয়ে খণ্ডরায়কে বলো– সে যেন এক মুহূর্ত বিলম্ব ব্যতিরেকে নাগ দেবতার মন্দিরে পৌঁছে যায়। আমার ধারণা, রাজকুমারী চন্দ্রকান্তও ওই মন্দিরে অবস্থান করছে। এতে করে কৃষ্ণকুমার ও মাতা মহারানির সকল উদ্বেগ দূরীভূত হয়ে যাবে।'

এক অশ্বারোহী হাঁপাতে হাঁপাতে ঘোড়ার কাছে এসে মঙ্গল সিংয়ের পায়ে পড়ে বলতে লাগলো– 'মহারাজ! খণ্ডরায় বিদ্রোহী হয়ে গেছে। সে মুসলমানদের সাথে আঁতাত করেছে!'

'রামপ্রসাদ!' মঙ্গল সিং ক্ষোভে ফেটে পড়ে চিৎকার দিয়ে বললো– 'কী আবোল-তাবোল বকছো তুমি?'

www.nagorikpathagar.org

রামপ্রসাদ কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো– 'আবোল-তাবোল বকছি না মহারাজ! সত্যিই বলছি। আমি নিজ চোখে খণ্ডরায় ও উদ্যম খানকে পরস্পর গলাগলি করতে দেখেছি।'

মঙ্গল সিং উদ্বেগের সুরে বললো– 'খণ্ডরায় কেন বিদ্রোহ করলো?'

রামপ্রসাদ বললো– 'মহারাজ! অন্ধকারে নিজের ছায়াও নিজেকে ছেড়ে চলে যায়। মহারাজা কৃষ্ণকুমার আর মাতা মহারানির ভাগ্য এখন এমনই আপদের জালে আটকে গেছে।'

মঙ্গল সিং ঘোড়ায় আরোহণ করে বললো– 'এখান থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। এই পরাজয়কে আমি অন্যত্র গিয়ে প্রতিশোধ নিয়ে পুষিয়ে নেবো।'

সন্ধ্যার অন্ধকার গভীর হতে হতে আসাম বাহিনীর সকল সদস্য নিজেদের নিহত ও আহতদের ফেলে দূর বনে পালিয়ে যায়। খণ্ডরায়ের বিশালাকায় জাহাজ ধীরে ধীরে তীরে এসে ঘেঁষে। জাহাজটির মাস্তুলের ওপর সাদারঙা পতাকা। মধ্যবয়সী খণ্ডরায় জাহাজের ছাদে এসে নমস্কার দিয়ে বলতে শুরু করলো–

'আমি আসামের অত্যাচারী মহারাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের স্পষ্ট ঘোষণা দিলাম। আমার বিদ্রোহ ওই অন্যায়ের বিরুদ্ধে– যা মহামারীর মতো দ্রুতবেগে এই দেশের অস্থিমজ্জায় ছড়িয়ে পড়েছে। আমি আমার কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে এই বিদ্রোহ করিনি। অল্প দামে নিজের স্বকীয়তা ও লাজলজ্জা বিকিয়ে দেয়ার মতো আহম্মক আমি নই। গভীর চিন্তা-ভাবনার পর আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি বাংলার হাকিমকে এই দেশের লাখ লাখ অসহায়, নিপীড়িত মানুষের ত্রাতা ও মুক্তিদাতা মনে করি। আমার জানা আছে– মহারাজা জয়ধ্বজ সিং আত্মহত্যা করেননি। তাঁকে নির্দয়, পাষণ্ড ও নিমকহারাম কৃষ্ণকুমার অন্যায়ভাবে খুন করে পুড়িয়ে ফেলেছে। আমি জয়ধ্বজ সিংকে মহৎ কীর্তিমান মনে করি না। তাঁর ভেতরও অনেক ত্রুটি ছিলো। কিন্তু তিনি কৃষ্ণকুমারের চেয়ে বহুগুণ ভালো ছিলেন। আমরা মহারাজ জয়ধ্বজ সিংয়ের পর তাঁর কন্যা রাজকুমারী চন্দ্রকান্তকে এই দেশের রাজসিংহাসনের বৈধ ও যথাযথ হকদার মনে করি। এটা এ জন্য নয় যে, সে পরলোকগত জয়ধ্বজ সিংয়ের কন্যা; বরং এ জন্য সে যোগ্য যে, সে চরিত্র-স্বভাব ও গুণের দিক দিয়ে বহু এগিয়ে। সে সৌভাগ্যের আলোকপিদিম। তাঁর মনে ভগবান দয়া-ভালোবাসা, অনুগ্রহ বিলিয়ে দিয়েছেন। সে গরিববান্ধব। সহমর্মিতার অপূর্ব মানসিকতা রয়েছে তার ভেতর। বাংলার হাকিম তাকে নিজের কন্যা বলে আখ্যা দিয়েছেন। তার হক

www.nagorikpathagar.org

তাকে বুঝিয়ে দিতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মুসলমানরাও এই চেষ্টা-সাধনায় শরিক হওয়ার সংকল্প নিয়ে এসেছে। আশা করি, তোমরা আমার ওপর ভরসা রাখবে এবং আমার প্রতি অযথা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাবে না।'

এর জবাবে উদ্যম খান বললেন–

'খণ্ডরায়! সবার আগে আমি তোমাকে এবং তোমার সাথিদের এই জিহাদে অংশ নেয়ার জন্য মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহর শপথ! এই সংগ্রাম-সাধনায় আমাদের ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ নেই। আমরা এই দেশের লাখ লাখ নিরপরাধ, নিঃস্ব মজলুমদের দুঃখে সমব্যথী হতে এসেছি। এই দেশের গরিব ও অসহায়দের শান্তিতে মাথা গোঁজার সুযোগ করে দিতে এসেছি। আমরা ওইসব পাপিষ্ঠ ও পাষণ্ড শাসকশ্রেণির ক্ষমতার দর্প বিচূর্ণ করে দিতে এসেছি– যারা এ দেশের গরিব নিঃস্বদের কঙ্কালের ওপর নিজেদের শান্তির প্রাসাদ নির্মাণ করে চলেছে। এই ভূখণ্ডের ললাটে ধেয়ে আসা অন্ধকারের কুণ্ডলীতে নিজেদের ক্ষমতা দেখাতে আসিনি। আমরা তো এসেছি রাজকুমারী চন্দ্রকান্তকে তার প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দিতে। তার জন্য আমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত লড়বো, যতোক্ষণ সে তার প্রাপ্য অধিকার ফিরে না পাবে। বাংলার হাকিম আলি কুলি খান রাজকুমারীকে নিজ কন্যা বলে সম্বোধন করেছেন। রাজকুমারী কেবল একজন ব্যক্তিরই কন্যা নয়; সে আমাদের সবার কন্যা, বোন। ইজ্জত, সম্মান, সম্ভ্রম ও মর্যাদার প্রতীক। আর সম্ভবত তোমার জানা আছে যে, আমরা আমাদের ইজ্জত ও সম্ভ্রমের প্রতীকদের নিজেদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় মনে করি। তুমি নিশ্চিন্তে জাহাজ তীরে ভেড়াও। এটা তোমাদেরই দেশ। তোমাদেরই ভূখণ্ড। তোমাদেরই ভুবন। নিজের দেশের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে নিজ গরজেই লড়তে থাকো। আমাদেরকে তোমার সঙ্গী হিসেবে পাবে।'

উদ্যম খানের এই অভয়বাণী শোনার পর খণ্ডরায় তার জাহাজ তীরে ভেড়াতে শুরু করে। এভাবে একে একে তার অধীন বিশটি জাহাজ তীরে ভেড়ানো হয়। প্রতিটি জাহাজে আছে পাঁচটি করে হাতি আর পাঁচশো করে সেনা। খণ্ডরায় জাহাজ থেকে নেমে উদ্যম খান এবং তারপর অন্য মুসলিম সেনাপতিদের সাথে কোলাকুলি করলো।

উদ্যম খান খণ্ডরায়ের হাত ধরে তাকে নাগ দেবতার মন্দিরে নিয়ে গেলেন। মন্দিরের পূজারি ও অন্য লোকজন ছাড়াও মুসলিম সিপাহিরা খুশিতে স্লোগান দিয়ে খণ্ডরায়কে অভিবাদন জানায়। তার এবং তার বাহিনীর জন্য পৃথক তাঁবু নির্মাণ করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

বেখবর মহারাজা

এটাও অন্যান্য সন্ধ্যার মতো একটি সন্ধ্যা। ডুবু ডুবু সূর্যের সোনালি কিরণে পাহাড়ের চূড়া ঝিলিমিলি করছে। চারদিকে আজ একটি উপলক্ষকে কেন্দ্র করে বেশ উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হচ্ছে। দিগ্‌বিদিক এক মায়াবী আবহ বিরাজমান। সবার বিমুগ্ধ নয়ন যেন হারিয়ে গেছে রঙের ধারায়। দুর্গের দুদিকে পাহাড়ের সারি, পাহাড়ের বুকে কিশোরীর মতো বাহারি রঙিন কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে আলোয় রাঙা মহিরুহ। কী অদ্ভুত সে সৌন্দর্য! দূর থেকে আরো দূরে সবার চোখ যেন পান করে নিচ্ছে প্রকৃতির এই অপরূপ সুধা। দুই পাশে রঙিন প্রান্তর। তার ওপারে আকাশের বুকে হেলান দেয়া পর্বতের সারি। প্রকৃতিকে আজ যেন সম্পূর্ণ এক নতুন রূপে সাজানো হয়েছে। দুর্গের বাইরের রাস্তার পাশেই বয়ে চলছে পাহাড়ি নদী। যে কেউ সেই নদীর বুকে পাথরের ডিবিগুলোতে বসলে নদীর কুলকুল শব্দে বিমোহিত হতে বাধ্য হবে। হিমশীতল সেই জলের স্পর্শ তাকে করবে শিহরিত। পাথরের বুক চিরে এই পানি ভেসে আসছে কোনো এক পাহাড়ের কান্না হয়ে। কী অদ্ভুত অনুভূতি! দুর্গে অবস্থিত মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টা স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশিই বেজে চলেছে। মাতা মহারানি দুর্গের সুদৃশ্য বাগানে অবস্থিত মার্বেল পাথরের বারো পায়ার মনোহর আসনে উপবিষ্ট। তাঁর সামনে দিয়ে বাগানের সদর দরজা পর্যন্ত উন্মুক্ত মহাসড়কে লাল রঙের কার্পেট বিছানো। মাতা মহারানির সামনে ফুলের মতো কোমল দেহের সুন্দরী মেয়েরা মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দীঘল কালো রেশমি চুল কার্পেট ছুঁয়েছে।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মাতা মহারানি বললেন–

'আজ আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমার মনের আশা পুষ্পে পুষ্পে ভরে উঠেছে আজ। জীবনে আমি যতো স্বপ্ন দেখেছি, তার উজ্জ্বল ব্যাখ্যা আজ আমার সামনে উদ্ভাসিত হতে যাচ্ছে। আমার ছেলে মহারাজা বেশে আমার কাছে আসছে। তোমরা সবাই আমাদের আনন্দে উল্লাস করো। নাচতে থাকো! গাইতে থাকো!'

www.nagorikpathagar.org

মাতা মহারানির সামনে বিশালাকায় ফুলের তোড়া। কোমল দেহের কুমারী মেয়েরা তার সামনে নেচে-গেয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, তাদের কাঁপা কাঁপা পা-জোড়া দিয়ে উল্লাসের মাত্রাকে ষোলোকলায় পূর্ণ করে তুলবে। চারদিকেই এমন মনোলোভা সৌন্দর্যের আহামরি চমক। এদিকে মাতা মহারানির বাঁয়ে বসা দাসীরা একের পর এক মদের পেয়ালা পরিবেশন করেই যাচ্ছে মাতা মহারানিকে। তিনিও বেশ আহ্লাদের ঢংয়ে পান করে যাচ্ছেন। এভাবে একে একে পাঁচটি পাত্র সাবাড় করে ফেলেছেন তিনি। নেশার তুমুল আমেজ তাঁর দুই চোখজুড়ে।

হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এলো ঢোল, তবলা ও সানাইয়ের সুর। এতে করে দুর্গে এক আশ্চর্য রকম শোরগোল হই-হুল্লোড় শুরু হয়ে গেছে। মহলের চৌকিদার ও দারোগারা সশস্ত্রভাবে দাঁড়িয়ে তাদের সংকেতে বলে যাচ্ছে–

'হুঁশিয়া...র! চৌকান্না! মহারাজা কৃষ্ণকুমার আসছেন!

হুঁশিয়ার! চৌকান্না! মহারাজা কৃষ্ণকুমার আসছে...ন!'

দারোগাদের স্লোগান ধ্বনি আনন্দ-আবেগে মাতা মহারানির হৃৎকমলে ঢেউ তুলতে লাগলো। একসময় মহারাজা কৃষ্ণকুমার প্রধান ফটক দিয়ে মায়ের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। মাতা মহারানির নিকটে পৌঁছালে তিনিও কয়েক কদম আগ বাড়িয়ে ছেলেকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তার কপালে এঁকে দেন চুমুর প্রলেপ। কৃষ্ণকুমারও মাথা ঝুঁকিয়ে মায়ের পায়ে প্রণাম করে।

মাতা মহারানি উভয় হাতে ছেলের মুখ ধরে বলেন– 'কৃষ্ণকুমারজি! তুমি আমার জীবনের সব দিক ফুলে-ফলে টইটম্বুর করে দিলে। তোমাকে নিয়ে আমার গর্ব হয়, বেটা!'

মহারাজা কৃষ্ণকুমার মুচকি হেসে হাত জোড় করে বললো– 'মাতাজি! আপনার আশা-প্রত্যাশা সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। আমি আপনাকে মাতা মহারানি বানানোর আজন্ম স্বপ্ন লালন করেছিলাম।'

মহারানি কৃষ্ণকুমারের পায়ে ফুলের কলি ছিটিয়ে তার হাত ধরে নিজের পাশের আসনে বসিয়ে বললেন– 'তোমার চেষ্টা-সাধনা আর ভগবানের কৃপায় জয়ধ্বজ সিংয়ের নাম-নিশানা সব আজ মিটে গেছে!'

মহারাজা অনুচ্চস্বরে বললো– 'তাহলে কি চন্দ্রকান্ত শেষ হয়ে গেছে?'

মাতা মহারানি আরেকবার কৃষ্ণকুমারের কপালে চুমু দিয়ে বললেন– 'তুমি তাকে শেষ হয়ে গেছে বলেই মনে করো।'

www.nagorikpathagar.org

মহারাজা কৃষ্ণকুমার জিজ্ঞেস করলো– 'মাতাজি! আমার বুঝে আসছে না, চন্দ্রকান্ত কোথায়?'

মাতা মহারানি বললেন– 'তুমি ওই অপদার্থ ডাইনির ব্যাপারে ভেবো না। সে যেখানেই থাকুক, তাতে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না।'

মহারাজা কৃষ্ণকুমার উদ্বেগের সুরে বললো– 'যেখানেই থাকুক মানে? কী বলছেন আপনি? সে কি এখানে নেই?'

ছেলের উদ্বেগের ব্যাপারটি মহারানির চোখে পড়লে তিনি সোনার পাত্র থেকে মদ ঢেলে বলতে লাগলেন– 'শরাব পান করো, চিন্তার কোনো কারণ নেই। উৎকণ্ঠিত না হয়ে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নাও। সকালে কথা হবে। নাও, নিজের মায়ের হাত থেকে খুশি আর শান্তির শরাব পান করো।'

মহারাজা কৃষ্ণকুমার মদ গলাধঃকরণ করে বললো– 'ধন্যবাদ, মাতাজি! কিন্তু এখনো আমার বিশ্রামের সময় আসেনি। শত্রুরা আমাদের পেছনে ধাওয়া করছে। যতোক্ষণ পর্যন্ত ওই পাহাড়ের অন্ধকার জঙ্গল বাংলার হাকিমকে চিরতরের জন্য গিলে না নেবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমি বিশ্রাম নিতে পারি না। দু-তিন দিনের ভেতর বাংলার হাকিম তার সেনাবহর নিয়ে এখানে পৌঁছাবে। তার মোকাবেলার জন্য আমার অনেক কাজ করতে হবে।'

মাতা মহারানি সজোরে একটি অট্টহাসি দিয়ে বললেন– 'বেটা কৃষ্ণকুমার! এই দুর্গ দুর্জেয়। এটা দেবতাদের হাতে গড়া। এটা রক্ষা করার জন্য শিব দেবতা এখানে উপস্থিত হয়েছেন। শিব দেবতা এই দুর্গ রক্ষা করার ব্যাপারে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'

মহারাজা কৃষ্ণকুমার মাতা মহারানির বাহু ধরে বললো– 'মাতাজি! আমি আপনাকে হাজার বার বলেছি– বেশি শরাব পান করবেন না। এ মুহূর্তে আপনার মানসিক সুস্থতা বিগড়ে গেছে। উঠুন, আপনাকে আপনার শয়নকক্ষে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

দাসীরা এখনো গান গেয়ে চলেছে। বাদ্য-বাজনা বাজাচ্ছে জোরেশোরে। সশস্ত্র প্রহরীরা দাঁড়িয়ে আছে সারিবদ্ধভাবে।

মাতা মহারানি বললেন– 'বেটা কৃষ্ণকুমার! আমি মাত্রার অধিক পান করিনি। নেশা ধরেনি এখনো। পুরোপুরি সুস্থ-স্বজ্ঞান আছি। সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে তোমাকে আমি এই সুসংবাদ দিচ্ছি যে, শিব দেবতা এবং নাগ দেবতা এই দুর্গে উপস্থিত রয়েছেন।'

www.nagorikpathagar.org

মহারাজা কৃষ্ণকুমার এবার বলতে লাগলো– 'একটি থেকে আবার দুটি হয়ে গেলো নাকি! মাতাজি, শিব দেবতা আর নাগ দেবতা শতাব্দীর ভ্রমণ শেষে এখানে কী করে পৌঁছাতে পারে?'

মাতা মহারানি ক্ষোভে ভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন– 'মূর্খ কোথাকার! দেবতাদের শক্তি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা আছে? তুমি তো এখনো বাচ্চা ছেলে! সম্ভবত তুমি দেবমালা বা মনু সংহিতা ইত্যাদি পড়োনি। সূর্য দেবতার কিরণ যেমন লাখ লাখ মাইল দূর থেকে আলো বিতরণ করে, ঠিক তদ্রূপ প্রত্যেক দেবতা এই জগৎ-সংসারে যখন যেখানে ইচ্ছে, পৌঁছে যান। ভালো, এখন তুমি আরাম করো গিয়ে। ভোরে তোমাকে দেবতাদের চরণসেবায় নিয়ে যাবো।'

মহারাজা কৃষ্ণকুমার বললো– 'মাতাজি! আপনার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে এখন এই মুহূর্তেই ওই দেবতাদের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করতে চাই।'

সে একজন সৈনিককে কাছে আসার ইশারা দিলে সৈনিকটি কাছে আসে। মহারাজা মাতা মহারানিকে উদ্দেশ করে জানতে চাইলো– 'মাতাজি! দেবতা এই মুহূর্তে কোথায় বিরাজমান?'

মাতা মহারানি বললেন– 'তিনি এখন মন্দিরে অবস্থান করছেন। কিন্তু তুমি কী করতে চাচ্ছো?'

'মন্দিরে যাও। শিব দেবতা এবং নাগ দেবতা উভয়কে আমার সামনে হাজির করো!'

মাতা মহারানি ক্ষোভে ভরা কণ্ঠে বললেন– 'তোমার মাথা কি নষ্ট হয়ে গেছে? তুমি মারাত্মক ধৃষ্টতা দেখিয়ে যাচ্ছো! পিপাসার্ত লোক সাগরের দিকে যায়। সাগর কখনো তৃষ্ণার্তের দিকে আসার প্রয়োজনবোধ করে না।'

মহারাজা বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলে উঠলো– 'সেটা ঠিক আছে, মাতাজি! কিন্তু এই মুহূর্তে তুমি চুপ থাকো। আমি রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট। এক হিসেবে আমিও দেবতা। রোজ রোজ হাজার হাজার মানুষ আমার পায়ে চুমু খেতে আসে!'

এরপর সে সৈনিককে বললো– 'যাও! এই মুহূর্তে উভয়কে হাজির করো!'

মহারানি চুপ হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর সৈনিক এসে বললো– 'মহারাজ! দেবতা এখানে আসতে রাজি নন। এই মুহূর্তে তিনি খুব রাগান্বিত অবস্থায় আছেন।'

মহারাজা মৃদুস্বরে বললো– 'কী বলতে চান তিনি?'

www.nagorikpathagar.org

সৈনিক বললো– 'অন্নদাতা! তিনি বললেন, যদি মহারাজার কোনো কাজ থাকে, তাহলে তিনি নিজেই এখানে চলে আসতে পারেন। মহারাজাকে দিয়ে আমার তো কোনো কাজ নেই!'

মহারাজা কৃষ্ণকুমার মাথা ঝুঁকিয়ে গভীর চিন্তা শুরু করে দিলো। তার কপালে উদ্বেগের আধিক্যে ভাঁজ পড়ে গেছে।

মাতা মহারানি বললেন– 'কৃষ্ণকুমার! তুমি মারাত্মক অন্যায় করে ফেলেছো। আমার পরামর্শ হচ্ছে– এখনই গিয়ে দেবতার চরণ সেবা করো এবং নিজের অন্যায় ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।'

মহারাজা দাঁড়িয়ে বললো– 'মাতাজি! এই তামাশা আর অযৌক্তিক বাহানা আমার বুঝে আসছে না!'

মহারানি তার মুখে হাত রেখে বলতে লাগলেন– 'কৃষ্ণ! ভগবানের দোহাই লাগে এমন কঠোর বাক্য মুখে এনো না। এই যে বায়ু দেখছো, এগুলো দেবতাদের অনুগত। তিনি তো মানুষের মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা জল্পনা-কল্পনা সম্পর্কেও জ্ঞান রাখেন!'

কিছুক্ষণ পর মহারাজা মাতা মহারানিকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরের দিকে এগিয়ে চললো। ঘনশ্যাম ঠাকুর, জগদীশ এবং আরো কিছু নেতা তার পেছনে পেছনে। মন্দিরের পূজারিরা মহারাজাকে স্বাগত জানালো। মহারাজা ও মাতা মহারানির পেছনে পেছনে সৈনিকদের বড় বড় নেতা ও দাসীরাও আসছে দলে দলে। শিব দেবতার কক্ষের দরজায় কয়েকজন পূজারি ও দেবদাসী মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে চন্দনের সুবাস। সুলতান শিব দেবতারূপে মার্বেল পাথরের উঁচু একটি চবুতরায় আসন ধরে উপবিষ্ট। তাঁর উজ্জ্বল ফরসা শরীরে হলুদ রঙা পোশাক। দীঘল বাবরি চুল দুই কাঁধে ঝোলানো। দুই চোখে চিকচিক করছে প্রত্যয়ের ছাপ। নির্মলা তাঁর পাশে। সুরমামাখা জাদুময়ী চোখ বেয়ে সৌন্দর্যের অনলশিখা টগবগ করছে।

মহাপূজারি ভেতরে প্রবেশ করে বললেন– 'দেবতা মহারাজ! মাতা মহারানি সুমিতা দেবী এবং মহারাজা কৃষ্ণকুমার চরণসেবার জন্য আজ্ঞা চাচ্ছেন।'

সুলতান কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বললেন– 'ওই দুজন ছাড়া অন্য কারও জন্য ভেতরে প্রবেশের অনুমতি নেই।'

মহাপূজারি পেছনে পা সরিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর মহারাজা কৃষ্ণকুমার ও মাতা মহারানি সুমিতা দেবী একসাথে কক্ষে প্রবেশ করলেন। মহারাজা ও সুলতানের দৃষ্টি একই সঙ্গে চোখাচোখি হলো।

www.nagorikpathagar.org

সুলতান বেশ গাম্ভীর্যের সাথে বললেন–

'তোমার কি জানা আছে, আমি গভীর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এখানে কেন এসেছি? আমি এই দেশের লাখ লাখ অধিবাসীকে রক্ষা করতে এসেছি। এখন তুমি চাচ্ছো, আমি তোমাদের সবাইকে আশ্রয়হীন অবস্থায় ছেড়ে ফিরে যাই! তোমার এই ক্ষমতার সিংহাসন– যা গতকাল পর্যন্ত জয়ধ্বজের অধিকারে ছিলো, সেও নিজেকে বড় শক্তিধর ও ক্ষমতার অধিকারী ভাবতো। বলো, আজ সে কোথায়? তুমি তার সমুদয় শক্তি খর্ব করে অঙ্গার করে ছেড়েছো। তোমার কি জানা নেই, মৃত্যুর ওই দেবতা– যে তোমাদের অর্ধেকেরও অধিক সৈনিককে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে, সে তোমাদের পেছনে খুব দ্রুত তাড়া করে আসছে। তুমি ভাবছো– পাহাড়ের ওই শীর্ষ চূড়া ওদের আটকে রাখতে পারবে! তোমার দুর্গের এই দুর্ভেদ্য প্রাচীর ওরা কিছুতেই ভাঙতে সক্ষম হবে না! মহারাজ! এ তোমার ভুল ধারণা। দেবতাদের মহান শক্তির তুফান দুনিয়ার কোনো শক্তি মোকাবেলা করতে পারে না। আমি এই দুর্গের প্রাচীরগুলো নিমেষেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারি!'

মহারাজা কৃষ্ণকুমারের ওপর সুলতানের জাদুময়ী ব্যক্তিত্ব ভালোই প্রভাব ফেলেছে। কাঁধ বেয়ে তার টপটপ করে ঘাম ঝরছে। ধীরে ধীরে হাত দুটো জড়ো হচ্ছে।

সুলতান আরেকটু আগ বাড়িয়ে বলতে লাগলেন– 'তুমি আমার শক্তির ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়েছো। নিজ ক্ষমতার দর্পে তুমি অন্ধ হয়ে গেছো। আমি জানি– তোমার মাতাজি তোমাকে বাধ্য করে আমার কাছে নিয়ে এসেছে। বলো! তোমাকে কী শাস্তি দেয়া যায়?'

মহারাজা সামনে অগ্রসর হয়ে সুলতানের পায়ে হাত রেখে ভীত-কম্পিত কণ্ঠে বললো– 'দেবতা মহারাজের কাছে আমি কৃপা প্রার্থনা করছি।'

মাতা মহারানি সুমিতা দেবীও সুলতানের পায়ে মাথা ঝুঁকিয়ে হাত জোড় করে বলতে লাগলেন– 'সৌম্য করুন, দেবতা মহারাজ! মহারাজা এখনো অল্প বয়সী বালক। বালকের পক্ষ হতে অজ্ঞতাপ্রসূত ভুলগুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে কৃপা বর্ষণ করুন...!'

সুলতান কিছু ভাবতে গিয়ে বললেন– 'তোমার প্রতি আমার বেশ সম্মান রয়েছে। তোমাকে আমি নিরাশ করতে পারি না। কিন্তু স্মরণ রেখো! ভবিষ্যতে যদি কখনো তোমার এই বালক মহারাজা কোনো ধরনের ধৃষ্টতা দেখায়, তবে কিন্তু ক্ষমা করা হবে না!'

www.nagorikpathagar.org

এরপর তিনি মাতা মহারানি ও মহারাজা কৃষ্ণকুমারকে নিজের ডানে-বাঁয়ে বসিয়ে খুবই হীতাকাঙ্ক্ষী ভঙ্গিতে বললেন– 'মহারাজা! এই জগৎ-সংসার এবং এখানকার সমুদয় কর্মকাণ্ড দেবতাদের ভরসা ও বিশ্বাসের ওপর চলছে। যে জাতি নিজ দেবতা, ঋষি, মুনি ও অবতারদের ইচ্ছা, অভিরুচি ও মান-মর্যাদা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকায়; তার ধ্বংস অনিবার্য। জীবনে কখনো দেবতাদের বিরুদ্ধে ভাবতে যাবে না। তোমার হয়তো জানা নেই, আমার সেবকদের মনের মধ্যে যেসব জল্পনা-কল্পনার উদয় হয়, সেই সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞান আমার রয়েছে।'

মহারাজা হাত জোড় করে বললো– 'দেবতাজি! ভবিষ্যতে সেবকের পক্ষ হতে এমন ভুল আর হবে না। আমি খুব পেরেশান। বাংলার হাকিমের বাহিনী আমাদের ধাওয়া করে করে এগিয়ে আসছে।'

সুলতান দৃঢ়চিত্তে বললেন– 'থাক তো, সেটা অবিশ্বাস্য এবং অনিশ্চিত বিষয়। মহারাজা! আমি তোমাকে বলেছিলাম না, যতোক্ষণ পর্যন্ত আমি এখানে অবস্থান করবো, কেবল একজন হাকিমে বাংলা কেন, গোটা জগৎ-সংসার মিলেও তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না! তুমি ভালো করে দ্রুত সেনা সমাবেশ ঘটাতে থাকো। তোমার পক্ষে যতোদূর সম্ভব তা তুমি করো, বাকিটুকু আমি দেখছি। সবকিছু আমি সামলে নেবো। তুমি দেখবে– নিরাশার চোরাবালি দ্রুতই সরে যাবে। অন্ধকার মিটে যাবে। গোটা দেশ আলোয় আলোয় ভরে যাবে।'

নির্মলা এগিয়ে এসে সুলতানের পায়ে চুমু খেয়ে বললো– 'দেবতা মহারাজ! আমি মনেপ্রাণে মাতা মহারানির জন্য সুপারিশ করছি!'

সুলতান বললেন– 'নাগ মাতা! আমি জানি, মাতা মহারানিকে তুমি ভীষণ শ্রদ্ধা করো। তাই তো আমি মহারাজাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। নইলে তো এতোক্ষণে এখানে ছাই উড়তো। আমি জানি– তুমি তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। আর আমি কখনো তোমার কথা উড়িয়ে দিতে শিখিনি!'

মাতা মহারানি নির্মলার সামনে হাত জোড় করে বললেন– 'কৃতজ্ঞতা, নাগ দেবীজি! অনেক কৃতজ্ঞতা।'

মাকে দেখে মহারাজাও নির্মলার সামনে হাত জোড় করে নির্মলার প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলো। নির্মলা নিষ্পলক সুলতানের দিকে তাকিয়েই আছে। মহারাজার দৃষ্টি নির্মলার সুদর্শনা কমনীয় মুখে পড়েই আছে।

এমন সময়ে একজন পূজারি কক্ষে প্রবেশ করে বললো– 'দেবতা মহারাজ! নাগ দেবতা দর্শনে আসতে চাচ্ছেন!'

www.nagorikpathagar.org

সুলতান মাতা মহারানি ও মহারাজার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'তোমরা যদি চলে যেতে চাও, তবে যাও। আর যদি নাগ দেবতার দর্শনের ইচ্ছে থাকে, তাহলে নিজেকে একটু সামলে রেখে বসো! নাগ দেবতার সাথে শাহনাগও হয়তো আসছে, তীব্র তপ্তরূপে! ভয়-ভীতিতে ছেয়ে যাবে পরিবেশ, ভয় পাওয়া চলবে না কিন্তু!'

এরপর তিনি নির্মলার দিকে ভালোবাসাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন– 'নাগ দেবী! নাগদের কাবু করে রাখবে! আমার সম্মানিত অতিথিদের যাতে কোনো কষ্ট না হয়।'

মুহূর্তেই চারদিক থমথমে হয়ে ওঠে।

সুলতান বললেন– 'দরজা খুলে দেয়া হোক।'

বাইরের উন্মুক্ত দীর্ঘ পথে মহারাজার সৈনিক এবং মন্দিরের পূজারি ও দেবদাসীরা দাঁড়িয়ে আছে। গম্ভীর নিস্তব্ধ পরিবেশ ভেঙে দিয়েছে বীণার মধুর সুর। হাশিম নাগ দেবতারূপে ফটকের সম্মুখ দিয়ে প্রবেশ করছে। বাইরে দাঁড়ানো সৈনিক ও পূজারিদের মাঝে চরম ভীতি বিরাজমান। নাগ দেবতার সামনে সামনে চার-পাঁচটি মেয়ে উন্মাদের মতো বীণা বাজিয়ে চলেছে। নাগ দেবতার পেছনে পেছনে দশ-বারোটি বড় বড় নাগ ফণা তুলে তেড়েমেড়ে আসছে। খুবই ভয়ানক দৃশ্য। মধুমতি শাহনাগ ডান হাতে পেঁচিয়ে রেখেছে। সাদারঙা নাগটি অত্যন্ত ভয়ংকর রূপ ধরে ফণা ছড়িয়ে আছে। শিব দেবতা নিজ আসনে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বাসভরা ভঙ্গিতে তাঁকে স্বাগত জানালেন। নির্মলা মধুমতির হাত থেকে শাহনাগ নিয়ে বিছানায় ছেড়ে দেয়। শাহনাগ ফণা তুলে ঘুরে ঘুরে এদিক-ওদিক উঁকি মারছে। চরম গরম আবহ। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, যেন সব দিকে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। গোটা কক্ষে ভীতিকর অবস্থা। মহারাজা ও মাতা মহারানির চেহারায় চিকচিক করছে ঘামের ফোঁটা। নির্মলা বীণা বাজাতে শুরু করেছে। মহারাজা স্তম্ভিত হয়ে কখনো দেবতার দিকে তাকাচ্ছে, কখনো তাকাচ্ছে মধুমতির দিকে। কখনো আবার নির্মলার দিকে চোখ ফেরাচ্ছে। তার মনে তখন চিতার আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। নির্মলা চুমুর প্রলেপ আঁকছে শাহনাগের মুখে। মধুমতি উন্মাদের মতো বীণা বাজিয়ে পরিবেশ রহস্যাবৃত করে তুলছে। দরজায় ঘনশ্যাম ঠাকুর, জগদীশ ও অন্যান্য নেতা এবং সৈনিকেরা ভীতির তোড়ে থরো থরো করে কাঁপছে। সকলেরই যেন আটকে যাচ্ছে নিশ্বাস। শিব দেবতা ও নাগ দেবতা পরস্পর গলাগলি করলে এক রহস্যময় গুমোট পরিবেশ ছেয়ে যায় চারদিকে।

www.nagorikpathagar.org

মহারাজা হঠাৎ চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো– 'মাতাজি! এ তো অজয় কুমারের খুনি মুসলিম কয়েদি হাশিম! তাকে বন্দীখানা থেকে কে বের করে আনলো?'

হাশিম ছোবল মারা নাগের মতো হুংকার দিয়ে বললো– 'তুমি ঠিকই চিনতে পেরেছো। কিন্তু আমি অজয় কুমারকে খুন করিনি। বরং ভগবান এবং দেবতাদের মনোবাসনা পূরণ করেছি মাত্র। মূর্খ! ভগবান ও দেবতারা আসামের রাজসিংহাসন তোমার ওপর ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন! তোমার দৃষ্টিতে আমি যদি কোনো অন্যায় করে থাকি, তবে তুমিও নিজেকে অপরাধী ভাবতে শেখো! কারণ, তুমিই মহারাজা জয়ধ্বজকে খুন করেছো! বলো, কেন তুমি তোমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী মহারাজা জয়ধ্বজ সিংকে খুন করলে? বস্তুত এটাও ছিলো দেবতাদের ফয়সালা। দেবতারা তোমাকে মহারাজা বানাতে চেয়েছেন। অজয় কুমার যদি খুন না হতো, তাহলে তুমি সেনাপতি হতে পারতে না এবং পরে মহারাজাও খুন হতো না। দেবতাদের এমন কীর্তি-কাণ্ড তুমি কী করে বুঝবে?'

মহারাজা গা দুলিয়ে বললো– 'কিন্তু তুমি তো একজন মুসলমান সরদারের ছেলে!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! আমি মুসলিম সরদার ফিরোজ খানের ঘরে চতুর্থবারের মতো জন্ম নিয়ে এসেছি। তুমি এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার কে? আমি দেবতাদের মনোবাসনায় বন্দী। তাঁরা যেখানে যে ঘরে ইচ্ছে জন্ম দিয়ে থাকেন।'

এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে পার্শ্ব পরিবর্তন করে নাগ দেবতা বললো– 'আমার যা কিছু বলার বলে দিয়েছি। এরপর যদি তুমি কিছু বলতে চাও, তাহলে জ্বালিয়ে তোমাকে অঙ্গার করে ছাড়বো।'

মহারাজা হাত জোড় করে বিনীত সুরে বললো– 'না! ভগবানের জন্য দয়া করুন। দেবতারা তো বড়ই দয়ালু হয়ে থাকেন।'

নাগ দেবতা শিব দেবতার দিকে আঙুলের ইশারা করে বললো– 'আমি তাঁর মনোতুষ্টির নিমিত্তে নীরব থাকলাম। নইলে আজ এখানে ছাই উড়তো!'

সুলতান মৃদু হেসে বললেন– 'নাগ দেবতাজি! সেবক, পূজারি ও তীর্থযাত্রীরা অন্যায় করে থাকে। তাদের ক্ষমা করে দেয়া দেবতাদের মহত্ত্বের পরিচয়।'

এরপর তিনি মহারানির দিকে তাকিয়ে বললেন– 'মহারানি! রাতের প্রথম প্রহর শেষ হয়ে যাচ্ছে। তোমরা যেতে পারো। সকালে সাক্ষাৎ হবে। তুমি মহারাজার উত্তম মা। কিন্তু মনে হচ্ছে, এ তোমার ভালো সন্তান নয়।

www.nagorikpathagar.org

সে সব বিষয় সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। তাকে বলো, সে যেন তার স্বভাবে মিষ্টতা সৃষ্টি করে। নইলে পরিণতি ভালো হবে না। সে যদি নাগ দেবতাকে অজয়ের খুনি না বলতো, তাহলে তাকে জয়ধ্বজের খুনি বলা হতো না। অথচ সে সাধারণ মানুষের মাঝে এ কথা প্রচার করে দিয়েছে যে, জয়ধ্বজ সিং আত্মহত্যা করেছে। এখন যদি প্রকৃত রহস্য জনসম্মুখে ফাঁস হয়ে যায় যে, কৃষ্ণকুমার খুনি; তাহলে দেশজুড়ে বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা ছেয়ে যাবে। এ কথা আমার জানা আছে যে, এই দেশে এখনো মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের পক্ষের লোক বেশি। সুতরাং, আমার পরামর্শ হচ্ছে– মহারাজা কৃষ্ণকুমার যেন এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে কখনো কোনো কথা না বলে। আমার ধারণা– এই কক্ষে উপস্থিত লোকজন ছাড়া কেউ নাগ দেবতার কথা শুনতে পায়নি। এই লোকেরা তাদের মুখ বন্ধ রাখবে।'

মহারাজা মাথা ঝুঁকিয়ে একে এক উভয় দেবতার চরণ ছুঁয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো। মন্দির থেকে বেরিয়ে মহারাজা ও মাতা মহারানি নিজ মহলের দিকে এগিয়ে চললো।

মাতা মহারানিকে তাঁর শয়নকক্ষে পৌঁছিয়ে দেয়ার পর মহারাজা কৃষ্ণকুমার বিদায় নেয়ার প্রাক্কালে জিজ্ঞেস করলো– 'মাতাজি! চন্দ্রকান্ত কোথায়?'

মাতা মহারানি বললেন– 'বেটা কৃষ্ণ! এখন তুমি গিয়ে বিশ্রাম নাও। ভোরে সব ঘটনা খুলে বলা যাবে।'

মহারাজা বললো– 'এভাবে তো আমার নিদ্রা আসবে না!'

মাতা মহারানি তাঁর সকল দাস-দাসী ও কর্মচারীকে চলে যেতে নির্দেশ দিলে সবাই মহারানির শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর মাতা মহারানি মহারাজাকে নিকটে বসিয়ে বলা আরম্ভ করলেন– 'বেটা কৃষ্ণ! আমি তোমার নির্দেশমতে ওই ডাইনি প্রেতাত্মাকে শিব দেবতার মন্দিরে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এর কিছুদিন পর তুমি বীরধনের মাধ্যমে তাকে ফেরত নিয়ে আসতে নির্দেশ পাঠিয়েছিলে। সেই মতে আমি বীরধনকে শিব দেবতার মন্দিরে পাঠিয়ে দিই। কিন্তু ওই নিমকহারাম গাদ্দারি করেছে। সে চন্দ্রকান্তকে নিয়ে পালিয়ে গেছে।'

মহারাজা চিৎকার করে বললো– 'মাতাজি! এ তুমি কী বলছো?'

'সত্যি বলছি, বেটা!' মাতা মহারানি জবাবে বললেন– 'তোমার মতো আমিও ওই নিচুজাতের বীরধনকে খুব বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু সে

www.nagorikpathagar.org

আমাদের বিশ্বাসের সাথে বেইমানি করেছে। বেটা কৃষ্ণ! এসব ছোট জাতের লোক কখনো কখনো সস্তা দরে নিজেদের বিকিয়ে দেয়। শোনা যাচ্ছে– সে নাকি চন্দ্রকান্তকে নিয়ে বাংলার হাকিমের কাছে পৌঁছে গেছে।'

মহারাজা হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বললো– 'মাতাজি! খুব খারাপ হয়েছে! চন্দ্রকান্তকে হারিয়ে আমি পরিকল্পনামাফিক বাংলার হাকিমের সাথে সওদাবাজির সমুদয় সম্ভাবনা হারিয়ে ফেললাম। ভগবান জানেন, এখন কী হবে!'

মাতা মহারানি বললেন– 'কৃষ্ণ! আমি তোমাকে বারবার বলে আসছি যে, আমাদের কিছু হবে না। মুসলিম ফৌজ কিছুতেই এই দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হবে না।'

'কিন্তু মাতাজি!' কৃষ্ণ হতাশা ব্যক্ত করে বলে উঠলো– 'একসময় যদি চন্দ্রকান্ত দেশে বিদ্রোহের বীজ বুনে দেয়! বাংলার হাকিমের মোকাবেলা তো করা যাবে, কিন্তু দেশে অরাজকতা আর বিদ্রোহ দেখা দিলে সেটা কী করে দমানো সম্ভব?'

মহারাজা দরজার দিকে এগিয়ে বললো– 'এর বিহিত একটা কিছু করতেই হবে।'

এরপর সে হাতে তালি বাজিয়ে প্রহরীকে ডেকে বললো– 'এই মুহূর্তে সাধারণ দরবারের ব্যবস্থা নেয়া হোক!'

মাতা মহারানি দাঁড়িয়ে বললেন– 'আমিও আসছি।'

মহারাজা বেরিয়ে গেলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে সকল মন্ত্রী, উজির ও অন্যান্য নেতৃবর্গ পৌঁছে গেলো দরবারে। মহারাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট। দরবারজুড়ে পিনপতন নীরবতা। এক পলকে মহারাজা সবার চোখে চোখ ঘুরিয়ে পরে একে একে সবার কুশল বিনিময় করলো। এরপর সে ঘনশ্যাম ঠাকুরকে উদ্দেশ করে বললো– 'ঠাকুরজি! খণ্ডরায় কি এখনো পৌঁছায়নি?'

ঘনশ্যাম দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করে জবাব দিলো– 'ভোর নাগাদ পৌঁছে যাবে।'

মহারাজা আরেকবার নীরবতা ভেদ করে দরবারিদের উদ্দেশে বলতে শুরু করলো–

'হে আসামের বীরেরা! তোমাদের সেই দুঃখভরা পরিস্থিতির কথা কিছুই বলা হয়নি– যে কঠিন পরিস্থিতেতে আমার ওপর শাসনভার এসেছে।

www.nagorikpathagar.org

মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের ভুল পরিকল্পনা এবং অপরিণামদর্শী পদক্ষেপ ছিল একেবারেই অজ্ঞতাপ্রসূত। আমাদের সেনাবাহিনীকে ধ্বংসস্তূপে দাঁড় করিয়ে নিজের ধূর্ততা ও পাপাচার থেকে মুক্তি পেতে জয়ধ্বজ এক রাতে আত্মাহুতি দেয়। এদিকে আমাদের শত্রুদের করুণার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। জয়ধ্বজ সিং মানসিকভাবে অপরাধের প্রায়শ্চিত্তে জ্বলছিলো। সে তার দুশ্চরিত্রা বেশ্যা মেয়ের কুকীর্তির কথা শুনে মানসিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। শেষে নিজের জীবন বলিদান করে নিজেকে তো জগতের ঝুট-ঝামেলা থেকে মুক্ত করলো ঠিক, কিন্তু তার অতর্কিত এই আত্মাহুতি ধ্বংসের ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষেপ করে ছেড়েছে গোটা দেশ। এভাবে যখন চারদিক নিকষ কালো অন্ধকারে ছেয়ে যায়, তখন সবাই হতবাক হয়ে পড়ে। আমি স্বেচ্ছায় আগ বাড়িয়ে শাসনভার হাতে নিলাম। অনেক সংগ্রাম-সাধনার মাধ্যমে পরিস্থিতি আমি নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হই। যুদ্ধে আমরা হারিনি; বরং আমরা কৌশলের আশ্রয় নিয়ে পেছনে হটে এসেছি। একটি বিষয় শুনে তোমরা অবশ্যই খুশি হবে যে, আমাদের স্বার্থসিদ্ধিতে আমরা বহুদূর এগিয়েছি। যাকে অর্জন করার জন্য আমরা ধর্ম ও দেবতাদের সম্মানের পতাকা উড্ডীন করে তুলেছি, জগন্নাথ মন্দিরের সেই দেবীকে আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি– যাকে এতো দিন মুসলমানরা আটক করে রেখেছিলো। আমরা বাংলার হাকিম, এমনকি সমগ্র মুসলিম জাতির বুকে এমন ক্ষত তৈরি করে দিয়েছি– যা শত বছর ধরে তাদের আত্মাকে পুড়িয়ে যাবে। এটা আমাদের এক বিশাল বিজয়।'

এখনো মহারাজার বক্তব্য শেষ হয়নি। এমন সময়ে অতর্কিত অর্জুন দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে কেঁদে উঠলো! মহারাজা তার দিকে তাকিয়ে বললো– 'যুবক! আমার নিকটে এসো!'

অর্জুন কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো– 'মহারাজা! দোহাই লাগে, আমাদের সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। আমাদের গোটা সম্প্রদায় সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে! আমাদের গল্প এখন মাটি আর রক্তের গল্প।'

মহারাজা উদ্বিগ্ন হয়ে আসন পরিবর্তন করে বললো– 'তুমি কি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোক?'

'হ্যাঁ, মহারাজ!' অর্জুন বললো– 'আমি রাজকুমার নারায়ণের ওই বহরে উপস্থিত ছিলাম– যারা মুসলিম নেতা নাদের খানের বসতি আক্রমণ করে জগন্নাথের দেবী এবং তার দুই সখীকে উঠিয়ে এনেছিলো!'

www.nagorikpathagar.org

মহারাজা বললো– 'তোমার কাহিনি অল্প শব্দে বলে শেষ করো! কী বলতে চাচ্ছো তুমি?'

অর্জুন বললো– 'মহারাজ! বাংলার হাকিমের বাহিনী ঘূর্ণিঝড়ের গতিতে আমাদের ধাওয়া করে। এরপর তারা কেবল তাদের মেয়েদের নারায়ণের কবজা থেকে মুক্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং এগিয়ে এসে আমাদের সম্প্রদায়কে সমূলে উৎপাটন করে ছেড়েছে। সবকিছু মিটিয়ে দিয়েছে। বিষ্ণু সরদারের দুর্ভেদ্য পাহাড়ি দুর্গ ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। এখন গোটা আসামে স্বল্প কিছু মহিলা আর অল্পবয়সী শিশু ছাড়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আর কোনো সদস্য জীবিত নেই!'

মহারাজা রাগে-ক্ষোভে চিৎকার দিয়ে বললো– 'না! তুমি মিথ্যে বলছো! এমন হতেই পারে না!'

এরপর আসামের প্রখ্যাত গোয়েন্দা বিনোদ দাঁড়িয়ে বললো– 'মহারাজ! অর্জুন সত্যিই বলছে। মুসলিম বাহিনী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নাম-নিশানা মুছে ফেলেছে। তারা গুনে গুনে তাদের রক্তের বদলা নিয়ে নিয়েছে। এই মুহূর্তে তাদের বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আছে উত্তর আসাম।'

মহারাজা তার মায়ের দিকে তাকিয়ে ক্রোধভরা কণ্ঠে বললো– 'মাতাজি! এ কী শুনছি আমি?'

মাতা মহারানি বললেন– 'উদ্বিগ্নের কোনো কারণ নেই, বাবা। লড়াইকালে এ জাতীয় গ্লানি ও সংকট উতরে যেতে হয়। আমি মঙ্গল সিংকে বিশাল একটি বাহিনীর সাথে উত্তরাঞ্চলের দিকে পাঠিয়েছি। আশা করি– আগামীকালই কোনো শুভ সমাচার আমরা শুনতে পাবো। মঙ্গল সিং বেশ অভিজ্ঞ নেতা!'

মহারাজা মৃদুস্বরে বললো– 'মঙ্গল সিং বাস্তবিক অর্থেই একজন চৌকস ও বীর বাহাদুর। আচ্ছা, মুসলিম বাহিনীর সেনাসদস্য কতোজন আর মঙ্গল সিংয়ের সেনাসদস্য কতো?'

বিনোদ বললো– 'মহারাজ! মুসলিম বাহিনীর সেনাসদস্যের সংখ্যা চল্লিশ হাজারের কাছাকাছি। ওই বাহিনীর একজন নেতা আছে, যে প্রতাপ এবং তার সেনাদের হত্যা করেছিলো।'

মাতা মহারানি বিনোদের কথা কেটে বললেন– 'ওই সংবাদে উত্তেজিত হয়েই মঙ্গল সিং লড়াই করতে উদ্যত হয়।'

মহারাজা বললো– 'ব্যাপারটি যদি এমনই হয়ে থাকে, তবে তো মঙ্গল সিং জীবন-মরণ বাজি রেখে মুসলমানদের দর্প চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ছাড়বে!'

www.nagorikpathagar.org

অতঃপর মহারাজা বললো– 'আসামের বীরেরা! আমার জানা ছিলো না যে, পরিস্থিতি এতোটা জটিল আকার ধারণ করেছে। যা-ই হোক, শঙ্কার কোনো কারণ নেই। আমরা মুসলমানদের আসামের বন-বাদাড়, খাল-বিল, নদী-নালায় চুবিয়ে চুবিয়ে মারবো। একজনও প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না!'

পরে সে জগদীশকে উদ্দেশ করে বললো– 'এখন এবং এই মুহূর্তেই ছত্তিশগড়, প্রেমনগর এবং মাঢ়ির দুর্গপতিদের কাছে হরকরা পাঠিয়ে দাও, যাতে করে তারা দ্রুত নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে রাজধানীতে চলে আসে।'

মাতা মহারানি হেসে বললেন– 'আমি তাদের অবহিত করে দিয়েছি। আশা করছি– আগামীকাল সন্ধ্যা নাগাদ তারা বহরসমেত এখানে এসে পৌছাবে।'

মহারাজা সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে গিয়ে তার মায়ের হাত ধরে বললো– 'মাতাজি! তুমি সত্যিই মহান!'

এ কথা শুনে মাতা মহারানি বললেন– 'ছেলে! পরিস্থিতির ওপর আমি কড়া দৃষ্টি রেখেছি।'

মহারাজা নিলমকে উদ্দেশ করে বললো– 'নিলম কুমারজি! তুমি হচ্ছো প্রধানমন্ত্রী। তোমার দায়িত্ব হচ্ছে দুর্গে অস্ত্র সংগ্রহ ও তৈরি এবং সেনাদের থাকা-খাওয়ার যথাযথ বন্দোবস্ত করা। আমরা শত্রুদের এখান থেকে মোকাবেলা করতে চাই। মুসলমানরা যখন ওই পাহাড়ের চূড়ায় খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে, তখনই আমরা তাদের ওপর শেষ আক্রমণ চালাবো।'

নিলম কুমার হাত জোড় করে বললো– 'উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই, মহারাজ! ভগবানের কৃপা হলে কোনো কিছুরই স্বল্পতা অনুভব হবে না।'

মহারাজা কৃষ্ণকুমার দরবার বরখাস্ত করে ঘনশ্যাম ঠাকুরকে লক্ষ করে বললো– 'দুর্গের ভেতরে-বাইরে দুর্ভেদ্য প্রাচীর তৈরি করে রাখা হোক। প্রাচীরের কাছে বড় বড় কামান বসিয়ে দাও।'

মহারাজা সিংহাসন থেকে উঠলে দরবারের সকলে কুর্নিশ করে মহারাজার জয়ধ্বনি করতে আরম্ভ করে।

পরদিন সকালবেলা মহারাজা কৃষ্ণকুমার গোটা দুর্গের বিস্তারিত তৎপরতা সম্পর্কে যথাযথ রিপোর্ট নেয়ার পর তৃপ্তির নিশ্বাস নিয়ে ঘনশ্যাম ঠাকুরকে লক্ষ করে বললো– 'ঠাকুরজি! আমি চাই, সীমান্তের চার কোণেই

www.nagorikpathagar.org

ন্যূনতম শখানেক কামান মোতায়েন রাখা হোক। এটা তো অসম্ভবের তেমন কোনো ব্যাপার নয় যে, বাংলার হাকিমের বিচক্ষণ কোনো সিপাহি পাহাড়ের চূড়া ডিঙিয়ে দুর্গের দিকে চলে আসতে পারে। তাই নিজেদের পক্ষ থেকে আমাদের যথাযথ প্রতিরোধব্যবস্থা দৃঢ় রাখার নিমিত্তে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকা চাই।'

ঘনশ্যাম ঠাকুর মাথা নুইয়ে জবাব দেয়– 'মহারাজ! নিশ্চিন্ত থাকুন। সন্ধ্যা নাগাদ সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হবে। অস্ত্র তৈরির কারিগরেরা কামান এবং অন্যান্য অস্ত্র তৈরির কাজে নিয়োজিত আছে।'

'শাবাশ!' মহারাজা ঘনশ্যাম ঠাকুরের কাঁধে হাত রেখে বলতে লাগলো– 'পদে পদে তুমি বিচক্ষণতা, দায়িত্বশীলতা ও নির্ভরতার প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছো।'

'ধন্যবাদ, মহারাজ!' ঘনশ্যাম ঠাকুর বলে ওঠে– 'মহারাজের বিশ্বাস অর্জনই তো আমাদের ধর্ম!'

মহারাজা চারদিকের পাহাড়ি উচ্চতার দিকে গভীর দৃষ্টি রেখে বয়ে যায়– 'মনে হয় মুসলমানরা ওই উচ্চতা ডিঙিয়ে দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।'

ঘনশ্যাম ঠাকুর মৃদু হেসে জবাব দিলো– 'এটা কেবল দুষ্করই নয়; অসম্ভবও। কেবল দেবতারাই আকাশপথে এই পর্বতের উচ্চতা ডিঙিয়ে দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। এরপর আমাদের কামানের বর্ষিত ভারী গোলার আঘাত আগন্তুকদের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে সক্ষম।'

দুপুর অবধি মহারাজা দুর্গের যাবতীয় কার্যক্রম দেখাশোনায় ব্যস্ত সময় পার করে। পরে প্রাসাদের দিকে এগোবার সময় জগদীশকে লক্ষ করে বলে– 'জগদীশ! তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

নিজ কক্ষে এসে মহারাজা সকল দাস-দাসী, সেবক ও প্রহরীদের কিছুক্ষণের জন্য বেরিয়ে যাবার নির্দেশ প্রদান করে জগদীশকে বলে– 'নাগ দেবতার ওপর কড়া দৃষ্টি রাখবে। মুসলিম বাহিনী যখনই এখানে এসে পৌঁছাবে, তখনই তাকে গ্রেফতার করে জিন্দানখানায় ভরে রাখবে। আমি তার বদলায় বাংলার হাকিমের কাছ থেকে বন্দিবিনিময় করবো। এই প্রস্তাব গৃহীত না হলে তার শরীর টুকরো টুকরো করে কামানের চোঙায় ঢুকিয়ে মুসলমানদের ক্যাম্পের দিকে নিক্ষেপ করবো। তখন তার পিতা যে কিনা কোনো এক দুর্গের নেতা, সে নিশ্চিত বিদ্রোহ করে বসবে। আমি নিশ্চিত, তখন বাংলার হাকিম হাশিমের বিনিময়ে রাজকুমারী ও নিমকহারাম

www.nagorikpathagar.org

বীরধনকে স্বেচ্ছায় আমাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হবে। তুমি বুঝছো তো নাকি?'

জগদীশ মাথা নুইয়ে মহারাজার পায়ে চুমু খেয়ে বললো– 'মহারাজের ফরমান বাস্তবায়ন করা হবে। প্রাণের নিরাপত্তা চেয়ে বলছি– মনে হচ্ছে, মাতা মহারানি এবং শিব দেবতা উভয়ে প্রতারণার শিকার। হাশিম কী করে নাগদেবতা হতে পারে!'

মহারাজা তার রেশমি বিছানায় শুয়ে বললো– 'সে নাগ দেবতা, তো কী হয়েছে? ভগবানও যদি হয়, আমি তাকে ক্ষমা করবো না। আমি পরাজয়ের মূল্যে নিজের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত শাস্তির খড়্গ থেকে নিস্তার দিতে চাই। চন্দ্রকান্তের কাহিনি শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনেক বড় ভয়ংকর পরিণতির শিকার আমরা।'

এরপর মহারাজা বললো– 'এখন তুমি যেতে পারো। আর শোনো! এ ব্যাপারে যেন মাতা মহারানি কিছুই জানতে না পারেন!'

জগদীশ কুর্নিশ করে বললো– 'মহারাজের নির্দেশমতে সকল গোপন ভেদ রক্ষা করে কার্য সমাধা করা হবে'

'ঠিক আছে। এখন তুমি যেতে পারো।'

দিনের শেষ দিকে মাঢ়ির দুর্গপতি সুভাষ বিশ হাজার অশ্বারোহী এবং চল্লিশ হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে রাজদুর্গে পৌঁছায়। সন্ধ্যার কিছু সময় পূর্বে ছত্তিশগড় দুর্গপতি মহেশ এবং প্রেমনগরের দুর্গপতি লোচনও নিজ নিজ সেনাবহর নিয়ে পৌঁছে যায়। রাতে আবারও মহারাজা দরবার ডাকে। সুভাষ, লোচন ও মহেশ নমস্কার দিয়ে তাদের বিশ্বস্ততার কৃতিত্ব জাহির করে।

এরপর মহারাজা আশঙ্কার সুরে বলতে থাকে– 'এখনো পর্যন্ত আমি মঙ্গল সিংয়ের কার্যক্রম ও তৎপরতা সম্পর্কে কোনো খবর পেলাম না। তার ব্যাপারে আমার শঙ্কা হচ্ছে; তবে আমি নিরাশ নই। কারণ, মঙ্গল সিংয়ের দুর্দান্ত কৌশল এবং বিপুল অভিজ্ঞতার ব্যাপারে আমি যথেষ্ট আস্থাশীল। সে মুসলমানদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চিরতরে মুছে দিতে সক্ষম। সে যখন ফিরে আসবে, তখন তার বাহিনীর হাতে হাতে থাকবে মুসলমানদের কর্তিত মস্তক। তাদের সেই মাথা দিয়ে আমি দুর্গের প্রধান ফটকের সামনে মিনার নির্মাণ করবো। আপাতত মঙ্গল সিংয়ের সহযোগী হিসেবে একটি চৌকস বহর পাঠিয়ে দেয়া দরকার। এ ব্যাপারে সুভাষকে আমি অধিকতর যোগ্য মনে করি।'

www.nagorikpathagar.org

সুভাষ দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো– 'মহারাজের নির্দেশ যথাযথ পূরণ করা হবে। আমি রাজসিংহাসন নিরাপদে রাখতে এই দেশের শত্রুদের কেটে কেটে রক্তনদী বইয়ে দেবো। মহারাজের মনোবাসনা পূরণার্থে আপ্রাণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো। আগামীকালই বহর নিয়ে আমি যাত্রা করছি!'

'শাবাশ!' মহারাজ বললো– 'এমন জবাবই আমি তোমার কাছ থেকে আশা করেছিলাম।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে মহারাজা ঘনশ্যাম ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো– 'ঠাকুরজি! খণ্ডরায়ের ব্যাপারে আমি বেশ উদ্বিগ্ন।'

ঘনশ্যাম ঠাকুর বড় আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে জবাব দেয়– 'মহারাজ! খণ্ডরায় একজন বীর, ব্যক্তিত্ববান এবং স্বজাতপ্রেমী লোক। তার অনুপস্থিতিতে অকারণে আমি তার ব্যাপারে সন্দেহ করতে চাই না। মহারাজের ভালোই জানা আছে যে, খণ্ডরায়ের গোটা পরিবার এখন এই দুর্গে অবস্থান করছে। রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ এই স্বজনদের কারণে খণ্ডরায় কাউকে কোনো প্রকার ভুল পথে পা বাড়াতে অনুমতি দিতে পারে না। হতে পারে উপসাগরীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাচ্ছে। এমনও হতে পারে, মঙ্গল সিংয়ের সাথে একাত্ম হয়ে এই মুহূর্তে সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রত...!'

মহারাজা প্রসন্নতার সুরে বললো– 'ঠিকই বলছো ঠাকুর! নিজ স্বজনদের ব্যাপারে সে অবশ্যই ভাববে।'

খণ্ডরায়ের বৃদ্ধ পিতা দাঁড়িয়ে কাঁপা হাত জোড় করে বলতে লাগলেন– 'মহারাজ! খণ্ডরায় আমার ছেলে। তার চরিত্র-স্বভাব আমি ভালো করেই জানি। সে তার দেশ ও জাতির সাথে কখনো গাদ্দারি করতে পারে না। ভগবানের দোহাই! তার অনুপস্থিতিতে তার মানসিকতার ব্যাপারে অহেতুক সন্দেহ করে আমাদের লজ্জা দেবেন না!'

মহারাজা এবার কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বললো– 'অকারণে আমরা কারও বিরুদ্ধে কোনো ধরনের মন্দ ধারণা করছি না। আমি জানি এবং মানি– রায় বংশের লোকেরা আসামের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত দৃষ্টান্তমূলক ও মূল্যবান কৃতিত্ব দেখিয়েছে। কিন্তু খণ্ডরায়ের পিতাজির এ ব্যাপারটি হয়তো জানা নেই যে, তাঁর পুত্র লড়াইয়ে আমাদের কী পরিমাণ নিরাশার বালুচরে নিক্ষেপ করেছিলো। এই মুহূর্তে অতীতের তিক্ত স্মৃতি রোমন্থন করা আমি অনুচিত মনে করছি। আমি কেবল ওই লোকদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই– যারা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং আসামবাসীর সাথে

www.nagorikpathagar.org

গাদ্দারি করে নিজেদের পেশার সাথে অন্যায্য আচরণ করেছে। বাড়াবাড়ি মাত্রার অপরাধে পতিত হয়েছে। ভগবান তাদের এবার নিজ নিজ অন্যায় মোচন ও ক্ষমার অপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছেন। আমি বিশ্বাস করি– তারা রণাঙ্গনে অগ্রসর হয়ে নিজেদের পোশাকে লেগে থাকা কলঙ্কের দাগগুলো নিজের রক্ত দিয়ে ধুয়ে দেবে। কিছু লোক আমাকে আমার চাচা জয়ধ্বজের খুনি মনে করে। এটা সম্পূর্ণ অন্যায় অপবাদ। মিথ্যা এবং মস্ত বড় ভুল প্রচারণা। জয়ধ্বজ আত্মহত্যা করেছে। আমি তাকে খুন করিনি। সে তার ডাইনি নির্লজ্জ মেয়ে চন্দ্রকান্তের অসৎ কর্মকাণ্ডের অপমান সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে। প্রকৃত রহস্য আমি সবার কাছে বলে দিলাম। আজকের পর যদি কেউ আমার বিরুদ্ধে এক শব্দ কটূক্তি করে, তাহলে তার জিব কেটে আমি কুকুরকে খাওয়াবো!'

এক বৃদ্ধ আসাম সরদার দাঁড়িয়ে বললো– 'মহারাজা! বিশ্বাস করুন! কেউ কখনো আপনার বিরুদ্ধে মুখ খোলার ধৃষ্টতা দেখাবে না। রাজকুমারী চন্দ্রকান্তকে দরবারে হাজির করুন। আমরা ওই বজ্জাত নির্লজ্জ এবং স্বজনদের পবিত্রতার মূলে কুঠারাঘাতকারী খুনিকে শাস্তি দিতে চাই!'

মহারাজা বললো– 'লোকসকল! ওই বেহায়া ডাইনি আমাদের সকলকে অপমানের চাদরে ঢেকে দিয়েছে। সে রাজা-প্রজা উভয়ে শ্রেণির মান-মর্যাদা নিলামে বিকিয়ে দিয়েছে। ওই ডাইনির শাস্তির সময় এখনো আসেনি। বাংলার হাকিমকে প্রতিরোধ করার পর ওই নটী, বেশ্যাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মুখোমুখি করা হবে।'

'কিন্তু সে কোথায়?'

অন্য এক নেতা জিজ্ঞেস করলে মহারাজা রাগতস্বরে জবাব দিয়ে বলে– 'এ-জাতীয় প্রশ্নের জবাব চাওয়ার তুমি কে?'

নেতা হাত জোড় করে বলতে লাগলো– 'সৌম্য করুন, মহারাজ! আমি আসামের একজন নাগরিক হিসেবে জানতে চেয়েছি। রাজকুমারীর নির্লজ্জ ভূমিকার আঘাত আমি আমার মনের গভীরে অনুভব করছি।'

মহারাজা বললো– 'আগেই বলেছি, সময় হলে তাকে সবার সামনে রক্তের সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হবে।'

এক মন্ত্রী বলে উঠলো– 'প্রাণের নিরাপত্তা দাবি করে বলছি– শুনেছি, মুসলিম যেই কয়েদিকে রাজকুমারীর কারণে বন্দী রাখা হয়েছে, সে নাকি নাগদেবতা?'

www.nagorikpathagar.org

মহারাজা আসন পরিবর্তন করে উদ্বেগের সুরে বললো– 'ঠিকই শুনেছো তুমি।' এরপর সে বললো– 'এই মুহূর্তে ফালতু বিষয় নিয়ে আলাপ করার সময় নেই। শত্রুর ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আসামের স্বাধীনতা আজ হুমকির মুখে। এই হুমকির প্রতিহতের পরিকল্পনায় গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার সময় এখন!'

মহারাজা আরো বললো– 'রাজা মহেশ ও লোচন! তোমাদের উভয়ের বাহিনী বাংলা অভিমুখী মহাসড়কে ক্যাম্প স্থাপন করবে এবং বাংলার হাকিমের অগ্রগামী বাহিনীর প্রতিরোধ করবে!'

এরপর মহারাজা ঘনশ্যাম ও মাতা মহারানির সাথে গোপনে অনেক কথা বলে– যা রাজেশ ও সুজন শুনতে পায়।

www.nagorikpathagar.org

মন্দিরের অন্তরালে

সন্ধ্যানীল আকাশের বুকে সাদা মেঘের তুলি বুলিয়ে বহু আগেই ছবি এঁকে ফেলেছে দিনান্তের শেষ সূর্য। রাতের তখন প্রথম প্রহর। দূর হতে সানাইয়ে সুর শোনা যাচ্ছে। কানে ভেসে আসছে হাতির আওয়াজ। আকাশে তারার মেলা। সুজন শাহি মহলে পৌঁছালে তার নিশ্বাস ভারী হয়ে ওঠে। সে রাজেশকে লক্ষ করে জিজ্ঞেস করে– 'মহারাজা আমাকে তলব করেনি তো?'

রাজেশ জবাবে বললো– 'কই, এখনো তো তলব করেনি! কিন্তু মনে হচ্ছে অচিরেই তলব করবে। কারণ, খবর এসেছে– খণ্ডরায় আসছে।'

সুজন বললো– 'আমি শুনেছি। এ জন্যই তো দৌড়ে এলাম।'

এখনো সুজনের কথা শেষ হয়নি, এমন সময় আসাম বাহিনীর সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুর ক'জন সৈনিক নিয়ে পৌঁছে গেছে। তার সাথে আছে খণ্ডরায়ও। খণ্ডরায়ের চেহারায় তুষ্টির ছাপ। অথচ ঘনশ্যাম ঠাকুরের চেহারায় বিষণ্নতার জাল বিছানো। ঘনশ্যাম ঠাকুর সুজনের দিকে তাকিয়ে বললো– 'মহারাজকে আমার এবং খণ্ডরায়ের আগমনের ব্যাপারে অবহিত করো।'

সুজন প্রণাম করে বললো– 'ঠিক আছে, মহারাজ!'

এই বলে ভেতরে গিয়ে কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললো– 'যান, মহারাজা আপনাদের ডাকছেন।'

খণ্ডরায় ও ঘনশ্যাম ঠাকুর উভয়ে একে অপরের পেছনে মহারাজার শয়নকক্ষে গিয়ে পৌঁছালো। মহারাজা মদের নেশায় মাতাল। তার বুকের পাশে এক অর্ধনগ্ন উন্মত্ত সুন্দরী যুবতী। উভয়ে নিয়মমাফিক মহারাজাকে প্রণাম করে পায়ে চুমু খায়। এরপর হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে।

মহারাজা মাতালভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে– 'খণ্ড! তুমি কোথায় রয়ে গিয়েছিলে? তোমার খবর না পেয়ে আমি বেশ উদ্বিগ্ন ছিলাম।'

জবাবে খণ্ডরায় বললো– 'মহারাজ! উপসাগরীয় এলাকায় তুমুল তুফান চলে এসেছিলো...।'

www.nagorikpathagar.org

মহারাজা বললো– 'ঠিক আছে। আমিও এমনটি আশঙ্কা করেছিলাম। সাগরে তো তুফান আসতে-যেতে থাকে। মঙ্গল সিংয়ের কোনো সংবাদ আছে তোমার কাছে?'

'জি, মহারাজ!' খণ্ডরায় মাথা নুইয়ে জবাব দেয়– 'মঙ্গল সিংয়ের ফৌজ শিব দেবতার মন্দির ঘিরে রেখেছে। আশা করি– দু-এক দিনের মধ্যে মুসলমানদের রশি দিয়ে বেঁধে এখানে নিয়ে আসা হবে।'

মহারাজা আনন্দের আতিশয্যে বলতে লাগলো– 'মঙ্গল সিংয়ের ব্যাপারে এটা আমারও ধারণা। আমি মুসলমানদের মাথা ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে ঢেলে দেবো। মুসলমানদের রক্তের হোলিখেলায় আমরা বিজয়ের উল্লাস করবো। খণ্ড! তুমি তো বেশ শুভ সমাচার নিয়ে এলে! আমি খুব খুশি হলাম। বসো! শরাব পান করো। এতো উত্তম শরার আগে কখনো খাওনি তুমি!'

খণ্ডরায় আবারও প্রণাম করে বললো– 'মহারাজা! কৃপা করুন। এখন আমি মন্দিরে গিয়ে শিব দেবতার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে চাই। শিব দেবতা পদে পদে আমাদের বেশ সাহায্য করে চলেছেন। মঙ্গল সিংয়ের পরাজয়কে শিব দেবতা বিজয়ে রূপান্তর করেছেন। মঙ্গল সিং বিশেষভাবে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন– যেন আমি সবার আগে শিব দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসি।'

মহারাজা বিস্ময় প্রকাশ করে বললো– 'কিন্তু তিনি তো এখানে অবস্থান করছেন!'

এবার খণ্ডরায় বললো– 'মহারাজ! দেবতাদের শক্তি গোটা সংসারে বিরাজমান। তাঁরা যেখানে চান, যখন ইচ্ছে করেন এবং যেই রূপে ইচ্ছে করেন, পৌঁছে যান। তাঁরা স্থান-কালের বাহুডোরে আবদ্ধ নন। তাঁদের অবস্থান অনেক ঊর্ধ্বে!'

মহারাজা কিছু ভাবতে গিয়ে বললো– 'হয়তো তুমি সত্যিই বলছো। আগামীকাল আমি শিব দেবতার চরণসেবা করতে যাবো।'

খণ্ডরায় মহারাজার পা ছুঁয়ে বললো– 'আজ্ঞা দিন, মহারাজ!'

মহারাজা বললো– 'যেতে পারো। আমার পক্ষ থেকেও শিব দেবতার চরণ ছুঁয়ে নিয়ো।'

খণ্ডরায় বিদায় নেয়ার প্রাক্কালে মহারাজা জিজ্ঞেস করলো– 'মঙ্গল সিংকে সাহায্য করেছিলে?'

খণ্ডরায় ফিরে তাকিয়ে জবাব দিয়ে বললো– 'মহারাজ! মঙ্গল সিংকে অনেক সাহায্য করেছি। আমি যথাসময়ে গিয়ে না পৌঁছালে মঙ্গল সিং এতো দ্রুত তার স্বার্থসিদ্ধি করতে সক্ষম হতো না!'

www.nagorikpathagar.org

খণ্ডরায় চলে গেলেমহারাজা ঘনশ্যাম ঠাকুরকে উদ্দেশ করে বললো– 'ঘনশ্যাম! খণ্ডরায়ের ব্যাপারে আমার ধারণা পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু বাকিদের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত বলবৎ রয়েছে। ভোর হতে হতে কাজ সেরে ফেলবে।'

ঘনশ্যাম ঠাকুর বললো– 'মহারাজ! এই পরিকল্পনার ব্যাপারে আমাদের এখন নতুন করে ভাবতে হবে। আমি মনে করি, আজ রাতের পরিকল্পনা আগামীকাল পর্যন্ত মুলতবি রেখে পরিস্থিতি আরো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হোক। এটা ভালো হবে।'

মহারাজা একটু ভেবে বললো– 'ঠিক আছে। কিন্তু আগামীকালের পর তোমাকে আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করার অনুমতি দেয়া হবে না!'

ঘনশ্যাম ঠাকুর মহারাজার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললো– 'দেরি হবে না, মহারাজ! হয়তো দিনের আলোতেই সব কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে।'

'রাজা সুভাষ যেন ভোরে ভোরে রওনা করে। আমি চাই মুসলিম গাদ্দারদের যেন দ্রুত গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয়!'

ঘনশ্যাম বললো– 'রাজা সুভাষের বাহিনী প্রস্তুত আছে। ভোর হওয়ার পূর্বেই তারা এখান থেকে রওনা হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে।' কৃষ্ণকুমার মুচকি হেসে তার পাশে থাকা সুন্দরী ললনার দিকে তাকিয়ে বললো– 'মুসলমানদের বেঁধে ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে ফেলে দিলে খুব মজা হবে। ক্ষুধার্ত সিংহরা পাঞ্জা মেরে যখন তাদের শিকার করবে, খুব মজা হবে। মৃত্যুর এই চিত্তাকর্ষক দৃশ্য আমি সবাইকে দেখাবো...!'

খণ্ডরায় ঘনশ্যামের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মন্দিরের দিকে এগিয়ে যায়। এমন সময় একটি গাছের আড়াল থেকে সুজন বেরিয়ে এসে খণ্ডরায়ের গতিরোধ করে বলে– 'খণ্ডরায়জি! রাজা প্রণাম সিং ও প্রণবের প্রাণ হুমকির সম্মুখীন। মহারাজা তাদের হত্যার নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন।'

খণ্ডরায় বিস্মিত ভঙ্গিতে তাকে জিজ্ঞেস করে– 'কিন্তু কেন?'

জবাবে সুজন বললো– 'এই মুহূর্তে আসামের ওইসব অধিবাসীর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে– যারা রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের ব্যাপারে কিঞ্চিৎ পরিমাণ সহমর্মিতা লালন করে। আপনার গোত্রের ব্যাপারেও খুনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো। যদি আপনি না আসতেন, তাহলে না জানি এখন পরিস্থিতি কীরূপ দাঁড়াতো!'

www.nagorikpathagar.org

'ঠিক আছে।' খণ্ডরায় বললো– 'তুমি যেতে পারো। ভগবানের কৃপায় সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। মহারাজার সমস্ত নাপাক ইচ্ছায় জল ঢেলে দেয়া হবে।'

মন্দিরে গিয়ে খণ্ডরায় শিব দেবতার চরণ ছুঁয়ে বললো– 'মহান দেবতা! আমার নাম খণ্ডরায়। এখনই আমি শিব দেবতার মন্দিরে অবস্থিত ক্যাম্প থেকে ফিরে এসেছি।'

শিব দেবতা অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'তোমাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।'

খণ্ডরায় মৃদুস্বরে বললো– 'আমি একাকী আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।'

শিব দেবতা হাত উঠিয়ে তীর্থযাত্রী, পূজারি ও দেবদাসীদের উদ্দেশে বললেন– 'আমাকে একাকী থাকতে দেয়া হোক।'

এ কথা বলার সাথে সাথে সবাই কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো।

শিব দেবতা নির্মলাকে লক্ষ করে বললেন– 'দরজা বন্ধ করে দেয়া হোক।'

নির্মলা দরজার দিকে এগোলে খণ্ডরায় মৃদুস্বরে বললো– 'সুলতান! এ কে?'

সুলতান আশ্চর্যভঙ্গিতে খণ্ডরায়ের দিকে তাকিয়ে বললো– 'তোমাকে কে বলেছে যে, আমার নাম সুলতান?'

খণ্ডরায় মুচকি হেসে বললো– 'সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম ও উদ্যম খান আপনাকে এবং হাশিমকে অনেক অনেক সালাম জানিয়েছেন।'

এমন সময় নির্মলা ফিরে আসে। সুলতান বললো– 'খণ্ডরায়জি! এ হচ্ছে নির্মলা। লোকেরা তাকে নাগমাতা বলেও সম্বোধন করে থাকে। এ আমার জীবন। এ আমাদের দেবতালয়ের কেন্দ্রীয় কীর্তিময়ী ব্যক্তিত্ব। যা কিছু বলতে চাও নিঃসংকোচে বলতে পারো।'

খণ্ডরায় এবার বলতে লাগলো– 'সময় খুবই স্বল্প। এই মুহূর্তে আমরা সকলেই এক কঠিন পরিস্থিতির মোড়ে আটকা পড়েছি। বড়ই সতর্কতা প্রয়োজন। মঙ্গল সিংয়ের বাহিনীকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। মঙ্গল সিং নিহত। ভাগ্যচক্রে বেঁচে থাকা তার অবশিষ্ট সেনাসদস্যরা ধামিনীর দুর্গ অভিমুখে পালিয়ে গেছে। আশা করা যায়, পরশু নাগাদ বাংলার হাকিমের বাহিনী এখানে পৌঁছে যাবে। আমাদের সবাইকে দুর্গের অভ্যন্তরে নিজেদের লক্ষ্যকে স্থির রেখে পরিকল্পনা দৃঢ়তর করতে হবে। সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম বলেছেন– পরদেশী হাশিম ও আসাম দুঃখিনী রাজকুমারীকে...।'

www.nagorikpathagar.org

সুলতান তার ঠোঁটে হাত রেখে বললেন– 'খণ্ডরায়! চুপ! তার নাম ঠোঁটে নেয়ার সময় এখনো আসেনি। আসামের এই দুঃখিনীকে তুমি মধুমতি বলতে পারো।'

খণ্ডরায় সুলতানের পায়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বললো– 'আপনি বড়ই মহান দেবতা। সত্য-মিথ্যার এই লড়াই শেষ হলে, ভগবানের শপথ! এই বিজয়ের মুকুট আপনাকেই পরানো হবে!'

সুলতান মুচকি হেসে বললেন– 'খণ্ড ভাই! আমরা সকলেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। বিজয়ের উল্লাসে আমরা সকলেই সমান উচ্ছ্বসিত হবো। তুমি এখন যাও। আমাদের লোকদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করে রাখো। হকের পতাকা উড্ডীন রাখতে সব রকম লড়াইয়ে আমরা অংশ নেবো।'

***

রাতের শেষ প্রহর। মাঢ়ির দুর্গপতি রাজা সুভাষ চন্দ্রের বাহিনী রওনা হচ্ছে। নিয়মমাফিক ঢোল, তবলা ও সানাই বাজছে উচ্চশব্দে। সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুর, সিংরাম, জগদীশ, মহেশ এবং অন্যান্য ছোট-বড় নেতারা সুভাষ চন্দ্রকে বিদায় সম্ভাষণ জানায়। সানাইয়ের মুহুর্মুহু ধ্বনিতে গোটা দুর্গ কাঁপিয়ে তুলছে। এই শব্দ ঘুমিয়ে থাকা মাতা মহারানির কানে পৌঁছালে তিনি গড়াগড়ি খেয়ে জেগে উঠলেন। উঠেই দারোয়ানকে ডেকে বললেন– 'এ কিসের শব্দ? মুসলিম বাহিনী কি আক্রমণ করে বসেছে?'

'না, জি! ওরা তো এখনো এখানে পৌঁছাতেই পারেনি।'

মহারানি বললেন– 'তাহলে এই ঢোল-তবলার আওয়াজ আসছে কোত্থেকে?'

দারোয়ান হাত জোড় করে বললো– 'মাতা মহারানিজি! এটা তো রাজা সুভাষ চন্দ্রের বাহিনী বিদায়ের আওয়াজ।'

'কিন্তু কোথায় যাচ্ছে তারা? কে নির্দেশ দিলো তাদের?'

দারোয়ান বললো– 'মহারাজা বিনে আর কে যাওয়ার নির্দেশ দিতে পারে!'

মাতা মহারানি দাঁড়িয়ে বললেন– 'মহারাজাকে অবহিত করো, এই মুহূর্তে আমি তাকে এখানে দেখতে চাই।'

দারোয়ান চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর মহারাজা কৃষ্ণকুমার মাতা মহারানির শয়নকক্ষে প্রবেশ করলো। সে মাতা মহারানির পা ছুঁয়ে কিছুটা

www.nagorikpathagar.org

উদ্বেগের স্বরে জিজ্ঞেস করলো– 'মাতাজি! ভালো আছেন তো? ভয়ংকর কোনো স্বপ্ন দেখেছেন কি?'

মাতা মহারানি ক্রোধভরা কণ্ঠে বললেন– 'ভয়ংকর স্বপ্ন নয়, ভয়ংকর এক ভবিষ্যৎ দেখছি। রাজা সুভাষ চন্দ্রকে তুমি কোথায় পাঠাচ্ছো?'

মহারাজা মাতা মহারানির পাশে আরামে বসে বললো– 'রাজা সুভাষ চন্দ্রকে আমি মঙ্গল সিংয়ের সাহায্যে পাঠিয়েছি।'

মাতা মহারানি রাগতস্বরে বললেন– 'আমি ভাবতেও পারছি না, আমার ছেলে এতোটা আহাম্মক, এত্তো অযোগ্য আর এত্তো বড় বোকা হতে পারে!'

মহারাজা কৃষ্ণকুমার আশ্চর্য হয়ে মাতাজির দিকে তাকিয়ে বললো– 'মাতাজি! আমার থেকে এমন কী বোকামিসুলভ কর্ম সাধন হলো, যার জন্য আমাকে ধমক দেয়া হচ্ছে?'

মাতা মহারানি বললেন– 'একদিকে তুমি বলছো মঙ্গল সিং মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করে ছেড়েছে এবং তাদের মন্দিরের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী করে রেখেছে। আরেক দিকে তুমি তাদের সাহায্যে সহযোগী বাহিনী পাঠাচ্ছো? এর মানে কী? প্রথম সংবাদ কি ভুল প্রমাণিত হলো?'

'না, মাতাজি!'

মহারাজা জবাব দিলে মাতা মহারানি বললেন– 'বেকুব! তোমার কি জানা নেই মহারাজাদের শক্তি আর বাহাদুরি হচ্ছে সেনাসংখ্যার আধিক্যে! কৃষ্ণকুমার! রাজধানীতে তোমার শুভাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা ততো নেই, যতো সংখ্যা রয়েছে তোমার শত্রুপক্ষের সেনাদের। এই কঠিন পরিস্থিতিতে যখন মুসলিম বাহিনী রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসছে, এমন সময়ে তুমি কোন জ্ঞানে নিজের বিশ্বস্ত আত্মোৎসর্গীদের সংখ্যা হ্রাস করছো? মঙ্গল সিংয়ের জন্য সহযোগী বাহিনীর কী প্রয়োজন? সে কি তোমার কাছে সহযোগী বাহিনী চেয়েছে? রাজা সুভাষ তোমার খুবই হিতাকাঙ্ক্ষী। সুতরাং, দ্বিতীয় নির্দেশ দেয়ার পূর্বে তাকে রাজধানী হতে বেরোতে নিষেধ করো!'

মহারাজা দ্রুত একজন প্রহরীকে ডেকে বললো– 'যাও! দ্বিতীয় নির্দেশ দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত যাত্রা মুলতবি রাখার নির্দেশ দাও!'

প্রহরী চলে গেলো। মহারানি কৃষ্ণকুমারকে বোঝাচ্ছেন– 'বেটা কৃষ্ণ! ভালো হয় তোমার বিরুদ্ধাচরণকারীদের রাজধানী থেকে বের করে দেয়া।'

মহারাজা বললো– 'কিন্তু মাতাজি! যদি তারা বাংলার হাকিমের কাছে গিয়ে আঁতাত করে!'

www.nagorikpathagar.org

মাতা মহারানি বেপরোয়া ভঙ্গিতে বললেন– 'আঁতাত করলে কী হবে? যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো দুর্গ বিজিত করা না যাবে, ততোক্ষণ আমাদের কেউ কোনো ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হবে না। দেখো বেটা! এখনো পর্যন্ত আমাদের আনুগত্যের নাও কূলে এসে ভিড়তে পারেনি। তাই অনতিকালবিলম্বে সকল গাদ্দার দুরাচারকে দুর্গ থেকে বের করে দেয়া দরকার। চন্দ্রকান্ত সম্পর্কে সামান্য সহানুভূতিশীল কোনো প্রাণীকে যেন দুর্গে ঠাঁই দেয়া না হয়। নিজেদের বিশ্বস্ত লোকদের অধিকহারে সমাবেশ ঘটাও, যাতে করে বাংলার হাকিম এখানে এসে চরম পরাজয়ের মুখে পড়তে বাধ্য হয়। তখন তুমি মনের ইচ্ছেমতো যা ইচ্ছে করো, আমি বাধা দেবো না। আমার সঙ্গে পরামর্শ ছাড়া ভবিষ্যতে কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না।'

মহারাজা কৃষ্ণকুমার মাতাজির চরণ ছুঁয়ে বললো– 'মাতাজি! আমার পক্ষ হতে মারাত্মক ভ্রান্তি পতিত হয়েছে। বাস্তবিকই আমি আহাম্মক। অযোগ্য। ভবিষ্যতে কোনো কাজ মাতাজি তোমার পরামর্শ ছাড়া করবো না।'

একজন প্রহরী প্রথামতে মাথা নুয়ে উচ্চস্বরে বললো– 'সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুর এবং রাজা সুভাষ চন্দ্র উপস্থিত হতে চাচ্ছেন।'

মাতা মহারানি উচ্ছ্বাসভরা কণ্ঠে বললেন– 'অনুমতি দেয়া হলো।'

কিছুক্ষণ পরই ঘনশ্যাম ঠাকুর ও রাজা সুভাষ চন্দ্র কম্পিত পায়ে কক্ষে প্রবেশ করলো এবং হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলো।

মাতা মহারানি ঘনশ্যাম ঠাকুরের চেহারায় দৃষ্টি রেখে বললেন– 'ঘনশ্যাম ঠাকুর! তোমার তো জানা আছে, আমার ছেলে কৃষ্ণকুমার এখনো বালক। অনভিজ্ঞ। রাজনীতির সূক্ষ্ম বিষয়গুলোতে সে একেবারেই অপরিপক্ব। তুমি তো বেশ বিচক্ষণ। তা সত্ত্বেও কী করে তুমি রাজা সুভাষ চন্দ্রের মতো প্রাণোৎসর্গী একজন বিশ্বস্ত সেনাপতিকে রাজধানীর বাইরে একটি বেহুদা কাজে পাঠানোর ব্যাপারে পরামর্শ দিলে?'

ঘনশ্যাম ঠাকুর কিছু বলার ভঙ্গিতে মহারাজার দিকে তাকালে মহারাজা চোখের ভাষা বুঝতে পেরে বললো– 'এ ব্যাপারে ঘনশ্যাম ঠাকুরের কোনো ভূমিকা নেই।'

মাতা মহারানি বললেন– 'কিন্তু ঘনশ্যাম ঠাকুর তো মহারাজাকে যথাযথ পরামর্শটি দিতে পারতো!'

ঘনশ্যাম ঠাকুর মাথা ঝুঁকিয়ে হাত জোড় করে বললো– 'সৌম্য করুন, মাতা মহারানি!'

www.nagorikpathagar.org

মাতা মহারানি রাজা সুভাষ চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'রাজা সুভাষ চন্দ্র আমাদের অতি আপন একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী। রাজধানীর অভ্যন্তরে তার ভীষণ প্রয়োজন। রাজাজি! তুমি যেতে পারো।'

রাজা সুভাষ চন্দ্র বললো– 'কদমে কদমে বিশ্বস্ততার নিদর্শন দেখাতে আমি প্রস্তুত। মহারাজা এবং মাতা মহারানির চলার পথে নিজের রক্ত দিয়ে পিদিম জ্বালিয়ে আলো ছড়িয়ে যাবো– এ আমার প্রতিজ্ঞা। আমার এই বচন সত্য প্রমাণিত করবো। ভগবানের শপথ! বাংলার হাকিমকে উচিত শিক্ষা দেয়া হবে। এমন শিক্ষা, যা তার পরবর্তী প্রজন্মও আমরণ মনে রাখতে বাধ্য হবে।'

মাতা মহারানি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বললেন– 'তোমার কাছ থেকে আমরা এমনটিই আশা করি।'

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর মাতা মহারানি বললেন– 'আমি চাই– বাংলার হাকিম এখানে এসে পৌঁছার পূর্বেই চন্দ্রকান্তের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল সবাইকে শেষ করে দেয়া হোক।'

মহারাজা বললো– 'মাতাজি! এ ব্যাপারে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আজকের দিনটিই আমাদের ঘরোয়া শত্রুদের জীবনের শেষ দিন।'

'ঠিক আছে।' মাতা মহারানি বললেন– 'যা-ই হোক, এ ক্ষেত্রে যেন একটুও বিলম্ব করা না হয়। খুবই সন্তর্পণে চন্দ্রকান্তের শুভাকাঙ্ক্ষীদের দৃষ্টির বাইরে সরানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করো। এমন পরিস্থিতিতে আমরা ঘরোয়া শত্রুদের উটকো ঝামেলায় পড়তে চাই না। যাদের বেশি ভয়ংকর শত্রু মনে হয়, তাদের মঙ্গল সিংয়ের দিকে পাঠিয়ে দাও। ওই বাহিনীতে আমাদের নিজস্ব এমন কিছু সেনা পাঠাবে, যারা সুযোগমতো জীবন সাঙ্গ করে দিতে পারে।'

মহারাজা কিছু ভাবতে গিয়ে ঘনশ্যাম ঠাকুরকে লক্ষ করে জিজ্ঞেস করলো– 'খওরায়ের ব্যাপারে তোমার কী ধারণা?'

ঘনশ্যাম বললো– 'খণ্ডরায় হয়তো চন্দ্রকান্তের শুভাকাঙ্ক্ষী। তবে আমি তাকে বা তার গোষ্ঠীকে আসামের বিদ্রোহী বলতে পারি না। কেননা রায় গোষ্ঠী স্বদেশপ্রেমিক বলেই প্রমাণ দিয়ে আসছে।'

মাতা মহারানি রাগতস্বরে বললেন– 'ঠাকুর! তুমি তো দেখছি বড় আহাম্মক! তুমি খণ্ডরায়কে আসামের বন্ধু বলছো? যে ব্যক্তি মহারাজার

www.nagorikpathagar.org

শুভাকাঙ্ক্ষী নয়, সে কী করে আসামের বন্ধু হতে পারে? মহারাজার শত্রুপক্ষের বন্ধু তো তোমাদের সকলেরই কট্টর শত্রু হওয়ার কথা!'

ঘনশ্যাম ঠাকুর মাথা নুইয়ে বললো– 'আমি ভুল করে ফেলেছি। সৌম্য করা হোক।'

মাতা মহারানি বললেন– 'তোমরা সকলেই নিজেদের অজ্ঞতার আর কতো মাশুল দেবে, আমি জানি না। আর কতোবার আমি তোমাদের ক্ষমা করে যাবো? খণ্ডের মনে যদি প্রকৃতপক্ষেই চন্দ্রকান্তের ব্যাপারে বিন্দু পরিমাণ কোমলতা থেকে থাকে, তাহলে সবার আগে তাকে রাস্তা থেকে দূর করে দাও। কারণ, সে আমাদের সকলের খুবই পরীক্ষিত ভয়ংকর শত্রু। একটি কাজ করতে পারো– আজ মঙ্গল সিংয়ের কাছে তাকে পাঠিয়ে দাও। সঙ্গে জগদীশ এবং আরো কজন চৌকস সৈন্য খণ্ডরায়ের বহরে পাঠাবে, যারা সুবিধাজনক স্থানে গিয়ে খণ্ডকে কুপোকাত করে দেবে। আমি মনে করি, খণ্ডরায়কে রাজধানীর অভ্যন্তরে খুন করা সমীচীন হবে না।'

মহারাজা আরেকবার মাতা মহারানির চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করে বললো– 'মাতাজির পরিকল্পনা খুবই যুক্তিসংগত।'

এরপর সে ঘনশ্যাম ঠাকুরকে লক্ষ করে বললো– 'আমি গোটা দুর্গের সামগ্রিক চিত্র পরিদর্শন করবো। কামানগুলো সীমান্ত এলাকায় পাঠিয়ে দাও।'

ঘনশ্যাম ঠাকুর বললো– 'মনে হয় রাতেই চাহিদামতো পৌঁছে দেয়া হয়েছে।'

'ঠিক আছে।' মহারাজা উঠতে গিয়ে বললো– 'এখন তুমি যাও। ভোর হতেই আমি বেরোবো।'

মহারাজা বাইরে বেরিয়ে গেলো। তার পেছনে পেছনে রাজা সুভাষ চন্দ্র ও ঘনশ্যাম ঠাকুর মাতা মহারানির কক্ষ হতে বেরিয়ে যায়।

মাতা মহারানি কক্ষের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকা ঊষার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি আবার কখন এখানে এলে?'

ঊষা অবনত মস্তকে হাত জোড় করে বললো– 'মহারাজা বাইরে যাওয়ার পর এসেছি।'

মাতা মহারানি বললেন– 'ভবিষ্যতে অনুমতি ছাড়া ভেতরে প্রবেশ করবে না। এখন তুমি যেতে পারো। আমার স্নানের সামগ্রী প্রস্তুত করো। ভোরে ভোরে মন্দিরে যেতে হবে। তারপর রাজকীয় বহু কাজ সমাধা দিতে হবে।'

www.nagorikpathagar.org

ঊষা দ্রুতপায়ে মাতা মহারানির শয়নকক্ষ হতে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর পুব আকাশে উঁকি দেয় সূর্য। তারারা যেন একাকী ডেকে যাচ্ছে সকালকে। মাতা মহারানি নিশ্চিন্ত মনে কোমল বিছানায় ফের গা এলিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পর মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টা বেজে ওঠে। সানাইয়ের সুর ঝংকার মুখর করে তুলছে ধরিত্রী।

দিনের শুরুতেই ঘোড়ায় আরোহণ করে মহারাজা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়ে। তার সঙ্গে রয়েছে ঘনশ্যাম ঠাকুর, সিংরাম, সুভাষ, নিলম কুমার, প্রণাম সিং এবং অন্য নেতৃবৃন্দ। মহারাজা দুর্গের অভ্যন্তরে তৈরি করা বিভিন্ন প্রতিরক্ষা কৌশল, ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম পরিদর্শন করছে। একসময় সে দুর্গের সর্বোচ্চ চূড়ার একটি উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়ায়। এখানে সীমান্তের নানা স্থানে স্থাপন করা হয়েছে বিশালাকায় কামান। প্রতিটি কামানের পাশে বড় বড় পাথরের বিশাল স্তূপ। মহারাজা এমন ব্যবস্থাপনা দেখে খুব খুশি। দেয়ালের প্রান্ত ঘেঁষা উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে সে বলতে থাকে– 'এই চূড়া ডিঙিয়ে আসা কি কারও পক্ষে সম্ভব?'

সিংরাম মহারাজার সামনে হাত জোড় করে বললো– 'মহারাজাজি! এই চূড়ার শীর্ষস্থানে তো পাখিদের ডানাও চড়তে সক্ষম হবে না।'

আরেকজন নেতা নিচের গভীর খাদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো– 'মৃত্যুর এই অন্ধকূপ না জানি কখন মুসলমানদের রক্ত পান করে পিপাসা নিবারণ করে!'

মহারাজা আনন্দে আহ্লাদিত ভঙ্গিতে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলতে থাকে– 'এই গর্তগুলো এবার মুসলমানদের রক্তে ভরিয়ে তোলার পালা।'

মহারাজা ফিরে খণ্ডরায়কে লক্ষ করে বললো– 'খণ্ডরায়জি! আমি চাই তুমি পুনরায় শিব দেবতার মন্দিরের দিকে যাবে। তার মনে হয় কোনো সহযোগী বাহিনীর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তোমার সঙ্গে জগদীশও যাবে।'

খণ্ডরায় অবনত মস্তকে বললো– 'মহারাজার নির্দেশ শিরোধার্য। কিন্তু মহারাজাজিঃ মঙ্গল সিংয়ের তো কোনো প্রকার সহযোগী বাহিনীর প্রয়োজন নেই! এরপরও যদি মহারাজা এটা কামনা করেন, তাহলে আমি যাবো।'

মহারাজা ক্ষিপ্রকণ্ঠে বললো– 'হতে পারে বাংলার হাকিমের বিকল্প কোনো বাহিনী উপকূল পেরিয়ে ওখানে গিয়ে পৌঁছেছে। নইলে ইতোমধ্যে মঙ্গল সিং চলে আসার কথা।'

খণ্ডরায় মাথা নুইয়ে বললো– 'ঠিক আছে। সন্ধ্যার মধ্যেই আমি রওনা হবো।'

www.nagorikpathagar.org

মহারাজা এবার বললো– 'এখন তুমি যেতে পারো।'

অতঃপর মহারাজা জগদীশকে উদ্দেশ করে বললো– 'জগদীশ! তুমিও যাবে।'

খণ্ডরায় বললো– 'মহারাজ! ওর যাওয়ার কী প্রয়োজন!'

মহারাজা বিরক্তির সুরে বললো– 'তুমি যেতে পারো। সন্ধ্যার পূর্বেই এখান থেকে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নাও। কোনো কথা পুনরুক্তি করা আমি বরদাশত করি না।'

খণ্ডরায় হাত জোড় করে নমস্কার বলে ফিরে যায়।

জগদীশও চলে যেতে চাইলে মহারাজা তাকে ইশারা করে কাছে ডেকে নেয়। এরপর বলে– 'তুমি নিজের সঙ্গে বেশ কজন চৌকস বিশ্বস্ত সৈনিক নিয়ে যাবে। সুযোগ মিলতেই খণ্ডরায়কে খতম করে দেবে। এরপর ফিরে চলে আসবে।'

জগদীশ জানতে চাইলো– 'তাহলে খণ্ডরায়ের হাতির বহরের কী হবে!'

'খণ্ডের বাহিনীকে মঙ্গল সিংয়ের নিকট সোপর্দ করে তাকে বলবে দ্রুত সে যেন রাজধানীতে এসে পৌঁছায়।'

খণ্ডরায় নিজ প্রাসাদে গিয়ে পৌঁছালে মাতা মহারানির সেবিকা ঊষা সেখানে উপস্থিত হয়। খণ্ডরায় তাকে জিজ্ঞেস করে– 'ঊষা! তুমি কেন এলে?'

ঊষা অনুচ্চস্বরে বললো– 'খণ্ডরায়জি! আপনার জীবন ভীষণ হুমকির সম্মুখীন। মহারাজা আপনাকে খুন করার জন্য জগদীশকে নিযুক্ত করে রেখেছেন।'

খণ্ডরায় বললো– 'ঊষা! তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। মহারাজার এমন পঙ্কিল পরিকল্পনা শুরুতেই আমি আঁচ করতে পেরেছি।'

ঊষা উদাস চোখে খণ্ডরায়ের চেহারার দিকে তাকিয়ে বললো– 'রায়জি! মনে হয় দুর্গ থেকে চলে যাবার ব্যাপারে আপনাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

'হ্যাঁ, ঊষা।' খণ্ডরায় বললো– 'আজ সন্ধ্যার পূর্বেই এখান থেকে চলে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাকে। ভগবানের কৃপায় মহারাজার পঙ্কিল পরিকল্পনা আমি ধুলোয় মিশিয়ে দেবো!'

রমা রায় এ-যাবৎ নীরবেই সবকিছু শুনে যাচ্ছিলেন। এবার তিনি খণ্ডরায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'খণ্ড বেটা! মহারাজা তো আমাকে শেষ করে দেয়ার ছক এঁকে রেখেছে। মাতা মহারানি সাধনাকে ডেকেছে। আমার মনে হয় এটা ভয়ংকর কোনো চাল। মাতা মহারানি আমার মেয়ের সম্ভ্রম লোটার ফন্দি এঁকেছে।'

www.nagorikpathagar.org

'পিতাজি!' খণ্ডরায় ক্রোধান্বিত হয়ে বললো– 'সাধনা যাবে না! আমাদের বোনের দিকে যে চোখ তুলে তাকাবে, তাকে আমি জীবিত রাখবো না! তোমরা সবাই আমার সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হও!'

সাধনাও সিংহের মতো গর্জন ছেড়ে প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে বললো– 'মাতা মহারানি সিংহের খাঁচায় কদম ফেলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। তার পরিণতি হবে খুবই ভয়ংকর!'

খণ্ডরায় ঊষাকে উদ্দেশ করে বললো– 'ঊষা! মহারানিকে গিয়ে বলবে সাধনা তার ভাইয়ের সঙ্গে চলে যাচ্ছে।'

ঊষা বললো– 'ঠিক আছে।'

এরপর সে ফিরে যেতে দুপা এগোলো। এরপর কী মনে করে আবার পেছনে ফিরে এসে বললো– 'খণ্ডরায়জি! জোশ দিয়ে নয়, হুঁশ দিয়ে পরিস্থিতি সামলাবেন। এই মুহূর্তে আমরা সকলেই কঠিন এক পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে। মহারাজা যদি সাধনা আর রমা রায়জিকে নিয়ে যেতে বারণ করেন, তাহলে কী করবে?'

খণ্ডরায়ের চোখেমুখে গভীর উদ্বেগের ছাপ। সে তার তরবারির মুষ্টিতে কপাল ঠেকিয়ে বললো– 'মনে হচ্ছে জীবন-মরণের মাঝে দূরত্ব খুব দ্রুত ক্ষীণ হয়ে আসছে।'

বৃদ্ধ রমা রায় বললেন– 'খণ্ড বেটা! মাথা নোয়াবার প্রয়োজন নেই। মান-সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার দিন যদি ফুরিয়ে আসে, তবে তাতে কী? আমরা মান-সম্মান নিয়ে মরতেও জানি। তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। মহারাজ বাধা দেবার চেষ্টা করলে তরবারির ভাষায় কথা বলবে।'

কথাবার্তা চলছিলো। ঠিক ওই মুহূর্তে কাশিরাম কক্ষে প্রবেশ করে ঊষার দিকে তাকিয়ে বলে– 'খণ্ডরায়জি! তোমার সঙ্গে আমি একাকী কিছু কথা বলতে চাই।'

ঊষা বললো– 'আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি এখন যাচ্ছি। ভগবান তোমাদের সকলের সহায় হোন।'

ঊষা চলে যায়। কাশিরাম বলতে আরম্ভ করে– 'মন্দিরের শিব দেবতা অস্ত্রশস্ত্রের প্রতিশ্রুতির ব্যাপারটি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে বলেছেন।'

'উহ্'। খণ্ডরায় দাঁড়িয়ে বলে– 'কাশি! তুমি এখনই ক্যাম্পে গিয়ে ন্যূনতম দুইশো বর্শা আর সমপরিমাণ তরবারি শিব দেবতার কাছে পৌঁছে দাও। অত্যন্ত সন্তর্পণে তোমাকে এ কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।'

www.nagorikpathagar.org

কাশি চলে যায়। রমা রায় বলেন– 'আচ্ছা, খণ্ড বেটা! এই চেষ্টা-সাধনার পরিণতি কী হবে?'

খণ্ডরায় মৃদু হাসিমাখা কণ্ঠে বলে ওঠে– 'পিতাজি! দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। জীবনের চলতি পথে অনেক সময় এমন কাঁটাদার বন-বাদাড় পেরোতে হয়। ধৈর্য আর বিচক্ষণতা দিয়ে আমরা পরিস্থিতির মোকাবেলা করবো। আশা রাখি– ভগবান আমাদের সাহায্য করবেন। যখনই মহারাজা আর মাতা মহারানির অন্যায়ের জ্বলন্ত শিখা ওখান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাবে, তখনই আকাশ থেকে দেবতার বাহিনী তাদের প্রতিহত করতে নেমে আসবে। এরপরই শুরু হবে তাদের হিসাবের দিন।'

সাধনা সেনা পোশাকে সাজছে। দিনের শেষ পর্যন্ত খণ্ডরায় প্রাসাদের বাইরে নিজ বাহিনীর সঙ্গে জরুরি কাজে সময় কাটায়। সে তার বিশেষ বিশেষ লোকদের সবকিছু খুলে বলে। দিনের শেষ দিকে সে চলে যায় মন্দিরে।

হাশিম ও সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করে খণ্ডরায় বলতে থাকে– 'মহারাজা আমাদের গোত্রের সবাইকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি মহারাজার তরবারির নিচে মাথা নোয়াতে চাই না। আমি মৃত্যুর সঙ্গে মোকাবেলা করতে চাই।'

সুলতান কানে কানে বললেন– 'খণ্ড ভাই! আগামীকাল দুপুরের পূর্বেই বাংলার হাকিমের ফৌজ এখানে এসে পৌঁছাবে। তারপর অন্ধকারের এই ভয়ানক রাজ নিঃশেষ হয়ে যাবে।'

খণ্ডরায় বললো– 'মহারাজা ও তার জালেম মাতা মহারানি আমার বোন সাধনাকে জামিন হিসেবে তার কাছে রেখে দিতে চায়। আমি এটা বরদাশত করতে পারবো না। আমি সাধনা ও পিতাজিকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।'

সুলতান বললেন– 'তুমি ঠিকই বলেছো। মহারাজার অভিসন্ধি চটুল। তোমার অনুপস্থিতিতে সে তোমার পিতা ও বোনকে জীবিত রাখবে না।'

খণ্ডরায় বললো– 'আমি আমার বৃদ্ধ পিতা ও বোনকে জালেমদের হাতে সোপর্দ করে যেতে পারি না। ইজ্জত রক্ষা করে আমি মরতে চাই।'

সুলতান বললেন– 'না, খণ্ড ভাই! এখন তো মৃত্যু তাদেরই ধাওয়া করবে! যাদের হিংস্রতা মানবতার অশ্রুকে রক্তাভ করে রেখেছে।'

সন্ধ্যানীল আকাশের বুকে সাদা মেঘের তুলি বুলিয়ে ছবি আঁকছে দিনান্তের শেষ সূর্য। খণ্ডরায়ের বাহিনী রাজদুর্গ থেকে বেরোবার প্রস্তুতি

www.nagorikpathagar.org

নিচ্ছে। এমন সময়ে সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুর এসে বললো– 'খণ্ডরায়জি! তুমি তোমার পিতা ও সাধনাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না।'

'কেন'? খণ্ডরায় জানতে চাইলো। 'আমার পিতা আর বোনকে কেন সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবো না?'

ঘনশ্যাম ঠাকুর বললো– 'তুমি কিন্তু মহারাজার বিরুদ্ধাচরণ করে যাচ্ছো! তুমি কি জানো এর পরিণতি কতো ভয়ংকর হতে পারে?'

খণ্ডরায় বললো– 'আসামের জন্য আমাদের বিশ্বস্ততাকে দ্বিধা-সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। আমার পিতাজি এবং আমার বোনকে জামিনস্বরূপ এখানে আটকে রাখার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এসব কিছু আমার সহ্যের বাইরে। আমি একজন স্বদেশপ্রেমী ও সমাজবান্ধব লোক। আমাদের অপমান করার অধিকার মহারাজার নেই। অথচ পদে পদে আমাদের অপমানের জাঁতাকলে পিষ্ট করা হচ্ছে। তুমি তো জানো, অপমানের বোঝা বহনের অভ্যাস আমার একেবারেই নেই। আমার ওপর বিশ্বাস রাখা যেতে পারে। আমার পথে বাধা দেয়ার ধৃষ্টতা দেখাবে না। অন্যথায় আমি চরমপন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হবো। আমি মান-সম্মান নিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গনের পথ বেছে নেবো। বর্তমান সময়ে রাজধানীর অভ্যন্তরে এ ধরনের অবিশ্বাসের অরাজকময় অবস্থা দেশ ও জাতির কঠিন বিপদ ডেকে আনতে পারে। আসামের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেবে না। সেনাপতিজি! তোমরা সকলেই এক মহা বিপদের ভয়ংকর পথে হেঁটে চলতে শুরু করেছো...।'

খণ্ডরায়ের কথা এখনো অব্যাহত আছে। এমন সময়ে একজন সশস্ত্র সৈনিক ঘনশ্যাম ঠাকুরের কাছে এসে বলতে লাগলো– 'ঠাকুরজি! মাতা মহারানি নির্দেশ দিয়ে বলেছেন– যাতে খণ্ডরায়কে যেতে দেয়া হয়। শিব দেবতা তার জামিন হয়েছেন।'

ঘনশ্যাম ঠাকুর তার ঘোড়ার লাগম ধরে বললো– 'খণ্ডরায়! তুমি যেতে পারো। মাতা মহারানি শিব দেবতার কথায় পূর্ণ ভরসা রেখেছেন।'

খণ্ডরায়ের বাহিনী চলতে আরম্ভ করলো। ধীরে ধীরে রাতের আঁধারে হারাতে থাকে রক্তিম সন্ধ্যা। অসংখ্য মশাল জ্বলে উঠেছে। বেজে উঠেছে সানাইয়ের সুর।

www.nagorikpathagar.org

আত্মার মেলবন্ধন

মঙ্গল সিংয়ের কাফেরসুলভ ধৃষ্টতা ও শয়তানি স্পর্ধা মুসলিম মুজাহিদদের আল্লাহপ্রদত্ত শক্তির নিচে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। মঙ্গল সিং এবং তার হাজার হাজার সৈনিক রক্ত-মাটির দৃষ্টান্তদায়ী গল্পে রূপ নিয়েছে। তাদের অসংখ্য আহত সৈনিক উদ্যম খান, সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম ও রাজা প্রেমচন্দ্রের দয়া-অনুকম্পার ভিখারি। সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম ও রাজা প্রেমচন্দ্রের বাহিনী তাদের ধাওয়া করতে করতে আসামের রাজধানী থেকে মাত্র বিশ ক্রোশ দূরে অবস্থান করছে। সামনে কুয়াশায় মোড়ানো নদীর বুকে হালকা জোছনা, নদীর ওপারে কালচে পাহাড়ের সারি, তার ওপাশে কুয়াশায় মৃদু চাঁদ। সবকিছু কেমন জানি রহস্যমাখা মায়ায় ঘেরা। ঝিরির পাড়ে পাড়ে হাঁটা পথ। ঝরনার দুই পাশে উঁচু উঁচু পাহাড়। রাত গভীর হয়ে গেলে তাঁদের বাহিনী রোদকোহি নামের এলাকায় বনের ভেতর একটি পাহাড়ের চূড়ার পাশে অস্থায়ী তাঁবু নির্মাণ করে। গঙ্গাত্রী নদীর পাড় ঘেঁষে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাঁবু টাঙানো হয়। হাজার হাজার জ্বলন্ত মশালের আলোতে গোটা পার্বত্য এলাকা আলোকিত হয়ে ওঠে। ঘোর অন্ধকার মিটে যায় নিমেষেই।

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম তাঁর বাহিনীর কর্মব্যস্ততা পর্যবেক্ষণ করছেন। একসময় তিনি গিয়ে পৌঁছান ওই সড়কের ধারে, যেটা আসামের রাজধানী থেকে আসা মহাসড়কের সাথে গিয়ে ঠেকেছে। এই মহাসড়ক দিয়ে রাজধানী ও শিব দেবতার মন্দিরের প্রান্ত ঘেঁষা নদীর পাড়ে পৌঁছা যায়। খুবই গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এটি। ওখানকার একটি উন্মুক্ত স্থানে মশাল জ্বালানো হয়েছে। আছে বেশ কজন সিপাহিও। সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম বড়ই নিষ্ঠার সাথে তার সঙ্গীদের ভালোবাসার জবাব দিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়লো পাহাড়ের চূড়ার একটি সরু কোণে। একধরনের ছায়ার মতো কী যেন দেখা যাচ্ছে ওখানটায়। দেখে সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম জিজ্ঞেস করলেন–

'ওই চূড়ায় একাকী কে বসে আছে?'

www.nagorikpathagar.org

একজন সিপাহি জবাব দিলো– 'সাইয়্যেদ সাহেব! এ হচ্ছে বিষ্ণু মহারাজ। আমরা তাঁকে অনেক বারণ করেছি। কিন্তু তিনি কিছুতেই মানতে রাজি নন। একাকী তিনি ওখানে বসে আছেন।'

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম ধীর পায়ে চূড়া অভিমুখে চলতে আরম্ভ করলেন। ওখানে পৌঁছে তিনি দেখলেন– বিষ্ণু মহারাজ একেবারে অন্যমনস্ক। তরবারির মুষ্টিতে হাত। আসামের রাজধানী হয়ে আসা মহাসড়কের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তিনি। আর বিড়বিড় করে অবলীলায় বলে যাচ্ছেন– 'ভগবান! আমাদের মনমন্দিরের ছোট্ট আঙিনায় তুমি তোমার কৃপার কী অপার মহিমা চাঁদের আলোর মতো ছড়িয়ে রেখেছো! সব দিকে তাই আজ কেবল চন্দ্রিমা রূপের কোলাহল...।'

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম তাঁর কাঁধে হাত রেখে বড়ই ভালোবাসার সুরে বলতে লাগলেন– 'বিষ্ণু মহারাজ! রাতের প্রথম প্রহর শেষের পথে। তুমি তো খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছো। নিচে গিয়ে বিশ্রাম নাও। তোমার স্থানে এখন আমি বসে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করবো।'

বিষ্ণু হায়দার ইমামের চরণ ছুঁয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলো– 'সাইয়্যেদ সাহেব! তুমি তো নির্ঘাত দেবতা! কিন্তু না। তুমি ভগবানই হয়তো হবে! কীভাবে যে তুমি পদে পদে আমার মনের আশাগুলো রঙে-রূপে ভরে তুলছো! সাজিয়ে যাচ্ছো অপরূপ সাজে! তোমার কৃতিত্বের কোনো তুলনাই হয় না। তুমি বেশ চুপচাপ ও অস্পৃশ্যভাবে চলাফেরা করো। তুমি আমার মনের আঙিনায় চাঁদের আলো হয়ে বারবার ফিরে আসো। হয়তো পূর্বজনমে তুমি মানুষ ছিলে, পরে ফেরেশতা হয়ে ভগবান তোমাকে মাটির ধরায় পাঠিয়েছে। নইলে তুমিই বলো তো দেখি– কে তুমি?'

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম বললেন– 'বিষ্ণু মহারাজ! তুমি তোমার অতীতের স্মৃতি আর হাতড়িয়ো না। নিজের উজ্জ্বল বর্তমান এবং নিরাপদ ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দাও। দেখো আর অনুভব করতে থাকো– এক্ষণে তুমি কতোটা উচ্চতায় আরোহণ করছো, যাকে জাগতিক কোনো অপশক্তি বিন্দু পরিমাণ হেলাতে সক্ষম নয়। পদে পদে প্রতিটি মুহূর্তে নিজ ভগবান আপন পরমাত্মা এবং নিজ ঈশ্বরের কৃতজ্ঞতা আদায় করতে থাকো। তিনিই যা ইচ্ছে তা করতে পারেন। মান-সম্মান বৃদ্ধি করেন। আবার যখন যাকে ইচ্ছে তাকে অপমান, অপদস্থ করে ধুলোয় মিশিয়ে দেন।'

বিষ্ণু আকাশের বুক চিড়ে হেসে ওঠা চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'জীবনের এই নতুন রূপ বড্ড রসালো অনুভূত হচ্ছে!'

www.nagorikpathagar.org

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম মহাসড়কের দিকে তাকাতে গিয়ে অবাক করা কণ্ঠে বিষ্ণু মহারাজের কাঁধে হাত রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'বিষ্ণু মহারাজা! ওই দেখো আকাশপানে, ধোঁয়াটে জোছনায় এই লাল আভা কিসের?'

বিষ্ণু মহারাজ গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন– 'এ তো বিশাল কোনো বাহিনী আসার লক্ষণ। ওই যে মশালের আলো দেখা যাচ্ছে– জোনাকিতে গিয়ে মিশেছে যে আলোকরেখা।'

উভয়ে নীরবে বেড়ে ওঠা হৃৎকম্পন সামলে নিয়ে একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে আছেন। একটু পরেই তাঁদের কানে ভেসে আসে হাতির চিৎকারের শব্দ এবং ঘোড়ার হ্রেষা। সৈনিকদের পদধ্বনি ছাড়াও ঢোল-সানাইয়ের ঝংকার ভেসে আসতে থাকে কানে।

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম নিচে দাঁড়িয়ে থাকা সিপাহিদের বললেন– 'দৌড়ে গিয়ে রাজা প্রেমচন্দ্র এবং অন্যান্য নেতাকে অবহিত করো যে, আসামের বিশাল একটি বহর আসছে।

সিপাহি চিৎকার করে করে ঘোষণা দিতে লাগলো– 'হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! দুশমন আসছে!'

বিষ্ণু বললেন– 'এরা সবাই কি রাতের বেলা অতর্কিত আক্রমণের মনোবাসনা নিয়ে আসছে?'

'না'। সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম বললেন– 'এরা যদি রাতের বেলা অতর্কিত আক্রমণের উদ্দেশ্যে এসে থাকে, তাহলে হাতির ওপর আরোহণ করে, ঢোল-তবলা-সানাই বাজিয়ে আসতো না।'

বিষ্ণু মাথা নেড়ে বললেন– 'এটা তো ঠিক। কিন্তু এই বহর তাহলে যাচ্ছে কোথায়?'

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম বললেন– 'হাতির চিৎকার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে এই বহরটি খণ্ডরায়ের। সে যা-ই হোক, সর্বাবস্থায় পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা চাই।'

সেনাছাউনিগুলোর দিকে দিকে প্রত্যয়ের শিখা জ্বলজ্বল করছে। বড় বড় সব কটি পাহাড়চূড়ায় তিরন্দাজ বাহিনীর সদস্যরা ব্যূহ নির্মাণ করেছে। মহাসড়কের উভয় প্রান্তের দূরে-কাছের সব কটি পাহাড়ে সিপাহিরা ঘাঁটি গেড়ে বসে পড়ছে। রাজা প্রেমচন্দ্র ঘোড়ায় আরোহণ করে মহাসড়ক বেয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন। বিপরীত দিকে ঢোল-তবলা ও সানাইয়ের ঝংকারের

www.nagorikpathagar.org

পাশাপাশি অসংখ্য গরুর গাড়ির শুষ্ক শব্দও কানে বেজে উঠছে। এমন বিকট আওয়াজে চারদিকের নীরবতা ভেঙে খান খান হয়ে পড়েছে। সর্পিল পথ বেয়ে এবার আসতে দেখা যাচ্ছে অগণিত মশালধারী বহর। ধীরে ধীরে এরা মহাসড়কের এ প্রান্তের খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে।

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম বললেন– 'এই বহরে হাতির উপস্থিতি এই কথা জানান দিচ্ছে যে, এটা খণ্ডরায়ের বাহিনী। না জানি খণ্ডরায় কী মতলব নিয়ে এমন অবেলায় হাজির হচ্ছে!'

বিষ্ণু বললেন– 'খণ্ডরায় ভালো লোক। এই মুহূর্তে সে যদি কোনো প্রকার কুমতলব নিয়ে এসে থাকে, তবে প্রাণ নিয়ে ফিরে যাবার সম্ভাবনা তার খুবই ক্ষীণ।'

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম বললেন– 'এমনও তো হতে পারে যে, এটা খণ্ডরায়ের বহর নয়। মহারাজা খণ্ডরায়ের বিদ্রোহের ব্যাপারে অবহিত হয়ে তাকে খুন করে ফেলেছে। আর আমাদের ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে এই বাহিনী পাঠানো হয়েছে!'

বিষ্ণু বললেন– 'হ্যাঁ, সমরবিজ্ঞানে এর সবই সম্ভব।'

নিচ থেকে রাজা প্রেমচন্দ্র উচ্চস্বরে বলে উঠলেন– 'সাইয়্যেদ সাহেব! এ তো খণ্ডরায়ের বাহিনী বলে মনে হচ্ছে!'

'হ্যাঁ', সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম বললেন– 'কিন্তু রাজাজি! এটা ধোঁকাও হতে পারে। এই বাহিনী বেষ্টন করে রাখা দরকার।'

রাজা প্রেমচন্দ্র বললেন– 'এই মুহূর্তে মহাসড়কের উভয় প্রান্তে আমাদের বাহাদুর সৈনিকেরা চৌকান্নাভাবে ছড়িয়ে আছে। শত্রু কিছুতেই বাঁচতে পারবে না!'

এটা খণ্ডরায়েরই বাহিনী। সর্বসাকুল্যে যার সংখ্যা বিশ হাজারের মতো। এ বাহিনীতে রয়েছে একশো হাতি, পনেরো হাজার ঘোড়া এবং অসংখ্য গরুর গাড়ি। এই গরুর গাড়িগুলোতে করে সৈনিকদের যুদ্ধাস্ত্র ও রসদপাতি বহন করে আনা হয়েছে। এই বাহিনীর সামনে-পেছনে শতাধিক অশ্বারোহী গোটা বাহিনীর নিরাপত্তাকাজে নিয়োজিত। খণ্ডরায় ঘোড়ায় আরোহণ করে আছে। তার ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে অসংখ্য নিরাপত্তারক্ষী। সবার আগে হাতির ওপর সুদৃশ্য একটি আসনে আরোহণ করে আছে খণ্ডরায়ের বোন সাধনা ও বৃদ্ধ পিতা রমা রায়। অর্ধরাতে এই বাহিনী রোদকোহি নামক এই এলাকায় চলে আসে। এখানে উপস্থিত আছেন সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম

www.nagorikpathagar.org

ও রাজা প্রেমচন্দ্র। এমন সময় হঠাৎ পাহাড়ের চূড়া থেকে একযোগে জ্বলে ওঠে অসংখ্য মশাল।

তাদের মধ্যে কেউ একজন বজ্রনিনাদে রাজকীয় ভঙ্গিতে বলে ওঠে– 'তোমরা সবাই আমাদের অভিজ্ঞ তিরন্দাজ বাহিনীর নিখুঁত নিশানায় অবস্থান করছো! তোমাদের গোটা বাহিনীকে আমরা বেষ্টন করে আছি। সামনে-পেছনে বা ডানে-বাঁয়ে কোথাও নড়াচড়ার ধৃষ্টতা দেখালে তোমরা সবাই একযোগে মারা পড়বে!'

এটা ছিলো সাইয়্যেদ হায়দার ইমামের বজ্রকণ্ঠ।

'কেন তোমরা তোমাদের পরিচয় দিতে বিলম্ব করছো? কারা তোমরা এবং কোথায় তোমাদের গন্তব্য? দ্রুত জবাব দাও। অন্যথায় আক্রমণের নির্দেশ দেয়া হবে!'

খণ্ডরায় উঁচু একটি চূড়ায় জ্বলতে থাকা মশালের দিকে আঙ্গুলি ইশারা করে বললো– 'এই আলো আসামের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আলামত। এখন তোমরা যার বজ্রনিনাদ শুনলে তা হচ্ছে আসামের লাখ লাখ অসহায় মজলুমের নিষ্প্রভ প্রাণ জাগ্রতকারী ধ্বনি।'

সাথে সাথে কাশি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে জগদীশকে ঘোড়ার নিচে ফেলে দেয়। জগদীশ ও তার বদমাশ সঙ্গীদের তৎক্ষণাত গ্রেফতার করে ফেলা হয়।

খণ্ডরায় ঘোড়ার সারির দিকে হাত বাড়িয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগলো– 'সাইয়্যেদ সাহেব! আমি খণ্ডরায়।'

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম খুশিতে মৃদু হাসলেন। এরপর বিষ্ণু মহারাজের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'আমাদের ধারণা সত্যি প্রমাণিত হলো।'

বিষ্ণু চিৎকার দিয়ে বললেন– 'খণ্ডরায়! কী মতলব নিয়ে এই অসময়ে এলে তুমি? কুমতলব নিয়ে এলে এখনই ফিরে যাও!'

খণ্ডরায় ঘোড়া থেকে নেমে বললো– 'বিষ্ণু মহারাজ! আপনার কথা শুনে আমি ভীষণ দুঃখ পেলাম। আমি কি আলো ছেড়ে ফের আঁধারের দিকে ফিরে যাওয়ার মতো বোকামি করতে পারি? আজীবন আমি তো এমন আলোকোজ্জ্বল একটি দিনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলাম। আমি আসছি।'

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম বিষ্ণু মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে চূড়া থেকে নিচে নেমে এসে তাকে অভ্যর্থনা জানান।

খণ্ডরায় সংক্ষিপ্ত শব্দে পুরো ঘটনা শুনিয়ে বললো– 'আমি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শিব দেবতার কাছে ঋণী হয়ে থাকবো। তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকাতে

www.nagorikpathagar.org

আজ আমি আমার বোন সাধনা ও আব্বাজানকে জীবিত বাঁচিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হলাম। মহারাজা আর মাতা মহারানি যদি সাধনা আর আব্বাকে জামিন হিসেবে রেখে দেবার সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসতো, তাহলে রাজধানীতে আজ এক ভয়াবহ রক্তাক্ত পরিস্থিতি দেখা দিতো। হয়তো আর কখনো এখানে আসার সুযোগ পেতাম না।'

ইতোমধ্যে রাজা প্রেমচন্দ্রও চলে এসেছেন। তিনি ঘোড়া থেকে নেমেই খণ্ডরায়ের সঙ্গে আলিঙ্গন করেন। তার মাথায় চুমুর প্রলেপ এঁকে দিয়ে বললেন– 'ভগবানের শপথ! খণ্ডরায়! তোমার আগমনে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই উভয় বাহিনীর সৈনিকেরা পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে কুশল বিনিময় করতে লাগলো। সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম, প্রেমচন্দ্র ও বিষ্ণু মহারাজ খণ্ডরায়ের পিতা রমা রায়কে যথাযথ সম্মান ও ভক্তিসহকারে অভ্যর্থনা জানিয়ে হাতির পিঠ থেকে নামিয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করান।

এরপর সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম উচ্চস্বরে বললেন– 'লোকসকল! দৃষ্টি অবনত রেখে এদিক-ওদিক সরে যাও! আমাদের সম্মানিত বোন হাতি থেকে নামছেন।'

সাধনাকে হাতি থেকে নামানো হয়। সে সৈনিকের পোশাক পরিহিত ছিলো। বেশ হাসিখুশি দেখা যাচ্ছিলো তাকে। সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম, রাজা প্রেমচন্দ্র ও বিষ্ণু মহারাজ– তিনজনই মাথা ঝুঁকিয়ে আছেন। ঘোড়ার ওপর সওয়ার খণ্ডরায়ের পিতা রমা রায় একবার আকাশের দিকে তাকায়, আরেকবার এই তিনজনের দিকে তাকায়।

সাধনা খণ্ডরায়কে উদ্দেশ করে বললো– 'খণ্ড ভাই! এরা সবাই আমাদের ভাই না?'

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম অগ্রসর হয়ে তার মাথায় হাত রেখে বললেন– 'সাধনা বোন! এই মুহূর্তে তুমি তোমার হাজার হাজার ভাইয়ের স্নেহ-মায়াভরা ফুলেল আঙিনায় অবস্থান করছো...।'

সাধনার সামনে একটি ঘোড়া পেশ করা হলে সে তাতে আরোহণ করে।

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম বললেন– 'সাধনা বোনকে আমাদের তাঁবুতে নিয়ে চলো!'

কাশিরাম এগিয়ে এসে খণ্ডরায়কে লক্ষ করে বললেন– 'রায়জি! বদমাশ জগদীশকে কী করতে পারি? সে তো আমাদের খুব ধমকাচ্ছে।'

www.nagorikpathagar.org

বিষ্ণু মহারাজ আশ্চর্য ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন– 'বদমাশ জগদীশ আবার কে?'

খণ্ডরায় মুচকি হেসে বললো– 'জালেম মহারাজা আমাকে খুন করার জন্য তাকে নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছে।'

সৈনিকেরা টেনেহিঁচড়ে জগদীশকে তার সামনে নিয়ে এলো।

জগদীশ চিৎকার করে বলতে লাগলো– 'খণ্ড! তুমি মহারাজার সাথে বেইমানি করে ঠিক করোনি। তোমার জন্য খুব খারাপ পরিণতি অপেক্ষা করছে।'

বিষ্ণু মহারাজ হঠাৎ তরবারি উঁচিয়ে তার গলার ওপর রেখে বললেন– 'হে মানবতার নিকৃষ্ট দুশমন! আমাকে চিনে নাও। আমি বৌদ্ধ গোত্রের নেতা বিষ্ণু মহারাজ! যতো দিন আমি জীবিত থাকবো, ততো দিন আসামের ভূখণ্ডে মানবতার কোনো শত্রুকে জীবিত থাকতে দেবো না!'

জগদীশ একটি আর্তচিৎকার দিয়ে মাটির কোলে ঢলে পড়লো। তার সাথে সাথেই সৈনিকেরা এক-এক করে জগদীশের সকল সাথিকে জীবনতরী পার করিয়ে দেয়। সাধনা ও রমা রায় ঘোড়ায় আরোহী অবস্থায় এই বিপ্লবী দৃশ্য দেখে যাচ্ছে।

খণ্ডরায় সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম ও রাজা প্রেমচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললো– 'সাইয়্যেদ সাহেব এবং রাজাজি সওয়ারিতে আরোহণ করুন।'

'না! আমরা আমাদের পিতা ও বোনের সওয়ারির সাথে পায়ে হেঁটে যাওয়াকে অধিক সংগত মনে করি।'

এক নিমেষে সব আরোহী ঘোড়া থেকে নেমে যায়। খণ্ডরায় তার বাহিনীকে তাঁবু স্থাপনের নির্দেশ দিয়ে বলে– 'আমাদের তাঁবু রোদকোহির পাশে সাইয়্যেদ সাহেবের তাঁবুর কাছাকাছি পেছন দিকে স্থাপন করবে।'

বিষ্ণু মহারাজ সাধনার ঘোড়ার লাগাম ধরে বললেন– 'সাধনা মা! আমি তোমার পিতার সমতুল্য।'

***

প্রতিরক্ষাব্যূহ হিসেবে দুর্গকে অপ্রতিরোধ্য রূপে তৈরি করার কাজ এগিয়ে চলছে দ্রুতগতিতে। মহারাজা কৃষ্ণকুমার ও মাতা মহারানি সুমিতা দেবী উভয়ে স্বয়ং দেখভাল করছেন গোটা ফৌজি কর্মকাণ্ড। অসংখ্য চূড়ায় হাজার হাজার তিরন্দাজ সৈনিককে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। দুর্গের প্রাচীরের

www.nagorikpathagar.org

চারপাশে বিশালাকায় কামান স্থাপন করে তাতে চৌকস পাথর নিক্ষেপকারী মোতায়েন করা হয়েছে। এ সময়ে মহারাজার কাছে দুর্গের অভ্যন্তরে মজুত রয়েছে আনুমানিক দেড় লাখ সৈনিক। দুর্গের বাইরে পার্বত্যাঞ্চলের আকাশচুম্বী শিখরগুলোতেও তিরন্দাজদের জন্য ছাউনি নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দুর্গের ভেতর বিরাজ করছে যুদ্ধের আবহ। অস্ত্রের কারিগরেরা স্তূপের পর স্তূপ মারণাস্ত্র তৈরি করেই যাচ্ছে। ঘনশ্যাম ঠাকুর, সিংরাম, লোচন, রাজা সুভাষচন্দ্রসহ নেতৃস্থানীয় সকলেই নিজ নিজ বাহিনীকে প্রস্তুত করে তুলছে ভয়ংকর যুদ্ধের জন্য। নিলম কুমার ও পৃথ্বীরাজও ভাঙা মন নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছে। খণ্ডরায় দুর্গ হতে প্রস্থানের আজ দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত হতে চলেছে।

মহারাজা ঘনশ্যাম ঠাকুরকে উদ্দেশ করে জানতে চাইলো– 'এখনো পর্যন্ত দেখছি জগদীশ ফিরে এলো না। এতোক্ষণে তো সে তার দায়িত্ব পূর্ণ করে ফিরে আসার কথা!'

ঘনশ্যাম ঠাকুর বললো– 'জগদীশ মহারাজার বিশ্বস্ত লোক। তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালনে সে বিন্দু পরিমাণ কার্পণ্য বা বিলম্ব করবে না। সময়-সুযোগমতো খণ্ডরায়ের জীবনপাত করে জগদীশ অবশ্যই ফিরে আসবে।'

মহারাজা কিছুক্ষণ মৌনতার পর বললো– 'সেনাপতি! তোমার কী মনে হয়! খণ্ডরায় কি গাদ্দারি করবে? কিংবা কখনো করার আশঙ্কা আছে?'

ঘনশ্যাম ঠাকুর বললো– 'আগেই আমি আপনাকে একবার বলেছিলাম, এখন আবারও বলছি যে, খণ্ডরায় যদিও রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত, কিন্তু সে আসামের জনগণের সাথে গাদ্দারি করতে পারে না। সে তো মৌলবাদী হিন্দু। সে আন্তরিকভাবে তার জন্মভূমি আসামকে ভালোবাসে– যেমন ভালোবাসি আমরা।'

মহারাজা ক্ষোভে ফেটে পড়া কণ্ঠে বললো– 'আমি তোমাকে খণ্ডরায়ের স্তুতিকাব্য আবৃত্তি করতে বলিনি। বেকুব! আমি জানতে চেয়েছি সে মুসলমানদের সাথে গিয়ে আঁতাত করলো কি না! সে তো ঘরের ভেদ সম্পর্কে সম্যক অবগত! দুর্গের সমুদয় দুর্বলতা সম্পর্কে সে অধিক ওয়াকিবহাল!'

ঘনশ্যাম ঠাকুর হাত জোড় করে বললো– 'সৌম্য করুন মহারাজ! সেবক ভুল করে ফেলেছে! মহারাজের আশঙ্কা সঠিক। সে গাদ্দারি করুক বা না

www.nagorikpathagar.org

করুক, আমাদের দুর্গের সব কটি দুর্বল ক্ষেত্র ভালো করে বন্ধ করে ফেলতে হবে; যাতে বাইরে থেকে কেউ ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে।'

মহারাজা দূর নীলিমার দিকে তাকিয়ে বললো– 'এটাই আমি জানতে চেয়েছি। আমার মতে, দুর্গের ভেতর দিয়ে প্রবহমান নদীপথ খুবই ভয়ংকর হতে পারে। এটা আমাদের অনেক বড় দুর্বলতা। খণ্ড বা অন্য কোনো গাদ্দার আমাদের এই দুর্বলতা দ্বারা অবৈধ সুবিধা নিতে চাইবে। তোমার ভালোই জানা থাকার কথা যে, নদীপথে অসংখ্য সিপাহি ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম।'

ঘনশ্যাম ঠাকুর উঁচু টিলা থেকে নামতে থাকা সরু ছড়ার দিকে তাকিয়ে বললো– 'মহারাজের আশঙ্কা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে আমরা তো এই ছড়ামুখ বন্ধ করতে পারবো না। কেননা গোটা দুর্গের ভেতরকার যাবতীয় পানির প্রয়োজন এই ছড়া থেকে পূরণ করা হয়। তারপরও চিন্তার কোনো কারণ নেই। যতো বড় আহাম্মকই হোক, এই পথ দিয়ে কেউ ভেতরে প্রবেশ করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে না। কারণ, এটা মারাত্মক বিপৎসংকুল পথ। মৃত্যু এখানে অবধারিত।'

মহারাজা প্রাচীরের এক কোণে এগিয়ে যেতে যেতে বললো– 'তুমি ঠিকই বলছো। তা তো বড়ই ভয়ংকর, কিন্তু বর্তমান আপৎসংকুল পরিস্থিতিতে অসম্ভব বিষয়গুলোর প্রতিও আমাদের তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর দৃষ্টি রাখা চাই। যুদ্ধ-লড়াইয়ের ব্যাপারে মুসলমানরা অত্যন্ত বেপরোয়া জাতি।'

ঘনশ্যাম ঠাকুর বললো– 'এখনই নদীর ডান প্রান্তে পরিখা খনন করে পঞ্চাশ জন বর্শাবাহী সৈনিক মোতায়েন করা হবে।'

www.nagorikpathagar.org

মহীয়ান মানবতা

পাহাড় আর নদীর দেশ আসাম। ঘোর লাগা বিকেলগুলোতে প্রকৃতি খুব রহস্য করে আসামবাসীকে প্রশ্ন করে– বলো না, কে বেশী সুন্দর? পাহাড় নাকি সমুদ্র? পাহাড়ের বুক চিরে বয়ে চলা ঝরনার ঝিরঝির শব্দ নাকি নদীর গর্জে আসা উত্তাল ঢেউ? পাহাড়ের চূড়ায় বসে সোনালি সন্ধ্যায় অরণ্যের মাঝে হারিয়ে যাওয়া রবির কিরণ নাকি সমুদ্রের বিশালতায় গোধূলি বেলায় ঢেউয়ের ভিড়ে ডুবে যাওয়া অংশুর প্রভা? কী উত্তর দেবে আসামবাসী? সমুদ্রের উত্তালতায় তারা বারবার ভেসে যেতে চায়, তার জলে তাদের আকুণ্ঠ ভালোবাসা। আর পাহাড়ের রহস্যে তারা ভুলে যায় নিজেদের অস্তিত্বকে। অরণ্যের মাঝে যেন মিশে থাকে আদিম শান্ত পবিত্র প্রেম। তাই প্রকৃতির উত্তরে তারা মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে, জানি না জানি না জানি না। শুধু জানি– আমি তোমায় ভালোবাসি, সে তুমি যে রূপেই আসো না কেন?

এভাবেই দিন যায় রাত আসে। সূর্য ডোবে চাঁদ হাসে। আকাশে মেঘেরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে দৌড়ছে হন্যে হয়ে, যেন কোথাও যেতে তাদের তাড়া। বাতাসের গতিতেও আজ দেখা যাচ্ছে তীব্র তেজ। মহারাজা প্রাচীরের সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে বললো– 'মনে হচ্ছে রাতে বৃষ্টি হবে। সকল সৈনিককে সজাগ ও সচেতন থাকতে নির্দেশ দাও।'

একটি চূড়ায় দাঁড়ালো ঘনশ্যাম ঠাকুর। একজন ঘোষককে ডেকে বললো– 'সব দিকে ঘোষণা দিয়ে দাও, রাতে যেন সবাই সজাগ চৌকান্না থাকে।'

দেখতে দেখতেই কালো মেঘেরা আকাশে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। আরম্ভ হয়ে গেছে মেঘের গর্জন। মুহুর্মুহু বজ্রপাতে পাহাড়ের ঘনঘোর পরিবেশ এক ভয়ংকর রূপ পরিগ্রহ করছে। মনে হচ্ছে– কে যেন হাজার মণ ওজনের বিশাল এক অগ্নিকুণ্ড নিক্ষেপ করছে পাহাড়ের কোলে। ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি যেন হঠাৎ জেগে উঠেছে পাহাড়ের বুক চিরে। মহান আল্লাহ তাআলার কী এক অপার মহিমা! ছোট্ট একটি বজ্রপাতে তিনি পাহাড়কে চৌচিরের মতো দেখাচ্ছেন!

www.nagorikpathagar.org

সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রার প্রায় সমান মাত্রার স্ফুলিঙ্গ আর ভয়াবহ গর্জন বহুকাল ধরেই অন্যান্য এলাকার মতো আসামের মানুষের পিলে চমকানোর কাজটি দায়িত্বের সঙ্গে পালন করে আসছে। তাদের কেউ কেউ মনে করে– মেঘে মেঘে সংঘর্ষের ফলাফল হলো এ বজ্রপাত। আবার কেউ মনে করে– পানিচক্রের নিয়মে জলাধারের পানি বাষ্পীভূত হয়ে মেঘ আকারে আকাশে আশ্রয় নেয়। এ মেঘই হলো বজ্রপাতের চালিকাশক্তি। মেঘ কীভাবে চালিত হয়, তা নিয়ে জ্ঞানী মহলে বেশ মতভেদ থাকলেও সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত মতবাদ হচ্ছে, পানিচক্রে জলকণা যখন ক্রমে ঊর্ধ্বাকাশে উঠতে থাকে, তখন তারা মেঘের নিচের দিকের বেশি ঘনীভূত বৃষ্টি বা তুষারকণার সঙ্গে সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়। এই সংঘর্ষের মতো এক ভয়াবহ সংঘর্ষই কি তবে অপেক্ষা করছে আসামবাসীর জন্য?

মহারাজা চলে গেলে শিব দেবতা মাতা মহারানির দিকে মায়াভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন– 'অন্য কোনো উপযুক্ত স্থানে আমি তোমার সাথে কিছু কথা বলতে চাই।'

মহারানি একজন সুদর্শিনী সেবিকার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'আমার শয়নকক্ষ উত্তমরূপে সাজিয়ে নাও।'

ঊষা জবাবে বললো– 'শয়নকক্ষ যথাযথ সাজানো হয়েছে।'

'খুব ভালো।' মহারানি বললেন– 'ঊষা! তোমার ওপর আমি খুব খুশি। আসলেই তুমি খুব সচেতন মেয়ে। তোমাকে আমি যথাযথ পুরস্কৃত করবো।'

মাতা মহারানির চোখেমুখে এক আশ্চর্য রকমের হেঁয়ালিপনা। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসে কামনার আগুন। হৃৎকম্পন বেড়ে চলেছে ধীরে ধীরে। নিজেকে সে আর ধরে রাখতে পারছে না।

শিব দেবতা তাঁকে নিজ মজবুত বাহুতে আগলে রাখলেন। মেঘের রাতগুলোতে এমনিতেই সব সময় তাঁর ভেতর উদাস উদাস ভাব পরিলক্ষিত হয়।

মাতা মহারানি শিব দেবতার বাহুতে ঝুলন্ত অবস্থায় বললেন– 'আমি বড়ই সৌভাগ্যবতী। এই জগৎ-সংসারে আজ আমার মতো খোশনসিব আর কেউ নেই। এক মহান দেবতার মজবুত বাহুতে আমি অবস্থানরত। নিজেকে তো আমি আকাশে উড্ডীন অনুভব করছি!'

এরপর তিনি ঊষা ও অন্য মেয়েদের লক্ষ করে বললেন– 'তোমরা সকলে চুপ করে আছো কেন? নৃত্য করো, গান গাও! আনন্দের এই রঙিন সময় তো প্রতিদিন আসে না!'

www.nagorikpathagar.org

'না'। শিব দেবতা বললেন– 'আনন্দের এই রঙিন যাত্রা এখন থেকে সব সময়ের জন্য তোমার তরে বরাদ্দ। দু-চার কদম এগিয়ে গেলে তুমি মনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবে। তুমি তো পার্বতীতোমাকে আমি খুব ভালো করে চিনতে সক্ষম হয়েছি। এই যে জগৎ-সংসারের আলোকরেখা– এ তো তোমারই রূপের নিদর্শন। সবাই তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। তুমিই আমার জীবনের প্রশান্তিদায়ী পুণ্যাত্মা!'

ঊষা কখনো আশ্চর্য ভঙ্গিতে মুচকি মুচকি হাসছে। একবার দেখছে মাতা মহারানির দিকে, আরেকবার তাকাচ্ছে শিব দেবতার দিকে। তিনি নিত্যনতুন কথার জাল বুনে চলেছেন। আর মাতা মহারানি তাঁর কথার জালে মোহিত বিস্ময়ে আবিষ্ট। তিনি তাঁর কাঁধে নুয়ে রয়েছেন। নিজের সম্পূর্ণ ভার শিব দেবতার কাঁধে সমর্পিত। স্বপ্নের জগতে নিজেকে আবিষ্কার করছেন মাতা মহারানি।

শয়নকক্ষে পৌঁছে মাতা মহারানি একটি সুদৃশ্য মসনদে আসীন হয়ে বললেন– 'আজ তো আপনার হাতে আমার দু-চার গ্লাস পান করতেই হবে। উভয় দিক হতে আগুনের তেজ সমতা পেলে বড়ই মজা হবে।'

শিব দেবতা অপর প্রান্তের মসনদে তাঁর সামনে বসে বললেন– 'পার্বতী! সব সময়ই তুমি বেশ চঞ্চলতা দেখিয়ে চলেছো! এই দ্রুতগামিতার কারণেই তুমি আমার কাছ থেকে ছিটকে পড়েছিলে। অতঃপর শতাব্দীর কঠোর সাধনায় তোমাকে আমি আবার খুঁজে পেয়েছি।'

এ কথা শুনে মাতা মহারানির বুক আরো জোরে জোরে কাঁপতে আরম্ভ করেছে। তিনি ঊষার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'ঊষা! বর্ষার গীত গাও।'

শিব দেবতা সামনে পড়ে থাকা ফুলের মালায় হাত বোলাতে বোলাতে বেশ অর্থবোধক ভঙ্গিতে ঊষার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন– 'ঠিক আছে, গাও। নাচো এবং মহারানিকে খুব ভালো করে শরাব পান করাও।'

বাইরে মেঘের রিমিঝিমি শব্দ। পাহাড় থেকে ধেয়ে আসছে দমকা হাওয়া। চারদিকে শোঁ শোঁ আওয়াজ। শিব দেবতা সামনের জানালাটি খুলে বিজলির দিকে ইশারা করে বললেন– 'পার্বতী! তোমার হয়তো স্মরণ আছে, সেই দিনও এমন মৌসুম ছিলো। তখনো মেঘের এমন ঘনগর্জন দিগ্‌বিদিক মুখর করে তুলেছিলো। তোমার সঙ্গে কী অদ্ভুত আনন্দই না করেছিলোম তখন! তোমার অভিমান ভাঙাতে তোমার পেছনে দৌড়ছিলাম। অতর্কিত তুমি একটি সুড়ঙ্গে ঢুকে গিয়েছিলে! পরে প্রশস্ত একটি নির্জন কক্ষে উভয়ে মিলিত হয়েছিলাম! এরপর না জানি কতো কাল একে অন্যের তরে ডুবে রয়েছিলাম! এরপর ওই

www.nagorikpathagar.org

নির্জন কক্ষের বিপরীত দিককার পথ ধরে পাহাড়ে চলে গিয়েছিলাম আমি। ওই গুহাটি তো আজ আমি দেখছি না, যেখান থেকে পড়ে গিয়ে আমি দুর্গের চার দেয়ালের বাইরে গোটা সংসারে বিরাজমান হয়েছিলাম।'

শিব দেবতা এমন করে আজগুবি প্রেম-প্রীতির আরো বহু কথা বলে চলেছেন। মাতা মহারানি শিব দেবতার পৌরুষোচিত সৌন্দর্য আর মধুমাখা বচনের জালে নিজেকে আটকে ফেলেন।

তিনি অবাক বিস্ময়ে বলতে লাগলেন– 'দেবতাজি! সেই গুহা এখনো আছে। আছে সেই নির্জন কক্ষটিও। আপনি দেখছি কিছুই ভোলেননি!'

'কোথায়?'

মাতা মহারানি তাঁর শয়নকক্ষের পাশের কক্ষের দিকে ইশারা করে বললেন– 'ওই কক্ষের খাটের নিচেই রয়েছে ওই সুড়ঙ্গ পথ যার কথা আপনি বলে চলেছেন।'

শিব দেবতা বললেন– 'কোথায়! আমাকে কি দেখাতে পারবে?'

'কেন নয়? আপনি দেবতা মহান। আপনিই আমার সব। আপনি তো আমার আজীবনের পতি। আপনার কাছ থেকে লুকাবার কিছু নেই আমার।'

পাশের কক্ষের মার্বেল পাথরের তৈরি সুদৃশ্য খাটের দিকে ইশারা করে মহারানি বললেন– 'এই খাটের ভেতরে একটি তালা আছে। তালাটি ঘোরালেই গুহার মুখ খুলে যায়।'

'ঠিক আছে'। শিব দেবতা বললেন– 'ওই সময়ে এটি একটি উন্মুক্ত স্থানে অবস্থিত ছিলো। পরে সাধারণ জনগণ থেকে এটাকে গোপন রাখা হয়। এই গুহা সম্পর্কে জনসাধারণের কোনো ধারণাই নেই।'

অর্ধরাত পর্যন্ত শিব দেবতা মাতা মহারানির সঙ্গে মধুর মধুর মন ভোলানো কথা বলে বলে এই গুহার ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য নিয়ে নেন। সমুদয় তথ্যাদি নেয়া শেষ হলে তিনি ওখান থেকে সরে যাবার বাহানা খুঁজতে থাকেন। মুষলধারে এখনো নামছে বৃষ্টি। একসময় ক্লান্তি ভর করে বৃষ্টির গায়ে। প্রহরীরা উচ্চস্বরে হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার বলে সতর্ক করতে থাকে। মাতা মহারানি শিব দেবতার কোলে মাথা রেখে উম নিচ্ছেন। চোখের ইশারায় তাঁকে বাইরে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয় ঊষা।

মহারানি বললেন– 'বাইরে এ কিসের আওয়াজ! কেন, কে আমাদের আরামের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে?'

শিব দেবতা দাঁড়িয়ে বললেন– 'আমি দেখছি। তুমি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও। আমি আবার আসবো। মনে হচ্ছে– বাইরে কোনো দাঙ্গা লেগেছে।'

www.nagorikpathagar.org

এ কথা বলে শিব দেবতা দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

***

মানুষ, মানুষের ভাগ্য সবকিছুই যখন কৃষ্ণকুমারের অনুশাসনে আবদ্ধ, আদিম অন্ধকার যখন জ্ঞান, প্রজ্ঞা, যুক্তির অনুশীলন ও মুক্ত স্বাধীন ভাবনার আকাশকে ঢেকে দিয়েছিল, ঠিক সেই সময়ে মুক্তপ্রাণ চিন্তানায়ক উদ্যম খান ও সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম প্রমুখদের আগমনে আসামের এ রাজ্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে থাকে। স্বাধীন উপলব্ধি ও প্রকৃতিবাদী চেতনার ভেতর দিয়ে তাঁরা এগিয়ে নিতে প্রয়াস পান স্বাধীনতা ও মুক্তজ্ঞান চর্চার ধারাকে। ভেঙে দিলেন অন্ধকারের অচলায়তন। প্রকৃতি, মানুষ ও প্রকৃতিতে মানুষের অবস্থান– এই ছিল তাঁদের দার্শনিক অনুসরণ। মানুষের বাঁচার স্বাধীনতা আর জ্ঞানপিপাসা উচ্ছ্বসিত হলো। সবাই জেগে উঠেছিলো। এই মহা আনন্দ এমন ছিল, যার উদ্বেলিত স্ফুরণ ধস নামিয়েছিল নির্বিচারবাদ ও ধর্মের নামে অধার্মিকতার ধ্যান-অনুধ্যানে।

'আমরা এই দেশের জালেম শাসকের জন্য শাস্তিস্বরূপ এসেছি। যে ব্যক্তি এই অত্যাচারী ব্যবস্থাপনা বহাল রাখার নিমিত্তে নিজ তরবারি কোষমুক্ত করবে, আমাদের তরবারি তাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে।'

দুর্গের কিছু প্রহরী সামান্য ধৃষ্টতা দেখাতে চেয়েছে। সাথে সাথেই তাদের কিছুসংখ্যককে হত্যা করা হয়েছে, কয়েকজনকে করা হয়েছে আহত। অবশিষ্ট সবাই নিজ নিজ অস্ত্র ফেলে দিয়েছে। অর্ধরাতের মধ্যেই দুর্গের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়া হয়েছে। উদ্যম খান তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে প্রদক্ষিণ করেছেন গোটা দুর্গ। সবখানেই সবাইকে শান্ত ও নির্ভয়ে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। উদ্যম খান এবং তাঁর সাথিদের কোমল স্নেহভরা আচরণে দুর্গের অধিবাসীরা বেশ প্রভাবিত। উদ্যম খান দুর্গের ওই প্রান্তে এগিয়ে যাচ্ছেন, যেখানে দুর্গের অধিপতির পরিবার-পরিজন থাকে। ওখানে দুই-তিনশো সশস্ত্র সিপাহি মোতায়েন রয়েছে।

উদ্যম খান তাদের লক্ষ করে বললেন– 'আমরা কাউকে খুন করতে আসিনি। তোমরা যদি অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে রাখো, তাহলে আমরা কাউকে কিছুই বলবো না। আমরা এই দেশের অধিবাসীদের অন্যায় অত্যাচার ও পাপাচারের নির্মম খড়্গ থেকে মুক্তি দিতে এসেছি।'

সৈনিকদের একজন নেতা এগিয়ে এসে বললো– 'মহারাজ! এই মুহূর্তে মহলের অভ্যন্তরে রাজা মঙ্গল সিংয়ের খান্দানের মহিলা ছাড়া ভিন্ন কোনো

www.nagorikpathagar.org

পুরুষ মানুষ নেই। তাদের জীবন রক্ষার জামানত দিতে পারলে আমরা সন্তুষ্টচিত্তে হাতিয়ার ফেলে দেবো। অন্যথায় আমরা লবণের হক আদায় করতে বাধ্য হবো।'

উদ্যম খান ওই আসাম নেতার সাথে করমর্দন করে বললেন– 'মঙ্গল সিংয়ের গোত্রের নারীদের সাথে আমারও এক অটুট আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে। আর সেটাই মানবতার বন্ধন। আমি তাদের সান্তনা দেয়ার জন্য তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। তাদের চতুর্মুখী নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে চাই।'

আসাম নেতা তার সৈনিকদের হাতিয়ার ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বললো– 'সেনারা! এগিয়ে এসে আমাদের নতুন হাকিমের কদমবুসি করো!'

সৈনিকেরা একযোগে হাতিয়ার ফেলে দেয়। খুবই চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে উদ্যম খানের চরণ ছোঁয়।

উদ্যম খান বড়ই স্নেহ ও মায়াভরা দৃষ্টিতে বলতে লাগলেন– 'তোমরা সকলেই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজেদের দুর্গে ঘোরাফেরা করতে পারো। এটা তোমাদের নিজেদেরই দুর্গ। তোমাদেরই দেশ। তোমাদেরই এলাকা। নিজেদের তোমরা পূর্বের চেয়ে অধিক স্বাধীন ও নিরাপদ ভাবতে পারো।'

এরপর তিনি নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর নেতাকে উদ্দেশ করে বললেন– 'তুমি আমার সঙ্গে প্রাসাদের অভ্যন্তরে এসো। ভেতরে গিয়ে আমার আগমনের ব্যাপারে অবহিত করো।'

উদ্যম খান দুর্গের প্রাসাদের ভেতরে প্রবেশ করলেন। মঙ্গল সিংয়ের গোত্রের মহিলা ছাড়াও প্রাসাদের বহুসংখ্যক সেবিকা ও কর্মচারী উঁচু একটি কুঠরিতে ভীত কম্পিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

উদ্যম খান তাদের নিকটে গিয়ে বললেন– 'তোমরা আমাদের মা-বোন ও কন্যা। আমরা তোমাদের ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষাকারী। মান-সম্মানের নিরাপত্তাদানকারী। যা কিছু ঘটে গেছে, তাতে আমাদের কোনো ত্রুটি নেই। এই দেশের অত্যাচারী পাষণ্ড মহারাজা আমাদের তরবারি হাতে নিতে বাধ্য করেছে। এ এক দীর্ঘ ইতিহাস। যে বিষয়ে তোমাদের মতো সম্মানিত মা-বোনদের জ্ঞাত থাকার কথা। তোমরা নির্ভীকচিত্তে বিশ্রাম নিতে পারো। কোনো প্রকার শঙ্কা, উদ্বেগ যেন মনে দানা না বাঁধে। সকলেই তোমরা আমাদের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। যদি তোমরা আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের পরিকল্পনাকে ভালো দৃষ্টিতে দেখো, তাহলে আমরা তোমাদের সামনে ভুবনভোলানো আনন্দের স্তূপ এনে দেবো। আর যদি কোনো কারণে

www.nagorikpathagar.org

তোমরা আমাদের সঙ্গে থাকতে অপছন্দ করো, তাহলে আমাদের পক্ষ থেকে তোমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন।'

মঙ্গল সিংয়ের ধর্মপত্নী যোধারানী দুই কদম এগিয়ে এসে হিন্দু রেওয়াজ মোতাবেক হাত জোড় করে নমস্কার বলার পর বললেন– 'মহারাজ! তোমার কথাবার্তায় আমরা বেশ প্রভাবিত। সন্তুষ্ট। সাধারণভাবে বিজয়ীদের চিন্তাচেতনা এমন কোমল, নম্র ও আনন্দদায়ক দেখা যায় না। তুমি কি মুসলমান?'

উদ্যম খান মৃদু হেসে বললেন– 'রানি মা! আমি মুসলমান। এবং সম্ভবত আপনার এ কথা জানা আছে যে, মুসলমানরা মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ এবং নিঃস্ব লোকদের ওপর হাত তোলাকে পাপজ্ঞান করে। এছাড়া আমরা তো এই দেশ জয় করার জন্য কিংবা সোনা-রুপা, খনিজ সম্পদ লুট করার উদ্দেশ্যে এবং মানুষকে মৃত্যুর মুখে পতিত করার লক্ষ্যে আসিনি। আমরা মৃত্যুর অন্ধকারের ফেরি করি না। আলোর পথ দেখাতে এসেছি।'

রানি জানতে চাইলেন– 'তুমি কি তবে বাংলার হাকিম?'

জবাবে উদ্যম খান বললেন– 'আমি বাংলার হাকিমের বাহিনীর একজন সিপাহি।'

রানি আবার জানতে চাইলেন– 'কোথা হতে এলে তোমরা?'

উদ্যম খান বললেন– 'আমরা শিব দেবতার মন্দির থেকে এসেছি।'

রানি শঙ্কাভরা কণ্ঠে বললেন– 'ওখানে তো যুদ্ধ...!'

উদ্যম খান বললেন– 'ওই যুদ্ধ পরশু সন্ধ্যায় শেষ হয়েছে। আপনার পতি দেব রাজা মঙ্গল সিং পরাজয় বরণ করেছেন। আমাদের ভীষণ আফসোস হচ্ছে– রাজা মঙ্গল সিং অন্ধকারের দিশারি হয়ে আমাদের সঙ্গে লড়তে এসেছিলো।'

যোধারানীর গোটা শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়েছে। উদ্যম খান একজন সেবিকাকে ইশারায় তাঁর ভর সংবরণ করে শয়নকক্ষে নিয়ে যেতে বলেন। তিনি বললেন– 'আগামীকাল আমি আবার আসবো।'

যোধারানী ভাঙাকণ্ঠে জানতে চাইলেন– 'আমার পতি মহারাজ কোথায়?'

উদ্যম খান সতেজ কণ্ঠে বললেন– 'এই মুহূর্তে আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন। বিশ্রাম নিন। আগামীকাল বিস্তারিত কথা হবে।'

'না!' রানি বললেন– 'তুমি আমাকে মাতারানি বলে সম্বোধন করেছো। আমিও তোমাকে বেটা বলেছি। ভগবানের দোহাই লাগে, আমাকে সত্যি সত্যি কথাটি বলো!'

www.nagorikpathagar.org

উদ্যম খান বললেন– 'মাতারানি! আপনি তো একজন সিপাহির ধর্মপত্নী। আপনার ভেতর সব রকম পরিস্থিতি সামাল দেয়ার মানসিকতা থাকা দরকার। দুর্ভাগ্যবশত আপনার স্বামী দেব এক জালেম শাসকের প্ররোচনায় পড়ে আমাদের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছিলো...!'

রানি পড়ে যাবার উপক্রম হলে সেবিকা এসে তাঁকে ধরে রাখে।

উদ্যম খান বললেন– 'রানিমাতা! ধৈর্য দ্বারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করুন। জীবন-মৃত্যুর দূরত্বকে হিম্মত দ্বারা গ্রহণ করুন।'

একজন সেবিকা জিজ্ঞেস করলো– 'আমরা কি কয়েদি?'

উদ্যম খান বললেন– 'না! কেউই কয়েদি নয়। আমাদের সাথে যারা থাকতে চাইবে, আমরা তাদের জান-মালের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবো। আর যারা এখান থেকে চলে যেতে চাইবে, আমরা তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবো না। এখন তোমরা সকলে মাতা মহারানিকে নিয়ে যাও। তাঁকে সান্ত্বনা দাও।'

উদ্যম খান তাঁর কয়েকজন সিপাহিকে সেখানে রেখে নিজে বাইরে চলে এলেন।

রাতের মধ্যেই মুসলমানরা গোটা দুর্গের ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। লোকজন নির্ভীকচিত্তে তাদের অভ্যর্থনা জানাতে থাকে। উদ্যম খান এবং তাঁর সঙ্গীরা পদে পদে তাদের সাথে সহমর্মিতা ও হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করে যাচ্ছেন। দুর্গের কিছু লোক স্বেচ্ছায় উদ্যম খানের সাথে সাথে চলতে আরম্ভ করলো। একপর্যায়ে এরা তাঁকে দুর্গের এমন প্রান্তে নিয়ে গেলো– যেখানে দেখা যাচ্ছে কিছু লোক মুখোশ পরে আছে। তাদের গলায় ছোট ছোট ঘণ্টা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। এরা মাটিতে গড়াগড়ি খেতে খেতে এসে নিজেদের নতুন শাসককে স্বাগত জানায়।

উদ্যম খান আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলেন– 'এরা কারা? এদের চেহারায় মুখোশ কেন? কে তাদের গলায় ঘণ্টা বেঁধে দিয়েছে?'

জনৈক আসাম পণ্ডিত জবাব দিলো– 'এরা হচ্ছে অচ্ছুত।'

'অচ্ছুত!' উদ্যম খান আরো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'অচ্ছুত আবার কোন জাত?'

পণ্ডিত বললো– 'এরা নিচু জাতের লোক। এই নিচু জাতদের ছায়া যদি উঁচু জাতের কোনো মানুষের ওপর পড়ে, তাহলে তাদের শরীর নষ্ট হয়ে যায়।'

www.nagorikpathagar.org

'উহ্! এখন বুঝলাম।' উদ্যম খান ঘোড়া থেকে নেমে একজন অচ্ছুতকে তাঁর উভয় হাত দিয়ে ধরে ওপরে দাঁড় করিয়ে বললেন– 'তোমরা সবাই দরবারে যাও। আমি আসছি। অন্ধকারের রাজত্ব আজ থেকে খতম হয়ে যাবে।'

একজন অচ্ছুত বললো– 'কিন্তু মহারাজ! আমরা দরবারে উঁচুজাতের লোকদের সামনে কী করে যেতে পারি?'

উদ্যম খান ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে বিরক্তির সুরে বলে উঠলেন– 'এটা আমার নির্দেশ। এই মুহূর্তে এই দুর্গের শাসক আমি। তোমরা যদি নির্দেশ অমান্য করো, তবে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। যাও, তোমরা সবাই এগোতে থাকো। আমি আসছি!'

এরপর তিনি হরিরামকে উদ্দেশ করে বললেন– 'সাধারণ দরবার ডাকা হোক। ঘোষক যেন সব গোত্র থেকে ন্যূনতম একজন করে হলেও প্রতিনিধি যোগদানের ঘোষণা দেয়।'

উদ্যম খান সোনালি আসনে বসতে বসতে বললেন– 'ভাইয়েরা! আমাকে ভয় করার কিছুই নেই। আমি তোমাদের নিরাপত্তা দিতেই এসেছি। আমি তোমাদের জান-মালকে বিনষ্ট করতে আসিনি। আমাদের একটা ইশতেহার আছে। ওই ইশতেহারটা বাস্তবায়ন করাই আমার কর্তব্য। আমাদের ইশতেহার কারো শাসন প্রতিষ্ঠা করা নয়। ভীতি প্রদর্শন করা নয়। ধমকি দেওয়ার কোনো নীতি আমাদের নেই; বরং আমাদের প্রভু ও তোমাদের ভগবানের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা মনে করি– মানবসমাজে বিভক্তি সৃষ্টি করা জঘন্য অপরাধ। আমরা মানবজাতির ভৌগোলিক ও শ্রেণি-বর্ণ বিশেষে বিভক্তির পক্ষপাতী নই। একজন মানুষ দুনিয়ার যেকোনো মহল্লার বাসিন্দা হোক না কেন, সে আমাদের কাছে অতি সম্মানী ও উচ্চশ্রেণির লোক। শ্রেণি-বর্ণ, গোষ্ঠী, ধন-দৌলতের পরিমাপ কোনোটাই মানবজাতির সম্মান বৃদ্ধি বা কমে যাওয়ার কারণ হতে পারে না। আমরা উঁচু-নীচুর হিসাব করি না।'

অতঃপর তিনি হিন্দুদের নিম্নজাত অচ্ছুত জাতির (হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার চতুর্থ শ্রেণির লোক। হিন্দু প্রথা অনুযায়ী যাদের গাত্র স্পর্শ করলে উঁচু জাতের হিন্দু বাবুদের ধর্ম-কর্ম বৃথা বলে বিবেচিত হয়।) লোকদের সম্বোধন করে বললেন– 'তোমরা আমার পাশে আসো।'

www.nagorikpathagar.org

তারা যখন ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় কাঁপতে কাঁপতে সামনে এলো, তখন উদ্যম বললেন– 'তোমরা তোমাদের চেহারা থেকে পর্দা সরিয়ে ফেলো এবং ঘণ্টা খুলে ফেলো।'

তারা হাত জোড় করে বললো– 'মহারাজ! আমরা গরিব ও নীচুজাতের লোক। আমরা যদি আমাদের চেহারা থেকে পর্দা সরিয়ে দিই, তাহলে ওই উঁচু জাতের হিন্দুদের ধর্ম-কর্ম সব বরবাদ হয়ে যাবে। তারা আমাদের হত্যা করে ফেলবে।'

উদ্যম খান নিচু স্বরে বললেন– 'এখন তোমাদের আর কেউ হত্যা করতে পারবে না।'

তারপর তিনি আদেশসুলভ ভঙ্গিতে বললেন– 'এদের জন্য দরবার হলে মর্যাদাসম্পন্ন আসনের ব্যবস্থা করা হোক।'

যখন নির্দিষ্টসংখ্যক আসনের ব্যবস্থা করা হলো, তখন উদ্যম খান অচ্ছুত জাতির লোকদের সম্বোধন করে বললেন– 'তোমাদের চেহারা থেকে পর্দা হটিয়ে দাও। ঘণ্টা কেটে ফেলে দাও। সম্মানের সাথে ওই উঁচু জাতের বদমাশদের সামনের আসনে বসে পড়ো।'

অচ্ছুত জাতির লোকেরা তাদের চেহারা থেকে পর্দা সরিয়ে ফেললো। গলায় ঝুলে থাকা ঘণ্টার রশি কেটে দূরে নিক্ষেপ করলো এবং আসনে বসে পড়লো।

উদ্যম বললেন– 'যাদের ধর্ম বরবাদ হয়ে যাচ্ছে, তারা শুধু দরবার থেকে নয়, এই দুর্গ এই এলাকা ছেড়ে চলে যাও। আমরা মানবতার এতো বড় অপমান কখনো সহ্য করবো না। আমরা মানবতার দুশমনদের জন্য বড় আতঙ্ক। যারা এই গরিব লোকদের সমঅধিকার দিতে অপছন্দ করবে, তারা এখন এই মুহূর্তে দরবার হল থেকে বেরিয়ে যাও। পরক্ষণে কেউ যদি কারো সাথে সীমালঙ্ঘন ও অন্যায় আচরণ করে, তাহলে আমি তাদের মৃত্যুদণ্ডের উপযোগী মনে করি।'

যখন অচ্ছুত জাতির লোকেরা মসনদে বসে পড়লো, তখন উদ্যম খান বললেন– 'তোমরা আমাদের ভাই। তোমরা আমাদের মতোই মানুষ। তোমরা সর্বত্র স্বাধীনতার সাথে যাতায়াত করতে পারবে। নিজেদের ওপর আর কারো অন্যায় অত্যাচার সহ্য করবে না। ইটের জবাব পাথরে দেবে। প্রতিরোধ শক্তিকে সব সময় জাগ্রত রাখবে।'

উদ্যম দেখলেন– আসনে বসা কিছু পণ্ডিত মাথা কোকড়াচ্ছেন। তাঁরা ছটফট করতে লাগলেন। উদ্যম বললেন– 'খোদার কসম! এখন থেকে

www.nagorikpathagar.org

এখানে মূর্খতার আর কোনো অন্ধকার থাকবে না। থাকবে না জুলুম নির্যাতনের কালো চিহ্ন। তোমাদের কি জানা নেই, আলোর সামান্য প্রদীপ্ত কিরণ ঘোর অন্ধকারকে ধ্বংস করে দেয়?'

এক পণ্ডিত দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললেন– 'মহারাজ! এটা তো আমাদের ধর্মের একটা অংশ। ব্রাহ্মণ, বৃষ, মজুর, শুভ্র, চাকর-বাকর, দাস-দাসী, গোলাম; এসব পৃথক পৃথক জাতিগোষ্ঠী। তাদের স্থান-মর্যাদাও আলাদা আলাদা।'

উদ্যম খান বললেন– 'মানুষের মাঝে এ ধরনের বিভক্তি, বিভাজন তোমরাই সৃষ্টি করেছো। যেটা আমরা কখনো মেনে নেবো না।'

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর উদ্যম দরবারে বসা লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'এটা কতো বড় দুঃখের কথা, কতো বড় আফসোসের কথা! তোমরা তোমাদেরই গোষ্ঠীর বৃহত্তর একটা অংশকে হিংসার কারণে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে রেখেছো। তাদের অপরাধটা কী ছিলো? জানি না, তাদের নিরপরাধ বংশটা কতো বছর ধরে তোমাদের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে! তাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তাদের ওপর ধর্মের নামে অত্যাচার করা হয়েছে। গরিব হওয়া, দুর্বল হওয়া, অন্নহীন হওয়াটা তো কোনো অপরাধ নয়! তোমরা তোমাদের ধর্মে অন্ধতা, মূর্খতা ও যুক্তিহীন বিশ্বাসের আগুন জ্বালিয়ে তাতে মানবতাকে ধ্বংস করেছো। আমরা তোমাদের ধর্মীয় বিষয়াদিতে কখনো হস্তক্ষেপ করবো না। যতোক্ষণ আমরা এখানে থাকবো আমাদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের স্বৈরাচারী আচরণ পাবে না। তোমরা তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের জন্য পুরোপুরিভাবে স্বাধীন। কিন্তু কোথাও যদি সামান্যতমও মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়, তাহলে তা আমরা বরদাশত করবো না। হরিরাম! গোত্রের সম্পদ-ভান্ডার এই নির্যাতিত-নিপীড়িত লোকদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করে দেওয়া হোক।'

একজন সৈন্য এসে বললো– 'মঙ্গল সিংয়ের বিধবা স্ত্রী রানি সতীদাহের ইচ্ছে পোষণ করেছেন।'

উদ্যম খান আফসোস প্রকাশ করে বললেন– 'হে আমার প্রভু! এসব আমি কী দেখছি! এই সুন্দর ভূখণ্ডের প্রতি পদে পদে কেন অন্ধকার আর মূর্খতা স্থান করে নিয়েছে?'

উদ্যম খান হিন্দু পণ্ডিতদের উদ্দেশ করে বললেন– 'আমি ধর্মীয় পথপ্রদর্শক নই। একজন সহজ-সরল সিপাহি। কিন্তু আমি পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে বলতে পারবো– পৃথিবীর কোনো ধর্মে 'মানবতা লুণ্ঠন' বৈধ নয়। মঙ্গল

www.nagorikpathagar.org

সিংয়ের বিধবা স্ত্রী তার স্বামীকে হারিয়ে সতীদাহের ইচ্ছে পোষণ করেছেন। হতে পারে এটা তোমাদের কাছে খুব গর্বের বিষয়। কিন্তু মানবতার প্রভুর দরবারে এটা বহু বড় অন্যায়। স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ড এসব। তোমাদের মাঝে কে আছো, যে আমার সাথে গিয়ে মঙ্গল সিংয়ের বিধবা স্ত্রী রানিকে তার এ মন্দ ইচ্ছে থেকে ফিরে আসার আহ্বান করতে প্রস্তুত?'

একজন পণ্ডিত হাত জোড় করে বললেন– 'মহারাজ! আমি অন্ধকারের বিপরীত আলোর সঙ্গ দেবো। সতীদাহ একটা হত্যা। ভয়ানক জুলুম। এটা হিন্দুদের চেহারায় লাগানো একটা কলঙ্কের দাগ।'

উদ্যম খান মৃদু হেসে বললেন– 'সাধুবাদ! সাধুবাদ! আসামের ভূখণ্ড কঠোর নয়; বড়ই উর্বর স্থান। তবে কিছুটা আর্দ্রতা প্রয়োজন।

আসামের পণ্ডিতেরা দরবারের লোকদের দিকে অবনত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতে লাগলেন– 'মহারাজ! ভগবানের শপথ! আমরা ওই পাহাড়সমূহে ঝরনার অপরূপ গুঞ্জনধ্বনির শত্রু। আমরা সৌন্দর্যের হত্যাকারী। আমরা পর্বতসমূহের সৌন্দর্যে কলঙ্কের দাগের মতো। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো– কখনো না কখনো, কোথাও না কোথাও এ রকম একজন দেবতার অবতরণ ঘটবে। যিনি অন্ধকারকে আলো দ্বারা বদলে দেবেন। আমাদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন সামনে এসে গেছে। যে দেবতার জন্য আমরা শতাব্দীকাল যাবৎ অপেক্ষমাণ, তিনি এসে গেছেন!'

উদ্যম খান অচ্ছুত জাতির দিকে ইঙ্গিত করে হরিরামকে উদ্দেশ করে বললেন– 'হরিরাম! আমি আজ রাতেই এই গরিবদের মন্দিরে আনন্দের চেরাগ দেখতে চাই। তোমরা তো অবশ্যই বুঝতে পেরেছো আমি কী বলতে চাচ্ছি।'

হরিরাম হাত জোড় করে বললো– 'সরদার, চিন্তা করবেন না। আমি আজ রাতেই এদের মাঝে সম্পদ বণ্টন করে দেবো।'

উদ্যম খান দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা মঙ্গল সিংয়ের বিধবা স্ত্রীর কাছে চলে যান। কোনো ভূমিকা ছাড়াই তিনি সোজাসুজিভাবে বললেন– 'আমি একটা খারাপ সংবাদ শুনলাম।'

মঙ্গল সিংয়ের বিধবা স্ত্রী বললেন– 'এটা খারাপ সংবাদ নয়; বরং বর্ণনা অনুযায়ী এটা আমাদের জন্য গৌরবের একটা অংশ।'

'কক্ষনো নয়! এটি একটি হত্যাকাণ্ড! অমার্জনীয় অপরাধ! একটি জীবনকে ধ্বংস করা! মূর্খতাকে বিকশিত করার অনুমতি আমি দিতে পারি না! এটাই আমার সিদ্ধান্ত। যদি তোমার অপছন্দ হয়, তাহলে তুমি যেখানে

www.nagorikpathagar.org

খুশি চলে যেতে পারো। আমরা তোমাকে সসম্মানে বিদায় জানাবো। কিন্তু তোমাকে কখনো সতীদাহের অনুমতি দেবো না।'

মঙ্গল সিংয়ের স্ত্রী বললেন– 'সরদার! আপনার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে আমাকে এখান থেকে যেতে দিন। এই জায়গা আমার পছন্দ না। মন্দ কিছু আমার অনুভূত হচ্ছে।'

উদ্যম খান বললেন– 'আমার পক্ষ থেকে তোমার যাওয়ার অনুমতি আছে। কিন্তু তুমি চলে যাওয়ার পূর্বে তুমি এবং তোমার সঙ্গীদের থেকে এ কথাটা জিজ্ঞেস করতে চাই, আমার কোন কথাটা তোমার অপছন্দ লেগেছে?'

রানি কিছুক্ষণ মাথা নত করে কিছু একটা ভেবে তারপর বললেন– 'আপনি আমার পতি দেবতাকে হত্যা করেছেন; হয়তো এটাই কারণ।'

উদ্যম খান একটা ঠান্ডা নিশ্বাস ছেড়ে বললেন– 'যদি অমানবিকতাই তোমার কাছে মানবিকতা হয়, তাহলে আমার আর কিছুই বলার নেই।'

উদ্যম খান একজন রক্ষীকে উদ্দেশ করে বললেন– 'রানিকে যথাযথ সম্মানের সাথে বিদায় জানানো হোক।'

উদ্যম খান চলে যাচ্ছিলেন। এমন সময়ে রানি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন– 'সরদার, আমি তো এখন থেকে একা হয়ে গেলাম।'

উদ্যম খান পেছনের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'যারা যারা এখান থেকে চলে যেতে চান, চলে যেতে পারবেন।'

একটি মেয়ে রানির সামনে হাত জোড় করে বললো– 'রানি মা! আমরা এখান থেকে কখনো চলে যেতে চাই না।'

'কেন?' রানি রাগান্বিত হয়ে বললেন– 'আমি ওই এলাকায় থাকতে চাই না, যেখানে অচ্ছুত জাতিকে মসনদে বসানো হয়।'

রানি বললেন– 'রাজধানীতে আমার কিছু নিকটতম প্রিয় মানুষ আছে। আমি তাদের কাছে থাকতে চাই। আমি তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তোমরা একজন মহান ব্যক্তির অধীনে আছো। এটা ভিন্ন কথা। তবে তার মতাদর্শ আমার মতাদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক।'

উদ্যম খান তাঁর ঘোড়া প্রস্তুত করতে করতে বললেন– 'যদি তোমার মতাদর্শ আর আমাদের মতাদর্শ এতোটাই বিপরীত ও সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে তোমাকে বোঝানোটা আমার বেকার হবে। আলো আর অন্ধকার এক জায়গায় থাকতে পারে না। খোদা হাফেজ! আমার দোয়া তোমার সাথে থাকবে। কখনো যদি সুযোগ হয়, জীবনের কোনো একটা অংশে আমি তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করবো।'

www.nagorikpathagar.org

রানির যুবতী মেয়ে সবিতা বললো– 'মাতাজি! হয়তো আমরা সঠিক কাজ করছি না। ওনাদের সুন্দর প্রস্তাব গ্রহণ করা দরকার। আকাশের রঙ পাল্টে গেছে। দেখো মাতজি! হাওয়া তার পথ বদলে অন্য পথে চলছে। বেঁচে থাকার জন্য নতুন পরিস্থিতির সাথে আমাদের মিশে যাওয়া দরকার।'

রানি রাগান্বিত হয়ে বললেন– 'আমি বাধ্য হয়ে গেছি। আমি আপনদের কাছে চলে যাবো। কালক্ষয় করতে চাই না।'

সবিতা বললো– 'মাতাজি! এমনটা হবে না তো যে, আমরা সারা জীবন আক্ষেপ করবো, আগুনে জ্বলে জ্বলে আমাদের সময় পার করতে হবে!'

রানি কাফেলাকে রওনার হওয়ার আদেশ দিয়ে বললেন– 'দুঃখ-সুখের কাফেলা একটা আরেকটার সঙ্গী হয়। আমরা এসবের পরোয়া করি না।'

যখন তাদের কাফেলা দুর্গের প্রধান ফটক অতিক্রম করছিলো, তখন সবিতা কিছুক্ষণের জন্য পেছনের দিকে ফিরে তাকালো। উদ্যম খানের চোখে অশ্রু টলমল করছিলো। সবিতা ঘোড়ার লাগাম টানতে টানতে বললো– 'সরদার! আপনার কথা আমরা জীবনভর স্মরণ রাখবো।'

উদ্যম খান বললেন– 'যদি তুমি এখান থেকে চলে না যাও, তাহলে তোমাকে আপন বোনের মতো ভালোবাসবো।'

সবিতা তার ঘোড়ার গতিপথ পাল্টে দিয়ে উদ্যম খানের দিকে অগ্রসরমান অবস্থায় তার মাকে উদ্দেশ করে বললো– 'মাতাজি! ভগবান আপনাকে খুশি রাখুন। আমি আমার ইচ্ছে পরিবর্তন করেছি। আমি আমার পিতার নগরী ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না।'

রানি চিৎকার করতে লাগলেন। কিন্তু সবিতা পেছনের দিকে ফিরে উদ্যম খানের কাছে পৌঁছে গেলো। উদ্যম খান ঘোড়া থেকে নেমে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন– 'তোমাকে আমি আপন বোনের মতো ভালোবাসা দেবো। ভিন দেশে আমার একটা আত্মার আত্মীয় মিলে গেলো।'

সবিতা তার পায়ে ঝুঁকতে ঝুঁকতে বললো– 'ভাইজান! আমার নাম সবিতা। আপনার কথা আমাকে জীবনের একটা উত্তম পথ খুলে দিয়েছে। ভাইয়া! আমি আপনার চাহিদা রক্ষা করবো। আমি এই জগৎ-সংসারকে প্রেম ও ভালোবাসায় পূর্ণতা দিতে সারা জীবন আপনার সহযোগিতা করবো।'

রানি রাগান্বিত হয়ে মাটিতে থুতু নিক্ষেপ করে বললেন– 'সবিতা! তুমি বেইমান। আমি তোমার জাতের ওপর থুতু নিক্ষেপ করলাম।'

www.nagorikpathagar.org

উদ্যম খান বললেন– 'রানি মা! এর থেকে বাড়তি আর কিছু বলবেন না। সবিতা এখন আমার বোন।'

রানি রাগান্বিত হয়ে চিৎকার করে বললেন– 'অকৃতজ্ঞ মেয়ে! তুমি যেকোনো ভয়ানক বিপদে পতিত হবে।'

সবিতা হাত জোড় করে বললো– 'মাতাজি! বদ দোয়া করবেন না। আমি অকৃতজ্ঞ নই। আমি পরপ্রেমী। আমি নিজের কারণে অপরের দরজায় দুঃখ পৌঁছাতে পারি না। মাতাজি! আমি আমার পিতার ঘরবাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না।'

সবিতার মা দ্বিতীয়বার বললেন– 'সবিতা বেটি! তুমি আমাকে দুঃখী বানিয়ো না। যখন বর্তমান সরদার আমাদেরকে তার খোলা মনে এখান থেকে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, সেখানে তুমি তার বিপরীতে থেকে যেতে কেন জোর দিচ্ছো? একটি মেয়ে কেবল তার মায়ের মমতার গভীরতায়ই খুশি থাকতে পারে।'

সবিতা বললো– 'ঠিক বলেছেন, মাতাজি। আপনার যদি আমার ভালোর এতোই খেয়াল হয়, তাহলে আমার ভালোর জন্য আপনি এখানে থেকে যান।'

মাতারানি জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি আমাদের সাথে যাবে না, এটাই তো তোমার শেষ সিদ্ধান্ত?'

সবিতা বহমান চোখের অশ্রু মুছতে মুছতে বললো– 'মাতাজি! আমি তোমার চেয়েও বেশি অপারগ। তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত চিন্তায় বন্দী হয়ে আছো।'

মাতারানির ছোট কাফেলা দুর্গের প্রধান ফটক দিয়ে বের হয়ে গেলো। সবিতা ছোট বাচ্চার মতো কান্না করতে লাগলো। উদ্যম খান সবিতার মাথায় স্নেহমাখা হাত রেখে বললেন– 'সবিতা বোন! যদি তোমার সিদ্ধান্তের ওপর তোমার আফসোস হয় তাহলে...'

'না।' সবিতা বললো– 'আমার তো মাতাজির কান্নার কারণেই কান্না আসছে।'

বামপন্থী, উগ্র, অহংকারী, মানবতার চূড়ান্ত দুশমন, মহাজন মহাদেব পণ্ডিতরা মঙ্গল সিংয়ের বিধবা স্ত্রীর সাথে চলে গেলো। এই দুর্গে শুধু তারাই রয়ে গেছে, যাদের অন্তরে ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবতার প্রেম রয়েছে। যারা মানুষকে স্বর্ণ অলংকারের বদলায় পাল্লায় ওজন করে বিক্রি করে দেয় না।

www.nagorikpathagar.org

দুর্গের মন্দিরের কিছু পূজারি উদ্যম খানের কাছে এলো। উদ্যম বড়ই সম্মানের সাথে সামনে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন– 'কিছু বলবেন? আমি কী সেবা করতে পারি? আমাদের কোনো সিপাহি কি নিজস্ব ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার মতো ধৃষ্টতা দেখিয়েছে? অথবা কোনো ধরনের কষ্ট দিয়েছে?'

এক পূজারি হাত জোড় করে বললো– 'না মহারাজ! এ রকম কিছু না। এই সময় আমরা অন্য একটা আশঙ্কার কথা জানাতে এসেছি।'

উদ্যম খান বললেন– 'আমি নিজেদের চেয়েও তোমাদের খেয়াল বেশি করবো। বলো, তোমরা কী আশঙ্কার কথা বলতে এসেছো?'

পূজারি বললো– 'মহারাজ! দুর্গের অহংকারী উগ্র লোকদের চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে ভবিষ্যৎকে এক ভয়ানক পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দিয়েছেন। মহারাজ কৃষ্ণকুমারের কাছে যখন এদের দেশত্যাগের খবর মিলবে, তখন তিনি কোনো বিলম্ব ছাড়া এখানে হামলা করতে ছুটে আসবেন। আমাদের ধারণা, এই ছোট্ট সৈন্যদল তাদের প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না। আমরা মহারাজাকে এই পরামর্শ দিতে এসেছি যে, যারা এখান থেকে চলে যাচ্ছে তাদের পেছনে সৈন্য পাঠিয়ে তাদের গ্রেফতার করে বন্দী করে রাখা হোক।'

উদ্যম খান মৃদু হেসে বললেন– 'অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। তোমাদের ভাবনায় প্রদীপ্ত আলো দেখতে পাচ্ছি। আমি অনেক খুশি হয়েছি। তোমরা কোনো চিন্তা কোরো না। নিজের কাজে মনোযোগী হও। মহারাজ কৃষ্ণকুমার আমাদের কিছুই করতে পারবে না। তোমরা কি জানো না, ওই অভাগা জানোয়ার চতুর্দিকে আমাদের তরবারির সীমানায় বন্দী। সে শুধু রাজধানীতেই বন্দী হয়ে আছে। রাজধানী ছাড়া বাকি দুনিয়া তার জন্য সংকুচিত হয়ে আছে। আমি জেনেশুনেই এই দুর্গ থেকে মন্দ লোকদের চলে যাবার সুযোগ করে দিয়েছি। এই দুর্গের চারপাশে আমাদের সৈন্যরা বেষ্টনী দিয়ে রেখেছে। আমার বিশ্বাস– মহারাজার কাছে আমাদের প্রচণ্ড প্রতিরোধশক্তির জ্ঞান রয়েছে। তিনি এই পরিস্থিতিতে কখনো রাজধানীর বাইরে আসার স্পর্ধা দেখাবেন না। যদি সে বোকামি করে রাজধানী থেকে বেরিয়ে আসেন, তো নিশ্চিত থাকো– আমাদের ওই সৈন্যদের পদচারণে পাহাড়ে ভূমিকম্প সৃষ্টি হবে। ময়দান কাঁপতে থাকবে। সারা দুনিয়া সংকুচিত হয়ে তাদের হাতে চলে আসবে। মহারাজাকে এই পর্যন্ত পৌঁছার সুযোগই দেবে না। তোমরা কোনো চিন্তা ছাড়াই নিজের কাজে মন দাও। আমাদের

www.nagorikpathagar.org

চৌকস রক্ষীবাহিনী খুব গুরুত্বের সাথে অবস্থা তাদের পর্যবেক্ষণে রেখেছে। আশঙ্কার কোনো কারণ নেই।'

পূজারিদের চেহারায় খুশির রেখা ফুটে উঠলো। উদ্যম খান ওঠার সময় বললেন– 'আমি সন্ধ্যায় অচ্ছুতদের বসতিতে যাবো। আমি চাই তোমরাও আমার সাথে যাবে। তাদের ইজ্জত ও সম্মান করবে। তারাও তো আমাদের মতো, তোমাদের মতো মানুষ। এই দুনিয়ায় তারাও ওইটুকু হক পাবে, যেটুকু তোমরা আর আমরা পাই। তাদের কাউকেই প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত করা বড় অন্যায়। আর আমি এ ধরনের কোনো অন্যায় বরদাশত করবো না।'

দ্বিতীয় একজন পূজারি কোমল কণ্ঠে বললো– 'মহারাজা! জনম জনম দুঃখী ও নির্যাতিত লোকদের মন্দিরে ঠাঁই দিতে পেরে আমাদের অন্তর খুশিতে ভরপুর হয়ে গেছে। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। একসময় আমরা কুসংস্কারের বিধানে বন্দী ছিলাম। সতীদাহসহ সব করতে বাধ্য ছিলাম। এখন আমরা স্বাধীন। আলোর পথে আমরা খুব দ্রুত চলবো। যদি কেউ আমাদের ওপর অন্যায়ভাবে জুলুমের শাসন প্রতিষ্ঠা না করে, তাহলে আমরা সারা জীবন এই আলোর পথ অনুসরণ করে চলবো।'

উদ্যম খান মৃদু হেসে বললেন– 'মহাদেবজি! ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। মানবসভ্যতার আলোর সামনে মূর্খতার আঁধার কখনো দাঁড়াতে পারবে না। এই বসতিতে কোনো রক্তচোষা জানোয়ার প্রবেশের সুযোগ পাবে না। অন্ধকার আর বিপদাপদ শুধু ওই লোকদের ভাগ্যে জুটবে, যারা নিজেদের চোখ অমানবিকতার কালো পর্দা দিয়ে বেঁধে রেখেছে। যাদের অন্তরে অপরের প্রতি প্রেম রয়েছে, যাদের মনেপ্রাণে মানবতাবোধ কাজ করে, তাদের চলার পথ যুগ যুগ ধরে আলোকিত থাকবে।'

উদ্যম খান ঘোড়ার লাগাম টেনে সামনে অগ্রসর হলেন। এক পূজারি আরেক পূজারিকে বললো– 'ভগবানের শপথ! এই লোক আকাশের বাসিন্দা। এখানে ওই লোক থাকেন, যার অসিলায় সারা জগৎ টিকে আছে।'

দিনের সন্ধ্যা যখন গভীর অন্ধকারে হারিয়ে গেলো, চারদিকে চেরাগ আর মশাল জ্বলে উঠলো। উদ্যম খান রক্ষীদের সঙ্গে করে সীমান্তপ্রাচীরের উত্তরে অচ্ছুত জাতির বসতির দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর সামনে পঞ্চাশ জন মশালধারী। অচ্ছুতদের বসতিতে এই সময়ে বিরাজ করছে উৎসবমুখর পরিবেশ। মন্দিরে মশাল জ্বলছে। বাচ্চাকাচ্চা, বুড়ো, জোয়ান, মহিলা

www.nagorikpathagar.org

সকলেই বসতির বড় বাজারে উদ্যম খানের আগমনে স্বাগত জানাতে উপস্থিত। ঢোল, তবলা, একতারা, বাঁশি বাজছিলো। যুবতী নারীরা ফুল নিয়ে উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। লোকেরা নাচ-গানে মত্ত। উদ্যম খান বসতিতে প্রবেশ করলে লোকেরা আনন্দচিত্তে স্বাগত স্লোগানে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুললো। তিনি ঘোড়ায় চড়ে পুরো বসতি চক্কর দিলেন। হাজারো হাত তার ওপর ফুল ছিটিয়ে দেয়। হাজারো ঠোঁট তার হাতে চুমু খায়। হাজারো চোখ তাঁকে বারবার দেখছে। বসতির লোকেরা একটি উঁচু মঞ্চ তৈরি করে রেখেছিলো। তারা অনেক জোরাজুরির পর তাঁকে ঘোড়াসহ ওই মঞ্চে তুলতে সক্ষম হন। যখন তিনি ঘোড়াসহ মঞ্চে উঠলেন, হাজার হাজার লোক তাঁর সামনে তাঁদের প্রথাগত সেজদায় নুয়ে পড়লো। উদ্যম খান এই দৃশ্য দেখে ঘোড়া থেকে নেমে চিৎকার করে বললেন– 'তোমরা এসব কী করছো? যে নিষ্ঠুর দাসত্ব থেকে আমরা তোমাদের মুক্তি দিতে চাচ্ছি, তোমরা সেটাই চর্চা করছো? আমরা তোমাদের মতোই মানুষ। আমি তোমাদের ভাই। ভালোবাসা প্রকাশ করতে চাও তো গলাগলি করে প্রকাশ করো। সেজদা করে আমাকেও পাপী বানিয়ো না!'

অচ্ছুত জাতির এক বৃদ্ধ ক্রন্দনরত অবস্থায় হাত জোড় করে বললো– 'আপনি আমাদের মতো মানুষ নন! আপনি আকাশ থেকে অবতরণকারী দেবতা।'

উদ্যম খান দ্রুত মঞ্চ থেকে নেমে বৃদ্ধকে বুকে জড়িয়ে বললেন– 'বাবা! আমি ভগবান নই। আমি কিছুই না। আপনি আমাকে আপনার ছেলে বলতে পারেন। আমি আপনার মতো কোনো এক বৃদ্ধের ছেলে। যুবকদের ভাই। যুবতী বোন, অসহায় মাদের সম্ভ্রম রক্ষাকারী।'

উদ্যম খানের চেতনাদায়ী বক্তব্যে সবার মাঝে উদ্যম তৈরি হলো। চোখ ভিজে দাঁড়ির নিচে ঝরছে। উদ্যম খান ও তাঁর লোকদের মাঝেও প্রত্যাশার কিরণ জ্বলে উঠলো।

উদ্যম খান আবার বলতে লাগলেন– 'লোকসকল! জীবনভর খুশিতে থাকো। আনন্দ-ফুর্তি করো এবং এটাও স্মরণ রাখো, খুশি ও আলোকিত জীবন ধরে রাখতে সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে। যে সময় তোমাদের স্বাধীনতা উপহার দিয়েছে, সে সময়টাকে যদি মূল্যায়ন না করে অবহেলা করো, তাহলে সময় তোমাদের থেকে স্বাধীনতা কেড়ে নেবে। আমি তো বেশি দিন তোমাদের মাঝে থাকতে পারবো না। আমি তো জীবন-মৃত্যুর সমুদ্রে ভাসমান মুসাফির। যেকোনো সময় তোমাদের ছেড়ে অনেক দূরে চলে

www.nagorikpathagar.org

যাবো। তখন তোমাদের স্বাধীনতা তোমাদের ইজ্জত, তোমাদের সম্মান তোমাদেরই রক্ষা করতে হবে।'

আরেকজন অচ্ছুত চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে বললো– 'তুমি ভগবানের মাধ্যম। তোমার খোদার দোহাই! তুমি আমাদের ছেড়ে কোথাও যেয়ো না। নয়তো বে-রহম রাক্ষসদের আক্রমণ দ্বারা আমাদের ক্ষত আরো বেড়ে যাবে। আমাদের গলায় আবার দাসত্বের শিকল পরিয়ে দেওয়া হবে। আমাদের এই হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় আবার কালো নেকাব পরানো হবে। আমাদের খুশির চেরাগ মুহূর্তেই নিভে যাবে।'

উদ্যম খান বললেন– 'সাহস হারিয়ো না। চলতে-ফিরতে যদি লাশের মতো বাঁচতে চাও তো তোমাদের কেউ বাঁচতে দেবে না। নিজের জীবনের মূল্যায়ন নিজে করতে শেখো। নিজের ভেতরকার আগুন জ্বালাও। তোমরা কারো চেয়ে কম নও।'

অচ্ছুতদের একজন বৃদ্ধা মহিলা বললো– 'আমরা জনম জনম ধরে নীচু জাত হিসেবে স্বীকৃত। আমরা কী করে আমাদের এই খুশি জীবনভর ধরে রাখবো?'

উদ্যম খান তাঁর চমকিত তরবারিটা একজন যুবকের হাতে দিয়ে বললেন– 'এটা দিয়ে তুমি তোমাদের রক্ষা করো।'

তারপর তিনি হরিরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন– 'হরিরাম! কাল থেকে এদের প্রশিক্ষণ দেবে। জুলুম, অত্যাচার, অন্যায়, অবিচারের প্রতিরোধ একমাত্র তরবারির মাধ্যমেই করা সম্ভব। ফেরাউনদের সামনে মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে চলার চেষ্টা করো। তখন অন্যায়, অনাচার তুলার মতো উড়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কাল থেকে আমাদের সৈন্যরা তোমাদের রণ-প্রশিক্ষণ দেবে। সামান্যতম অবহেলাও তোমাদের অপমানকর গর্তে পতিত করবে।'

উদ্যম খানের বক্তব্য তখনো শেষ হয়নি। মন্দিরের পূজারি ও মহাদেবরা মশাল ও বড় বড় চেরাগ নিয়ে মিছিলসহ সেখানে উপস্থিত হলো। মহাদেব উদ্যম খানের পা ছুঁয়ে বললেন– 'মহারাজ! আমাদের পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আপনি আমাদের ক্ষমা করুন।'

উদ্যম খান মৃদু হেসে বললেন– 'তেমন দেরি হয়নি।'

তারপর মহাদেব অচ্ছুতদের সামনে হাত জোড় করে বললেন– 'তোমাদের সকলকে মন্দিরে পূজায় নিয়ে যেতে এসেছি।'

অচ্ছুতদের মাঝে তখন একধরনের ব্যাকুলতা দেখা যায়। তারা খুবই উৎফুল্ল। কিছুক্ষণ পর যখন তারা মন্দিরের দিকে যাচ্ছিলো, তখন কুমারী সবিতা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বললো– 'খান ভাই! আমি তোমার ওপর অসন্তুষ্ট।'

www.nagorikpathagar.org

'কেন?' উদ্যম খান সামনে অগ্রসর হয়ে সবিতার মাথায় হাত রেখে বললেন– 'আমি সর্বশক্তি ব্যয় করে হলেও আমার বোনকে খুশি রাখবো। যদি এতে কোনো ত্রুটি হয়, আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো।'

সবিতা বললো– 'আপনি আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাননি কেন?'

উদ্যম খান বললেন, 'আমি দুঃখ প্রকাশ করছি, আমার একটু ভুল হয়ে গেছে। তবে আমি কিন্তু তোমাকে ভুলে যাইনি। আমি ভেবেছিলাম, হয়তো তোমার-আমার মতাদর্শে কিছুটা পার্থক্য থাকতে পারে।'

সবিতা তার কোমল দৃষ্টি উদ্যম খানের চোখে রেখে নরম কণ্ঠে বললো– 'খান ভাই! যদি এমনটি হতো যে, আপনার-আমার মতাদর্শে কিছুটা তফাৎ আছে, পার্থক্য আছে, তাহলে তো আমি আমার মাতারানি ও বোনদের সাথে এখান থেকে চলে যেতাম।'

উদ্যম খান মাথা নত করে বললেন– 'আমি আমার প্রিয় বোনের কাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করছি।'

কুমারী সবিতা অচ্ছুত জাতিকে সম্বোধন করে বললো– 'প্রিয় ভাই ও বোনেরা! সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! আপনাদের অবস্থা শুনে শুনে অত্যাচারীদের পরিণতি দেখে দেখে আমার মন জ্বলে উঠতো। কিন্তু আমি বাধ্য ছিলাম। আপনাদের কষ্টগুলোকে সামজের উঁচু উঁচু দেয়ালগুলো চাপা দিয়ে রেখেছে। ধর্মীয় কুসংস্কারের কারণে আপনারা অচ্ছুত জাতি বলে আপনাদের সাথে কখনো মিশতে পারিনি। ভগবান তাঁর করুণায় কালের এই অত্যাচার থেকে আপনাদের রক্ষা করতে সকলের প্রিয় এই দেবতাকে পাঠিয়েছেন। যাঁর ছোট্ট হুংকারে বড় বড় বিলাসিতার মসনদ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। শতাব্দীকাল যাবৎ জ্বলতে থাকা হিংসা ও ঘৃণার আগুন আজ নিভে গেছে। বৃক্ষে যেভাবে ফুল প্রস্ফুটিত হয়ে চারদিকে সুরভিত করে তোলে, সেগুলোকে দেখে আমাদের চোখে-মুখে যেভাবে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়; ঠিক সেভাবে উদ্যম খান ও তার সঙ্গীরা দুষ্কৃতিকারী জালেম অমানুষদের দেশত্যাগে বাধ্য করে স্বাধীনচেতা বিপ্লবী জনতার মাঝে সুন্দর বসবাসযোগ্য একটি নগরী উপহার দিয়েছেন।'

অচ্ছুতদের প্রতিটি দিন হয়ে ওঠে ঈদের দিনের মতো আনন্দময়। প্রতিটি রাত ছিলো প্রশান্তির। চতুর্দিকে প্রেমময়ী শীতল বাতাস। সকলের মনে এক অন্য রকম আনন্দ অনুভূত হচ্ছিলো। শতাব্দীকাল যাবৎ হিংসা ও

www.nagorikpathagar.org

বিদ্রূপের প্রজ্বলিত আগুন আজ নিভে গেছে। চলমান উগ্রতার ভয়াবহতা টুকরো টুকরো হয়ে এখন নবপ্রস্ফুটিত ফুলের ন্যায় মনকাড়া অনুভূত হচ্ছে। ঊর্ধ্ব জগতের বিশাল শূন্যতায় নিষ্পাপময়তার শুভসূচনা হয়েছে। গোত্র থেকে গোত্র তাদের বহুকালের লালিত প্রত্যাশার উল্লাস এবং আশার অপ্রস্ফুটিত কলি থেকে সুগন্ধি বেরোচ্ছে।

কুমারী সবিতা ও মন্দিরের পূজারিরা অচ্ছুত জাতির ন্যায্য অধিকার ফিরে পাওয়ার আনন্দে অংশীদার হলো। মুসলিম সৈন্যরা অচ্ছুতদের তাদের রণকৌশলে দক্ষ করে তুলছে। অচ্ছুতরা বড়ই মনোযোগী হয়ে রণকৌশল খুব সহজেই রপ্ত করে নিচ্ছে। কিছু লোক তো রণকৌশলে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করে নিয়েছে। হিন্দু ও মুসলিম এমনভাবে মিলে একাকার হয়ে গেছে দেখে যেন মনে হচ্ছে অনন্তকাল যাবৎ এরা একে অপরের সুপরিচিত আপনজন। দুর্গের প্রতিটি ঘরেই প্রতি রাতে মশাল জ্বলে। উদ্যম খান বেশ খোশ ছিলেন এই কারণে যে, অনেক দিন থেকে চলা পুরনো কুসংস্কার, নিরীহদের ওপর অত্যাচার ধর্মের নামে আরো বিভিন্ন অনৈতিকতা তার মাধ্যমেই ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে।

এভাবেই ঘোর অন্ধকারের গভীরতা থেকে দীপ্ত আলোর জন্ম হলো। উর্বর প্রতিটি জমি, বৃক্ষের প্রতিটি শাখায় ফুলেরা ফুটে আছে। কুমারী সবিতা উদ্যম খানের আশ্রয়ে এসে তাঁকে আপন ভাইয়ের মতো করে নিয়েছে। উদ্যম খানও তাকে আপন বোনের মতো মনে করে। অচ্ছুতের মেয়েরা প্রতিদিনই উদ্যম খানের জন্য ফুল নিয়ে আসে। সে নিষেধ করলেও তারা শুনতো না। প্রতিদিনই তারা এভাবে ফুল নিয়ে আসে।

তারা বলে– 'আমরা আপনাকে দেবতা মনে করি। যদি আপনি আমাদের দেওয়া পুষ্পমালা গ্রহণ না করেন, তাহলে আমরা মনে করবো আমাদের দেবতা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। শতাব্দীকাল যাবৎ চলমান বর্বরতা এখনো বিদ্যমান থাকতো, যদি আপনি আকাশের ঊর্ধ্বজগৎ থেকে আমাদের ভূমণ্ডলে না আসতেন। আপনি না থাকলে আমাদের জীবনের এই প্রশান্তির বিপ্লব কখনো সম্ভব ছিলো না। আমরা তো এমন রাজকীয় জীবন স্বপ্নেও দেখিনি। বেঁচে থাকা আমাদের জন্য একটা বোঝা ছিলো। অত্যন্ত কষ্টকর ছিলো। যেমনটা আমাদের বংশে বহুকাল থেকে চলে আসছে। আমরা আমাদের মরণফাঁদ শূলি আমাদের কাঁধেই বহন করতাম। বছরের পর বছর তাচ্ছিল্য ও অপমানের অন্ধকার সব ঘাট সীমাহীন কষ্টে পার হতে হতে আমরা আজ বিধ্বস্ত। বড়ই ক্লান্ত। আমরা নির্মমতায় এতোই নিমজ্জিত

www.nagorikpathagar.org

ছিলাম যে, কখনো চিন্তাও করিনি আমরা একটি আলোকিত জীবন পাবো। আপনি দেবতাদের দেবতা। আপনি আমাদের মুক্তিদাতা। আপনি ভগবানের অবতার।'

উদ্যম খান মৃদু হেসে বললেন– 'আমি তোমাদের মনে কষ্ট দিতে পারবো না। তোমাদের যা ইচ্ছে করো। কিন্তু আমাকে কখনো ভগবানের অবতার বলবে না। আমি তো খোদার একজন পাপীতাপী বান্দা।'

তৃতীয় দিন সাইয়েদ হায়দার ইমামের একজন বার্তাবাহক এসে বললো– 'মহারাজা কৃষ্ণকুমার নিজের সৈন্যদের পরাজিতের খবর পেয়েছে। তার সেনাপতি একটা বড় সৈন্যদলের সাথে আমাদের ওপর আক্রমণ করে বসে। আমরা তার প্রথম আক্রমণ বড়ই শক্তির সাথে প্রতিরোধ করেছি। তাদের তীব্রভাবে ধাওয়া করেছি। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। তারা এখান থেকে ফিরে ধামিনির ভূখণ্ডে আক্রমণ করার আশঙ্কা রয়েছে। তারা জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। একটু সাবধানতা অবলম্বন করা চাই। শুনেছি বাদশা আলি কুলি খানের সৈন্যদের প্রথম বহরটি শিবদেবতার মন্দির পর্যন্ত পৌছে গেছে। দু-এক দিনের মধ্যে বাদশা আলি কুলি খানও পৌছে যাবে। মহারাজা আক্রান্ত কালনাগের মতো ছটফট করছিলো। আর আপনার এটা ভালো করেই জানা যে, আক্রান্ত কালনাগ ভয়াবহ ক্ষতিসাধনকারী হয়। তার প্রতিটি কদম বিষধর হয়। ঠিক তখনই দুশমনের হাজারো লাশ কূপের কিনারায় কিনারায় জঙ্গলের দূর থেকে বহুদূর বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। জানা গেছে, আমাদের কিছু সৈন্যকে ঘনশ্যাম ঠাকুর বন্দী করে রেখেছে। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আছে। আমাদের পাঁচশতের মতো সৈন্য শাহাদাত বরণ করেছেন। আজ রাতের যেকোনো সময়ে অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। আমরা সাবধানে থাকবো।'

উদ্যম খান তখন দুর্গের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ডেকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করে বললেন– 'ভয় পাওয়ার বা চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। মহারাজা কৃষ্ণকুমারের সৈন্যদের সম্পর্কে আমার জানাশোনা আছে। সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুরও আমাদের তরবারির বিজলির মতো চমক সম্পর্কে সম্যক অবগত। ঘরে বসে থেকে বাঘ হওয়ার চেষ্টা করবে তো বড় ধরনের মার খাবে। আমি নিশ্চয়তার সাথে বলছি, আসামের সৈন্যরা খোলা ময়দানে এবং দিনের আলোতে আমাদের সাথে টক্কর দেওয়ার মতো হিম্মত বা বোকামি করবে না। এরা হতে পারে চোর, ডাকাত ও অপহরণকারীদের মতো গুপ্ত হামলা করবে।'

www.nagorikpathagar.org

উদ্যম খান তার এক সাথিকে সম্বোধন করে বললেন– 'হাসান! তুমি একশো যুবককে নিয়ে জঙ্গলে চলে যাও এবং দুশমনের প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে অবগত হও।'

তারপর তিনি হরিরামকে ডেকে বললেন– 'সকল সৈন্যকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলো।'

এক পূজারি হাত জোড় করে বললো– 'মহারাজ! প্রস্তুতি বলতে কী বুঝিয়েছেন?'

উদ্যম খান বললেন– 'আমরা পালিয়ে যাওয়ার মতো লোক নই। আমরা দুর্গের দরজা বন্ধ করে লড়াই করি না। দুর্গের বাইরে গিয়ে খোলা ময়দানে আমরা দুশমনের মোকাবেলা করবো। এই দুর্গে বসবাসকারী কাউকেই কোনো প্রকার কষ্টে ফেলতে চাই না।'

কুমারী সবিতা বললো– 'ভাইয়া! আমরা সবাই আপনার সাথে আছি।'

উদ্যম খান বললেন– 'সবিতা বোন! আমরা মুসলমানরা পৃথিবীর এই নীতিতে একটু আলাদা চিন্তাভাবনা লালন করি। আমরা আমাদের মা-বোনদের আমাদের কন্যাদের সম্ভ্রম রক্ষা করি। নিজেদের মা-বোনদের ময়দান আর জঙ্গলের কষ্ট ও কঠিন দশা থেকে দূরে রাখি।'

এক অচ্ছুত দাঁড়িয়ে বললো– 'আমরা মেয়েদের মতো চার দেয়ালে বসে থেকে ফলাফলের অপেক্ষা করবো না।'

উদ্যম খান তার দিকে হাস্যোজ্জ্বল নয়নে তাকিয়ে বললেন– 'আমি তোমাদের দৃঢ়তা দেখে অনেক খুশি হয়েছি। আমরা সবাই একতাবদ্ধভাবে জালেমের জুলুমকে দুনিয়া থেকে বিতাড়িত করবো। আমরা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সামনে অগ্রসর হবো। এই সুন্দর দুনিয়ার চেহারার ওপর লেপ্টে থাকা কলঙ্কের পর্দা আমরাই সরাবো। আমি তোমাদের আবারও স্মরণ করিয়ে দেওয়াটা দরকার মনে করি যে, এই ভূখণ্ড তোমাদের। এটার সৌন্দর্য রক্ষা করা তোমাদেরই দায়িত্ব। এই ভূখণ্ডের প্রতিটি স্থান তোমাদের জন্য উন্মুক্ত হওয়া চাই। সমস্ত সম্পদ সকলের মাঝে সমানভাবে বণ্টন হওয়া চাই। আমরা তো গভীর সমুদ্রের মুসাফিরের মতো। দুনিয়ার সুখ-শান্তিতে আমরা বন্দী নই। আমাদের জানা আছে– সুখের দীপ যতোই বড় হোক না কেন, মৃত্যুর অতল সাগর তাকে মুহূর্তেই ডুবিয়ে দিতে সক্ষম। যেকোনো সময় ভয়ংকর ঢেউ সেই দীপের নাম-নিশানাও মুছে দিতে পারে। আমরা ওই সকল স্বপ্নে বিভোর নই, যা আমাদের জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করে। আমরা একটা বড় উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছি। যখন এই

www.nagorikpathagar.org

দুনিয়া থেকে দয়ামায়াহীন জানোয়ারেরা বিলুপ্ত হয়ে যাবে, যখন জুলুমের রাত পেরিয়ে যাবে এবং প্রশান্তিময়ী প্রভাতের শুভসূচনা হবে, তখনই আমরা আমাদের সবকিছু তোমাদের মাঝে ছেড়ে ফিরে যাবো। এই জন্য আমি আশাবাদী তোমরা তোমাদের জীবনের এই পরীক্ষায় পিছু হটবে না। বরং সামনে অগ্রসর হয়ে অত্যাচারী শাসক থেকে নিজেদের নির্যাতনের প্রতিশোধ নেবে। এখন তোমরা উপায়হীন, বিবস্ত্র নও। তোমাদের বাক্‌স্বাধীনতা আছে। সময়ের প্রতিটি অংশ তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

লোকদের মাঝে সীমাহীন আবেগ-উচ্ছ্বাস। হাসান একশত ঘোড়সওয়ার সাথে নিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে গেলো। দুর্গের ভেতরে বাচ্চাকাচ্চা আবাল-বৃদ্ধ সকলেই প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলো। সীমান্তপ্রাচীরের জায়গায় জায়গায় চৌকস তিরান্দাজ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখে আগুন। দুশমনের সাথে খুব জলদি মোকাবেলা করতে উদ্‌গ্রীব। উদ্যম খান প্রাচীরের ওপর উঠে একটা চক্কর দিলেন। তারপর নিচে এসে ঘোড়ায় চড়ে কয়েকজন সিপাহি নিয়ে বাইরে যেতে লাগলেন।

একজন সিপাহি জিজ্ঞেস করলো– 'সরদার! কোথায় যাচ্ছেন?'

উদ্যম খান বললেন– 'দানিয়াল! তোমরা তোমাদের প্রত্যেকের ঘোড়াকে প্রস্তুত রাখো। আমি দুর্গের চৌদিক চক্কর দিয়ে আসছি।'

দরজায় কিছু সিপাহির হইহুল্লোড় দেখে উদ্যম খান ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি কি কুমারী সবিতা?'

'জি ভাইজান! এবং এটা দুর্গের যুবকদের সৈন্যদল।'

উদ্যম খান আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'হে খোদা! তুমি দেখছো। তোমার দুর্বল সৃষ্টিরা জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে কীভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে প্রস্তুত হয়েছে। মেহেরবান খোদা! আপনার দয়ার সাগর অসীম। আপনি তাদের আপনার করুণায় রক্ষা করুন।'

অতঃপর উদ্যম খান বললেন– 'প্রিয় ভাই ও বোনেরা! তোমাদের কাছে কি তোমাদের যুবক সাহসী ভাইদের সাহসিকতার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস নেই?'

এক মেয়ে বললো– 'মহারাজ! অনেক বিশ্বাস আছে।'

আরেকজন বললো– 'শুধু বিশ্বাস নয়, আপনারা তো গর্বেরও পাত্র।'

আরেকজন বললো– 'গর্বও আছে আবার মর্যাদাবোধও আছে।'

উদ্যম খান বললেন– 'তাহলে তোমরা সেনাসুলভ পোশাক পরে আছো কেন? তোমাদের লড়াকু ভাইয়েরা কি হাত কেটে রেখেছে? তোমাদের সম্ভ্রমরক্ষীদের রক্ত কি মাটির সাথে মাখামাখি হয়ে গেছে? আমাদের কেবল

www.nagorikpathagar.org

তোমাদের আশীর্বাদ প্রয়োজন। যাও এবং নিজেদের বিশ্বাসমতে ভাইদের জন্য আশীর্বাদ করতে থাকো।'

কুমারী সবিতা বললো– 'ভাইজান! ভয় পাচ্ছেন কেন? আমাদের আশীর্বাদ আপনাদের সঙ্গেই আছে। আপনারা সবাই নিজেদের মা-বোন ও কন্যাদের আশীর্বাদের বেষ্টনীতে রয়েছেন। আমাদের ঠোঁটে আশীর্বাদধ্বনি লেগেই আছে। পাশাপাশি হাত তরবারির মুঠোয় এবং তির আছে ধনুকে। আর এটা এ জন্য যে, আমরা এক আদর্শবান সম্ভ্রান্ত ভাইয়ের বোন। কাচের চুড়ি পরে থাকা আমাদের পছন্দ নয়।'

উদ্যম খান ঘোড়ার পদাঘাত করে মৃদু হেসে বললেন– 'তোমার সাথে পেরে ওঠা বড়ই মুশকিল, সবিতা।'

উদ্যম খান দুর্গের চারদিকে চক্কর দিয়ে সীমানাপ্রাচীর ভালো করে দেখে নেন। তার অর্ধেক বাহিনী দুর্গের বাইরে উপযুক্ত জায়গায় তাঁবু টাঙিয়েছে। দূর-দূরান্তে কোথাও শত্রুদের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। সন্ধ্যা নাগাদ হাসান ও তার সাথিরা ফিরে আসে। উদ্যম খান তাকে জিজ্ঞেস করেন– 'হাসান! অল্প শব্দে কোনো ভূমিকা ছাড়া নিজের কার্যক্রমের বিবরণ দাও।'

হাসান নেতার জামার পাড়ে চুমু খেয়ে বললো– 'সরদার! মহারাজার সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুর কয়েকটি গ্রাম লুট করে ফিরে গেছে।'

উদ্যম খান জিজ্ঞেস করলো– 'কয়েকটি গ্রাম লুট করে? কী মানে?'

এক আসাম নাগরিক বললো– 'সরদার! আমাদের মহারাজাদের এ এক পুরোনা রীতি যে, নিজেদের পরাজয়ের গ্লানি এরা গরিব প্রজাদের ঘর লুট করে মেটায় এবং অসহায় লোকদের রক্তাক্ত করে। যেতে যেতে সেনাপতিজি নিজের পরাজয়ের অনল নেভাতে অসহায় বসতিগুলোতে রক্তের হোলিখেলায় মেতে উঠেছে।'

উদ্যম খান বললেন– 'এটা তো অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। সব নিপীড়িতের সাহায্যে আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত।'

হাসান বললো– 'সরদার! এখন ওখানে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ওখানে গোহাটির দুর্গপতি সরদার ফিরোজ খানের বাহিনীর প্রথম বহর ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে। ওখানে তারা অবশিষ্ট লোকদের সান্ত্বনা, ত্রাণ ও পুনর্নির্মাণের কাজ করে চলেছেন।'

উদ্যম খান আনন্দিত হয়ে বললেন– 'ফিরোজ খান পৌঁছে গেছেন! তাঁকে সাহায্য করতে আমি ওখানে যাবো।'

www.nagorikpathagar.org

বেজে উঠতে লাগলো খুশির সানাই। রাতের অন্ধকার গভীর হয়ে গেলে চারদিকে মশাল জ্বালানো হয়। ফিরোজ খানের বাহিনী এই মুহূর্তে ধামিনির দুর্গের দেয়ালের সাথে লাগোয়া খরস্রোতা নদীর ওপর গাছের সেতু নির্মাণ করে নিজের বাহিনীকে ওপারে পৌঁছে দিচ্ছেন। দুর্গের দিক হতে মশালের আলোয় উদ্যম খান বিশাল এক বহর নিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন।

অনেকক্ষণ ধরে স্লোগানে স্লোগানে মুখর চারদিক।

'আমরা এখানেই ক্যাম্প স্থাপন করবো। ভোরেই পুনরায় সাক্ষাৎ হবে। বাদশাহ আলি কুলি খান যতোক্ষণ না পৌঁছাবেন, ততোক্ষণ আমরা এখানেই অবস্থান করবো।'

কুমারী সবিতা বললো– 'মহারাজ! দুর্গে গিয়ে বিশ্রাম নিলে আমি বেশ খুশি হবো।'

ফিরোজ খান আশ্চর্য হয়ে উদ্যম খানেরর কাছে জিজ্ঞেস করলেন– 'এই মেয়ে কে?'

উদ্যম খান বললেন– 'সরদার! আসামের মাটি বিচিত্র রঙে ভরপুর। এ হচ্ছে প্রতাপের বোন এবং মঙ্গল সিংয়ের কন্যা। কিন্তু এখন কেবল সে আমারই বোন। সে অন্ধকার জগৎ থেকে তার সব বন্ধন কেটে নিয়েছে। সে ধামিনির শাসক।'

ফিরোজ খান এগিয়ে এসে তার মাথায় হাত রেখে বললেন– 'তুমি আমার মেয়ে।' এরপর তিনি নিজ বাহিনীর এক নেতার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'আমি আমার মেয়েকে দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।'

ফিরোজ খান ও উদ্যম খানের দুই ঘোড়ার মাঝখানে কুমারী সবিতার ঘোড়া দ্রুতবেগে এগিয়ে চলছে। কুমারী সবিতা হঠাৎ কেঁদে উঠলে ফিরোজ খান তার ঘোড়ার লাগাম ধরে জিজ্ঞেস করেন– 'মা! কী হয়েছে? কাঁদছো কেন তুমি?'

কুমারী সবিতা চিৎকার করে বললো– 'না, পিতা মহারাজ! আমি কান্না করছি না। খুশির আধিক্যে আমার অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। আমি এতোই আনন্দিত যে, তা নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।'

ওই মুহূর্তে জঙ্গলের দিক থেকে একজন সৈন্য ইশারায় বললো– 'সরদার! জঙ্গলে গরুর গাড়ির চড়চড় শব্দ শোনা যাচ্ছে।'

গোটা কাফেলা থমকে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে রাখলো। ফিরোজ খান বললেন– 'মনে হচ্ছে কোনো ক্ষুদ্র যাত্রীদল।'

www.nagorikpathagar.org

সাথে সাথে তিনি তাঁর ঘোড়াকে পদাঘাত করলেন। তার পেছনে পেছনে উদ্যম খান ও অন্যরাও চলতে লাগলো। কিছুদূর যাওয়ার পর লুটপাটের শিকার কিছু গ্রাম্য লোকের সাক্ষাৎ পেলেন– যারা গরুর গাড়িতে চড়ে যাচ্ছিলো। তারা তাদের সামনে হাত তুলে দিলো। এক বৃদ্ধ বললো– 'মহারাজ! আমাদের কাছে কিছুই নেই। বেঁচে থাকা আহত কিছু বাচ্চা আমাদের গরুর গাড়িতে আছে। আমাদের মহিলাদের সেনারা তুলে নিয়ে গেছে।'

ফিরোজ খান বললেন– 'আমরা আসাম নাগরিক নই। আমরা বাংলার শাসকের সিপাহি। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তোমরা শান্তির সাথে আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে।'

একজন বৃদ্ধা বললেন– 'মহারাজ! আমরা বড়ই উপায়হীন নিঃস্ব লোক। আমাদের ওপর নির্মম নিষ্ঠুরতা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আমাদের সবকিছু লুটে নিয়েছে তারা। এখন আমাদের সাথে অবশিষ্ট কিছুই নেই। ভগবানের জন্য আমাদের ওপর দয়া করুন। আমাদের যেতে দিন। আমরা কোনো পর্বতের গহিন গর্তে নিজেদের গোপন রেখে বাকি জীবন পার করে দেবো।'

ফিরোজ খান নিজের ঘোড়া থেকে নেমে বৃদ্ধার হাত নিজের হাতের সাথে লাগিয়ে বললেন– 'মা! এখন আপনারা আর উপায়হীন নিঃস্ব নন। আমরা সবাই আপনাদের সন্তান। আপনাদের রক্ষক। আমরা বসতি উৎখাত আর লুটপাট করতে আসিনি। আমরা তো ধ্বংস হয়ে যাওয়া বসতিকে পুনঃস্থাপন করতে এসেছি। এই ভূখণ্ডকে স্বাধীন করতে এসেছি।'

বৃদ্ধা বললেন– 'বেটা! আমি কী করে বিশ্বাস করবো? আজকাল রাজা-মহারাজারা তো আমাদের বিশ্বাসকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে।'

কুমারী সবিতা সামনে অগ্রসর হয়ে বললো– 'মা! এরা আকাশ থেকে অবতরণকারী দেবতা। এরা খুনি হিংস্র জানোয়ার নয়!'

একজন বৃদ্ধ বললেন– 'মহারাজ! আমরা কোথায় যাবো? আমাদের বাসস্থল তো সৈন্যরা জ্বালিয়ে দিয়েছে।'

ফিরোজ খান বললেন– 'বাবা! আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আমাদের কাছে খোদার দয়া আছে। আমরা আপনার ভস্মীভূত বসতকে সুন্দর বসবাসযোগ্য করে তুলবো।'

ফিরোজ খান উদ্যম খানকে সম্বোধন করে বললেন– 'তাদের দুর্গে নিয়ে চলো। তাদের থাকার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।'

www.nagorikpathagar.org

পিশাচরাজার গ্রাস

ধামিনির দুর্গের ষাট-সত্তর ক্রোশ ভীতিকর এলাকা পার হয়ে রাজা মঙ্গল সিংয়ের বিধবা স্ত্রী রাজধানীর নিকটে পৌঁছে গেলো। তার সাথে তার যুবতী সুন্দরী কন্যা নতুন কুমারীও আছে। তারা দুজন একটা সুদৃশ্য রথে যাত্রা করছিলো। দুটি শক্তিশালী ঘোড়া পাড়ি দিয়ে যাচ্ছিলো উঁচু-নিচু পথ। তাদের সাথে চার-পাঁচশো উগ্র পণ্ডিত ও পূজারিও আছেন। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। সূর্যের সোনালি কিরণ সাগরের ঢেউয়ে লেপ্টে গিয়ে পশ্চিমাকাশে অভিনব ঢঙে অস্ত গেলো। যাত্রীদলের প্রত্যেকে মশাল জ্বালালো। আকাশের পর্যায়ে পর্যায়ে দূর-দূরান্তে নীরবতা এবং ভীতিকর নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গিয়েছে। প্রকৃতি তার প্রভুর আদেশ পালনার্থে দূর গগনের তারকারাজি আকাশ আলোকিত করে রেখেছে। দূর জঙ্গলের গহিনে রাতের নীরবতায় কখনো কখনো হিংস্র পশুর হুংকার সারা জঙ্গলে তৈরি করে একটা ভীতিকর অবস্থা। বৃক্ষের নরম ডাল নেড়ে বয়ে যায় কোমল হাওয়া।

মাতারানি কয়েক ক্রোশ দূরে দুর্গের প্রাচীরের ওপর জ্বলে থাকা মশালের দিকে ইশারা করে খুশি হয়ে বললেন– 'নতুন বেটি! আমাদের লক্ষ্যস্থান কাছেই, আর বেশি দূরে নয়। ওই দেখা যাচ্ছে চমকিত আলো। এটা রাজধানীর প্রাচীরের ওপর জ্বলা মশালেরই আলো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা দুর্গে পৌঁছে যাবো।'

নতুন চুপ রইলো। মাতারানি বললেন– 'সম্ভবত আমাদের সম্ভ্রান্ত কন্যা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।'

'না, মাতারানি!' নতুন আস্তে করে বললো– 'আমি ক্লান্ত হইনি।'

মাতারানি বললেন– 'তাহলে তুমি কথা বলছো না কেন?'

নতুন কুমারী ভারী কণ্ঠে চিন্তিত ভাব নিয়ে বললো– 'আমি ভাবছি আমরা আমাদের পিতা মহারাজের বসতবাড়ি ত্যাগ করে অনেক বড় ভুল করেছি।'

www.nagorikpathagar.org

মাতারানি উদাস কণ্ঠে রাগান্বিত হয়ে রক্তলাল চোখে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'নতুন! তোমার মনে এসব বেহুদা চিন্তাভাবনা কীভাবে আসে?'

নতুন কুমারী দূর আকাশে নীরব নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে উদাস কণ্ঠে বললো– 'মাতাজি! কিছু অজানা আতঙ্ক আমার ভেতরটা ভেঙে খানখান করে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমাদের প্রতিটি কদম আমাদের বিপদের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে।'

মাতারানি তার মাথায় হাত রেখে মমতা ভরা কণ্ঠে বললেন– 'মনে হচ্ছে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছো। তুমি একজন সাহসী রাজার কন্যা। যারা অক্ষমতার সম্মুখীন হতে জানে না, তারা কখনো সফলতার আনন্দও দেখে না। কিছুদিন দেখো, অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। মহারাজা কৃষ্ণকুমার মুসলমানদের চিহ্নিত করে করে শেষ করে দেবে। ভগবান যদি চান– এই জঙ্গল, এই পর্বত, এই বিস্তীর্ণ ময়দান মুসলিমদের শ্মশানভূমিতে পরিণত হবে।'

নতুন বললো– 'আমি স্বপ্নের কষ্টে বিভোর হওয়াকে পছন্দ করি না। জীবন একটা কঠিন সত্য। সেটাকে সাধারণ কল্পনাতে নষ্ট করে দেওয়া ঠিক নয়।'

মাতারানি বিরক্ত হয়ে বললেন– 'তুমি কী বলতে চাচ্ছো? স্পষ্ট করে বলো। আমাকে আশঙ্কার কথাবার্তা বলে হয়রান করো না।'

নতুন মাথা নত করে বললো– 'মাতাজি! আমি শুনেছি আমাদের মহারাজা স্বৈরাচারী। নিজ খেয়ালখুশিতে দেশ শাসন করে। যেখানে জনতার কোনো চাহিদাকে মূল্যায়ন করা হয় না।'

মাতারানি রাগত কণ্ঠে বললেন– 'নতুন! এই সমস্ত কথাবার্তার সাথে তোমার কী সম্পর্ক? রাজা মহারাজা কারো তাঁবেদারি করে না। তারা তাদের ইচ্ছেমতো যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারে। তারা যা ভাবে তা-ই নীতি। তাঁবেদারির বোঝা তো কেবল প্রজারাই বহন করবে।'

নতুন কুমারী বললো– 'তোমার ধারণা মতে এই স্বৈরাচারী নিয়ম গর্বের বিষয়?'

মাতারানি নতুনকে ধমকের স্বরে বললেন– 'হঠাৎ তোমার কী হয়ে গেলো? তুমি তো এতোটা অবাধ্য ও গাদ্দার ছিলে না!'

নতুন বিরক্তি প্রকাশ করে বললো– 'আপনি আমাকে অবাধ্য ও গাদ্দার বলে অপমান করছেন।'

www.nagorikpathagar.org

মাতারানি নিরালায় গিয়ে নতুনকে জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি কী বলতে চাচ্ছো খুলে বলো।'

নতুন বললো– 'আমি বলতে চাচ্ছি সবিতা সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে। আর আমরা নিজেদের জন্য জঘন্য ভুল ও ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি করছি।'

'নতুন বেটি! বীর বাহাদুর বেটি! দেব মঙ্গল সিংয়ের হত্যাকারীদের সাথে সমঝোতা করে আমরা কি অপমান আর দাসত্বের লাগাম আমাদের গলায় ঝুলাবো? আমরা এই ধরনের নিষ্ঠুর জীবনের কল্পনাও তো করতে পারি না। যদি তোমার আপত্তি থাকে, তাহলে আমাদের সাথে কেন এলে? এতোটা পথ এসে তুমি আমাদের অন্তরে আঘাত দিলে।'

নতুন বললো– 'মাতাজি! আমি এখানে খোশ দিলে আনন্দচিত্তে আসিনি। মুসলমানদের জীবনপদ্ধতি সম্পর্কে আমি অনেক অবগত। তারা আমাকে তাদের নিজের বোনের মতো বেশি ভালোবাসতো। তাদের প্রত্যেককেই আমার নিষ্পাপ মনে হয়।'

মাতারানি রাগান্বিত হয়ে বললেন– 'বোকা মেয়ে! আমাদের চারপাশে সৈন্যরা চলাফেরা করছে। সামনে যাত্রীদলের পথপ্রদর্শক বসা আছে। যদি কেউই তোমার এই আলাপ শুনে ফেলে এবং মহারাজার কান পর্যন্ত এই খবর পৌঁছে যায়, তাহলে এটা আমাদের জন্য অনেক খারাপ হবে। যদি তুমিও দুষ্ট মেয়ে সবিতার মতো আমাদের সাথে না আসতে, তাহলে অনেক মঙ্গল হতো।'

নতুন বড়ই নাখোশ হয়ে বললো– 'মাতারানি! তোমার একা দেশ ত্যাগ করার দৃশ্যটা আমি দেখে সহ্য করতে পারিনি। তাই আমার কোমল মন আমাকে এই ভুল পথে চলতে বাধ্য করেছে। নতুবা তোমার কাজে আমি সন্তুষ্ট নই। আর তুমি দেখে নিয়ো। কিছুদিনের মধ্যেই মুসলমানদের পদাঘাত তোমার মহারাজার এই মজবুত দুর্গ মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে!'

মাতারানি চিৎকার করে বললেন– 'অপয়া!'

রথচালক সিপাহি পেছনে ফিরে জিজ্ঞেস করলো– 'মাতাজি! কী হলো?'

মাতারানি কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন– 'দেখেশুনে রথ চালাও। রাস্তা তেমন সুবিধার নয়।'

আরেকজন সিপাহি বললো– 'রানিজি! এখন তো রাস্তা ঠিক আছে। আমাদের ঘোড়া অত্যন্ত আরামের সাথে পথ পাড়ি দিচ্ছে।'

রথযাত্রার অগ্রভাগে পাঁচজন সিপাহি এক কাতারে চলছে। তাদের চারজনের হাতে আছে ঝান্ডা। মাতারানির রথের ওপর রাজা মঙ্গল সিংয়ের

www.nagorikpathagar.org

হলুদ নিশানা লাগানো। পদে পদে বিভিন্ন সীমান্তরেখা পাড়ি দিয়ে এরা দুর্গের প্রবেশপথে পৌঁছে গেছে। মাতারানির রথ সবার আগে– যেটার ওপর ধামিনির পতাকা টাঙানো। দুর্গের প্রাচীরের ওপর থেকে নজরধারী একজন সিপাহি জোর আওয়াজে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করছে।

কেউ একজন ওপর থেকে জিজ্ঞেস করলো– 'তোমরা কারা? কোত্থেকে এসেছো? কী বলতে চাও?'

নিচ থেকে মাতারানির একজন সিপাহি বললো– 'আমরা ধামিনি থেকে এসেছি। আমাদের সাথে প্রতাপের মাতারানি আছেন। প্রবেশপথ খুলে দাও।'

ওপর থেকে জিজ্ঞেস করা হলো– 'প্রতাপের মাতারানি কোথায়? যতোক্ষণ না আমরা তোমাদের ভালো করে চিনেছি বা তোমাদের পূর্ণ পরিচিতি যতোক্ষণ না আমরা পেয়েছি, ততোক্ষণ দরজা খোলা হবে না। তোমরা সবাই আমাদের সুদক্ষ তিরন্দাজের বেষ্টনীতে আছো। আমাদের ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করলে সকলকেই মরতে হবে।'

নিচে থেকে একজন সিপাহি বললো– 'জানাশোনা কোনো ব্যক্তিকে বাইরে পাঠিয়ে আমাদের পরিচয় জেনে নাও।'

'ঠিক আছে।' ওপর থেকে আওয়াজ এলো– 'আমরা একজন সুবিজ্ঞ লোককে বাইরে পাঠাচ্ছি।'

কিছুক্ষণ পর দুর্গের ছোট্ট একটা দরজা খুললো। সিংরাম কিছু দক্ষ সৈন্য সাথে নিয়ে বেরিয়ে এলো। সিংরাম লোহার পোশাক পরে আছে। তার শরীরের সাথে বর্শা ঝুলানো। মাতারানির রথের আশপাশে তার কিছু ঘোড়সওয়ারের ভিড় ছিলো। সিংরাম দূর থেকে বললো– 'মাতারানির ঘোরসওয়ার কোথায়?'

একজন সৈন্য বললো– 'মাতারানি তার কন্যা নতুনের সাথে রথে আছেন।'

সিংরাম বললো– 'তোমরা সবাই দূরে সরে যাও। রথ থেকে বিশ বিশ কদম দূরে থাকো। সব সিপাহি ডানে বামে এবং পেছনে সরে যাও।'

নতুন মৃদু হেসে বললো– 'মাতারানি! তুমি তো মহারাজার বীরত্ব দেখলে!'

'চুপ করো!' মাতারানি আস্তে করে বললেন– 'পরিস্থিতি অনুযায়ী এমনটাই হওয়া চাই।'

নতুন বললো– 'আমি পরিস্থিতির কথা বলছি না। আমি তো তাদের বীরত্বের কথাটাই বলতে চাচ্ছি। দেখুন না কীভাবে তারা মাত্র কয়েকজন

www.nagorikpathagar.org

সৈন্যকে দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আছে। মনে হয় মহারাজার সেনারা এই ছোট্ট দলটাকে দেখে মুসলিমদের কোনো সৈন্যদল ভেবে ঘাবড়ে গিয়েছে।'

একজন আসাম সরদার বর্শা হাতে আস্তে আস্তে রথের কাছে পৌঁছে যায়। তিনি বললেন– 'রথের পর্দা সরিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসুন!'

মাতারানি তার কণ্ঠ চিনতে পেরে বললেন– 'সিংরাম বেটা! আমি প্রতাপের মা।'

সিংরাম আওয়াজ চিনতে পেরে দ্রুত সামনে এগিয়ে রথের পর্দা সরিয়ে বললো– 'মাতাজি! ক্ষমা করবেন। আজকাল সময়টা বড়ই নাজুক। একটু কঠোরতা অবলম্বন করতে হচ্ছে।' তারপর সে নতুনের দিকে হাত জোড় করে বললো– 'নতুন কুমারীজি! নমস্কার!'

মাতারানির সৈন্যরা আবার রথের কাছে চলে এসেছে।

সিংরাম তার একজন সিপাহিকে সম্বোধন করে বললো– 'দ্রুত দুর্গের প্রধান ফটক খুলে দাও।'

কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে দেওয়া হলো। মাতারানিকে অভ্যর্থনা জানাতে সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুর দরজার ভেতরে অবস্থান নেয়। মাতারানি ও নতুন রথ থেকে বেরিয়ে এলেন। ঘনশ্যাম ঠাকুর মাতারানির পা ছুঁয়ে হাত জোড় করে বললো– 'মাতাজি! ক্ষমা করবেন। নিরাপত্তার জন্য বাইরে পর্যন্ত আসতে পারছি না। আপনি হঠাৎ এখানে চলে আসবেন, তা ভাবতেও পারিনি। আসার পূর্বে একটুও তো আমাদের অবগত করবেন। আমরা রাজকীয় পদ্ধতিতে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতাম।'

মাতারানি তার মাথায় হাত রেখে বললেন– 'কোনো অসুবিধে নেই বেটা। এতোটুকুই যথেষ্ট। আসলে পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে হঠাৎ ধামিনি থেকে রাজধানী চলে আসাটা জরুরি মনে হলো।'

'অনেক ভালো কাজ করেছেন।'

ঘনশ্যাম ঠাকুর ভারী কণ্ঠে বললো– 'চাচা মঙ্গল সিং কি এখনো ধামিনি পৌঁছাননি?'

মাতারানি আবেগ ভরা কণ্ঠে বললেন– 'ঠাকুরজি! তোমার চাচা মঙ্গল সিং পরলোকগমন করেছে।'

ঘনশ্যাম ঠাকুর এক প্রকার চিৎকার করে বললো– 'কী বললেন আপনি? চাচা মঙ্গল সিং পরলোকগমন করেছেন? কিন্তু কীভাবে?'

মাতারানি বললেন– 'এখানের কেউ কি জানে না রাজা মঙ্গল সিংয়ের সাথে কী আচরণ করা হয়েছে?'

www.nagorikpathagar.org

ঠাকুর বললো– 'আমরা তো শুনেছি রাজা মঙ্গল সিং মুসলিমদের বিশাল সৈন্যদলকে রক্তের নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছেন এবং তারা বোকামি করে শিবদেবতার উপকূলীয় এলাকায় অন্য মুসলিম সৈন্যদের সাহায্যের অপেক্ষা করছে। চাচা মঙ্গল সিংয়ের মৃত্যু কীভাবে হলো?'

নতুন ব্যগ্রতার সাথে বললো– 'পিতাজি ও তার সকল সৈন্যকে মুসলিমদের সরদার উদ্যম খান ও হায়দার ইমাম ধ্বংস করে দিয়েছে। আমরা আমার পিতার শোক পালন করছি আজ এক সপ্তাহ যাবৎ। আমার পিতা যুদ্ধে মারা গেছেন। অথচ এ ব্যাপারে আপনারা এখনো কিছু জানতে পারলেন না? সবচেয়ে বড় আশ্চর্য হলো, মহারাজা ও তার দেশের সেনাপতির এতো বড় একটা ঘটনার কোনো জ্ঞানই নেই!'

ঘনশ্যাম মাথা নত করে বললো– 'আসলে এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও খারাপ সংবাদ। চাচা মঙ্গল সিংয়ের শূন্যতা অপূরণীয়। মনে হচ্ছে, মুসলিমরা আমাদের অনেক বড় উঁচু একটা দেয়াল ধসিয়ে দিয়েছে। কয়েক দিন আমরা মঙ্গল সিংয়ের জন্য শোক পালন করবো। কিন্তু মাতাজি! এই ভয়ানক সংবাদটি আপনি কী করে পেলেন? হতে পারে কেউ আপনাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়ে ভয় দেখিয়েছে।'

'বেটা! এটা মিথ্যা সংবাদ নয়।' মাতারানি ক্রন্দনরত অবস্থায় বললেন– 'এটা সত্য সংবাদ। ধামিনির দুর্গে এখন মুসলিমদের শাসন চলছে। তারা সেটা দখল করে নিয়েছে। আর পতি দেবতার মৃত্যুর সংবাদ আমাকে মুসলিমদের সরদার উদ্যম খানই দিয়েছে।'

'ধামিনির দুর্গ কি মুসলমানরা দখল করে নিয়েছে?'

'হ্যাঁ বেটা! এটা তো অনেক পুরনো কথা।'

ঠাকুর বললো– 'এদের মোকাবেলা আপনার করা দরকার ছিলো। পালিয়ে এসে আপনি ভালো কাজ করেননি।'

নতুন রাগ প্রকাশ করে বললো– 'যে রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তোমরা পালিয়ে এসেছিলে, ঠিক সে রকম অবস্থার মুখোমুখি হয়ে আমরাও পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি।'

ঘনশ্যাম মাথা নত করে বললো– 'এখনো আমার কান তোমাদের কথা বিশ্বাস করতে পারছে না।'

নতুন বললো– 'ভাই ঠাকুর! মনে হচ্ছে আমরাও যে তোমার সামনে আছি, সেটাও বিশ্বাস হচ্ছে না।'

www.nagorikpathagar.org

ঘনশ্যাম ঠাকুর একটু ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো– 'তুমি বারবার আমাকে অবজ্ঞা করতে পারো না। আমার কাছে তোমাদের কষ্টের গভীরতা সম্পর্কে জ্ঞান আছে। তোমরা কোনো চিন্তা করবে না। ভগবানের দিব্যি! আমরা মুসলমানদের থেকে আমাদের প্রতিটি আঘাতের বদলা গুনে গুনে নেবো। তোমরা নিজের চোখে দু-চার দিন পরই মুসলমানদের রক্তের নদী দেখতে পাবে। তোমার পিতাজি ও তোমার ভাইদের রক্ত আমরা বৃথা যেতে দেবো না। তাদের প্রতি ফোঁটা রক্তের বদলা অসংখ্য মুসলিমের মাধ্যমে আদায় করবো। রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। এটা তোমাদের সাথে আমার অঙ্গীকার।'

নতুন মাথা নত করে বললো– 'ঠাকুর ভাই! আপনার হয়তো জানা নেই সময়টা কার দাসত্ব করছে। সর্বাবস্থায় আমরা আমাদের ভাইদের নিরাপত্তার জন্য আশীর্বাদ কামনা করি।'

মঙ্গল সিংয়ের মৃত্যুর সংবাদ এবং ধামিনির দুর্গ মুসলিমদের দখলে চলে যাওয়ার খবরটি আগ্নেয়গিরির মতো গোটা দুর্গে ছড়িয়ে পড়লো। দুর্গের প্রতিটি লোকই সংবাদটি শুনে ব্যথিত। এই সংবাদ ভাবিয়ে তুললো সকলকেই। সিপাহিরা একে অন্যকে কানে কানে জিজ্ঞেস করছে– 'এখন কী হবে? কোন ধ্বংসলীলা সামনের দিনগুলোতে সমুদ্রের ঢেউয়ে চুপসে আছে, কে জানে! হঠাৎ কখন আমাদের গ্রাস করে ফেলে, সেটাও অজানা।'

সবার মাঝে বিরাজ করছে এক অজানা আতঙ্ক। কারো কাছেই কোনো প্রশ্নের উত্তর জানা ছিলো না। মাতারানি ও নতুন, সিংরাম ও ঘনশ্যাম ঠাকুরের সাথে মহারাজা ও মহারানির চরণ সেবার জন্য মহলের দিকে রওনা হলেন। তাদের সফরসঙ্গীদের দুর্গের অতিথিশালায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন রাতের প্রথম প্রহর। মহারাজা ও মাতারানি তাঁদের সুসজ্জিত কক্ষে অবস্থান করছিলেন। কক্ষের চৌদিক দৃষ্টিকাড়া অলংকারে সজ্জিত। অপরূপ লাগছিলো সেবিকাদের কোমল নাদুসনুদুস দেহ। এক রক্ষী মহারাজা কৃষ্ণকুমারকে মঙ্গল সিংয়ের ধর্মপত্নীর আগমনের সংবাদ দিলে সে জিজ্ঞেস করলো– 'তারা কখন এসেছে?'

রক্ষী হাত জোড় করে বললো– 'তারা এখনই এসেছে।'

'ঠিক আছে।'

মহারাজ মদের ঢেকুর গণ্ডদেশ পার করে বললো– 'তাদের জন্য থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করো। স্নান সেরে তারা সতেজ প্রাণ হয়ে উঠুন। আমি একটু পর তাদের তলব করবো।'

www.nagorikpathagar.org

রক্ষী বাইরে বেরিয়ে এলো। বাইরে ঘনশ্যাম ঠাকুর, সিংরাম ও অন্যরা দাঁড়িয়ে ছিলো। রক্ষী বাইরে এসে বললো– 'মহারাজা বলেছেন– মেহমানদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে। রাতে তিনি তাদের ডেকে পাঠাবেন।'

মাতারানি ও নতুনকে একটি সুদৃশ্য কক্ষে রাখা হলো। রাতের একটা অংশ অতিবাহিত হলে মহারাজা তাদের তলব করলো।

নতুন বললো– 'মাতাজি! তুমি যাও। আমি যাবো না।'

'কেন?'

মাতারানি বললেন– 'পাগলি! মহারাজা তলব করেছেন। আমাদের দুজনকেই হাজির হওয়া আবশ্যক। তুমি না গেলে সেটা তিনি অসৌজন্য মনে করবেন।'

নতুন একটি নজরকাড়া পোশাক পরিধান করলো। তার চুলের জুলফি চেহারায় হেলেদুলে আছে। তার আকর্ষণীয় নয়নে ছিলো জাদু। প্রশস্ত মাথায় লাল রঙের মনোলোভা খোঁপা। মা-মেয়ে দুজনই মহারাজার শয়নকক্ষের দিকে রওনা হলেন। তাঁদের আগে-পিছে আছে কিছু সৈন্য।

কয়েকজন পথপ্রদর্শক ও অভ্যর্থনাকারী তাঁদের সাথে করে মহারাজার কক্ষের নিকট পৌঁছালো। একজন রক্ষী ভেতরে গিয়ে মহারাজাকে তাঁদের আগমনের খবর দিলো। মহারাজা একটি সোনালি সিংহাসনে বসে রেশমি তখ্‌তে পা লম্বা করে বললো– 'ভেতরে আসার অনুমতি দেওয়া হলো।'

কিছুক্ষণ পর রেশমি পর্দায় নড়াচড়া সৃষ্টি হলো। অর্ধবয়স্ক মাতারানি ভেতরে কদম রাখতেই ঝুঁকে উভয় হাত জোড় করে নমস্কার করতে করতে বললেন– 'মঙ্গল সিংয়ের বিধবা স্ত্রী মহারাজার চরণ স্পর্শ করার অনুমতি প্রার্থনা করছি।'

মহারাজা রাজকীয় ভঙ্গিতে বললো– 'অনুমতি প্রদান করা হলো।'

মাতারানি মহারাজার চরণ চুমুতে চুমুতে বললেন– 'মহারাজা! আমার কন্যা আপনার অনুমতির অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।'

মহারাজা মাতারানির দিকে তাকিয়ে বললো– 'মঙ্গল সিংয়ের বংশের লোকদের আসামের ওপর অনেক অবদান আছে। মঙ্গল সিং আমারও খুব শুভাকাঙ্ক্ষী। আমি মঙ্গল সিংয়ের সকল কাজ-কারবারে সন্তুষ্ট। এখানে প্রবেশ করতে তার কন্যার জন্য অনুমতির প্রয়োজন হয় না।'

নতুন কুমারী কক্ষে প্রবেশ করলো। মহারাজা চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকালো। তাকে দেখে মহারাজার চোখে-মুখে যৌনক্ষুধা জেগে

www.nagorikpathagar.org

উঠলো। ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো অপলক চোখে তাকিয়ে থাকলো তার দিকে। নতুন আস্তে করে নমস্কার বলে তার মায়ের পেছনে দাঁড়ালো। মহারাজার কামনা জেগে ওঠা চোখ তখনো নতুনের কোমল মায়াবী চেহারা থেকে সরেনি।

মাতারানি পেছনে হাত দিয়ে নতুনকে ইশারা করে বললেন– 'তুমি কেন মহারাজার চরণ স্পর্শ করছো না?'

নতুন অনিচ্ছা সত্ত্বেও সামনে বেড়ে গেলো। মহারাজা বললো– 'না, মাতাজি! এসবের কোনো প্রয়োজন নেই।'

তারপর সে কক্ষের আসনের দিকে ইশারা করে বললো– 'আপনারা বসুন।'

কক্ষের চারদিকে সেবিকারা হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। মহারাজা মদের বাটিতে ঠোঁট লাগিয়ে বললো– 'মাতাজি! বলুন, কী সেবা করতে পারি? কোনো প্রয়োজন হলে একজন বার্তাবাহক পাঠিয়ে দিলেই হতো। আর এখনো তো রাজা মঙ্গল সিং ধামিনি এসে পৌঁছায়নি!'

মহারাজা চুপ করলে রানি মাতাজি বললেন– 'হয়তো মহারাজা খেয়াল করেননি, বলেছিলাম আমি মঙ্গল সিংয়ের বিধবা স্ত্রী আর এ হচ্ছে মঙ্গল সিংয়ের এতিম কন্যা।'

মহারাজা বললো– 'এসব কী বলছেন?'

মাতারানি বললেন– 'মঙ্গল সিং মহারাজার ইজ্জতের ওপর কোরবানি হয়ে গেছে।'

'কী মতলব?'

মাতারানি সব খুলে বলুন।

মাতারানি বললেন– 'রাজা মঙ্গল সিং তার পুরো সৈন্যদলসহ ধ্বংস হয়ে গেছে।'

মহারাজা মসনদ থেকে উঠতে উঠতে বললো– 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। মুসলমানদের সৈন্যরা আমাদের ভূখণ্ডের এতো বড় ক্ষতিসাধন করেছে, আর সেটা কেউই আমাকে অবগত করলো না!'

মহারাজা তালি বাজালে একজন রক্ষী প্রবেশ করলো। মহারাজা রাগান্বিত স্বরে বললো– 'সেনাপতিকে এখনই এখানে উপস্থিত হতে বলো।'

রক্ষী বেরিয়ে গেলে মহারাজা বললো– 'আমি মঙ্গল সিংয়ের বিধবা স্ত্রীকে কথা দিচ্ছি মঙ্গল সিংয়ের হত্যাকারীদের আমি বেশি দিন দুনিয়ার বুকে জীবিত বিচরণ করতে দেবো না।'

www.nagorikpathagar.org

মাতারানি বললেন– 'আমি মহারাজার কাছে এটাই প্রত্যাশা করি। এ আশা বুকে নিয়েই এখানে এসেছি।'

মহারাজা বললো– 'কিন্তু মাতারানি, আপনার ধামিনি দুর্গ ছেড়ে চলে আসাটা ঠিক হয়নি।'

'ধামিনির দুর্গ।' মাতারানি বললেন– 'আমি ইচ্ছাকৃতভাবে ধামিনির দুর্গ ছেড়ে চলে আসিনি।'

'মানেটা কী?' মহারাজা জিজ্ঞেস করলো– 'তাহলে কি কেউ আপনাকে দেশত্যাগে বাধ্য করেছে?'

'না।'

মাতারানি বললেন– 'ধামিনির দুর্গ মুসলমানরা দখল করে নিয়েছে।'

মহারাজা চিৎকার করে বললো– 'এটা মিথ্যে কথা!'

'হয়তো মিথ্যা।' মহারানি চোখের অশ্রু মুছে বললেন– 'আমরা সেই তিক্ত বাস্তবতার জীবন্ত ছবি আপনার সামনে উপস্থিত।'

মহারাজা তরবারি খাপ থেকে বের করে বললো– 'মুসলমানরা সীমালঙ্ঘন করে ফেলেছে। তাদের মৃত্যু তাদেরই আশপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে।'

এই সময়ে সেনাপতি ঘনশ্যাম কক্ষে প্রবেশ করলো।

মহারাজা তখন রাগান্বিত কণ্ঠে বলতে লাগলো– 'ঠাকুরজি! তুমি কেমন সেনাপতি? আমার শাসিত অর্ধেক এলাকা এখন মুসলমানদের হাতে চলে যাচ্ছে। আর তোমার তার কোনো খবরও নেই! মঙ্গল সিংকে তার পুরো সৈন্যদলসহ হত্যা করা হয়েছে। ধামিনির পুরো দুর্গে এখন মুসলিমরা শাসন করছে। শিব দেবতার মন্দিরের উপকূলীয় এলাকায় মুসলিমদের বিজয় নিশান পতপত করে উড়ছে।'

ঘনশ্যাম মৃদুস্বরে বললো– 'এই সমস্ত ঘটনার অধিকাংশই আপনার জানা আছে। মঙ্গল সিংয়ের হত্যা ও ধামিনি মুসলিমদের দখলে চলে যাওয়ার সংবাদ আমারও জানা ছিলো না। কিন্তু মহারাজা! যুদ্ধে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়াটা স্বাভাবিক। এমন ছোট বিষয়ে মন খারাপ করা কিছুই নেই। আমরা প্রতিটি ঘটনার বদলা মুসলমানদের থেকে গুনে গুনে আদায় করবো।'

'কিন্তু কখন?'

মহারাজা ক্ষোভ প্রকাশ করে চিৎকার করে বললো– 'এক-এক করে আমাদের সমস্ত দুর্গ তাদের হাতে চলে গেলে তখন কী হবে? আমরা রাজধানীতে বসে বসে তাদের অপেক্ষা করছি। আর তারা আমাদের সবকিছু দখল করে নিচ্ছে। আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে!'

www.nagorikpathagar.org

এখন আমি কোনো সুযোগ তালাশের অপেক্ষা করাটা ভালো মনে করি না। দুর্গ থেকে বের হয়ে মুসলমানদের বড় সৈন্যদল পৌঁছার আগেই তাদের দখলকৃত এলাকায় চতুর্দিকে ঘেরাও করে আক্রমণ চালিয়ে তাদের ধ্বংস করে দিতে হবে। তুমি আজ এবং এখনই একটি বড়সড় সৈন্যদল নিয়ে ওইসব এলাকা ঘিরে ফেলো, যেগুলো মুসলিমরা দখল করে রেখেছে। বাংলার শাসক পৌঁছার আগেই তার সকল কৃতকর্ম শেষ হয়ে যাওয়া চাই। তাদের সফলতা আমাদের শাসিত এলাকা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসছে।'

'অনেক ভালো কথা।'

ঘনশ্যাম ওঠার সময় বললো– 'আমি নিজেই রণক্ষেত্রে অবস্থান করে নিজেই তরবারি পরিচালনা করবো এবং মহারাজাকে অনেক অনেক শুভ সংবাদ শোনাবো।'

'যাও! অনুমতি প্রদান করলাম।' মহারাজা বললো– 'কিন্তু স্মরণ রেখো বাংলার হাকিম পৌঁছার আগেই তুমি ফিরে আসবে।'

'আমার ব্যাপারে কোনো চিন্তা করবেন না।'

'তুমি তোমার সৈন্যদের প্রস্তুত করো। আমি তাদের বিদায় জানাতে আসছি।'

ঘনশ্যাম ঠাকুর ঝুঁকে হাত জোড় করে বললো– 'মহামান্য! অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মহারাজাকে দেখে সেনাদের সকলেরই মনোবল বৃদ্ধি পাবে।'

মহারাজা নতুনকে বললো– 'তুমি তো কিছুই বলছো না। তুমি কি কথা বলতে জানো না?'

নতুন কুমারী মৃদু হেসে বললো– 'আমি কথা বলতে জানি। তবে বড়দের মাঝে দখল দেওয়াটা ভালো মনে করি না।'

'অনেক ভালো।' মহারাজা হাসতে হাসতে বললো– 'তোমার দৃষ্টিতে যদিও আমি বড়। তুমি একটু গভীর নজরে দেখো, আমি বয়সের হিসাবে ছোট না হলেও তেমন বড় না।'

নতুন মাথা নত করে ফেললো। মহারাজা তাকে জিজ্ঞেস করলো– 'তোমার নাম কী? আমি তোমাকে তোমার নামেই ডাকবো।'

নতুন তখনো চুপ ছিলো। মাতারানি জলদি করে বললেন– 'মহারাজ! তার নাম নতুন কুমারী।'

'নতুন কুমারী'! মহারাজা তার দিকে বেশ গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো– 'অনেক সুন্দর নাম। তোমার মতো তোমার নামও অনেক সুন্দর।'

www.nagorikpathagar.org

মহারাজা একজন রক্ষীকে ডেকে বললো– 'একজন সরদারকে ডাকো।'

রক্ষী সরদারকে ডেকে পাঠালে তিনি কক্ষে প্রবেশ করলেন। তখন মহারাজা বললো– 'আমি সেনাপতিকে বিদায় জানাতে যাচ্ছি। আমার ঘোড়া তৈরি করো।'

সরদার মাথা নত করে বললো– 'আমরা সর্বাবস্থায় চৌকস ও প্রস্তুত আছি।'

'ঠিক আছে। তুমি তাহলে বাইরে অপেক্ষা করো।'

সরদার চলে গেলে মহারাজা উঠতে উঠতে বললো– 'মাতারানি! আপনি বিশ্রাম নিন। আমি দুর্গের প্রধান ফটক পর্যন্ত যাচ্ছি। নতুন কুমারী আমার সাথে যাবে। আপনি এখন যেতে পারেন।'

নতুন বললো– 'কিন্তু আমি আমার মাতারানিকে ছাড়া কোথাও যাবো না।' 'নতুন কুমারী!' মহারাজা তার দিকে চোখ লাল করে তাকালো। বললো– 'আমি মহারাজা! আমি কোনো আদেশে কারো "না" শুনতে অভ্যস্ত নই।' মাতারানি মহারাজাকে রাগান্বিত দেখে বললেন– 'নতুন কুমারী! তুমি মহারাজার সাথে যাও।'

'কিন্তু মাতাজি!' নতুন কুমারী কিছু বলতে চাইলে মহারাজা তার কথার মধ্যখানে থামিয়ে দিয়ে বললো– 'তুমি যদি দ্বিতীয়বার কোনো ধরনের আপত্তি করো, তাহলে এর পরিণাম ভালো হবে না। আমি তোমার ইজ্জত, সম্ভ্রম রক্ষা করতে সচেষ্ট এবং তোমার চিন্তা দূর করতে মরিয়া হয়ে আছি। সেখানে তুমি অজ্ঞতার পরিচয় কেন দিচ্ছো?'

মাতারানি উঠে চলে যাচ্ছিলো। তখন মহারাজা বললো– 'সম্মানিতা খাতুনকে তার কক্ষে সসম্মানে পৌঁছে দেওয়া হোক।'

মাতারানি কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। মহারাজা নিজের হাতে নতুনের হাত রেখে বললো– 'নতুন! জীবন শুধু কান্না বিলাপ করার নাম নয়। জীবনকে খুব কাছে থেকে দেখো। জীবন বড় উপভোগের জিনিস। নিজের ইচ্ছেমতো স্বাধীনভাবে চলার অভ্যাস করো। যৌবনের প্রতিটি মুহূর্ত রঙঢঙ ও মস্তি করে কাটিয়ে দেওয়া যায়। ওঠো! আমার শক্তিমত্তা দেখো!'

নতুন ছোট ছোট কদম তুলে মহারাজার সাথে বাইরে যেতে লাগলো। বাইরে তবলাসহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র জোরে জোরে বাজছে। সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুর শোরগোলের মধ্য দিয়ে দুর্গ থেকে বিদায় নিচ্ছে। মহারাজা তার কাঁধে হাত রেখে বললো– 'আমি আশাবাদী সেনাপতি! আমার দুশমনদের মাথা কেটে তবেই তুমি ফিরবে।'

www.nagorikpathagar.org

ঘনশ্যাম ঠাকুর বললো– 'যদি ভগবান চায় তাহলে এই প্রাচীরগুলোর চেয়েও উঁচু মিনার বানাবো।'

মহারাজা জিজ্ঞেস করলো– 'কী রকম মিনার?'

ঘনশ্যাম মৃদু হেসে বললো– 'মুসলিমদের কেটে আনা মাথার মিনার।'

'শাবাশ!' আমি সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়টার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।'

স্লোগান ও বাদ্যযন্ত্রের প্রকট আওয়াজের মধ্যে ঘনশ্যাম চল্লিশ হাজার সিপাহি নিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে গেলো। মহারাজা যখন নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করছে, তখন নতুন হাত জোড় করে বললো– 'আমি মহারাজার আশা পূরণ করেছি। এখন মহারাজা আমার আশা পূরণ করবে।'

মহারাজা টানা টানা চোখে নতুনের দিকে তাকিয়ে বললো– 'বলো, তোমার কী আশা, আমি এখনই পূরণ করে দেবো।'

নতুন কুমারী বললো– 'আমাকে এখন আমার মাতাজির কাছে যাওয়ার অনুমতি দিন।'

মহারাজা নতুনের হাত নিজের হাতে নিয়ে বললো– 'মাতাজির কাছে কী আছে? তুমি আমার কাছে থাকো। মনে হচ্ছে তুমি এখনো জীবনের সুখ, শান্তি, সৌন্দর্য দেখোনি। আমি তোমাকে আজ রাতের গভীরে নীল আকাশের গভীরের পানি পান করিয়ে তৃপ্ত করে দেবো। প্রেমনগরের রাজকুমারী! আজ রাতের প্রতিটি মুহূর্ত স্মরণীয় করে রাখতে চাই আমি।'

নতুন বাজপাখির নিচে দুর্বল চড়ুইপাখির মতো ছটফট করছে। মহারাজা নতুনকে তার সুদৃশ্য বিছানায় শোয়াতে শোয়াতে বললো– 'যদি তুমি আমার রঙিলা কামভাবের তুফানের সঙ্গী হও, তাহলে আমি তোমাকে আমার অন্তরের রানি বানিয়ে নেবো। নতুবা কলিকে কোনো মরা ফুলের মতো বেকার করে দেওয়া হবে।' নতুনের সারা শরীরে কম্পন সৃষ্টি হলো। তার চোখেমুখে ভয়ের পর্দা ঢেকে আছে। তার শ্বাস ওঠানামা করছে। প্রাণপাখি এদিক-সেদিক ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে।

'না!' নতুন চিৎকার করে বললো– 'আমি নিজেকে পাপের সাগরে উৎসর্গ করে দিতে পারি না।'

মহারাজা পাত্রের দিতে ইশারা করে বললো– 'শরাব পান করো। তোমার সব ভয় দূর হয়ে যাবে। নতুন কুমারী, তুমি ফুলের মতো কোমল। তোমার ওপর জোরজবরদস্তি করাটা আমার মনে সায় দিচ্ছে না। সামনের দিকে দেখো। সুন্দরীদের একটা দল অপেক্ষা করছে। তারা শুধু আমার

www.nagorikpathagar.org

চোখের ইশারা পেলেই বিছানায় চলে আসবে। এবার তুমি চিন্তা করে দেখো, আমি তোমাকে কতো উচ্চ স্থানে বসিয়েছি! এই স্থান পর্যন্ত পৌঁছার জন্য অসংখ্য কুমারী রীতিমতো প্রতিযোগিতা করছে। জানি না তোমার কোন জিনিসটা আমাকে এতো ব্যাকুল করে দিচ্ছে।'

মহারাজা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সেবিকাদের দিকে তাকিয়ে বললো– 'নাচো। গান গাও। দাঁড়িয়ে আছো কেন? আমার মনকে দুনিয়া থেকে ভুলিয়ে দাও।' মহারাজা একটি শরাবের পাত্র হাতে নিয়ে নতুনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো– 'পান করো।' মহারাজা হঠাৎ একটা তরবারি নতুন কুমারীর কাঁধের ওপর বসিয়ে বললো– 'যদি অস্বীকৃতি জানাও, তাহলে তোমার সুন্দর গর্দান তোমার রক্তে রঞ্জিত করা হবে।'

নতুন মদের বাটি তার কাঁপতে থাকা ঠোঁটে লাগালো। অতঃপর রাতের প্রতিটি মুহূর্ত দুটি দেহের আগুনে জ্বলে জ্বলে পার করলো। নতুন সে রাতে তার সম্ভ্রম, সতীত্ব সবকিছু হারিয়ে ফেলে। এক ক্ষুধার্ত জানোয়ার তার শরীরের সমস্ত কাপড় খুলে ফেললো। যখন সে নতুনের দেহের বিভিন্ন অংশে হাত দিতে লাগলো, তখন নতুন বললো– 'ভগবানের দোহাই! আমার জন্য এইটুকু উপকার করো, দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে থাকা এই সেবিকাদের এখান থেকে বের করে দাও। এতোগুলো চোখের সামনে আমার ইজ্জত লুণ্ঠন করা হচ্ছে!'

মহারাজা তাকে বুকে চেপে ধরে বললো– 'চাঁদ সকলেই দেখার জিনিস। ফুলের ঘ্রাণ নেওয়া ফুলকে দেখা– এটা সকলের অধিকার। তাদের আপন আপন অবস্থান থেকে সরিয়ে জীবনের এই মধুময় মুহূর্তের রঙবাজি দেখা থেকে নিষেধ করাটা ইনসাফের বিপরীত হবে। এটা বড় অন্যায়। আমার যৌবনের খেল তাদের চোখেমুখে দেখে দেখে নিজের ভেতরের কামবাসনা ভালো করে জাগিয়ে তুলবো।'

বাইরের পরিবেশ চিতার মতো জ্বালিয়ে তপ্ত করে রাখা হয়েছে, যাতে করে খুব সহজে এক হিংস্র প্রাণী নতুনের কোমল দেহকে চূর্ণবিচূর্ণ করে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে। তার শরীরকে যাচ্ছেতাই করা হচ্ছে। তাকে বারবার মদ পান করানো হচ্ছে। জুলুম ও অত্যাচারের ভয়াবহতা ওই পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো, যতোক্ষণ না ক্ষুধার্ত জানোয়ার পরিপূর্ণভাবে তার মনোবাসনা পূরণ করছে। তার পুরো শরীরকে দুর্বল করে দেয়া হয়েছে। নতুন কাতরাচ্ছে। সারা রাত চিৎকার করেছে। নতুন কুমারীর অন্তরাত্মাকে দয়ামায়াহীন জানোয়ার মহারাজা ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ভক্ষণ করেছে। তার

www.nagorikpathagar.org

আশা-প্রত্যাশার তাজমহল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। মহারাজার হিংস্রতায় নতুনের প্রত্যাশার শাখা-প্রশাখায় অপ্রস্ফুটিত কলিরা ঝরে গেছে।

সে ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে কেঁদে কেঁদে বললো– 'ভগবান! তুমি আজ কোথায় ঘুমিয়ে গেলে?'

নতুন মাথা এদিক-সেদিক ঝেঁকে চিৎকার করে বললো– 'আমি আর কতোক্ষণ জুলুমের ময়দানে এইভাবে পড়ে থাকবো? তুমি আর কতোক্ষণ জুলুমের এই তামাশা দেখে যাবে? দেখো ভগবান! আমি হয়তো ফিরে যাবো। কিন্তু আমার ইজ্জত, সম্ভ্রম তো সব শেষ হয়ে গেলো!'

চিৎকার করতে করতে কিছুক্ষণ পর নতুন বেহুঁশ হয়ে পড়লো। গাল বেয়ে চোখের অশ্রু প্রবাহিত হতে হতে দাগ হয়ে গেলো। তার ফুলের মতো নিষ্পাপ চেহারায় কলঙ্কের ধোঁয়া উড়ছে। মহারাজা পাগলা কুকুরের মতো তখনো তাকে ভোগ করে যাচ্ছে।

সে তার গণ্ডদেশে মদের ঢেকুর পার করে বললো– 'নতুন! তোমার দেহ দেবতার মতো কোমল ও পবিত্র। জানি না তোমার ভেতরে কী জাদু আছে? আমি এখনো অতৃপ্ত রয়ে গেলাম। ইচ্ছে করছে সারা জীবন এভাবে তোমার শরীরের ফুলের ওপর পড়ে থাকতে।'

নতুন তখনো বেহুঁশ। রাত অর্ধেকের মতো পার হয়েছে। মহারাজা নতুনের দেহের ওপর স্মরণীয় অত্যাচারে লিপ্ত। কিছুক্ষণ পর মহারাজা ক্লান্ত হয়ে উঠলো। নতুনের বুকের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে গেলো। সেবিকারা একে অপরকে বলছে– 'এই জানোয়ার আর কতো দিন এভাবে আমাদের এক এক নিষ্ঠুর রাত উপহার দেবে?'

অনেকক্ষণ পর নতুন নড়ে উঠে চোখ খুলে এদিক-সেদিক দেখে বড় কাতরকণ্ঠে বললো– 'আমাকে পানি দাও। আমি মরে যাচ্ছি।'

এক দাসী বাটিতে করে পানি এনে তার ঠোঁটে লাগিয়ে দিলো। পানি পান করার পর নতুন তার বুকের ওপর শুয়ে থাকা মহারাজাকে দেখে চিৎকার করে বলতে লাগলো– 'এই বিষাক্ত জানোয়ার কতোক্ষণ যাবৎ আমাকে দংশন করছে! আমি অনেক ব্যথা পাচ্ছি। তোমরা আমায় সাহায্য করো। বোনেরা! আমাকে এখান থেকে বের করে যেকোনোভাবে হোক আমার মাতারানির কাছে পৌঁছে দাও।'

ঊষা বললো– 'নতুন! তোমাকে সকাল পর্যন্ত এই জুলুমে ডুবে থাকতে হবে। ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করো। কান্নাকাটি করে এসব থেকে রেহাই মেলে না। যা হবার তা হয়েই গেছে। সময়চক্র ঘুরে যাওয়ার সাথে

www.nagorikpathagar.org

সাথে অতীতের সবকিছু একটা দুঃস্বপ্ন ভেবে ভুলে যাও। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করো। সামনের দিনটি নিয়ে নতুন কিছু ভাবো। হতে পারে তোমার আগামীকাল অতীতের অংশ বনে যাওয়া ভয়ানক দিনটির চেয়েও ভয়াবহ হবে। তুমি একটা রক্তচোষা জানোয়ারের নিচে পিষ্ট। জোশের জায়গায় হুঁশ দিয়ে যদি কাজ করো, তাহলে বেঁচে যেতে পারবে।'

নতুন মহারাজার শরীরের নিচে চাপা পড়ে থেকে বললো– 'আজ আর কাল আমার কাছে এক সমান হয়ে গেছে। ভগবানের দোহাই! আমায় সাহায্য করো। আমাকে এখান থেকে বের করো। আমি বাইরে কোনো খোলা জায়গায় মরতে চাই।'

ঊষা নতুনের লম্বা লম্বা চুলগুলো নেড়েচেড়ে আস্তে করে বললো– 'এই জগৎ একটি পিঞ্জিরার মতো। কারো কোনো খবর নাই। সকাল হলেই তোমাকে স্নানের জন্য বাইরে নেওয়া হবে। ওখান থেকে তুমি তোমার মাতারানির কাছে যেতে পারবে।'

মহারাজা ভয়ানক নাক ডেকে শয়নকক্ষে ঘুমাচ্ছে।

নতুন চিৎকার করে বললো– 'আমাকে এখনই বের করো। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

নতুনের প্রচণ্ড চিৎকারে মহারাজার ঘুম ভেঙে গেলো। সে ঊষার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'কে আমার আরামে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে?'

ঊষা হাত জোড় করে বললো– 'ক্ষমা করুন, মহারাজ! আমি কুমারী নতুনজিকে গল্প শোনাচ্ছিলাম।'

'কুমারীর যদি ঘুম না আসে, তাহলে তাকে অন্য কক্ষে নিয়ে যাও।'

মহারাজা পাশ পাল্টে শুয়ে পড়লো।

ঊষা নতুনের হাত ধরে টেনে তুলে বললো– 'এখন উঠে যাও। খুব সহজেই তোমার মুক্তি হলো।'

নতুন নিজের ব্যথাদগ্ধ শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তার পা দুটো সোজা করে দাঁড় করাতেও যেন কষ্ট হচ্ছে। তার চোখে রাগ, অভিমান ও ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। সে ঝুঁকে নিচে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা তার জামাকাপড় তুলে নিলো। পরে ঊষার সাথে বের হয়ে গেলো মহারাজার কক্ষ থেকে। তার পিছু পিছু আরো দু-তিনজন সেবিকাও বের হয়ে এলো। মশাল জ্বলছে। দাসদের ঘর থেকে রক্ষীদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। নতুন নিজেকে একটু সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'তোমার নাম কী?'

ঊষা উত্তর দিলো– 'কুমারীজি! আমার নাম ঊষা।'

www.nagorikpathagar.org

'ঊষা! আমি তো বরবাদ হয়ে গেছি। আমি বেঁচে থাকার উপযুক্ত নই। হিংস্র জানোয়ার আমার আত্মাকেও ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে।'

ঊষা বললো– 'কুমারীজি! বিচক্ষণতা ও ধৈর্যের সাথে কাজ করো। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। প্রথম প্রথম সবকিছুর প্রতিক্রিয়া এমনই হয়। পরে মানুষ আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।'

'ঊষা!' নতুন চিৎকার করে বললো– 'তোমাকে দেখতে তো বেহায়ার মতো মনে হয় না। আমি এই ধরনের অহেতুক আলাপ শুনতে চাই না।'

ঊষা বললো– 'একে তো তুমি বড়লোকের কন্যা। তাই তামাশা দেখাতে অভ্যস্ত।'

নতুন চিৎকার করে বললো– 'আমি তামাশা দেখাচ্ছি? এটা তুমি বলছো ঊষা?'

তারপর সে দেয়ালের কিনারায় দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো– 'ঊষা! এখানে পাথরের মতো কঠিন লোকগুলোই বসবাস করে। তোমরা সবাই আমাকে সারা রাত নির্মম শূলিতে চড়তে দেখেছো। তোমরা সারা রাত সচেতন চোখে আমার সম্ভ্রমের রক্ত দেখেছো। তারপরেও তোমরা আমার ওপর কষ্টদায়ক তির নিক্ষেপ করছো!'

ঊষা তার হাত ধরে সামনে অগ্রসর হয়ে বললো– 'নতুনজি! আমরাও আমাদের মাতা-পিতার সম্মানিতা লজ্জাবতী কন্যা ছিলাম। আমাদেরও অনেক প্রত্যাশা ছিলো। আমরাও কিছু না কিছু স্বপ্ন দেখতাম। কিছু স্বপ্ন তো কলি থেকে ফুল হয়ে সুগন্ধি ছড়াচ্ছিলো। জানি না, আমাদের কতো রাত তোমার মতো এভাবে দুঃখের শূলিতে চড়ানো হয়েছে। মৃত্যু আসেনি। তুমিও মরবে না। আমাদের মতো প্রতিবারই বেঁচে যাবে বারবার মরার জন্য। যখন কোনো নতুন রমণীর আগমন হয়, তারাও তোমার মতো এ রকম রাগ প্রকাশ করে। পরে তারাও আস্তে আস্তে বিছানার সাথে সমঝোতা করে নেয়। ভয়ানক বিছানা বলতে তখন আর কিছুই থাকে না। স্বাধীন হওয়া মুক্ত আকাশে ঘোরা সব ভুলে যায়। তুমি দেখবে– পাখি তার পিঞ্জিরাবদ্ধ অবস্থায়ও শিকারির পদধ্বনি শুনে খুশিতে চেঁচামেচি করে।'

***

মহারাজা সীমানাপ্রাচীর থেকে নেমে রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ঘনশ্যাম ঠাকুরের রক্ষীরাও তার সঙ্গে। যখন সে প্রাসাদে প্রবেশ করলো,

www.nagorikpathagar.org

তখন দাসীদের মাঝে বসে থাকা একজন রক্ষী দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললো– 'মহারাজ! মাতা মহারানি আপনাকে স্মরণ করেছেন।'

মহারাজা দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'তিনি এখন কোথায়?'

রক্ষী সামনের দিকে ইশারা করে বললো– 'তিনি তাঁর কক্ষে বিরাজমান।'

মহারাজা ঘনশ্যামের দিকে তাকিয়ে বললো– 'ঘনশ্যাম! তুমি এখন যেতে পারো। দুশমন মৌসুমে ফায়দা লুটে নেয়। অবহেলার শিকার হয়ো না। আর কারও অবগত না হওয়া চাই। আমি নিজেই রাতে বাইরে আসবো এবং পুরো দুর্গ চক্কর লাগাবো। যারা শুয়ে যাবে, তাদের সারা জীবনের জন্য শুইয়ে দেবো।'

ঘনশ্যাম মহারাজার চরণ স্পর্শ করলো এবং পেছনে ফিরে চলে গেলো। সরদার মহারাজার পেছনে পেছনে আসছে। বাকি সব রক্ষী, দাস-দাসী, নবাগতরাও দুই কাতারে দাঁড়িয়ে আছে। রক্ষীরা প্রতিটি পদক্ষেপে সাবধানতা অবলম্বন করছে। সর্বোচ্চ সতর্কতায় সকলে। স্থানে স্থানে জ্বলছে সুগন্ধিযুক্ত মশাল। মহারাজা দ্রুত হেঁটে মাতারানির কক্ষের দিকে চলে যায়। মাতারানির দরজায় কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষী। মহারাজাকে দেখে তারা মাথা নত করে নমস্কার জানালো এবং মাথা নত অবস্থায় একদিকে সরে গেলো। মহারাজা প্রবেশ করলো মাতারানির কক্ষে। মহারানি দাঁড়িয়ে গেলে মহারাজা তাঁর কদম হাতে স্পর্শ করে। মহারানি নিজের ছেলেকে অভ্যর্থনা জানিয়ে কাছে বসিয়ে বললেন– 'কিছুক্ষণ পর শিব দেবতা এখানে কোনো কাজে আসবেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে গোপনে হাশিমকে গ্রেফতার করে ফেলো। এই কাজ এতোই গোপনে হওয়া চাই, যাতে কেউই না বুঝে, কী হতে চলেছে। এখন রাতও অনেক ভয়ানক ও অন্ধকার। কাজ করার আগে সমস্ত আলো নিভিয়ে দেবে।'

মহারাজা বললো– 'আপনি এই ব্যাপারে কোনো চিন্তা করবেন না। সে আমার বড় ভাই অজয় কুমারের হত্যাকারী। সে নাগ দেবতাও যদি হয়, তাহলে তাকে এভাবে ছেড়ে দেবো না।'

'তুমি ঠিক বলেছো।'

মাতা মহারানি বললেন– 'সে আমার মমতা বিচ্ছিন্নকারী। আমি যখনই তাকে দেখি আমার রক্ত টগবগ শুরু করে। কিন্তু তার হত্যার কার্য সমাধা করতে জলদি কিছু করতে যেয়ো না। আমরা তার বদলায় বেশ্যা চন্দ্রকান্তকে আশা করি। মুসলিমরা তাকে মাগনা সদাই মনে করে না।'

www.nagorikpathagar.org

মহারাজা কক্ষের তরুণীদের দিকে তাকিয়ে বললো– 'মাতাজি! আমি অনেক বড় একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাবো। আজকের রাত আমাদের গোপন শত্রুদের জীবনের শেষ রাত। আজ রাতের আঁধারেই আমরা সব কাজ সমাধা করবো। প্রণাম ও পৃথী আমাদের চোখের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'আর নিলম?'

মাতারানি জিজ্ঞেস করলে মহারাজা উত্তর দিলো– 'সে যদি একা থেকে যায়, তাহলে মূল্যহীন হয়ে পড়বে। যে কোনোভাবে আমি তার ব্যাপারেও ভেবে দেখবো। যুদ্ধ চলাকালীন তাকেও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করাবো।'

মাতা মহারানি ছেলের কপালে চুমু খেয়ে বললেন– 'আমার সন্তান অনেক বুদ্ধিমান হয়ে গেছে।'

মহারাজা উঁচু আওয়াজে অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'মাতা মহারানি! তোমার ছেলের বয়স কম ঠিক আছে। তবে কম বুদ্ধিওয়ালা নয়। তুমি দেখে নিয়ো, তোমার সন্তান আসাম ও বাংলার এক মহারাজায় পরিণত হবে!'

মাতা মহারানি হেসে বললেন– 'আমি এ রকমই স্বপ্ন দেখি।'

'তোমার স্বপ্ন খুব অল্প সময়ে বাস্তবে দেখা দেবে। একটা বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে, এতে করে পুরো ময়দানই শূন্য হয়ে গেছে। ভগবানের দিব্যি! আমি হিন্দুদের এই ভূখণ্ড মুসলিমদের রক্তে রঞ্জিত করবো।'

মাতারানি মদের পাত্র ঠোঁটে লাগিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'দুর্গের গুদামজাত করা খাবার কী পরিমাণ আছে?'

মহারাজা বললো– 'এ ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে না। আমরা ছয় মাস পর্যন্ত বসে বসে খেতে পারবো। আমাদের এখানে খানাপিনা ও যুদ্ধের সরঞ্জামাদির কোনো অভাব নেই। আমরা দূর-দূরান্তে ছোট ছোট দুর্বল অসংখ্য গ্রাম লুট করে গুদাম ভরপুর করে রেখেছি।'

একজন রক্ষী এসে সংবাদ দিলো– 'শিব দেবতা আসছেন।'

মাতারানি নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বললেন– 'দেবতাকে সসম্মানে ভেতরে নিয়ে আসা হোক।'

রক্ষী বের হয়ে গেলে মহারানি আস্তে তরে মহারাজাকে বললেন– 'হাশিমকে গ্রেফতারের দায়িত্ব নিলমকে দেওয়া হোক। যদি গ্রেফতার করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে আমরা তাকে হত্যা করার একটা বাহানা পেয়ে যাবো। আর যদি সে আমাদের কথা অনুযায়ী হাশিমকে গ্রেফতার করে, তাহলে তার নিষ্ঠতা সম্পর্কে অবগত হবো।'

www.nagorikpathagar.org

মহারাজা বললো– 'ঠিক আছে। অনেক দারুণ বুদ্ধি। আমি এখনই তাকে ডেকে আদেশ করছি।'

মাতারানি বললেন– 'এখন এখানে অবস্থান করো। শিব দেবতার চরণ স্পর্শ করে অন্য কোনো কাজের কথা বলে বের হয়ে যাবে।'

কিছুক্ষণ পর শিব দেবতা হিন্দু শাস্ত্রীয় বিভিন্ন মন্ত্র পাঠ করে করে নিজের নির্ধারিত কক্ষে প্রবেশ করলেন। তিনি কক্ষে পা রাখতেই মাতা মহারানি দৌড়ে এসে তাঁর পায়ের ওপর পড়ে কান্না শুরু করে দিলেন।

তিনি বলতে লাগলেন– 'দেবতা মহারাজ! আমরা শুনেছি বাংলার বাদশার সৈন্যরা আসামে প্রবেশ করেছে। দু-এক দিনের মধ্যেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। ভগবানের দোহাই! আমার কন্নার ওপর আপনার শক্তিতে কৃপা করুন!'

ঠিক সে সময়টাতেই দমকা হাওয়া ও ভয়ানক বজ্রপাত আরম্ভ হলো। বজ্রপাতের গর্জন চারদিক কাঁপিয়ে তুলছে। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো।

শিব দেবতা একটু ঝুঁকে মাতারানির দুই হাত ধরে টেনে তুলে বললেন– 'মেঘদেবতার প্রদর্শিত এই শক্তির মতো আমিও তোমার জন্য তোমার ছেলের ওপর সীমাহীন কৃপা করবো। কিন্তু তুমি তাকে বোঝাও, সে যেন আমাদের পথে কাঁটা বিছানো থেকে বিরত থাকে। আমি শুধু তোমার কারণেই তাকে অনেকবার ক্ষমা করেছি। এভাবে তো আমি বারবার ক্ষমা করতে পারি না!'

মহারাজা সামনে এগিয়ে এসে শিব দেবতার চরণ স্পর্শ করে বললো– 'আমি তো দেবতার দাস। আমি অজ্ঞ। অল্প বয়সী। বিভিন্ন কাজে স্মরণশক্তির দুর্বলতার কারণে উলটপালট করে ফেলি। তখন আপনি আমার ওপর প্রচণ্ড খেপে যান। তবুও আমরা সামনের সমস্ত কাজ মাতারানি ও দেবতা মহারাজের ইচ্ছে অনুযায়ীই করবো।'

অতঃপর মহারাজা দাঁড়িয়ে বললো– 'আমাকে যেতে অনুমতি দিন, অনেক কাজ পড়ে আছে। সেগুলো সমাধা করে আসতে হবে।'

'ঠিক আছে।'

শিব দেবতা বড়ই নির্দেশসুলভ ভঙ্গিতে বললেন– 'তুমি যেতে পারো। আর স্মরণ রেখো! সব সময় অন্তরে দেব-দেবতার প্রেমে ভরপুর রাখবে। দেব-দেবতার প্রেমের আলো তোমার চলতি পথের যেকোনো অন্ধকার দূর করে দেবে। যাও! আমি এককভাবে মাতা মহারানির সাথে সাক্ষাতে বসবো।'

www.nagorikpathagar.org

***

'ঊষা!'

নতুন বললো– 'ভগবানের দোহাই! আজ এতো বিষাক্ত তেজ দেখিয়ো না।'

সামনে একজন সরদার আসছে। নতুন ছিঁড়ে যাওয়া টুকরো টুকরো জামা দিয়ে নিজের লজ্জাস্থান ঢাকার চেষ্টা করছে।

নতুন বললো– 'কোনো পুরুষ আসছে। আমাকে এখান থেকে আড়াল করো। এই কাপড় দিয়ে আমার লজ্জাস্থান ঢাকা সম্ভব নয়।'

কাছে এসে সুজন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। দুহাতে দুচোখ বন্ধ করে বললো– 'ক্ষমা করো বোন! আমি অনিচ্ছাকৃতভাবে তোমাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখে ফেলেছি।'

নতুন চিৎকার শুরু করে দিলে সরদার ঊষাকে জিজ্ঞেস করলো– 'ঊষা, জুলুমের পাহাড় থেকে নেমে আসা এটা কোন হতভাগা?'

ঊষা বললো– 'ভাই! এ হচ্ছে রাজা মঙ্গল সিংয়ের এতিম কন্যা নতুন কুমারী। মহারাজা তার পিতার ত্যাগ স্বীকারের সুন্দর বদলা দিয়েছেন!'

সুজন জিজ্ঞেস করলো– 'এখন জীবন্ত এই লাশটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?'

ঊষা নিচু আওয়াজে বললো– 'সে তার মাতারানির কাছে যেতে চায়।'

'ঠিক আছে। তাকে তার মাতারানির কাছে পৌঁছে দাও।' সুজন বললো।

তারপর সে নতুনের মাথায় হাত রেখে বললো– 'কুমারীজি! এটা ভয়ানক রাতের একটা সকাল। এই অন্ধকার খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে। ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সাথে কাজ করতে হবে। যদি তুমি ধামিনি রয়ে যেতে, তাহলে এই ভয়াবহ কেয়ামত থেকে রক্ষা পেতে। তারা মা, বোন ও কন্যাদের ইজ্জত, সম্ভ্রম ভালো করেই রক্ষা করতে জানে। যা হবার তা হয়েই গেছে। এখন কান্না করে কোনো লাভ নেই। এখানে তোমাকে কদমে কদমে ব্যথিত হতে হবে। এখনো তোমাকে বহু বিপদ-আপদ ভরা সুড়ঙ্গ দিয়ে চলতে হবে। জানি না, আবার তোমার শরীর থেকে কতোটা রক্ত বের করে আনে ওই হায়েনারা। বাঁচতে চাও তো সকাল হবার আগেই মরে যেয়ো।'

সুজন দ্রুত পায়ে হেঁটে একদিকে চলে গেলো। নতুন ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো– 'ঊষা! উনি কে? যিনি অন্ধকারে একটি আলো জ্বালিয়ে গেলেন?'

www.nagorikpathagar.org

ঊষা বললো– 'নতুনজি! প্রতিটি অন্ধকারেই কোথাও না কোথাও ঝলমলে তারকা দৃষ্টিগোচর হবে। তাকেও একটা ঝলমলে তারকা মনে করো।'

সুজনের পদধ্বনি অনেকক্ষণ নতুনের কানে বেজে যাচ্ছে। তার ভেজা চোখে সুজন আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে।'

নতুন কুমারী ঊষার কাঁধে হাত রেখে বললো– 'ঊষা! এই যুবকটা কে ছিলো?'

ঊষা বললো– 'উনি মহারাজার রক্ষীদের সরদার সুজন।'

নতুন বললো– 'তিনি তো আমাকে অবাক করে দিলেন! তাঁর কথাবার্তা আমার ভাঙামনে অনেক সাহস জুগিয়েছে। আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে– এমন ঘনঘোর অন্ধকারে সুজনের মতো ভালো মানুষও থাকতে পারে!'

মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টা বাজতে শুরু করে। ঊষা যখন নতুন কুমারীকে নিয়ে তার মায়ের কাছে যায়, নতুনের এই দৈন্যদশা দেখেই তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। তাঁর সব স্বপ্ন-আশা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। কিছুতেই তিনি মেনে নিতে পারছেন না মেয়ের সম্ভ্রমহানির এই বর্বরতা। মহারাজার মায়ের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ নিয়ে গেলে তিনিও মাতারানিকে ধমকাতে থাকেন। মহারাজার শয্যাসঙ্গী হওয়ার জন্য তাকে কৃতজ্ঞ হতে বলেন। নতুন ও তার মাতারানি চোখেমুখে অন্ধকার দেখতে পান। মাতা মহারানির প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলে তাদের সাথে সুজনের সাক্ষাৎ হয়। সুজন তাদের কানে কানে বলেন– 'মন্দিরে চলে যান। ওখানে শিব দেবতা আছেন। তাঁর চরণে কিছুটা হলেও সান্ত্বনা পাবেন আপনারা। আপনাদের মর্মবিদারী এই পরিস্থিতিতে তিনি আপনাদের সহায় হবেন।'

মন্দিরে এসে শিব দেবতার কক্ষে পৌঁছালে শিব দেবতা তাঁদের বলেন– 'আমি অত্যন্ত লজ্জিত। অত্যাচারীরা আপনাদের ওপর অন্যায়ের পাহাড় চাপিয়ে দিয়েছে।'

নির্মলা নতুনকে বুকে জড়িয়ে নেয়। শিব দেবতা নতুনের মাথায় স্নেহমাখা হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন– 'নতুন কুমারী! তোমার ব্যথা আমার হৃদয়ের গভীরে আঘাত করেছে। এই হিংস্র হায়েনাদের কাছ থেকে আমি চরম প্রতিশোধ নেবো। তুমি চিন্তা করো না। ভগবানের অদৃশ্য শক্তি এই দেশের ভবিষ্যতের ব্যাপারে বড় বিচিত্র ফয়সালা করে রেখেছেন। অচিরেই এই অন্ধকার দূর হয়ে যাবে।'

www.nagorikpathagar.org

অপহৃত নন্দিনী

পুনম শিব দেবতার সুদৃশ্য মূর্তির সামনে বসে মাথা ঝুঁকিয়ে হাত জোড় করে বসে আছে। সে দেবতার ভক্তিতে মগ্ন। পূজার কক্ষ চম্পা ও জুঁই ফুলের সুবাসে মোহিত। হঠাৎ কক্ষে কয়েকটি পায়ের ছাপ। পুনম মাথা তুলে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে দেখলো– স্বামীজাতীয় হিন্দু মহাপুরুষ। তার হাতে পিতলের পাত্র।

স্বামী পুনমের কাছে পৌঁছে তার দিকে তাকিয়ে বললো– 'তুমি বড়ই ভাগ্যবান। খুবই গভীর মনোযোগের সাথে তুমি প্রভুর ভক্তি করছো। তোমার মনে ভগবানের নিবাস। তোমার মনমোহিনী সৌন্দর্য দেবীর মতো। তুমি দেবী?'

পুনম অবনত মস্তকে খুবই বিনয়ের সাথে স্বামীর পায়ে চুমু খেয়ে বললো– 'ধন্যবাদ, স্বামীজি! আমি দেবী নই। আমি তো দেবী দেবতা এবং আপনাদের মতো বিদ্বান ধর্মগুরুদের চরণের ধূলির সমতুল্যও নই!'

যুবক স্বামী তার মাথায় হাত রেখে বললো– 'আমি জানি, তুমি কে! তুমি কোনো সাধারণ কন্যা নও! আমার জ্ঞান-বিদ্যা তাই বলে। ভগবত, গীতা ও রামায়ণের বড় বড় বিদ্বান, ঋষি আছেন। আমাদের আত্মায় ভগবানের জ্ঞান প্রকাশ হয়ে থাকে। আমি জানি, তুমি কে!'

পুনম গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে চলে যেতে পা বাড়ায়। স্বামী তাকে জিজ্ঞেস করে– 'তুমি কোথায় থাকো?'

পুনম অবনত মস্তকে হাত জোড় করে জবাব দেয়– 'দাসী এই মন্দিরেই থাকি।'

পুনম পূজার কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়। দ্রুত পা বাড়িয়ে সে চলে যায় একটি সরু পথ ধরে। স্বামী এক রহস্যপূর্ণ ভঙ্গিতে হরি ওঁ হরি কৃষ্ণ-এর ভজন গেয়ে গেয়ে তার পেছনে পেছনে আসছে। সূর্য ইতোমধ্যে ডুবে গেছে। গাছগাছালি ও প্রাচীরের ছায়া অনুসরণ করে করে ইসমাইল নাগ দেবতার

www.nagorikpathagar.org

মন্দিরে চলে গেছে। মোহন ও শেখর বসে আছে রাজগোপাল মৌয়ালের কাছে। পুনম তার কক্ষে প্রবেশ করে। স্বামী ভজন জপতে জপতে এগিয়ে আসছে। এরপর সে দ্রুতপায়ে মন্দিরের প্রধান ফটক দিয়ে বেরিয়ে যায়। মন্দিরের বাইরে বহুদূর পর্যন্ত গাঁদা, চম্পা ও জুঁই ফুলের গাছের সারি। ফুলগাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে নারকেল গাছ। স্বামীর কিছু সঙ্গী সেই গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিলো। সে তাদের নিকটে পৌঁছে এদিক-ওদিক তাকিয়ে পরে বলতে লাগলো– 'আমার হাত তার গর্দান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।'

স্বামীর চোখে শয়তানি চমক। প্রতারণা রঙ তার চোখেমুখে। সে তার এক সঙ্গীর দিকে ইশারা করে বললো– 'এই মুহূর্তে তুমি সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুরের কাছে চলে যাও এবং তাকে বলো যে, আমি রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের একমাত্র গোপন ভেদ জানা বান্ধবী পুনমকে খুঁজে পেয়েছি। মনে হয় রাজকুমারী এখানে কোথাও মন্দিরের কোনো গোপন কক্ষে আত্মগোপন করে আছে। আমরা অর্ধেক যুদ্ধ জিতে গেছি। পুনম সবকিছু আমাদের জানাবে...।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে বলতে শুরু করলো– 'অর্ধরাত পেরোলে আমরা পুনমকে উঠিয়ে নেয়ার অভিযান আরম্ভ করবো। মন্দিরের সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে আমরা বেরিয়ে যাবো। সব জায়গা আমি ভালো করে দেখে নিয়েছি। সুড়ঙ্গের অপর প্রান্তে নাগ দেবতার মন্দিরের নিকটবর্তী প্রান্তর। অর্ধরাতের মধ্যেই সেনাদের ওখানে পৌঁছে যেতে হবে। সুড়ঙ্গের অপর প্রান্তে পঞ্চাশ-ষাট জন মুসলিম সিপাহি পাহারার কাজে নিয়োজিত থাকে। ওদের সবাইকে মেরে ফেলতে হবে।'

স্বামীর একজন সঙ্গী দ্রুত মাঠের পেছন দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

স্বামী তার আরেক সঙ্গীকে লক্ষ করে বলতে থাকে– 'রাতের মধ্যে মন্দিরে পৌঁছে যেতে হবে।'

তার এক সঙ্গী বলে উঠলো– 'বিনোদজি! চিন্তার কোনো কারণ নেই। সুড়ঙ্গের পথ আমরা খুঁজে নেবো। যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকবো।'

বিনোদ মহারাজা কৃষ্ণকুমারের খুবই বিশ্বস্ত গোয়েন্দা। এই মুহূর্তে সে একজন স্বামী সেজে এখানে এসেছে। ঘনশ্যাম ঠাকুর মন্দির থেকে প্রায় চার ক্রোশ দূরে তার বাহিনী নিয়ে বনের গহিনে লুকিয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে ঘনশ্যাম ঠাকুর মঙ্গল সিং নিহত ও তার বাহিনী ধ্বংসের পর মুসলমানদের

www.nagorikpathagar.org

ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালাতে এসেছে। বিনোদ মুসলিম বাহিনীর অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য গুপ্তচর হিসেবে মন্দিরে এসেছে। পুনম এখানে আছে– সেটা সে জানতো না। পুনমকে সে ভালো করেই চিনতে পেরেছে। রাতের মধ্যে বিনোদের প্রেরিত সঙ্গী ঘনশ্যাম ঠাকুরের ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছায়। সে সেনাপতিকে বিনোদের বার্তা জানায়।

সেনাপতি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে– 'মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করবার আর রাতে অতর্কিত আক্রমণের এখন আর প্রয়োজন নেই। ভগবানের কৃপায় আমরা যুদ্ধ করা ছাড়াই জিতে গেলাম। পুনম সবকিছু আমাদের বলে দেবে। আমি তার হাড্ডিতে লুকিয়ে থাকা রাজকুমারী চন্দ্রকান্তকে খুঁজে বের করবোই! মনে হয় মহারাজা কৃষ্ণকুমারের ভাগ্যাকাশে নতুন চাঁদ উদয় হয়েছে!'

রাতের নিস্তব্ধতা গভীরতায় রূপ নেয়।

ঘনশ্যাম বিনোদের সঙ্গীকে উদ্দেশ করে বলে– 'তুমি বিনোদের কাছে যাও। তাকে বলবে আমরা অর্ধরাতের আগেই মুসলিম প্রহরীদের মৃত্যুর ঘাট পার করিয়ে দেবো।'

রাতের এখন প্রথম প্রহর। সাধারণ পূজা চলছে। যতোই রাত গভীর হচ্ছে, ততো নীরব নিস্তব্ধতা ছেড়ে যাচ্ছে চারদিকে। সাধুদের ভজন এবং ধার্মিকদের গীতের শব্দ কমতে থাকে। মন্দিরের পূজারিরা নিজ নিজ শয়নকক্ষে গিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। বিনোদ পুনমকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। শেষে ছোট্ট একটি কক্ষে সে পুনমকে দেখে। কোনো এক দেবীর সুদৃশ্য মূর্তির সামনে সে নুয়ে আছে। তার সঙ্গে নালিনী জয়ন্তীও আছে।

বিনোদ পুনমের নিকটে পৌঁছে বললো– 'গোটা মন্দিরে আমি আমাদের দেবীকে খুঁজে ফিরছি।'

পুনম মাথা তুলে তার দিকে তাকিয়ে বললো– 'আমি তো রাতে এখানেই থাকি। আসলে শোরগোল ও ভিড়ভাট্টায় আমার ভয় হয়। প্রভুর ভক্তি ও পূজা তো একাকী করাই ভালো।'

স্বামী মৃদু হেসে বললো– 'ঠিক আছে, দেবীজি! উপরন্তু দেবীর তো উচিত তার পূজারিদের ব্যথা অনুভব করা। কতো কতো পূজারি ও ভক্ত ব্যাকুল হয়ে দেবীর অপেক্ষা করছে! তীর্থযাত্রীদের দর্শন দিলে খুব ভালো হয়।'

পুনম মৃদু হেসে বললো– 'জানি না, কেন আপনি আমাকে দেবী আখ্যায়িত করছেন! আমি তো দেবী নই!'

www.nagorikpathagar.org

নালিনী অনেকক্ষণ ধরে বিনোদের দিকে তাকিয়ে আছে।

সে জিজ্ঞেস করলো– 'কে তুমি? আর কী জন্য উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করছো?'

'মনে হয় আমার উপস্থিতি তোমার ভালো লাগছে না! আমি চলে যাচ্ছি...'

সে গভীর দৃষ্টিতে নালিনীর দিকে তাকিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো।

নালিনী শঙ্কার গন্ধ পেয়ে গেছে। সে পুনমের বাহু ধরে বললো– 'ওঠো! অর্ধরাত হয়ে গেছে। এখন ফেরা চাই।'

পুনম নালিনীর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো– 'তুমি ভয় পাচ্ছো কেন? শঙ্কার কারণ কী?'

নালিনী বললো– 'আমি ভীষণ শঙ্কা অনুভব করছি। তুমি এই অপরিচিত লোকের কাছে নিজের নাম বলোনি তো?'

পুনম বললো– 'না!'

নালিনী বাইরে তাকিয়ে বললো– 'ভগবান আমাদের রক্ষা করবেন। মনে হয় ভয়ংকর কোনো পরিস্থিতি ঘনিয়ে আসছে। বাইরে গভীর অন্ধকার। সব কটি বাতিও দেখি নেভানো!'

পুনম দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো– 'মনে হয় বাতাস বাতিগুলো নিভিয়ে দিয়েছে।'

নালিনী পুনমের হাত ধরে কক্ষের দরজার দিকে এগিয়ে বললো– 'বাইরে ভীষণ অন্ধকার। দ্রুত চলো, খুব দ্রুত আমাদের শয়নকক্ষে পৌঁছাতে হবে!'

পুনম ও নালিনী সরুপথে পা রাখতেই অন্ধকারে অতর্কিত কী যেন তাদের ওপর হামলে পড়ে। চিৎকারের কোনো সুযোগই দেয়া হয়নি। আক্রমণকারীরা তৎক্ষণাৎ উভয়ের মুখ বেঁধে ফেলে এবং মন্দিরের পেছনে নিয়ে যায়।

বিনোদ পুনমের দিকে ইশারায় বাঘের মতো গর্জন দিয়ে বলে– 'এ হচ্ছে পুনম। তাকে উঠিয়ে নাও। আর তার সঙ্গী নালিনী জয়ন্তীকে আধমরা করে ফেলে দাও!'

এক সিপাহি নালিনীর মুখের ওপর এক হাত রাখলো আর অপর হাতে ধারালো খঞ্জর দিয়ে বুকে আঘাত করলো। সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো নালিনী। কিছুক্ষণ ডানাকাটা পাখির মতো ছটফট করে সে নিস্তেজ হয়ে পড়লো।

www.nagorikpathagar.org

রাতের দ্বিতীয় প্রহর ফুরাবার পথে। চারদিকে ভয়ংকর নিস্তব্ধতা। সুড়ঙ্গের প্রহরীদের ওপর অতর্কিত এক কেয়ামত পতিত হয়। চারদিক থেকে তাদের ঘেরাও করে একে একে সবাইকে মেরো ফেলা হয়। এই সুড়ঙ্গ পথ প্রায় দুই ক্রোশের মতো দীর্ঘ। সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেই বিনোদ ও তার সাথিরা মশাল জ্বালিয়ে দেয়। পরে দ্রুত পায়ে এগোতে থাকে। ইতোপূর্বে ঘনশ্যাম ঠাকুর সুড়ঙ্গের অপর প্রান্তের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রেখেছে।

বিনোদ ও তার সঙ্গীরা বেরিয়ে এলে ঘনশ্যাম বিনোদকে জিজ্ঞেস করে– 'পুনম কোথায়?'

বিনোদ বললো– 'আমি পুনম ছাড়া আসিনি। ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নাও। মুসলমানরা যদি খবর পায় তবে বড় রক্তাক্ত লড়াই হবে।'

ঘনশ্যাম বিনোদের হাতে চুমু দিয়ে বললো– 'তুমি অনেক বড় কৃতিত্ব দেখালে। আমি ভীষণ খুশি হয়েছি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘনশ্যাম ঠাকুর পুনমকে মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে রাজধানীর দিকে রওনা হলো।

***

অর্ধরাতের চেয়ে বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। প্রাচীরের স্থানে স্থানে মশাল জ্বলছে। দূর-কাছের বন-জঙ্গলে কখনো কখনো জীবজন্তুর চিৎকার শোনা যাচ্ছে। খুবই রহস্যাবৃত এক ঘনঘোর নীরবতায় ছেয়ে আছে চারদিক। শিব দেবতার মন্দিরের কাঁসর থেকে প্রথম ঘণ্টার আওয়াজ ভাসতে থাকে। নিস্তব্ধ প্রকৃতিতে এই সময়ে রাতের তৃতীয় প্রহর শুরু হয়ে গেছে। মন্দিরের মহাদেবজি এবং অন্য পূজারিরা হরি রাম হরি রাম বলে স্লোগান দিয়ে দিয়ে জেগে চলেছেন। মহাদেব ওইসব বড় বড় কক্ষের দরজা খুলে দিতে লাগলেন, যেগুলোতে মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে এবং যেখানে পূজা-অর্চনা করা হয়ে থাকে। হঠাৎ সরু এক পথ দিয়ে হাঁটতে গিয়ে মহাদেবের দৃষ্টি পড়ে পুনমের কক্ষের খোলা দরজার দিকে।

তিনি তাঁর সঙ্গে থাকা পূজারির দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন– 'এতো তাড়াতাড়ি পুনম কোথায় গেলো!'

অন্য পূজারি ভেতরে প্রবেশ করে শঙ্কাভরা কণ্ঠে বলতে লাগলো– 'মহাদেব! মনে হয় রাতে পুনম কক্ষে আসেনি!'

মহাদেব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'এটা কী বলছো তুমি?'

www.nagorikpathagar.org

পূজারি ভেতরে প্রবেশ করে বলল- 'বিছানা বলছে সে আজ রাতে এখানে শয়ন করেনি।'

মহাদেব গভীর দৃষ্টিতে বিছানার দিকে তাকিয়ে বললেন- 'ঠিকই বলছো তুমি।'

মহাদেব দৌড়ে কামিনীর কক্ষের দরজায় গিয়ে পৌঁছালেন। কামিনীর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিলো। তিনি মৃদু শব্দে দরজায় আঘাত করতে থাকেন।

কিছুক্ষণ পরই কামিনী দরজা খুলে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করলো- 'কে? মহারাজ! ভালো আছেন তো?'

মহাদেব কাঁপা হাতে জিজ্ঞেস করলেন- 'কামিনী মা! পুনম তোমার কক্ষে আছে কি?'

'না তো!'

কামিনী জবাব দিলে মহাদেব সামনে এগিয়ে কুলসুমের কক্ষের দরজায় আঘাত করতে আরম্ভ করেন। কামিনীও মহাদেবের পেছনে পেছনে কুলসুমের কক্ষের দরজায় পৌঁছে যায়।

কুলসুম দরজা খুলে বাইরে তাকায়। এরপর সে ভীতকণ্ঠে বলে- 'মহাদেবজি! ভালো আছেন তো?'

মহাদেব কাঁপা হাতে জিজ্ঞেস করলেন- 'কুলসুম মা! পুনম তোমার কক্ষে আছে কি?'

কুলসুম বললো- 'না, সে তো আমার কক্ষে নেই! কিন্তু ঘটনা কী?'

মহাদেব বললেন- 'মা! মনে হয় রাতের অন্ধকারে আমাদের সাথে অনেক বড় জুলুম করা হয়েছে। পুনমকে তো তার কক্ষে দেখা যাচ্ছে না!'

কামিনী বললো- 'হয়তো সে স্নান করতে গেছে।'

'না। তার বিছানা বলছে আজ রাতে সে ঘুমায়নি।'

কুলসুম চিৎকার দিয়ে বললো- 'স্বামী এবং তার যাত্রীরা কোথায়?'

মহাদেব তার সঙ্গী পূজারির দিকে তাকিয়ে বললেন- 'স্বামী এবং তার সঙ্গীদের বাসস্থান মন্দিরের কোন দিকে?'

পূজারি বললো- 'মহাদেবজি! ওরা তো মন্দিরের পেছনের অংশে অবস্থান করছিলো।'

মহাদেব খুব রাগতস্বরে পূজারির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- 'আমাকে জিজ্ঞেস করা ছাড়া কে তাদের মন্দিরের পেছনের অংশে অবস্থানের অনুমতি দিয়েছে?'

www.nagorikpathagar.org

পূজারি হাত জোড় করে বললো– 'মহারাজ! স্বামী কারও কাছ থেকে অনুমতি নেয়নি।' সে বলছিলো– 'ইসমাইল বলছিলো– এটা মন্দির। ভগবানের ঘর। এখানে কারও ওপর কোনো জোরাজুরি চলে না। সবাই এখানে স্বাধীন। যে যেখানে চায় থাকতে পারবে।'

কুলসুম এগিয়ে আসা এক সিপাহিকে বললো– 'ইসমাইল এবং মোহন কোথায়?'

সিপাহি সালাম দিয়ে বললো– 'ওনারা তো সন্ধ্যাবেলায় নাগ দেবতার মন্দিরে সরদার শাহরুখের কাছে গেছে। এখনো ফিরে আসেননি।'

কুলসুম পুনরায় বললো– 'তুমি গিয়ে এখনই রাজগোপাল মৌয়াল এবং কয়েকজন সিপাহিকে দ্রুত এখানে নিয়ে আসো।'

সিপাহি দৌড়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলো। এমন সময়ে চন্দ্ররানীও কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে। কুলসুম, কামিনী এবং অন্য লোকদের উদ্বিগ্ন দেখে সে তাদের জিজ্ঞেস করলো– 'কী ব্যাপার? তোমরা সবাই পেরেশান যে!'

কামিনী বললো– 'চন্দ্রা! পুনমকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'পুনমকে পাওয়া যাচ্ছে না!' চন্দ্রা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে মহাদেব বললেন– 'মা! পুনম তো রাতে তার শয়নকক্ষেই যায়নি। মনে হয়, সন্ধ্যা হতেই সে ভীষণ দুর্দশায় ভুগছে।'

'উহ্! আমার ভগবান!' চন্দ্ররানী বুকে হাত মেরে বলতে লাগলো– 'এখনই আমি একটি ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেছি। খুবই ভয়াবহ স্বপ্ন! আমি দেখেছি– নালিনী ও পুনমকে হাজার হাজার হিংস্র হায়েনা চারদিক থেকে ঘেরাও করে রেখেছে। চারদিক হতেই পশুগুলো একযোগে তাদের ওপর হামলে পড়ে। নালিনী রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। আর পুনমকে বিশালাকায় একটি বাঘ রক্তাক্ত করে তুলে নিয়ে যায়...!'

ওই সময়ে ওখানে কয়েকজন পূজারি ও দেবদাসী জড়ো হয়ে যায়। অন্য দিক থেকে রাজগোপাল মৌয়াল কয়েকজন সশস্ত্র সিপাহি নিয়ে দৌড়ে চলে আসেন। তিনি হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে জিজ্ঞেস করেন– 'মা কুলসুমের কী হয়েছে, ভালো আছো তো?'

কুলসুম বললো– 'বাবা! পুনম অপহৃত। আপনি তো জানেন– পুনম যদি মহারাজার হাতে পড়ে যায়, তাহলে কতো বড় কেয়ামত সংঘটিত হতে পারে!'

www.nagorikpathagar.org

রাজগোপাল মৌয়াল মহাদেবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'মহাদেবজি! ওই স্বামী কোথায়?'

মহাদেব বললেন– 'তাকেও তো দেখা যাচ্ছে না। শুরু থেকেই আমি তাকে সন্দেহ করেছিলাম। কিন্তু ইসমাইলের সরলতায় ধোঁকায় পড়ে আমরা সবাই এক ভীষণ মসিবতে পতিত হয়েছি।'

চন্দ্ররানী বললো– 'কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আমরা কী করবো? সময় তো ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যাচ্ছে!'

কিছুক্ষণ পর সবাই মন্দিরের পেছনের দিক দিয়ে সুড়ঙ্গের মুখে চলে যায়। ওখানে কবরস্থানের মতো ভয়াবহ নিস্তব্ধতা ছেয়ে থাকে। রাজগোপাল মৌয়াল এবং তার সঙ্গে থাকা সিপাহিরা ধীর পায়ে সুড়ঙ্গের অপর প্রান্তে চলে যায়। ওখানে পাহারারতদের লাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। একদিকে একটু দূরেই দেখা গেলো নালিনীর রক্তাক্ত লাশ।

কুলসুম তার সঙ্গীদের নোয়ানো চেহারার দিকে তাকিয়ে বললো– 'এটা শহিদদের জন্য মাতম করার সময় নয়। ওরা বেশি দূরে যায়নি এখনো। এই দেখো আমাদের শহিদদের রগ থেকে এখনো টপটপ করে তাজা রক্ত ঝরছে!'

কিছুক্ষণ পর শিব দেবতার মন্দিরে থাকা সব সেনাসদস্য মন্দিরের দরজায় সমবেত হয়। ইতোমধ্যে চলে আসে মোহন, ইসমাইল ও শাহরুখ। ফজরের নামাজ আদায় করেই শাহরুখ, ইসমাইল ও মোহন দশ হাজার সৈন্য নিয়ে ওপরের পাহাড় আর ঘন বন-জঙ্গল পাড়ি দিয়ে এগোতে থাকে। সূর্য উদয় হতেই এই বাহিনী বনের ওই স্থানে গিয়ে পৌঁছায়, যেখানে ঘনশ্যাম ঠাকুরের বাহিনী অবস্থান করেছিলো।

শাহরুখ চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বললো– 'মনে হচ্ছে এরা গত রাতে এখান থেকে রওনা হয়েছে।'

ইসমাইল বললো– 'আমাদের উচিত তাদের ধাওয়া করা।'

শাহরুখ তাদের ক্যাম্পের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা নমুনার দিকে ইশারা করে বললো– 'ইসমাইল! তুমি তো দেখছো, ন্যূনতম চার-পাঁচ ক্রোশ এলাকাজুড়ে আসাম সেনাদের তাঁবুর নমুনা দেখা যাচ্ছে। আমি নিশ্চিত– এদের সৈন্যসংখ্যা আনুমানিক চল্লিশ হাজার হবে। এই ঘন বন-জঙ্গল আর ভয়ংকর পর্বত ডিঙিয়ে সহজে আমরা তাদের ধাওয়া করতে সক্ষম হবো না। ভালো হবে আমরা যদি সাইয়েদ হায়দার ইমামকে এই দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করতে পারি।'

www.nagorikpathagar.org

মোহন বললো– 'কিন্তু সরদার! পুনম!'

শাহরুখ বললো– 'মোহন! যখন এ-জাতীয় কোনো অপ্রত্যাশিত দুর্দশা পতিত হয়, তখন তা আল্লাহর ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিতে হয়। জানা নেই, আল্লাহ তার ভাগ্যে কী লিখে রেখেছেন।'

এরপর শাহরুখের নির্দেশে মোহন পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী নিয়ে দ্রুত সাইয়েদ হায়দার ইমামের উদ্দেশে ছুটে চলে। চলতি পথে তার সাথে শেখরের সাক্ষাৎ হয়। শেখর ওখানে ঘনশ্যামের বাহিনীর সাথে কিছুক্ষণ আগে মুখোমুখি লড়াই করেছে। শত্রুসেনার পরিমাণ ছিলো চল্লিশ হাজার। আর শেখরের বাহিনীতে ছিলো মাত্র এক হাজার সেনা। এই অসম যুদ্ধে আসাম বাহিনী পরাজিত না হলেও তুমুল লড়াইয়ে তাদের এক হাজারের মতো সেনা নিহত হয়। প্রচুর পরিমাণ মুসলিমকে কয়েদ করে নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিকে ঘনশ্যাম ঠাকুরের বিশাল বাহিনী যাত্রাপথে এক জায়গায় বিশ্রামের জন্য তাঁবু টাঙায়। একজন নেতাকে সে নির্দেশ দিয়ে বলে– 'মুসলিম কয়েদিদের গাছের সাথে বেঁধে রাখো। আর পাঁচশো অশ্বারোহী একটি বাহিনী গ্রামে পাঠিয়ে দাও। ওরা যেন ন্যূনতম চার-পাঁচ হাজার মেয়ের ব্যবস্থা করে।'

সূর্য ডুবে গেলে অন্ধকার ছেয়ে যায় চারদিকে। মশাল জ্বালানো হয়। আহত মুসলিম বন্দীদের দড়ি দিয়ে গাছের সাথে বেঁধে দেয়া হয়।

অর্জুন গরুর গাড়ি থেকে পুনমকে তুলে তার তাঁবুতে নিক্ষেপ করে বলে– 'আমার নাম অর্জুন। আমি বৌদ্ধ গোত্রের লোক। তোমার তো ভালোই জানা আছে– বৌদ্ধরা তাদের প্রিয় বস্তু অর্জনে কী পরিমাণ ব্যাকুল থাকে! সুতরাং, আমার যেকোনো চাহিদার সামনে অবনত মস্তকে সাড়া দেবে। নইলে আমি আমাদের পুরনো প্রথা প্রয়োগ করতে বাধ্য হবো। বুঝছো তো তুমি, নাকি?'

এরপর সে জোরপূর্বক পুনমকে বিবস্ত্র করতে আরম্ভ করে। এদিকে সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুর পুনমকে নিয়ে যেতে সেনা পাঠায়। সিপাহি তাকে বলে– 'অর্জুন! এতোটা হেঁয়ালিপনা ভালো নয়। সেনাপতি পুনমকে এখনই নিয়ে যেতে বলেছেন। এখানে হাজার হাজার মেয়ে আছে। তাদের যেকোনো একজনকে নিয়ে মাস্তি করো। পুনমকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও...।'

'না!' অর্জুন চিৎকার করে পুনমের হাত ধরে বললো– 'আজ রাতে তাকে আমার থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়।'

www.nagorikpathagar.org

সিপাহি এগিয়ে এসে কষে এক চড় মেরে বলতে লাগলো– 'পাগল মনে হয়! তোমার মৃত্যু খুব ঘনিয়ে এসেছে...।'

অর্জুন দ্রুতবেগে কোমর থেকে খঞ্জর বের করে এক নিমেষেই সিপাহির বুকে আঘাত করে বসে। সিপাহি সজোরে এক চিৎকার মেরে তাঁবুর বিছানায় লুটিয়ে পড়ে। পুনমের ভেতর ভীতিভরা কম্পন আরম্ভ হয়ে যায়।

অর্জুন তাকে মৃত্যুযাতনায় ছটফট করতে থাকা সিপাহির লাশের দিকে টেনে নিয়ে বললো– 'এই বিচিত্র আঙিনায় শুয়ে আমার যৌন চাহিদা নিবারণ করো। আমাকে পরিতৃপ্ত করে তোলো...।'

হিংস্র অর্জুন পুনমের পোশাক ছিঁড়তে আরম্ভ করে। পুনমের চিৎকার উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে লাগলো। পশু সম্ভ্রমের রক্ত নিয়ে হোলিখেলায় মত্ত। হঠাৎ দুজন সৈনিক তাঁবুতে প্রবেশ করে।

অর্জুন গর্জন করে বললো– 'এখান থেকে চলে যাও! আমি ক্লান্ত হয়ে গেলে তোমাদের ডেকে আনবো। এরপর যেখানে মন চায় তাকে নিয়ে যেয়ো!'

'অর্জুন!' এক সৈনিক তার কাঁধে তরবারির উল্টো পিঠ দিয়ে হালকা আঘাত দিয়ে বললো– 'তাকে সেনাপতি তলব করেছেন!'

অর্জুন সৈনিকের রক্তাক্ত লাশের দিকে ইশারা করে বললো– 'তার পরিণতি দেখে নাও! আমাকে বাধা দেয়া মানে মৃত্যুর সাথে তামাশা করার মতো ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা...।'

এমন সময় আরেক সৈনিকের হাত উচ্চকিত হয়। অতর্কিত সে উন্মুক্ত তরবারির এক প্রবল ঘা বসিয়ে দেয় অর্জুনের ঘাড়ে। তার অপবিত্র দেহ হতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দেহ এক জায়গায় ধড়ফড় করছে। একটু দূরে তার মস্তক পড়ে আছে।

পুনম ব্যথাভরা কণ্ঠে বলে উঠলো– 'সময়ই প্রত্যেক জালেমের কাছ থেকে প্রতিটি পাপের হিসাব নিয়ে থাকে।'

এক সৈনিক রক্তে ভেজা পুনমের বাহু ধরে দাঁড় করিয়ে বললো– 'আমাদের সঙ্গে চলো! সেনাপতি তোমাকে তলব করেছেন।'

সৈনিকেরা পুনমের দুই বাহু শক্ত করে ধরে টেনেহিঁচড়ে সেনাপতির তাঁবুর দিকে নিয়ে চললো।

চিৎকার করে করে পুনম বলে যাচ্ছিলো– 'অত্যাচারীরা! ভগবানের ক্রোধকে ভয় করো!'

www.nagorikpathagar.org

গাছের সাথে বেঁধে রাখা এক মুসলিম কয়েদি উচ্চস্বরে বললো– 'পুনম বোন! ধৈর্য ও অবিচলতা দ্বারা বিপদের এই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করো। নিশ্চয় এই পাষাণ অন্ধকারের বুক চিরে ভোরের সূর্য উদিত হবেই। আলোর কিরণ অবশ্যই এই পাপাচারের অন্ধকারকে সর্বকালের জন্য মিটিয়ে দেবে।'

সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুরের তাঁবু কাছেই। সে পুনমের আর্তচিৎকার এবং কয়েদির প্রত্যয়দীপ্ত কথাবার্তা শুনছিলো।

ক্রোধাক্ত কণ্ঠে সে বললো– 'ওই কয়েদিকে আমার সামনে পেশ করা হোক!'

দুজন সৈনিক দৌড়ে গিয়ে কয়েদিকে তার সামনে নিয়ে এলো।

সেনাপতি পুনমের হাত ধরে কয়েদিকে বললো– 'এ তোমার কী লাগে?'

'এ আমার বোন।'

সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বললো– 'খুব ভালো! এক ভাইয়ের সামনে তার বোনের বাসর উদ্‌যাপন করা হবে, তা দেখে ভাই খুব মজা পাবে!'

'হায়েনা!' মুসলিম কয়েদি ক্ষোভে ফেটে পড়ে বললো– 'তুমি মানুষ নও; হিংস্র হায়েনা! তুমি এক নিঃস্ব ভাইয়ের সামনে তার বোনের সম্ভ্রম লুণ্ঠনের নাপাক ইচ্ছে পোষণ করছো! তুমি এক অপার্থিব বন্ধনের মান-সম্মানের রক্ত বইয়ে দিতে চাচ্ছো? আমি বেঁচে থাকতে এমন অন্যায় হতে দেবো না!'

সেনাপতি হাত বাড়িয়ে পুনমের গায়ে অল্পস্বল্প অবশিষ্ট থাকা পোশাক ছেঁড়া আরম্ভ করেছে। সে চিৎকার দিয়ে বলছে– 'আমি তোমার এই বোনের সম্ভ্রমের আবরণ উড়িয়ে দিলাম। চোখ মেলে তুমি তাকে দেখে নাও!'

মুসলিম কয়েদি এক ঝটকায় নিজেকে সৈনিকের বন্ধন থেকে মুক্ত করে সেনাপতির ওপর আক্রমণ করে বসলো। সেনাপতি মুজাহিদের এক ধাক্কায় বিছানায় পড়ে যায়। মুসলিম কয়েদি ঘনশ্যামের গলা চেপে ধরে।

ঘনশ্যাম চিৎকার করে সৈনিকদের উদ্দেশ করে বললো– 'অপদার্থ কোথাকার! দেখছো না, এই নরপশু আমার গলা চেপে ধরেছে!'

মুহূর্তেই তরবারির এক ফলা মুসলিম কয়েদির মস্তক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

মুসলিম কয়েদি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বে বলতে লাগলো– 'পুনম বোন! দেখো, এই হায়েনারা এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারবে না। মৃত্যু

www.nagorikpathagar.org

তো ভয়ংকর কোনো ব্যাপার নয়। মৃত্যু তো বিন্দুকে সমুদ্রের সাথে মিলিয়ে দেয়ার এক অপার্থিব উপায়। ভগ্নাংশ আর সমষ্টির দূরত্ব ঘুচে যাচ্ছে। আমি আজ স্বাধীন হতে চলেছি। এই পৃথিবীর কোনো খুনি আমার আর কিছু করতে পারবে না। খোদা হাফেজঅবিচলতাই তোমার একমাত্র হাতিয়ার...।'

মুসলিম কয়েদির শেষ কথা শুনে সেনাপতির মাথা থেকে ঘাম ঝরতে আরম্ভ করেছে কপাল বেয়ে। ভাঙা ভাঙা দৃষ্টিতে সে তার দিকে চেয়ে আছে। মুসলিম কয়েদির রক্তাক্ত চেহারায় ছেয়ে আছে হলুদাভ বিজয়সূচক হাসির ঝলক। সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুরের চেহারায় পরাজয়ের গ্লানি।

সে বললো– 'তার লাশ বাইরে ফেলে এসো!'

পুনম মৃদু হাসছে। সৈনিক মুসলিম কয়েদির নিষ্প্রাণ লাশটি টেনেহিঁচড়ে তাঁবুর বাইরে নিয়ে গেলো। সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুর এখনো আশ্চর্য ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে।

পুনম বিছানায় ঝুঁকে গড়িয়ে পড়া রক্ত হাতে মেখে বলতে লাগলো– 'তুমি কি জানো, এগুলো কী?'

ঘনশ্যাম গর্জন করে বললো– 'এগুলো এক আহাম্মক মানুষের রক্ত। যাকে আমি মারতে চাইনি। অকারণে সে নিজেকে মৃত্যুর মুখে পতিত করেছে!'

'না, সেনাপতিজি!' পুনম মাথা নেড়ে বলতে লাগলো– 'এ কোনো আহাম্মক মানুষের রক্ত নয়। এ তো আত্মীয়তার সম্মানের সুঘ্রাণের রক্ত। এই তাঁবুতে ছড়িয়ে থাকা সেই খুশবু কি তুমি অনুভব করতে পারছো না? অজানা, অদেখা কোনো বাস্তবতার ধ্বনি তোমার আত্মাকে আচ্ছাদিত করে রাখেনি তো!'

'না!' সেনাপতি বললো– 'কারও গড়িয়ে পড়া রক্ত দেখে শোকসন্তপ্ত হওয়ার অভ্যেস আমার নেই! আমি আসাম ফৌজের সেনাপতি। প্রতিদিন এমন অসংখ্য মানুষের রক্ত আমার চোখের সামনে গড়াতে থাকে!'

'ঠিক আছে।' পুনম তার হাতের রক্তবর্ণের দিকে তাকিয়ে বললো– 'তুমি এই ধরার বুকে কাউকে গোরস্তানে আসতে দেখোনি হয়তো। হয়তো এই বন্ধনের প্রতি সম্মানের সেই উন্নত শির জাতিদের দেখতে পাওনি। সেনাপতিজি! জীবন তো সবাই নিজ নিজ চিন্তা-চেতনার অনুগত হয়েই কাটিয়ে দেয়। পশু-পাখির মতো উড়নচণ্ডী হয়ে থাকে কারও জীবন। হায়েনার মতো রাক্ষুসেও হয় কেউ কেউ। কিন্তু ভগবান যেই প্রকৃতিতে মনুষ্য জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তাদের ভেতর যেই যোগ্যতা দিয়েছেন, সেটা

www.nagorikpathagar.org

তাহলে কী? যার রক্তাক্ত লাশ তুমি বাইরে নিক্ষেপ করলে, সেটা ভগবানের দেয়া সেই প্রকৃতি ও যোগ্যতার স্মারক। যা ভুলে গিয়ে তোমরা সবাই রক্তখেকো পশু হয়ে গেছো আজ!'

'পুনম!' সেনাপতি চিৎকার করে বলে উঠলো– 'জানো, তুমি কার সাথে কথা বলছো? শিষ্টাচারবহির্ভূত আর একটি কথা বলার স্পর্ধা দেখাবে না! নইলে...'

পুনম শহিদের রক্তে নিজের মাথায় সিঁথি কেটে বললো– 'কী করবে তবে? মৃত্যু ছাড়া তোমাদের কাছে ভয় দেখানোর আর কী-বা আছে? আর মৃত্যুর ভয়ে তারাই জীবন ভিক্ষা চায়, যারা মৃত্যুর সম্মান সম্পর্কে অনবগত। সেনাপতিজি! এই জীবন ভগবানের দেয়া এক বিশেষ কৃপা... ।'

সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুর সোনালি মসনদে বসে মদ পান করতে থাকে। দ্রুত সে দুই-তিন পাত্র মদ গলাধঃকরণ করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মদের নেশা তাকে মাতাল করে তোলে। হাত বাড়ায় পুনমের দিকে।

এক টানে সে পুনমকে বাহুবেষ্টনীতে নিয়ে বলে– 'তুমি সুন্দরী নাগিনী।'

ধীরে ধীরে রাত ঘনীভূত হচ্ছে। তারকারাজি চোখ মেলে মেলে নিপীড়িত নিঃস্ব বেচারাদের ওপর অন্যায় অনাচারের দুঃখবিদারী তামাশা দেখে দেখে যাচ্ছে। কাচের মতো স্বচ্ছ রঙ-বেরঙের চড়ুইছানার মতো নিষ্পাপ কুমারীদের রক্তে রঞ্জিত গোটা এলাকা। তাদের মর্মবিদারী চিৎকার আকাশ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকছে। ছিন্ন-ভিন্ন পরিধেয় বস্ত্র, যা উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। হায়েনারা নেচে-গেয়ে চলেছে। কুমারীরা ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ফুলের পাপড়িগুলো রক্তনদীতে ডুবছে। প্রকৃতি নীরবে দেখে যাচ্ছে সব। সবকিছুর নিয়ন্ত্রক সেই মহান সত্তা দূরে কোথাও তাদের উপযুক্ত বিচারের কথা লিখে চলেছেন। সময়ের নির্দয় আচরণ আজ কোনো বাঁধ মানছে না। সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুরের সেনাছাউনির দূর-দূরান্ত পর্যন্ত মশালের আলো জ্বলছে-নিভছে। সমতলের পাশের পর্বত থেকে হিংস্র পশুদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে এক ঘনঘোর উদ্ভট পরিস্থিতি। পূর্ব প্রান্তের দূরের এক গ্রামের মন্দিরে বেজে উঠেছে কাঁসর ঘণ্টা। একসময় বাহিনী রওনার প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। আহত ও লুটিয়ে পড়া মেয়েদের উপত্যকায় ফেলে দিয়ে বাহিনী চলতে থাকে।

সেনাপতি নির্দেশ দিয়ে বলে– 'গরুর গাড়িগুলো গরুর পরিবর্তে মুসলিম কয়েদিরা টেনে নেবে।'

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম কয়েদিদের ওপর শুরু হয় নিপীড়নের আরেক মর্মন্তুদ অধ্যায়। গরুর গাড়ি টানতে টানতে কোথাও তারা পড়ে গেলেই চাবুক দ্বারা আঘাত করে করে তাদের ওঠানো হয়। উঁচু-নিচু দুর্গম পাহাড়ি পথে ভারী গরুর গাড়িগুলো টানতে গিয়ে রক্তে রঞ্জিত হয়ে পড়েছে কয়েদিদের পা। কিন্তু তারা নীরবে এই জালেমদের নিপীড়ন সহ্য করে যাচ্ছে।

চিৎকার করে করে পুনম বলে যাচ্ছে– 'জালেমরা! জন্তুরা! মানবতার দুশমনেরা! আর সীমা অতিক্রম করো না! অচিরেই তোমাদের হিসাবের দিন ঘনিয়ে আসছে। আকাশের রঙ বদল হচ্ছে। অনুতাপের অনলে দগ্ধ হতে হবে তোমাদের। ভগবানের কানুনকে আর অবজ্ঞা করো না!'

পুনমের উভয় হাত লম্বা একটি দড়ি দিয়ে ঘোড়ার গদির সাথে বেঁধে দেয়া হয়েছে। পায়ে চপল নেই তার। কোমল আহত শরীরজুড়ে নামমাত্র পোশাক। দীর্ঘ কালো চুলগুলো উন্মুক্ত। পদে পদে সে পড়ে যাচ্ছে মাটিতে। পাথুরে পথের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাকে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এক জায়গায় পৌঁছে সেনাপতি বললো– 'এই সুন্দরী প্রেতাত্মা ডাইনিকে বেঁধে গরুর গাড়িতে বসিয়ে দাও। তাকে আমি জীবিত মহারাজার কাছে নিয়ে যেতে চাই। এভাবে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হলে মাঝপথেই তো সে মারা যাবে!'

পুনম গরুর গাড়িতে আরোহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললো– 'আমি এমন কোনো গরুর গাড়িতে আরোহণ করবো না, যা আমার ভাই টেনে নিয়ে যাবে।'

একজন সৈনিক তাকে উঠিয়ে গরুর গাড়িতে বসিয়ে দিয়ে বললো– 'এমনভাবে বলছো যেন কে তোমার কথা শুনছে! এখানে কি তোমার কথার কোনো গুরুত্ব আছে?'

গরুর গাড়ির সামনের অংশ কাঁধে নেয়া মুসলিম কয়েদি কোনা চোখে পুনমের দিকে তাকালো।

এক কয়েদি বললো– 'পুনম বোন! আমাদের জন্য চিন্তা কোরো না।'

পুনম কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললো– 'তোমরা বলছো চিন্তা না করতে! তোমাদের দুঃখ, দুর্দশা আর তোমাদের ওপর পতিত অত্যাচারের নির্মম নিদর্শন দেখেও আমি কী করে চুপ করে থাকতে পারি! এ কী করে বলতে পারলে তোমরা? একজন অসহায় বোন তার ভাইয়ের দুঃখে কী করে নীরব থাকতে পারে?'

www.nagorikpathagar.org

সেনাপতি ক্রোধান্বিত হয়ে মুসলিম কয়েদির উন্মুক্ত পিঠে চাবুকের বৃষ্টি বর্ষণ করতে থাকে। বলে– 'সহমর্মিতার তৃষ্ণা নিবারণ কর! অপদার্থ কোথাকার! তুই মুসলিম অস্পৃশ্য জাতিকে ভাই বলছিস! নে এবার ভাইয়ের দুঃখে ভালো করে কেঁদে নে! পদে পদে তোকে এমন উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো! তোর আশা পূরণ করার জন্য তার পিঠের চামড়া আমি আজ উপড়ে ফেলবো!'

'না!' পুনম উভয় হাত প্রসারিত করে চিৎকার দিয়ে বললো– 'জালেমরা! এই মজলুমদের কিছু বলো না! আমি আর কাঁদবো না। নিজের ঠোঁট আমি সেলাই করে রাখবো!...'

সেনাপতি একটি বিকট অট্টহাসি দিয়ে বলতে লাগলো– 'কিছুটা বুদ্ধিসুদ্ধি আছে তাহলে তোর! আর যদি চিৎকার-চেঁচামেচি করিস, তাহলে তোর মনের আশা পূরণ করে তাদের এক-একজনকে খুন করা হবে!'

এক মুসলিম কয়েদি রাগের আধিক্যে নিজেকে আর সংবরণ করতে না পেরে ব্যাঘ্রের ন্যায় বলে উঠলো– 'ঠাকুরজি! আমাদের ওপর ওই পরিমাণ অন্যায় আচরণ করো যতোটুকু নিপীড়ন তোমরা সহ্য করতে সক্ষম। রাতের অন্ধকার যেমন ভোরের স্নিগ্ধ আলোর পরশে এমনিতেই উবে যায়, ঠিক তদ্রূপ তোমরা নিজেরাও এমন শাস্তির মুখে পতিত হবে।'

অতর্কিত তরবারির এক প্রবল আঘাত তাকে চিরতরের জন্য থামিয়ে দেয়।

www.nagorikpathagar.org

ভালোবাসার অরুণাচল

কুয়াশার চাদরের ফাঁকে ফাঁকে ঝাপসা পাহাড়চূড়াগুলো যেন উঁকি দিয়ে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। কুয়াশার কারণে মেঘকেও আলাদা করা যাচ্ছে না। মুসলিম বাহিনী অপেক্ষা করতে থাকে সূর্যোদয়ের। একসময় সূর্যটা উঠে গেছে বেশ খানিকটা ওপরে। কুয়াশাটাও কাটছে ধীরে ধীরে। শুরু হলো মেঘপুঞ্জের লুটোপুটি খেলা। সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম ও বিষ্ণু মহারাজ নদীর পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে চলছেন। খণ্ডরায়ের তাঁবুর কাছে যাচ্ছেন তাঁরা।

একজন প্রহরীকে উদ্দেশ করে সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম বললেন– 'খণ্ডরায়কে আমাদের আগমনের ব্যাপারে অবহিত করো।'

সিপাহি হাত জোড় করে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর স্বয়ং খণ্ডরায় নিজে বেরিয়ে এসে যথাক্রমে উভয়ের সঙ্গে আলিঙ্গন করলো।

এরপর সে অভিমানের সুরে বলতে লাগলো– 'সাইয়্যেদ সাহেব! আমি যেকোনো দিন তোমার ওপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে এক সপ্তাহের জন্য কথাবার্তা বন্ধ করে দেবো!'

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম অবাক হয়ে জানতে চাইলেন– 'কেন? আমি কি কোনো অন্যায় করে ফেলেছি?'

খণ্ডরায় বললো– 'তোমার এই প্রচলিত রীতিনীতি রক্ষা করে চলা আমার একেবারে অপছন্দ। পিতাজিকে তুমি নিজের পিতা বলে সম্বোধন করেছো, সাধনাকে বোন মনে করো; তারপরও রোজ রোজ অনুমতি নিয়ে ভেতরে প্রবেশের এই লৌকিকতার আশ্রয় কেন নাও?'

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম মুচকি হেসে খণ্ডরায়ের গলায় নিজ বাহু রেখে বললেন– 'এতো গভীর নৈকট্যের পরও কেন পর্দা রক্ষা করে চলতে হবে, জানতে চাও?'

'খণ্ডরায়জি!' সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম বড়ই মিষ্টি সুরে বলতে লাগলেন– 'কোনো সম্মানিত স্থানে পা বাড়ানোর সময় আমাদের ওপর এক বিশেষ

www.nagorikpathagar.org

ধরনের শ্রদ্ধাভরা ভয় শুরু হয়ে যায়। আমাদের মতে– বোনের বাসস্থান খুবই স্পর্শকাতর সম্মানিত স্থান হিসেবে বিবেচ্য।'

খণ্ডরায় আবেগের আতিশয্যে সাইয়্যেদ হায়দার ইমামের কপালে চুমুর প্রলেপ এঁকে দিতে থাকে। এরা সকলে যখন তাঁবুর ভেতরের অংশে পৌঁছে যায়, সাধনা ও রমা রায় দাঁড়িয়ে সাইয়্যেদ হায়দার ইমামকে স্বাগত জানায়।

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম বৃদ্ধ রমা রায়ের পা ছুঁতে গিয়ে বললেন– 'বাবা! আমাকে এভাবে অপরাধী বানাবেন না।'

রমা রায় সাইয়্যেদ হায়দার ইমামকে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু দিয়ে বলতে লাগলেন– 'বেটা! কী ব্যাপার জানি না! তোমাকে দেখলেই কেন জানি অবচেতন মনে দাঁড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করে! আমাদের দৃষ্টিতে তুমি এতোটাই মর্যাদা ও সম্মানের উচ্চতায় আসীন যে, বসে বসেই তোমার কপালে চুমু খেয়ে যাই। যতোক্ষণ তোমার কপালে চুমুর পরশ বুলিয়ে না যাই, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমার আত্মা শান্ত হয় না!'

'ধন্যবাদ, বাবা! এটাই তো ভালোবাসার চির উন্নত নিদর্শন। আগামীতে আমার কপাল আমার বাবার চরণতলে নুইয়ে রাখবো।'

'না, বেটা না! এই গজবের কাজ করতে যেয়ো না! তোমার কপাল নোয়ানোর জন্য সৃষ্টি করা হয়নি!'

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম রমা রায়কে বাহু বেষ্টনীতে নিয়ে নরম রেশমি বিছানায় বসিয়ে বললেন– 'আমি আপনার কুশল জানতে এসেছি।'

রমা রায় পুনরায় সাইয়্যেদ হায়দার ইমামের কপালে চুমুর পরশ বুলিয়ে দিয়ে বললেন– 'সাইয়্যেদ সাহেব! মনে হচ্ছে আমি যেন বৃদ্ধ নই, খণ্ড এবং তোমার মতোই যুবক।'

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম আকাশের দিকে হাত তুলে বললেন– 'হে খোদা! আমাদের পিতাকে খুশি ও আনন্দে রেখো।'

সাধনা এক কোণে দাঁড়িয়ে খুবই শ্রদ্ধা আর ভক্তিভরা দৃষ্টিতে সাইয়্যেদ হায়দার ইমামের দিকে তাকিয়ে রইলো।

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম দাঁড়িয়ে সাধনার দিকে এগিয়ে বললেন– 'সাধনা বোন! কেমন আছো?'

সাধনা নুয়ে সাইয়্যেদ হায়দার ইমামের চরণ ছুঁয়ে বললো– 'ভাইয়া! আমি খুব ভালো আছি। আমার তো মনে হয়, এই গোটা জগৎ-সংসারে আমার মতো সৌভাগ্যবতী আর কোনো মেয়ে নেই।'

www.nagorikpathagar.org

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম সাধনার মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে বললেন– 'সাধনা বোন! তাহলে তার মানে দাঁড়াচ্ছে আমি এই পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ভাই!'

সাধনা একটি মসনদের দিকে ইশারা করে বললো– 'আজ বসবেন না?'

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম মসনদে বসলেন। খণ্ডরায়, সাধনা ও রমা রায়– সবার চোখে-মুখে দীপ্তিময় আনন্দের আভা। সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছেন। একটু পরে রমা রায় কথা বলতে আরম্ভ করেন। এমন সময় একজন প্রহরী তাঁবুতে প্রবেশ করে বললো– 'শাহরুখের দূত এসেছেন।'

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম বললেন– 'মোহনকে ভেতরে ডাকো।'

প্রহরী চলে যায়। কিছুক্ষণ পর উদাস ভঙ্গিতে মোহন তাঁবুর ভেতর প্রবেশ করে। সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম ও খণ্ডরায় দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানান। বৃদ্ধ রমা রায়ের চরণ ছুঁয়ে মোহন বললো– 'খণ্ডরায়ের পিতার চরণ স্পর্শ করা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়।'

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম মোহনের হাত ধরে বললেন– 'মোহন! তোমার চেহারার উদাস ভঙ্গি এ কথার জানান দিচ্ছে যে, তুমি ভালো কোনো বার্তা নিয়ে আসোনি। খুলে বলো সব ঘটনা।'

মোহন কেঁদে কেঁদে শিব দেবতার মন্দিরে সংঘটিত সম্পূর্ণ ঘটনা সবিস্তার বর্ণনা করে বলে– 'সাইয়্যেদ সাহেব! পাষণ্ড শত্রুরা আমাদের সঙ্গে অনেক বড় ধোঁকাবাজি করেছে। ঘনশ্যাম ঠাকুর পুনমকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে।'

সাইয়্যেদ হায়দার ইমামের নয়নযুগল রাগে রক্তরঙ ধারণ করেছে। তিনি তরবারির মুষ্টিতে হাত রেখে বলতে লাগলেন– 'মহারাজা কৃষ্ণকুমার! আমরা তোমাকে চুপিসারে ধোঁকা দিয়ে নয়, বীরপুরুষের মতো চ্যালেঞ্জ দিয়ে মারবো!'

এরপর তিনি মোহনকে উদ্দেশ করে বললেন– 'তোমরা ওই পাপিষ্ঠদের ধাওয়া করলে না কেন?'

মোহন বললো– 'সরদার শাহরুখ ও অন্য নেতারা ঘনশ্যাম ঠাকুরকে ধাওয়া করেছিলেন। কিন্তু আসাম সেনারা ধামিনি পেরিয়ে এক অজ্ঞাত পথ ধরেছে। সরদার শাহরুখ মনে করলেন, শিব দেবতা ও নাগ দেবতার মন্দির একাকী ফেলে চলে যাওয়া সংগত হবে না, তাই তিনি আপনাকে অবহিত করার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন।'

www.nagorikpathagar.org

বৃদ্ধ রমা রায় কিছু ভাবতে গিয়ে বললেন– 'আমার ধারণা– এই সময়ে আসাম সেনারা মাঢ়ি পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে উদ্যম খান এবং ফিরোজ খানকে অবহিত করা গেলে খুব ভালো হতো। এতে করে খুব সহজে সফলভাবে তারা ঠাকুরের গতিরোধ করতে সক্ষম হতেন। কেননা ঠাকুর যেই পথ অবলম্বন করেছে, সেটা ধামিনির দুর্গের খুব কাছে। কিন্তু এখন ঠাকুরের নির্মমতার বিচার সময়ের হাতে ছেড়ে দেয়া সমীচীন হবে। কেননা আমাদের পৌঁছার পূর্বেই ঠাকুর তার বাহিনী নিয়ে রাজধানীর দুর্গে প্রবেশ করে ফেলতে সক্ষম হবে।'

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম বললেন– 'ভেতরে ভেতরে পুনমের চিন্তা আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। তার স্পর্শকাতর আত্মায় হিংস্র হায়েনারা অন্যায়-নিপীড়নের পাহাড় চাপিয়ে দেবে। তারা ওর কাছে রাজকুমারীর ব্যাপারে জানতে চাইবে।'

এরপর তিনি উভয় হাত প্রসারিত করে বললেন– 'হে খোদা! যেখানে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও চেষ্টা-সাধনার গতি ফুরিয়ে যায়, সেখান থেকেই তোমার অসীম রহমতের বারিধারা বর্ষণ আরম্ভ হতে থাকে। এই মুহূর্তে আমরা অপারগ। আমাদের কন্যা, আমাদের বোন, আমাদের সম্ভ্রম পুনম তোমার রহমত ও কৃপার কাছে সমর্পিত। এই মজলুম নিঃস্ব মেয়েটির জন্য এখন কেবল তুমিই আছো সাহায্যকারী। তাকে তুমি ধৈর্যের সাথে অবিচল থাকার শক্তি দান করো!

সাইয়্যেদ হায়দার ইমামের চোখ বেয়ে অঝোরে বইছে শ্রাবণধারা।

এরপর তিনি দাঁড়িয়ে দুই বাহু ছড়িয়ে বলতে লাগলেন– 'হে মহামহিম পরওয়ারদিগার! আমরা বড়ই গোনাহগার। আমাদের আঁচলে অজস্র পঙ্কিলতা। কিন্তু তুমি তো তোমার অনুগত বান্দাদের অন্যায়গুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে থাকো। তুমি তো বড়ই কৃপাময়। আমাদের অস্তিত্বের কী মূল্য আছে তোমার কাছে! আমাদের পোশাকের যত্রতত্র কেবলই পাপের কালিমা। কিন্তু মালিক! আমি তোমার প্রিয়ভাজনের ওই প্রিয় জামাতার সন্তান– যার যুদ্ধক্ষেত্রকে তুমি তোমার রহমতে আজীবন বিজয়ী রেখেছিলে! তোমাকে কারবালার ওই শহিদগণের দোহাই দিচ্ছি– যাঁরা সত্যের পতাকা উড্ডীন রাখার লক্ষ্যে কারবালার কঠিন প্রান্তরে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন! তোমাকে হজরত জয়নাব রা.-এর দোহাই দিয়ে বলছি– আসামের আকাশে ছেয়ে থাকা অন্যায় অনাচারের এই ভয়ংকর পরিস্থিতিকে তুমি রহমতের বারি দ্বারা পরিবর্তন করে দাও!'

www.nagorikpathagar.org

প্রতিটি চোখ অশ্রুসিক্ত।

কিছু সময় মাথা নুইয়ে কান্না করার পর সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম খণ্ডরায়ের কাঁধে হাত রেখে এক প্রত্যয়দীপ্ত ভঙ্গিতে বাঘের মতো গর্জন করে বললেন– 'খণ্ডরায়! এখন বিচারের ওই অন্তিম মুহূর্ত এসে পড়েছে– যার অপেক্ষায় এই দেশের আকাশের তারকারাজি না জানি কতোবার উঁকি মেরেছে আর ডুবেছে!'

এরপর তিনি রমা রায়ের চরণ ছুঁয়ে বললেন– 'আব্বা হুজুর! আপনি সাধনাকে নিয়ে শিব দেবতার মন্দিরে চলে যান। আর আমাদের জন্য প্রার্থনা করতে থাকুন।'

রমা রায় সাইয়্যেদ হায়দার ইমামের কপালে চুমু খেয়ে বললেন– 'বেটা! আমি এতোটা বৃদ্ধ অকর্মণ্য নই! আমার ছেলের সঙ্গে আমি অবিচল থেকে অন্যায়ের এই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারবো। সাধনা মাকে ক'জন সিপাহির সঙ্গে রওনা করিয়ে দেয়া যেতে পারে।'

হায়দার ইমাম ও খণ্ডরায় উভয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে চাইলে সাধনা উভয়ের সামনে হাত জোড় করে বললো– 'ভাইয়া! ভগবানের দোহাই লাগে, নিজের বোনকে তোমাদের দৃষ্টির স্নেহভরা চাঁদনী থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ো না!'

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম বললেন– 'সাধনা বোন! তুমি কোনো চিন্তা করবে না। ওখানে তুমি ইসমাইল ও শাহরুখের মতো ভাই পাবে, রাজগোপালের মতো পিতা পাবে, কুলসুম কামিনি ও চন্দ্ররানীর মতো প্রিয় বোনদের সান্নিধ্য পাবে।'

'যা-ই থাকুক! গোটা জগতের সমুদয় সম্পদ পাওয়া গেলেও আমি তোমার সঙ্গেই থাকবো!'

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম বললেন– 'সাধনা বোন আমার! জিদ করো না। আবেগপ্রবণ কথা তোমাকে নিরাপত্তা দেবে না!'

সাধনা চুপ হয়ে যায়।

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম একজন প্রহরীকে ডেকে বলেন– 'এখনই রাজা প্রেমচন্দ্র ও বিষ্ণু মহারাজকে আমার তাঁবুতে ডেকে আনো। আর মোহন! তুমি এখানে আর সময়ক্ষেপণ না করে এখনই ধামিনির উদ্দেশে রওনা হয়ে যাও! উদ্যম খান এবং সরদার ফিরোজ খানকে পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত করো। আমরা রাজধানীর দিকে এগোচ্ছি। তাঁদের বলবে– তাঁরাও যেন অনতিবিলম্বে আসামের রাজধানীর দিকে যাত্রা করেন।'

www.nagorikpathagar.org

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম ও খণ্ডরায় তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলে সাধনা অশ্রু মুছে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলো– 'পিতাজি! কী ব্যাপার! এরা কোন জাতি! যারা একই মুহূর্তে পাহাড়ের মতো কঠোর আবার রেশমের মতো কোমল!'

রমা রায় বললেন– 'বেটি! এরাই ওইসব মানুষ– যাদের ঘোড়ার টগবগ শব্দে ইতিহাস সৃষ্টি হয়। মানবতার মহা ইতিহাসের অমোছনীয় কীর্তিগুলো এদের মতো মানুষ দিয়ে গড়া। তাদের দীপ্ততার সুতীব্র তেজ জগতে আলোর ফোয়ারা বয়ে আনে। সাধনা মা! ভগবানের শপথ! আমার ছেলে খণ্ডরায় অনেক মহান। বেশ জ্ঞানের অধিকারী সে। তাদের সাথে সেও জীবন-মৃত্যু নিয়ে খেলা করার নিয়মকানুন আয়ত্ত করে নিয়েছে। মা! তুমি মন্দিরে যাবার প্রস্তুতি নাও। আমি বাইরে গিয়ে এই মহৎপ্রাণ লোকদের রণপ্রস্তুতির উদ্দীপনা প্রত্যক্ষ করে আসি।'

রাজা প্রেমচন্দ্র ও বিষ্ণু মহারাজ যখন মহারাজা কৃষ্ণকুমারের তরতাজা এই অপকর্মের ঘটনা জানতে পারেন, তখন বিষ্ণু মহারাজ তরবারি উঁচিয়ে বলতে থাকেন– 'ভগবান! আমরা তোমার জগৎকে জুলুমের ঝঞ্ঝাট থেকে চিরকালের জন্য পবিত্র করে তুলতে চাই!'

রাজা প্রেমচন্দ্র নিজের আবেগ প্রকাশ করতে গিয়ে বলতে লাগলেন– 'মহারাজা কৃষ্ণকুমার তার পাপাচার দ্বারা এই দেশের ভবিষ্যৎকে কলঙ্কিত করতে চায়। তাকে সত্বর মিটিয়ে দেয়া হবে। এই অপদার্থ রক্তপিপাসুর জীবনঘণ্টা এখন আঙুল দ্বারা গুনে নেয়া সম্ভব।'

চারদিকে এমনই আবেগ-উদ্দীপনার জোয়ার। প্রেরণা আর প্রত্যয়ের ঢেউ। দিগ্‌বিদিক মুখর করে তুলছে নারায়ে তাকবিরের ধ্বনি। তাঁবু তুলে ফেলা হচ্ছে। সামানপত্র তোলা হচ্ছে ঘোড়ায়। তাঁবুর মালামাল ও রসদপাতি তোলা হচ্ছে গরুর গাড়িতে। খুবই সুশৃঙ্খলভাবে প্রস্থানের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হচ্ছে।

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম এক যুবককে উদ্দেশ করে বললেন– 'কাসিম! তুমি পঞ্চাশ জন অশ্বারোহীকে সঙ্গে নিয়ে সাধনা বোনকে শিব দেবতার মন্দিরে নিয়ে যাও।'

'কিন্তু সাইয়্যেদ সাহেব...' কাসিম বললো– 'আমি কি যুদ্ধের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকবো?'

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম বললেন– 'না, ভাই! তুমি ইচ্ছে করলে ফিরে আসতে পারো।'

www.nagorikpathagar.org

দুপুর নাগাদ সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো। নিজ নিজ স্থানে সব সিপাহি দাঁড়িয়ে আছে। সাধনার সওয়ারির জন্য সাজানো হয়েছে একটি হাতি।

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম, রাজা প্রেমচন্দ্র ও খণ্ডরায় সাধনাকে বিদায় জানাতে তার তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।

একটু পরেই রমা রায় বেরিয়ে এসে বললেন– 'সাধনা জিদ করে বসে আছে। সে বলছে– আমাকে আমার ভাই বাইরে নিয়ে যাবে।'

খণ্ডরায় হেঁটে যেতে চাইলে রমা রায় বললেন– 'খণ্ড বেটা! সাধনার প্রিয় ভাই তো হায়দার ইমাম।'

শুনেই খণ্ডরায় হেসে উঠলো।

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন– 'সময় আমাকে পদে পদে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ঝালিয়ে নিতে চায়। ঠিক আছে, আমি ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবোই!'

সাধনা সাইয়্যেদ হায়দার ইমামের বাহুর ভরে কান্নারত অবস্থায় বাইরে বেরিয়ে এলে বিষ্ণু চিৎকার দিয়ে বললেন– 'লোকসকল! সকলের দৃষ্টি অবনত করে নাও! সম্মানী ব্যক্তির সম্মানিত বোন বাইরে আসছেন!'

রমা রায় এবং খণ্ডরায়ের শির গর্বে উঁচু হতে থাকে।

সাধনা হাতির ওপর আরোহণ করলো। সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম মায়াভরা কণ্ঠে বললেন– 'আরামে সফর করবে।'

সাধনা হাত জোড় করে কেঁদে কেঁদে সাইয়্যেদ হায়দার ইমামের দিকে তাকিয়ে বললে লাগলো– 'ভাইয়া! ভগবান তোমাদের রক্ষা করবেন।'

কয়েক কদম হেঁটে গিয়ে হায়দার ইমাম বললেন– 'প্রিয় বোন! খোদা হাফেজ!'

সাধনা চাদরের আঁচল দিয়ে ভেজা চোখ দুটো মুছতে গিয়ে বললো– 'ভাইয়া! অনেক মনে পড়বে তোমায়!'

সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম ও রাজা প্রেমচন্দ্রের বাহিনী রওনা হলো। আল্লাহু আকবার-এর গগনবিদারী স্লোগান চারদিককার পাহাড়-বনাঞ্চলকে কাঁপিয়ে তুলছে। বেজে উঠেছে তবলা ও সানাই। এক বিচিত্র ভঙ্গিতে মাথা উঁচিয়ে চলতে আরম্ভ করেছে লড়াকু ঘোড়ারা। বিষ্ণু মহারাজের সাজসজ্জা আজ দেখার মতো। সোনালি রঙের আচকান পরেছেন তিনি। বোতামগুলো সূর্যের রশ্মিতে চিকচিক করছে। সাইয়্যেদ হায়দার ইমামের বাহিনীর পতাকা তাঁর হাতে। তিনি বলে চলেছেন–

www.nagorikpathagar.org

'আমি জীবনের নতুন নিয়ম, নতুন বিধান ও নতুন পন্থার সন্ধান পেয়ে গেছি। নয়া দিকনির্দেশনা আমার অন্ধকার মনে প্রত্যয়ের সুদীপ্ত আলো জ্বালিয়েছে। ঘনঘোর অন্ধকারে এটাই আমার আশার প্রদীপ। আমি এই দেশের লাখ লাখ দুঃখী জনতার দুঃখের সাথি হতে চললাম। নিঃস্ব অসহায়ের অধিকার আদায়ের সংগ্রামই আমার ব্রত। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত আমি এই হকের পতাকা উড্ডীন রাখার প্রাণপণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো।'

এই বাহিনীর পেছনে পেছনে যথারীতি খণ্ডরায়ের বাহিনীও যাত্রা আরম্ভ করে। বৃদ্ধ রমা রায়ও হাতির গদিতে আবেগ-উদ্দীপনা নিয়ে বসে আছেন। তিনিও উচ্ছ্বাসভরা জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন।

যেই সময়ে এই বাহিনী রাজধানীর দিকে এগোচ্ছিলো, ঠিক ওই সময়ে মোহন এবং তার সঙ্গীরা গহিন বন পেরিয়ে নদীর তীর ঘেঁষে চলছিলো– যেটা ধামিনির দুর্গে যাওয়ার সহজ পথ। তারা দ্রুত সরদার উদ্যম খান এবং ফিরোজ খানকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করতে আদিষ্ট। পরদিন সন্ধ্যার আগেই মোহন ও তার সঙ্গীরা ধামিনির দুর্গের প্রাচীর দেখতে পায়। সবখানে সাধারণ হালচাল। যথানিয়মে দুর্গের গেটে পৌঁছালে প্রহরীরা তাদের বাইরে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করে–

'তোমরা কোথা হতে এসেছো এবং তোমরা কারা?'

মোহন প্রহরীদের নেতাকে বললো– 'আমরা বাংলার হাকিমের বাহিনীর সিপাহি। সরদার উদ্যম খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।'

কিছুক্ষণ পর সরদার উদ্যম খান ও ফিরোজ খানের সামনে বসে মোহন বিগত দিনের মর্মান্তিক ঘটনা সবিস্তার খুলে বলে।

উদ্যম খান শুনে বললেন– 'ঠাকুর একটি বাহিনী নিয়ে ওপর দিয়ে চলে গেলো অথচ আমরা তার অন্যায় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছুই জানতে পারলাম না!'

ফিরোজ খান বললেন– 'গত হয়ে যাওয়া ঘটনার ব্যাপারে মাতম করে লাভ নেই। আজ রাতের শেষ প্রহরেই আমাদের এখান থেকে প্রস্থান করে যাওয়া উচিত।'

'খুব ভালো হবে।' উদ্যম খান বললেন– 'এই তরতাজা অবস্থাতেই এখনই কুমারী সবিতার সাথে আমাদের পরামর্শ করে নেয়া দরকার।'

সবেমাত্র এঁরা কুমারী সবিতার প্রাসাদের দিকে রওনা হওয়ার জন্য কয়েক কদম এগোলেন। এমন সময় একজন সৈনিক হাঁপিয়ে এসে বললো– 'স্বাগত'।

www.nagorikpathagar.org

'তোমাকেও স্বাগত!' ফিরোজ খান বললেন– 'তুমি দেখছি দৌড়ে এলে। ঘটনা কী? কী খবর?'

'সরদার! এইমাত্র সংবাদ এলো– বাংলার হাকিম বাদশা আলি কুলি খানের বাহিনীর প্রথম বহর নদীর তীরে এসে পৌঁছেছে।'

সরদার ফিরোজ উঠতে লাগলেন। মোহনের আনন্দের ভাবটাই আলাদা। সে হাত জোড় করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো– 'ভগবান! তোমার কৃপা!'

সরদার ফিরোজ খান বললেন– 'উদ্যম খান! তুমি মোহনকে নিয়ে সবিতা কুমারীর কাছে যাও। আমি নদীর তীরে যাচ্ছি।'

বাদশা আলি কুলি খানের আগমনের সংবাদ গোটা দুর্গে এক আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়। লোকজন নেচে-গেয়ে দুর্গের ভেতরকার উন্মুক্ত প্রান্তরে সমবেত হতে থাকে। সরদার উদ্যম খান ও মোহন ধীরে ধীরে সবিতা কুমারীর প্রাসাদের দিকে চললেন।

উদ্যম খান ভারী কণ্ঠে বলে উঠলেন– 'মোহন! ঘনশ্যাম ঠাকুরের অন্যায় কর্মকাণ্ডের সংবাদ বাদশা আলি কুলি খানের আগমনের আনন্দকে ম্লান করে দিয়েছে। কঠিন শাস্তির মুখে পড়ে পুনম যদি রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের ব্যাপারে সবকিছু বলে দেয়!...'

মোহন বললো– 'সরদার! এই ক্ষণে এই একটি আশঙ্কা আমাকেও কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে।'

সরদার উদ্যম খান মাথা উঁচিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন– 'মহামহিম পরওয়ারদিগারের যা ইচ্ছা তা-ই তো হবে। যা-ই হবে হোক, এখন তো যতো দ্রুত সম্ভব আমাদের রাজধানীর দুর্গে উপস্থিত হওয়া জরুরি। বন্ধুদের সাহায্য প্রয়োজন। এদিকে রাজকুমারীর জীবনও শঙ্কার মুখে...।'

অন্ধকার ঘনীভূত হতে চলেছে। জ্বালানো হচ্ছে চেরাগ মশাল। বেজে উঠেছে মন্দিরের ঘণ্টা। দুর্গের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সব কটি চূড়ায় মশাল জ্বালানো হয়েছে। এখনো উদ্যম খান এবং মোহন সবিতা কুমারীর বাসস্থানে গিয়ে পৌঁছাননি। তাঁরা এক চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে পথে হেঁটে চলেছেন। সবিতা কুমারীর একজন রক্ষীকে দ্রুতবেগে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। রাস্তার ধারে ধারে মশালের আলো। নিকটে পৌঁছেই রক্ষী উভয় হাত জোড় করে বললো– 'কুমারীজির অবস্থা খুব খারাপ!'

উদ্যম খান ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন– 'কেন? কী হয়েছে?'

www.nagorikpathagar.org

রক্ষী বললো– 'আমি জানি না, মহারাজ! কেঁদে কেঁদে তিনি তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন করে তুলেছেন। বারবার তিনি আপনাকে ডেকে চলেছেন।'

উদ্যম খান লম্বা লম্বা কদম ফেলে সবিতা কুমারীর কক্ষে গিয়ে পৌঁছালেন। মোহন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে যায়।

উদ্যম খান ব্যাকুল হয়ে তাকে গলায় জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন– 'সবিতা বোন! কী ব্যাপার? কাঁদছো কেন তুমি? কবিরাজ সাহেবকে ডেকে আনতে...।'

কুমারীর সামনের বিছানায় অদেখা এক পূজারি বসে আছেন।

সরদার খানের দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়লে তিনি দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলতে লাগলেন– 'সরদার! কুমারীজি মানসিকভাবে ভীষণ আহত!'

কুমারী সবিতা উদ্যম খানের বুকে মাথা গুঁজে শিশুর মতো ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। উদ্যম খান তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। দীর্ঘক্ষণ পর তার হা-হুতাশ কমে উঠলে উদ্যম খান ব্যাকুলচিত্তে বললেন– 'সবিতা বোন! আমার অন্তর ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। আমাদের উপস্থিতিতে কোন দুরাচার তোমাকে এতোটা পেরেশান করে তুলেছে, খুলে বলো তো দেখি!'

খুব কষ্টে সবিতা কুমারী নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রেখে পূজারির দিকে ইশারা করে চিৎকার করে বলে উঠলেন– 'উদ্যম ভাই! এই পূজারি রাজধানী থেকে এসেছেন। তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করুন আমার ওপর কী কেয়ামত পতিত হয়েছে।'

উদ্যম খান সবিতা কুমারীকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সামনে পড়ে থাকা মসনদে বসে বললেন– 'তুমি কখন এলে?'

জবাবে পূজারি বললেন– 'মহারাজ! এই তো সন্ধ্যার কিছু পূর্বে এসে পৌঁছেছি।'

উদ্যম খান এবার জিজ্ঞেস করলেন– 'কে তোমাকে পাঠিয়েছে?'

পূজারি সরদার উদ্যম খানের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'আমাকে শিব দেবতা একটি মর্মান্তিক বার্তা সহযোগে কুমারীজির কাছে পাঠিয়েছেন।'

শিব দেবতার নাম শুনেই উদ্যম খানের উদাস উদাস চোখজোড়ায় একধরনের চমক সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বললেন– 'তোমাকে শিব দেবতা পাঠিয়েছেন?'

'জি, মহারাজ!' পূজারি জবাব দিলে উদ্যম খান এবার জানতে চাইলেন– 'সে কি মর্মান্তিক বার্তা, যা আমার বোনকে এতো উদ্বিগ্ন করে তুলেছে!'

www.nagorikpathagar.org

পূজারি মাথা নুয়ে খুবই দরদমেশানো কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করলেন– 'সরদার! রাজধানীতে জুলুম অন্যায় অনাচারের ঘনঘোর অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে। কারও ইজ্জত সম্ভ্রমই আর রক্ষিত নেই। মহারাজা নতুন কুমারীর ইজ্জতও লুণ্ঠন করেছে। মাতারানি এবং নতুন কুমারীরা সেখানে আদতে কয়েদির মতোই দিনাতিপাত করছে।'

উদ্যম খান কান্নাস্বরে সবিতা কুমারীর মাথায় হাত রেখে বললেন– 'সবিতা বোন! প্রকৃতপক্ষে তো আমি তোমার এই দুঃখের সমান অংশীদার হয়ে সামান্য অশ্রু বিসর্জন দেয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারছি না। ইশ্! মাতারানি যদি আমাকে আপন মনে করতেন!'

সবিতা উদ্যম খানের কাঁধে হাত রেখে বললো– 'আত্মীয়তার বন্ধনের সম্মান আমাকে সমব্যথী হয়ে কাঁদতে বাধ্য করেছে। নইলে মাতারানির তো এমনই কঠিন শাস্তি প্রাপ্তি ছিলো!'

উদ্যম খান বললেন– 'না, বোন! এমন তিক্ত কথা বলবে না।'

এরপর তিনি কথার মোড় ঘুরিয়ে বলতে লাগলেন– 'আমিও এমনই এক তিক্ত ও মর্মবিদারী বার্তা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি।'

'ভগবান আমার ভাইয়াকে দুঃখ থেকে মুক্ত রাখুন।'

উদ্যম খান বললেন– 'মহারাজা কৃষ্ণকুমারের সেনাপতি চোর-ডাকাতের মতো চুপিসারে শিব দেবতার মন্দির থেকে রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের সখীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। আমাদের কাছে ওই মেয়ের অপহরণ যেনতেন ঘটনা নয়। তাই আমি কুমারী সবিতার নির্দেশে এখান থেকে প্রস্থান করতে চাই।'

সবিতা কুমারী ভালোবাসামিশ্রিত চাহনিতে বললো– 'আমি মঙ্গল সিংয়ের কন্যা এবং উদ্যম খানের বোন। আমিও আমার ভাইয়ের সঙ্গে যাবো। এখনই আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি।'

উদ্যম খান বললেন– 'সবিতা বোন! তোমার জন্য আরো একটি সুসংবাদ আছে।'

'সেটা কী?'

সবিতা জিজ্ঞেস করলে উদ্যম খান বলেন– 'বাংলার হাকিম বাদশা আলি কুলি খান এখানে পৌঁছেছেন। সরদার ফিরোজ খান তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে রওনা হয়েছেন। বাদশা আজ নয়তো কাল অবশ্যই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দুর্গে আসবেন। সুতরাং, এখানে উপস্থিত থাকা তোমার কর্তব্য। পরে তুমি জোরাজুরি করলে বাদশা তোমাকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবেন।'

www.nagorikpathagar.org

সবিতা কুমারী দাঁড়াতে গিয়ে বললো– 'ভাইয়া! কী করে আমি বাদশা আলি কুলি খানের সামনে যাবো?'

উদ্যম খান মুচকি হেসে বললেন– 'একজন কন্যা তার পিতার সামনে কেমনে যায়?'

সবিতা আশ্চর্য হয়ে বললো– 'আমি এতো বড় বাদশার সামনে নিজেকে কী পরিমাণ ছোটো এবং মূল্যহীন অনুভব করবো!'

উদ্যম খান দাঁড়িয়ে বললেন– 'তুমি যখন বাদশার সামনে যাবে, তখন তিনি তোমাকে এতো অধিক সম্মান দেবেন যে, তুমি নিজেই নিজেকে এই দেশের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে অনুভব করতে বাধ্য হবে। এখন আমি তোমার আশীর্বাদ নিয়ে বিদায় নিতে চাই।'

'ঠিক আছে ভাইয়া, তুমি যাও। আমি বাদশার সঙ্গে তোমার পেছনে পেছনে আসছি।'

উদ্যম খান বাইরে বেরিয়ে রাজধানী থেকে আগত পূজারিকে উদ্দেশ করে বলেন– 'তুমি আমার সঙ্গে যাবে, নাকি এখানে থেকে যেতে চাও?'

'এখন আমার ফিরে যাওয়া উচিত হবে না।'

'ঠিক আছে, তুমি এখানেই অবস্থান করো।'

উদ্যম খান কক্ষ থেকে বেরোতে গেলে সবিতা কুমারী বলে ওঠে– 'দাঁড়াও, ভাইয়া! আমি তোমার সঙ্গে যাবো।'

'কোথায়?'

উদ্যম খান জানতে চাইলে সবিতা জবাব দেয়– 'যতোক্ষণ পর্যন্ত তুমি এখানে থাকবে, ততোক্ষণ আমি তোমার সঙ্গে থাকবো। এরপর দুর্গের ফটকে তোমাকে বিদায় জানিয়ে আবার ফিরে আসবো।'

উদ্যম খান তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– 'এতে তোমার কষ্ট হবে যে!'

'আশ্চর্য!' সবিতা চাদরমুড়ি দিয়ে বলতে লাগলো– 'তুমি আরামকে কষ্ট বলে আখ্যা দিচ্ছো!ভাইয়া! তুমি ভাবতেও পারবে না যে, আমার এই মন তোমার ভালোবাসায় কী পরিমাণ পাগল! জাদুকর ভাইয়া! আমি তো তোমাকে দেখেই বেঁচে আছি।'

উদ্যম খান এবং সবিতা কুমারী কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলে মোহন উভয়কে হাত জোড় করে প্রণাম করে।

উদ্যম খান সবিতার দিকে তাকিয়ে বলেন– 'মোহন! এ হচ্ছে সবিতা।'

www.nagorikpathagar.org

মোহন আরেকবার হাত জোড় করে সবিতার সামনে ঝুঁকে নমস্কার জানিয়ে বলে– 'এ আমার সৌভাগ্য যে, কুমারীজির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়ে গেলো।'

উদ্যম খান বললেন– 'আল্লাহ তাআলা সবিতার মাঝে এক মায়াবী আলোকিত অন্তর দান করেছেন।'

অতঃপর উদ্যম খান মোহনের কাঁধে হাত রেখে বলতে লাগলেন– 'সবিতা বোন! মোহন আমাদের বাহিনীর একজন বীর সৈনিক। শুরু থেকে এ পর্যন্ত সে প্রতিটি রণাঙ্গনে নিজের অসীম বীরত্বের প্রমাণ দিয়ে বাংলার হাকিমকে প্রভাবিত করে রেখেছে।'

মোহন বললো– 'এটা হচ্ছে সরদারের সুধারণা। নইলে আমি তো কিছুই নই...।'

উদ্যম খানের বাহিনী যাত্রার জন্য প্রস্তুত। সামানপত্র তোলা গরুর গাড়িগুলো দুর্গের বাইরে চলতে আরম্ভ করেছে। ঢোল-তবলা আর সানাই বেজে উঠেছে। নিম্নবর্ণের অচ্ছুতদের আবেগ-উদ্দীপনা দেখার মতো। সকলের চেহারায় আনন্দের বান। সবাই যেন জীবনের নতুন জয়গান দেখে চলেছে। সিপাহিদের উচ্চস্বরে তাকবিরধ্বনি মুখর করে তুলেছে চারদিক।

উদ্যম খান ঘোড়ায় আরোহণ করার মুহূর্তে মায়াভরা দৃষ্টিতে সবিতা কুমারীর দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন– 'সবিতা! তোমার এই ভাইদের জন্য আশীর্বাদ করো।'

সবিতা এগিয়ে এসে উদ্যম খানের বাহুতে রাখি বেঁধে খুবই আবেগঘন ভঙ্গিতে হাতে চুমুর পরশ বুলিয়ে দিয়ে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো– 'ভগবান! আমার ভাইকে রক্ষা করো! এক দুঃখী বোনের এটাই একমাত্র সম্বল। ভগবান! আমি আমার একমাত্র সম্বলকে তোমার হাতে সোপর্দ করে দিলাম। তোমাকে এক বোনের নিষ্ঠাপূর্ণ ভালোবাসার দিব্যি দিয়ে বলছি– আমার আশার এই ফুলটুকু তুমি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখো!'

অতঃপর আলোর এই ফেরিওয়ালারা ঘন বনের অন্তরালে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে সবিতা কুমারী পুনরায় দুর্গে ফিরে এসে বলে– 'এই জগৎ-সংসারে আজ আমার আত্মা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। জানি না, এই ভালো মানুষেরা এতোকাল কোথায় ছিলো! কীভাবে তারা মুহূর্তে মনমন্দিরে ভগবানরূপে আসীন হয়ে গেলো! জানি, আমার ভাইয়াও আমার জন্য ব্যাকুল থাকবেন। তোমরা সকলে আমার ভাইয়ার জন্য আশীর্বাদ করবে।'

www.nagorikpathagar.org

দুর্গের ভেতর খুশির জোয়ার। লোকজন নাচছে, গাইছে। রাত তার প্রকৃতির চিরন্তন ধারায় গড়িয়ে যাচ্ছে। সবিতা কুমারী তার শয়নকক্ষে গিয়ে পৌঁছায়। ক্লান্ত অবসন্ন সবিতা নিদ্রার কোলে গা এলিয়ে দেয়।

পরদিন ভোর এই দুর্গের অধিবাসীদের জন্য একেবারে নতুনরূপ ধারণ করে। গোটা দুর্গকে দুলহানের মতো সাজিয়ে তোলা হয়। এক মিষ্টি সুরে বাজছে সানাই। দেয়াল-দরজাগুলোকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়। নারী, শিশু ও বৃদ্ধরা নতুন নতুন রঙিন পোশাক পরে খুব ভোরে ভোরে ঘর থেকে বেরিয়ে দুর্গের মাঠে জড়ো হতে আরম্ভ করে। মন্দিরের ঘণ্টা বাজছে জোরেশোরে। ফিরোজ খান লশকর প্রস্তুত করছেন। চারদিকে তুমুল আনন্দ হিল্লোল। দিনের শুরুতেই এক সওয়ারি দুর্গে প্রবেশ করে সোজা সবিতা কুমারীর কাছে পৌঁছে যায়।

প্রথামতে, মাথা নুইয়ে সালাম করার পর সে বলে– 'কুমারীজি! বাংলার বাদশা আলি কুলি খান রাতের শুরুতেই ক্যাম্পে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিনি আপনার খেদমতে অনেক অনেক সালাম জানিয়েছেন। তিনি জানতে চেয়েছেন, আপনি কষ্ট করে ওখানে যাবেন, নাকি তিনি এখানে আসবেন?'

সবিতা খুশি প্রকাশ করে বললো– 'আমি তো তাঁর পথে চেয়ে আছি। যা-ই হোক, এটাই ভালো হয়েছে যে, তিনি এ ক্ষেত্রে আমাকে এখতিয়ার দিয়েছেন। তিনি আমার পিতার সমতুল্য। তিনি হাকিম। তিনি বাদশা। আমি নিজেই ওনার সাথে ক্যাম্পে গিয়ে সাক্ষাৎ করবো।'

সিপাহি দাঁড়িয়ে বললো– 'খুব ভালো। আমি গিয়ে হাকিমকে এ সংবাদটুকু দিয়ে আসি।'

'দাঁড়াও।' সবিতা নিজের গলা থেকে মুক্তার একটি মালা নিয়ে সিপাহির গলায় পরিয়ে বললো– 'আমি তোমার পেছনে পেছনে আসছি।'

সিপাহি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ফিরতে চাইলে সবিতা বলে– 'বলো তো, বাদশা কেমন? অর্থাৎ আমি বোঝাতে চাচ্ছি– এতো বড় বাদশা, তাঁর সামনে কী করে যাই! তিনি কোন ধরনের আদাব পছন্দ করেন?'

সিপাহি মৃদু হেসে জবাব দেয়– 'একজন কন্যা যেভাবে একজন পিতার সাথে সাক্ষাৎ করে, বাদশার সাথে সেভাবেই সাক্ষাৎ করবেন। কুমারীজি! আপনি যখন হাকিমের সামনে গিয়ে তাঁকে সশরীরে দেখবেন, তখন আদাব ভুলে তাঁর বুকে আশ্রয় নেবেন। বাদশা আলি কুলি খানের বুকের সাগরে সব সময় মহব্বতের ঢেউ বয়ে চলে। তিনি তো আমাদের মতো সৈনিকদের সঙ্গে এমন আচরণ করেন, যেন আমাদের এবং তাঁর মাঝে কোনো তফাত নেই।'

www.nagorikpathagar.org

এরপর দরজার দিকে দুই কদম ফিরে এসে সিপাহি মৃদুস্বরে বলতে লাগলো– 'কুমারীজি! হাকিম নিজেও আপনার মতো আবেগে উদ্বেলিত। তিনি উদ্বেগভরা কণ্ঠে সরদার ফিরোজ খানকে বারবার জিজ্ঞেস করছেন– আমার অদেখা কন্যা কেমন আছে! সে কোন ধরনের স্নেহ মায়া-মমতা পছন্দ করে! তার মনমানসিকতা কেমন! কোন কথা দ্বারা সে অসন্তুষ্ট হয়! ইত্যাকার সব প্রশ্ন করে যাচ্ছেন।'

এ কথা শুনে সবিতা হেসে ওঠে।

সিপাহি বাইরে বেরিয়ে গেলে সবিতা তার এক রক্ষীকে ডেকে বললো– 'জানিয়ে দাও, একটু পরেই আমি বাংলার বাদশার সাথে সাক্ষাৎ করতে বেরোবো।'

সূর্যের তেজ খানিক ঘনীভূত হতেই সবিতা কুমারী সাদারঙা একটি ঘোড়ায় আরোহণ করে প্রাসাদ থেকে বের হয়। বেরিয়েই সে দেখতে পায়– গোটা দুর্গের মানুষ দুর্গের মাঠে সমবেত। মুহুর্মুহু স্লোগান আর সানাইয়ের ঝংকার দূর-দূরান্তের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সবিতা কুমারীর ঘোড়া স্বর্ণ-রুপার অলংকারে টইটম্বুর সেজে আছে। নারী-পুরুষ ও শিশুদের এক বিশাল বহর নিয়ে সে এগিয়ে চলছে।

ফিরোজ খানের বাহিনীর এক সরদার বললো– 'দুর্গ একাকী ছেড়ে যাওয়া ঠিক নয়। কুমারীজি যদি অসমীচীন মনে না করে তাহলে আমরা দুর্গের নিরাপত্তার জন্য এখানে অবস্থান করতে পারি। তোমরা ফিরে এলে পরে আমরা হাকিমের কদমবুসির জন্য যাবো।'

সবিতা বললো– 'ঠিক আছে। আনন্দের জোয়ার আর বাঁধ মানছে না। ঠিক আছে, তোমরা এখানে অবস্থান করো। আমি চেষ্টা করবো বাংলার হাকিমকে এখানে নিয়ে আসতে। আশা করি– তিনি আমার আশাকে সম্মানিত করবেন।'

সরদার খুশি হয়ে বললো– 'নিশ্চয় হাকিম কুমারীজির মনের ইচ্ছের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন।'

কিছুক্ষণ পর সবিতা কুমারী বিশাল এক বহর নিয়ে দুর্গের নদীর পাড়ের দিকে রওনা হয়। দুর্গ এবং হাকিমের ক্যাম্পের মাঝে দশ ক্রোশ দূরত্ব। অসংখ্য কুমারী কম বয়সী মেয়ে মাথায় ফুলের তোড়া গেঁথে সেজে রয়েছে। বহু কিশোরের হাতে রঙ-বেরঙের ফুলের মালা। সবিতা কুমারীর সওয়ারীর আগে আগে হেঁটে চলেছেন মন্দিরের পুরোহিত ও পূজারির দল। সবদিকে খুশির আমেজ। নানা রঙের পোশাক সূর্যের জ্বলজ্বল করে উঠছে সুতীব্র

www.nagorikpathagar.org

আলোতে। সবিতার গায়ে সোনালি চাদর। তার সখী ও সেবিকারা ডানে-বাঁয়ে চলছে। যুবক-যুবতীরা চলেছে নেচে-গেয়ে। গরুর গাড়িতে করে নেয়া বড় বড় সানাইগুলো সজোরে বাজছে।

তুমুল খরস্রোতা নদীর ওপর নির্দিষ্ট দূরত্বে বেশ কটি কাঠের সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। বাদশা আলি কুলি খানের সবুজ রেশমি প্রশস্ত তাঁবু বহুদূর থেকে চেনা যায়। এই সময়ে বাদশা আলি কুলি খানের তাঁবুতে নাদের খান, সাইয়্যেদ সাইফুদ্দিন, রিজওয়ান, আদেল খান, জয়ধ্বজ সিং ও রাজেন্দ্র ছাড়াও রয়েছে শ্যাম ও সুন্দর। এসব নেতা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যস্ত।

হাকিম জয়ধ্বজ সিংয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'মহিপাল ভাই! মহান আল্লাহ তাআলা অপার অনুগ্রহে তুমি নিজের শত্রুদের অপবিত্র মনোবাসনা এবং কুপ্রবৃত্তির বিপরীতে আসাম অবস্থানের সুযোগ পেয়েছিলে। তুমি হয়তো শুনেছো যে আসামের কয়েকটি দুর্গ যুদ্ধ এবং ফৌজি দৃষ্টিকোণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেগুলো এ মুহূর্তে আমাদের নিয়ন্ত্রণে। অত্যাচারী মহারাজা কৃষ্ণকুমার রাজধানীর দুর্গে অবরুদ্ধ প্রায়। সে তার দুর্গকে অজেয় অপ্রতিরোধ্য মনে করে। কিন্তু তার জানা নেই যে, সে এমন এক জাতির খপ্পরে পড়েছে– যারা তারকা লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপের শাস্ত্রে যথেষ্ট পারদর্শী। শেষ এবং চূড়ান্ত যুদ্ধের সময় খুবই ঘনিয়ে এসেছে। যতোক্ষণ পর্যন্ত পরীক্ষামূলক ক্ষেত্রসমূহ পরিপূর্ণরূপে নিজের নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তুমি নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখবে। দিনের আলো থাকুক বা রাতের ঘনঘোর অন্ধকার থাকুক– এক মুহূর্তের জন্যও তুমি সেনাসুলভ পোশাক শরীর থেকে খুলবে না। সারাক্ষণ মুখোশ পরে থাকবে এবং লৌহবর্মে শরীর ঢেকে রাখবে। তুমি তো একজন খান্দানি সৈনিক। আশা করি– সেনাসুলভ পোশাককে তুমি বোঝা মনে করবে না।'

জয়ধ্বজ বলতে লাগলেন– 'কয়েক দিনের ব্যাপার তো, খুবই মামুলি ব্যাপার। আমি তো হাকিমের নির্দেশে একশো বছর লোহার এই পোশাক পরে কাটিয়ে দিতে পারবো!'

বাদশা মৃদু হেসে বললেন– 'এ ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। হক-বাতিলের এই যুদ্ধ খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে।'

এরপর তিনি সরদার ফিরোজ খানের দিকে ইশারা দিয়ে বলেন– 'ফিরোজ খান আমাকে এখানকার অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেছে।

www.nagorikpathagar.org

মহারাজার নির্মম আচরণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে ধামিনির দুর্গের শাসক মঙ্গল সিংয়ের বিধবা স্ত্রী এবং এতিম কন্যার সাথে অত্যন্ত নির্দয় আচরণ করেছে। রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের প্রিয় বান্ধবী পুনমকে শিব দেবতার মন্দির থেকে অপহরণ করা হয়েছে। এসব ঘটনা এ কথার জানান দিচ্ছে যে, আমাদের আর বিলম্ব করার সুযোগ নেই ওই হিংস্রদের অবকাশ দেয়ার। হতে পারে তারা পুনম ও মঙ্গল সিংয়ের কন্যার ওপর হিংস্রতার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেবে। আমরা আগামীকাল ভোরে ভোরে আসামের রাজধানীর দিকে রওনা হয়ে যাবো। বাহিনীর সকল নেতা সন্ধ্যা পর্যন্ত বিশ্রাম নিয়ে নতুন সফরের জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করবে। দিনের শেষ বেলায় আমি শিব দেবতার মন্দিরের দিকে রওনা করবো। কুলসুম, কামিনী ও চন্দ্রা মাকে দেখেছি অনেক দিন হয়ে গেছে। তাদের জন্য আমার মন ভীষণ কাঁদছে। অপর প্রান্ত দিয়ে আমি সাইয়্যেদ হায়দার ইমাম এবং রাজা প্রেমচন্দ্রের বাহিনীকে সাথে করে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবো। মহিপাল, ফিরোজ খান ও আদেল খান বাহিনীর নেতৃত্ব দেবে। নাদের খান ও রিজওয়ান আমার সঙ্গে থাকবে। আর আজম! তোমাকে কয়েক দিন ধামিনির দুর্গের নিরাপত্তার জন্য এখানে অবস্থান করতে হবে। আমি আমাদের বন্ধুদের কোনো অবস্থাতেই অসহায় হিসেবে ছেড়ে যেতে পারি না!'

এমন সময়ে এক প্রহরী তাঁবুর ভেতর প্রবেশ করে বললো– 'হুজুর বাদশা! ধামিনির দুর্গপতি সবিতা কুমারীর বার্তা এসেছে।'

'বার্তাবাহককে এখনই উপস্থিত করো!'

যেই সিপাহি সবিতা কুমারীকে বাদশা আলি কুলি খানের বার্তা পৌঁছাতে গিয়েছিলো, সে তাঁবুতে প্রবেশ করে।

তাকে দেখেই বাদশা বলে উঠলেন– 'কুমারী কেমন আছে? তুমি আমার সালাম ও বার্তা পৌঁছাতে পেরেছিলে কি?'

সিপাহি ঝুঁকে বললো– 'সবিতা কুমারী স্বয়ং আগমন করছেন। কুমারীজি বাদশার খেদমতে হাজির হওয়ার জন্য অধীর অপেক্ষায় ছিলেন।'

বাদশা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'কুমারী আমার দিকে আসছেন?'

ফিরোজ খান বললেন– 'বাদশা হুজুর! সবিতা কুমারীর ব্যক্তিসত্ত্বায় মহান আল্লাহ তাআলা প্রেম-ভালোবাসার ফল্গুধারা ছড়িয়ে দিয়েছেন। সে মুসলমানদের অত্যধিক ভালোবাসে। আমার মনে হয়, উদ্যম খানের বিরহ বিচ্ছেদে সে সারা রাত ঘুমাতে পারেনি। সে উদ্যম খানকে আপন ভাইয়ের মতো মনে করে। তার শ্রদ্ধা-ভক্তিতে সে পাগলের মতো হয়ে আছে।'

www.nagorikpathagar.org

বাদশা আলি কুলি খান আনন্দে হেসে উঠে শ্যাম সুন্দর রাজেন্দ্র ও মহিপালের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন– 'মহামহিম আল্লাহ তাআলা আমাদের দেশকে অগণন সৌন্দর্যের সুদৃশ্য প্রকৃতিতে সাজিয়েছেন। এই উঁচু উঁচু সবুজ শ্যামল পাহাড়-পর্বত, এই গাছের ডালে ডালে কিচিরমিচির করতে থাকা রঙ-বেরঙের পাখপাখালির গুঞ্জরন, নদ-নদীর আর বন-জঙ্গলের অপরূপ দৃশ্যাবলি কতোই না মনোমুগ্ধকর! আল্লাহ তাআলা এই ভূখণ্ডের প্রতিটি পথযাত্রীর মনমুকুরে অসংখ্য নেয়ামতরাজি দান করেছেন। কিন্তু জানি না কী কারণে এখানকার শাসকশ্রেণি এমন পাষণ্ড নির্দয় খুনি! শাসকেরা কেবল শোষণ করতেই যেন এখানে আদিষ্ট হয়েছে। এতে করে এখানকার সব অধিবাসী তাদের শাসকবর্গকে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।'

এরপর বাদশা কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন– 'ফিরোজ খান! তুমি আমাকে পেরেশান করে দিলে। আমি ভাবছিলাম– আমার এই অদেখা কন্যাকে কোন নিয়মে আমি স্বাগত জানাতে পারি...। তুমি তার একটি নিষ্পাপ প্রতিচ্ছবি আমার সামনে এঁকে দিলে। এই চিত্র কি আমি চোখে ধারণ করবো, নাকি বুকে লালন করবো!'

এবার তিনি সোনালি রঙের মসনদ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন– 'আদেল খান! তুমি এক হাজার যুবককে সঙ্গে নিয়ে কুমারীকে যথাযথ সম্মানের সাথে নিয়ে আসো।'

অতঃপর তিনি একজন প্রহরীকে বললেন– 'কুমারীর মর্যাদামাফিক উপহার নিয়ে আসো।'

নাদের খানকে তিনি বললেন– 'গোটা বাহিনীকে বলো– সবাই যেন কুমারীর জন্য সালামি প্রস্তুত রাখে।'

আদেল খান এক হাজার অশ্বারোহী বাহিনী সঙ্গে নিয়ে কুমারীকে নিয়ে যেতে রওনা হন। দশ ক্রোশ দূরত্ব অতিক্রম করে এসেছেন তিনি। ইতোমধ্যে সবিতা কুমারীর বিশাল বহরও সামনেই দেখা যাচ্ছে। আদেল খান তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীকে পাঁচশো পাঁচশো জন করে বিভক্ত করলেন। এরপর মহাসড়কের উভয় পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন। প্রত্যেক সওয়ারির হাতে হাতে সাদা পতাকা বাতাসে উড়ছে। আদেল খান ধীরে ধীরে সম্মুখে এগোচ্ছেন। তাঁর হাতে সবুজ রঙা রেশমি ঝান্ডা।

সবিতা কুমারীর সওয়ারী নিকটে এলে আদেল খান ঘোড়া থেকে নেমে বললেন– 'বাদশা হুজুরের পক্ষ থেকে আমরা কুমারী সবিতাকে নিয়ে যেতে উপস্থিত হয়েছি।'

www.nagorikpathagar.org

সবিতা কুমারী আদেল খানের দিকে তাকিয়ে বললো– 'আমি অন্তরের অন্তস্তল থেকে বাংলার হাকিমের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।'

আদেল খান মূল্যবান মুক্তার একটি অনিন্দ্যসুন্দর মালা সবিতা কুমারীর গলায় পরিয়ে বলতে লাগলেন– 'আমার নাম আদেল। আমি বাদশা আলি কুলি খানের সন্তান। তোমার ভাইয়ের পক্ষ থেকে এই উপহারটুকু গ্রহণ করো।'

কুমারী আশ্চর্য ভঙ্গিতে জানতে চাইলো– 'আপনি কি বাদশার ছেলে?'

'জি'। আদেল খান জবাব দিলে সবিতা কুমারী ঘোড়া থেকে নেমে যেতে চায়।

'না!' আদেল খান তাকে বাধা দিয়ে বললেন– 'এই কাজ করো না! হুজুর বাবা যদি এই সংবাদ জানতে পারেন, তাহলে তিনি আমাকে ভীষণ ধমকাবেন...'

আদেল খান ঘোড়া থেকে নেমে গেলে অন্য অশ্বারোহীরাও ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে। আদেল খান সবিতা কুমারীর ঘোড়ার লাগাম ধরে তাঁর সৈনিকদের চলার নির্দেশ দিলেন।

সবিতা বিস্ময় প্রকাশ করে বলতে লাগলো– 'ভাইয়া! এ আপনি কী করছেন?'

আদেল খান বললেন– 'আমাদের গোত্রের লোকেরা তাঁদের বোনদের এভাবেই অভ্যর্থনা জানিয়ে থাকে।'

সবিতা কুমারী বলে– 'কিন্তু ভাইয়া! এভাবে তো আমি আপনার সম্মান ও মর্যাদাকে অপমান করছি বলে মনে করি! এতে করে হতে পারে বাংলার হাকিম অসন্তুষ্ট হবেন!'

আদেল খান প্রত্যুত্তরে বলেন– 'এটা তাঁর নির্দেশই পালন করা হচ্ছে।'

খুশির হিল্লোল বইছে। অতিক্রম হচ্ছে কদম কদম দূরত্ব। সবিতা কুমারীর কাফেলা ক্যাম্পে প্রবেশ করলে হাজার হাজার সিপাহি এক চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে কুমারীকে স্বাগত জানায়। বাদশা তাঁবুর ভেতর একটি উঁচু জায়গায় কুমারীর জন্য সুদৃশ্য মসনদ তৈরি করেন। তাঁবুর অভ্যন্তরে নানারঙা সাজে সজ্জিত সিপাহিরা লম্বা লম্বা বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বাদশাকে যখন এ ব্যাপারে অবহিত করা হয় যে, কুমারী সবিতা চলে এসেছে; তখনই তিনি সাইয়্যেদ সাইফুদ্দিনকে বললেন– 'সাইয়েদ সাহেব! তুমি সবিতা কুমারীকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে ভেতরে নিয়ে আসো। বাকি সকল নেতা সবিতা কুমারীর ডানে-বাঁয়ে এবং পেছনে চলবে।'

www.nagorikpathagar.org

কুমারীর সওয়ারি বাদশার তাঁবুর দরজায় পৌঁছালে সাইফুদ্দিন এগিয়ে ভর ঠেকিয়ে বললেন– 'মা! আমার বাহুতে ভর দিয়ে নিচে নেমে আসো। আমার নাম সাইফুদ্দিন...।'

কুমারীর ওপর আনন্দের এক অভূতপূর্ব অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। উচ্ছ্বাসের আধিক্যে তার পা দুটো কেঁপে চলেছে। এতোটা স্নেহ-মায়া ও ভক্তি-সম্মানের ভার যেন সে আর বইতে পারছে না। গোলাপরাঙা চেহারায় আনন্দের ছাপ। ঠোঁটজোড়া কাঁপছে অনবরত।

সে তাঁবুতে পা রাখতেই বাদশা আলি কুলি খান নিজ মসনদ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সবিতা কুমারীর গায়ে সবুজরঙা একটি চাদর পরালেন। বললেন– 'আমার কন্যাকে আমি স্বাগত জানাই।'

'আপনি'সবিতা বড় কষ্টে কেবল এটুকু বলতে সক্ষম হয়েছে।

'হ্যাঁ, মা! আমার নাম আলি কুলি খান।'

সবিতা নিজের অজান্তেই বাদশার পায়ে পড়ে যায়।

বাদশা বিশেষ এক স্নেহমাখা ভঙ্গিতে তাকে দাঁড় করিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন– 'মা! আমি তোমার দুঃখভরা কাহিনি শুনেছি। আমি খুবই দুঃখিত।'

সবিতা তার সেবিকাদের দিকে তাকিয়ে বললো– 'কী দেখছো! এসব দেবতার ওপর ফুল ছিটাও!'

সেবিকারা এবং ধামিনির অন্য মেয়েরা তাঁবুর ভেতরে বৃষ্টির মতো ফুলের পাপড়ি বর্ষণ করতে থাকে।

বাদশা আলি কুলি খান কুমারী সবিতার মাথায় মুকুট পরিয়ে দিলেন। গলায় পরালেন মুক্তার মূল্যবান মালা। এরপর বললেন– 'কুমারীর সকল সেবিকা এবং সখীদের মুক্তার মালা পরিয়ে দেয়া হোক। সবিতার সঙ্গে আসা অন্যান্য লোককে রুপালি জল ছিটিয়ে দাও। সবাইকে আমার পক্ষ থেকে এক জোড়া করে জামা এবং পাঁচশো পাঁচশো করে স্বর্ণের মুদ্রা উপহার দেয়া হোক...।'

লোকজন তাদের ধারণার চেয়ে অধিক সম্মানপ্রাপ্ত হয়। মন্দির থেকে আগত নাচের লোক গাওয়ার লোক– সকলের মনে অবাধ আনন্দের ঢেউ। খুশি আর খুশির অভূতপূর্ব আমেজ। সবিতা কুমারী বাংলার বাদশার পাশের বিশাল এক মসনদে উপবিষ্ট। সে নিজেকে আকাশের বাসিন্দা কল্পনা করছে। তার চোখেমুখে অন্য রকম উচ্ছ্বাস। বারবার সে আলি কুলি খানের দিকে তাকাচ্ছে। এক মহাপ্রাণ মানুষকে দেখছে সে। যার কদম এগোলেই

www.nagorikpathagar.org

ভূমণ্ডলের ব্যবধান ঘুচিয়ে পায়ে এসে পড়ে। যার ললাট আকাশের মতো প্রশস্ত, ফুলের মতো কোমল।

বাদশা সবিতাকে উদ্দেশ করে বলেন– 'তোমার বোনের সম্ভ্রমহানিতে আমি ভীষণ লজ্জিত ও দুঃখিত। আল্লাহ যদি ইচ্ছে করেন, তাহলে কয়েক দিনের মধ্যেই তুমি ওইসব পাপিষ্ঠকে প্রায়শ্চিত্তের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাবে। মহারাজা কৃষ্ণকুমার তার অন্যায় অনাচারের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করে তুলেছে। আল্লাহ তাআলা এখন তার ওপর জীবনের সব কটি দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছেন।'

দিনের শেষ বেলা পর্যন্ত দরবারে এক ভালোবাসা আর হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করতে থাকে।

শেষে সবিতা বলে ওঠে– 'আমি আমার পিতা বাদশাকে নিয়ে যেতে এসেছি এবং নিয়ে যাবোই।'

বাদশা আলি কুলি খান মুচকি হেসে বললেন– 'মনে হচ্ছে, আমার মা আর্জির কোনো সম্ভাবনাই রাখতে চাইছে না!মা! এমন কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ো না!'

কুমারী বললো– 'আমি চাচা ফিরোজ খানের বাহিনীর লোকদের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি যে, বাদশাকে আমি দুর্গে নিয়ে আসবোই!'

বাদশা আলি কুলি খান কী যেন ভাবতে গিয়ে পরে বললেন– 'আমি আমার কন্যাকে জনসাধারণের সামনে লজ্জিত হতে দিতে পারি না। কিন্তু মা! আমি অল্প সময়ের বেশি ওখানে অবস্থান করতে পারবো না। কারণ, আমাদের বহুদূর যেতে হবে।'

অতঃপর আজম খানকে লক্ষ করে বাদশা বললেন– 'আজম! তুমিও আমার সঙ্গে চলো।'

পরে তিনি সবিতার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'আজম একজন সুদক্ষ ব্যবস্থাপক এবং বীর সৈনিক। ফিরোজ খানকে পরবর্তী রণাঙ্গনে পাঠানো হচ্ছে। তার পরিবর্তে আজম খান দুর্গের দেখভালের দায়িত্ব পালন করবে।'

সবিতা বললো– 'ঠিক আছে, পিতা মহারাজ! কিন্তু যুদ্ধে তো আমি স্বয়ং অংশ নিতে চাচ্ছি! নিজে আমি একজন সৈনিকের মেয়ে। রণশাস্ত্রে আমি যথেষ্ট ধারণা রাখি।'

বাদশা আলি কুলি খান মৃদু হেসে বললেন– 'তোমার প্রতিটি ইচ্ছের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে।'

www.nagorikpathagar.org

কয়েদখানার অন্ধকারে

সময়টি সূর্য ডোবার। আসাম সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুর তার বাহিনী নিয়ে রাজধানীর দুর্গে প্রবেশ করে। তার আগে-পিছে উড়ছে অসংখ্য পতাকা এবং নানা রঙের ঝান্ডা। বেশ বিজয়ী ভঙ্গিতে সে ঘোড়ায় আরোহণ করে আছে। দুর্গের হাজার হাজার মানুষ তাদের সেনাপতিকে স্বাগত জানাতে সমবেত। এ লক্ষ্যে মুহুর্মুহু করতালি। স্লোগানে স্লোগানে দুর্গের দূরের দেয়ালও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ঢোল-তবলা সানাইয়ের সে কি উন্মাতাল ঝংকার! সর্বত্র শোরগোল আর হইচই। মালামাল বহনকারী গরুর গাড়িগুলোর সামনে গরুর পরিবর্তে মুসলিম কয়েদিদের কাঁধ বাঁধা। এক-একটি গাড়ির গোটা ভার দু-দুজন করে মুসলিম কয়েদির কাঁধে। যা বাঁধা হয়েছে মোটা দড়ি দিয়ে। খুব কষ্টে তারা গাড়িগুলো টেনে টেনে আনছে। তাদের উন্মুক্ত পিঠ পাষণ্ড হিন্দু সেনাদের চাবুকের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে। রক্তের ফোয়ারা টপকে টপকে পড়ছে সেখান থেকে। দুর্গের লোকজন তাদের এই অসহনীয় নিঃস্ব পরিস্থিতি দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছে। সেনাপতির ঘোড়ার সামনে মোটা মোটা শিকল ও বেড়িতে পেঁচিয়ে থাকা পুনম হেঁটে চলেছে। তার পোশাকের বিভিন্ন অংশ ছিঁড়ে-ফেঁড়ে আছে। গোটা শরীর তার রক্তাক্ত। লম্বা লম্বা চুলগুলো ধুলোয় ধূসর। মোটা মোটা ফোলা ফোলা চোখজোড়ায় দৃঢ়তার ছাপ। কিছুটা অশ্রুও আছে সেখানে।

হাঁটতে গিয়ে সে বারবার পড়ে যাচ্ছে। পড়ে যেতেই চাবুক মেরে মেরে তুলে নেয়া হচ্ছে। চাবুকের আঘাতে আর্তচিৎকার দিলেই হিংস্র সেনারা অট্টহাসি দিতে আরম্ভ করে। নির্মলা শিব দেবতার মন্দিরের সামনের রাস্তার ওপর উঁচু এক স্থানে দাঁড়িয়ে মানবতায় এই করুণ রোদন আর অবজ্ঞার এই নির্মম দৃশ্য দেখে যাচ্ছে। তার চোখে অশ্রুর মোটা মোটা বিন্দু। একটু পরপর টপকে টপকে পড়ছে তা।

www.nagorikpathagar.org

চিৎকার করে সে শিব দেবতার কাঁধে মাথা রেখে বলে– 'এ কী হচ্ছে, দেবতা! অন্যায় অনাচারের এই ভয়ংকর কাহিনি আর কতো দীর্ঘ হবে? এরা কারা– যাদের ওপর জুলুমের এই পাহাড় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে?'

শিব দেবতা নির্মলার নরম কোমল চুলে আঙুল বুলিয়ে বলতে লাগলেন– 'এরা ওইসব লোক– যারা গেয়ে যায় মানবতার জয়গান। প্রকৃতির নিয়মমাফিক তাদের পরীক্ষা করে নেয়া হচ্ছে। কঠিন পুলসিরাত পার হতে হচ্ছে তাদের। আর তাদের ওপর যারা অত্যাচারের নির্মমতা চাপিয়ে দিচ্ছে, খুব দ্রুত তারা ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে।'

নির্মলা পুনমের দিকে ইঙ্গিত করে বললো– 'ওই দেখো! মেয়েটির ওপর কী অমানুষিক নির্যাতন করা হচ্ছে!'

শিব দেবতা দৌড়ে ওখানে পৌঁছালেন। এক ধাক্কায় তিনি সৈনিককে ফেলে দিয়ে পুনমের ওপর ঝুঁকে গেলেন।

'কে তুমি? কোন অপরাধে তোমার ওপর এমন অমানবিকতা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে?'

পুনম সহমর্মিতাভরা ভঙ্গির সুঘ্রাণ অনুভব করে মাথা তুললে শিব দেবতার পায়ের নিচের মাটি কেঁপে ওঠে।

'পুনম!' শিব দেবতা মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করলে পুনমের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

সে চিৎকার দিয়ে বলে– 'পুনমের ভালোবাসার পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে! ভগবানের দিব্যি! পুনম যেকোনো পরিস্থিতিতে অবিচল থাকবে।'

ঘনশ্যাম ঠাকুর এক কিম্ভুতকিমাকার ধরনের অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'দেবতা মহারাজ! ভগবান! এ হচ্ছে রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের সঙ্গে থাকা বান্ধবী পুনম। আর এই কয়েদিরা হলো বাংলার হাকিমের বাহিনীর সৈনিক।'

শিব দেবতা ক্রোধভরা দৃষ্টিতে ঘনশ্যাম ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন– 'বাস্তবেই তুমি অনেক বড় কাজ করেছো! মহারাজা ও মাতা মহারানি তোমাকে অনেক অনেক পুরস্কারের অধিকারী করবে। এক নির্দোষ দুর্বল মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে এসে তুমি ভাবছো অনেক কিছুই করে ফেলেছো! মনে হচ্ছে বিশাল এক দেশ জয় করে এসেছো! যেখানকার অধিবাসী মানবতার অবমাননায় কান্নার পরিবর্তে অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে অভ্যস্ত, সেখানে তো ভগবানের কানুনে পরিবর্তন দেখা দেবেই!'

এরপর তিনি নির্মলার কাছ থেকে চাদর নিয়ে পুনমের অর্ধ উলঙ্গ শরীর ঢেকে বলেন– 'পশুরা! জুলুমের এই জগতে বর্তমানে তোমরা এমন স্থানে

www.nagorikpathagar.org

গিয়ে পৌঁছেছো, যার সামনে কঠিন শাস্তিদায়ক এক মৃত্যু ব্যতীত তোমাদের জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট নেই!'

ঘনশ্যাম ঠাকুর ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বললো– 'দেবতা মহারাজ! আপনি খুশি হননি? আশ্চর্য বিষয়!'

শিব দেবতা হাত ঘুরিয়ে বলতে থাকেন– 'কে বলেছে আমি খুশি হইনি? বেকুব! আমি অত্যন্ত খুশি! ভগবানের দিব্যি! আমি বড় ভাগ্যবান। আর আমার খুশির কারণ হলো– এখন তোমাদের সবার ওপর ভয়ানক হিসাবের দিন শুরু হয়ে যাচ্ছে। এই নিপীড়িতের ক্ষত থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত ফাঁসির দড়ি হয়ে এই দেশের জালেমদের ধ্বংসের উপকরণ হয়ে এসেছে। আগুন আর রক্তই তোমাদের পরিণতি। আমি দেখছি– মৃত্যুর হাজার হাজার ফেরেশতা তোমাদের ধাওয়া করে ফিরছে। তারা তোমাদের অতি নিকটে পৌঁছে যাচ্ছে। তাদের সেই শব্দ তোমরা শুনতে পাবে না। কারণ, ভগবানের ক্রোধের ব্যাপারে তোমরা অন্ধ বধির ও মূক হয়ে পড়েছো। তাদের বজ্র পদধ্বনি তাই তোমরা অনুভব করতে পারছো না। তোমাদের নির্মমতার এই কাল ফুরিয়ে আসছে!'

ঘনশ্যাম ঠাকুর অসন্তোষ ভাব নিয়ে বলতে লাগলো– 'আমি নিজের অপমান বরদাশত করতে অভ্যস্ত নই। রাজকীয় কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব পালন করার জন্য আমি বড় একটি কাজ করে এসেছি। ভালো হবে, এ ব্যাপারে আপনি অনধিকার চর্চা করবেন না। দেবতাদের কথার প্রভাব জনসাধারণের মাঝে পড়ে থাকে। আপনার বচন দ্বারা মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে।'

এ কথা শুনে শিব দেবতা বললেন– 'তোমাদের জনগণ এবার তোমাদের পক্ষে থাকুক বা বিপক্ষে যাক, তাতে তোমাদের পতনঘণ্টা কেউ আর টলাতে পারবে না। কেননা, ভগবান তোমাদের বিরুদ্ধে কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।'

ঘনশ্যাম ঠাকুর ঘোড়ায় চড়ে বলতে লাগলো– 'দেবতা মহারাজ! আপনার জন্য উত্তম হবে– আপনি আপনার দর্শন ও চিন্তাধারা মন্দিরের চার দেয়ালের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখুন। রাজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে নাক গলাবেন না!'

ঘনশ্যাম তার সৈনিকদের ধমক দিয়ে বলে– 'এই অপদার্থ মেয়েকে তুলে নাও!'

'না!' নির্মলা এক সৈনিকের তোলা হাত রুখে দিয়ে বললো– 'এই হিংস্র নির্মমতা আমি বরদাশত করবো না!'

www.nagorikpathagar.org

'নাগ মাতা!' ঘনশ্যাম বললো– 'এসব যদি তুমি বরদাশত করতে না পারো, তবে মহারাজার অধীন এলাকা থেকে বহুদূরে ভিন্ন কোনো জগতে সরে যাও! এখানে তো মহারাজার রাজকীয় কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সঙ্গে এর চেয়েও মর্মান্তিক আচরণ করা হবে! তুমি কল্পনাও করতে পারবে না যে, সামনে গিয়ে এই ডাইনির সাথে কী ধরনের ব্যবহার করা হয়!'

পুনম বহু কষ্টে দাঁড়িয়ে প্রত্যয়ীকণ্ঠে বলে উঠলো– 'নাগ মাতা ও শিব দেবতা! আমি আপনাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ। আপনাদের সহমর্মিতা আমার জন্য যথেষ্ট। ভগবানের দিব্যি, আমি এই জালেমদের ভয় পাই না। মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সব নিয়মপন্থা আমি আয়ত্ত করে নিয়েছি। এই হায়েনাদের কাছে মৃত্যুর চেয়ে বড় আর কী শাস্তি থাকতে পারে? নাগ মাতা! তোমার দিব্যি দিয়ে বলছি! আমি বড়ই সোনালি স্বপ্নের সংসারে যাচ্ছি। এই জানোয়ারদের কাছে মৃত্যু হচ্ছে এক অসহনীয় যন্ত্রণার নাম। আর আমার কাছে মৃত্যু হলো এক মধুময় অমৃত সুধা! এক সুন্দর নতুন জীবনের নাম!'

শিব দেবতা এগিয়ে এসে নির্মলার বাহুতে হাত রেখে বললেন– 'নির্মলা! এই মেয়ের আত্মার মাঝে ভগবান প্রীতির প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছেন, যা নেভানো এই হিংস্র হায়েনাদের পক্ষে কস্মিনকালেও সম্ভব হবে না।'

পুনম চলে যাচ্ছে। নির্মলা ও শিব দেবতা একদিকে সরে দাঁড়ালেন। তাঁদের উভয়ের নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত। আরেকবার এই বহরে আনন্দের ঢেউ খেলে গেলো। বেজে উঠলো হিংস্রতার স্লোগান আর জুলুমের সানাই। মুসলিম কয়েদিরা সামনে দিয়ে অতিক্রমকালে শিব দেবতার দুই ঠোঁট দোয়ায় নড়তে শুরু করলো। ঝাপসা ঝাপসা চোখে তিনি বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছিলেন। নির্মলা চোখে হাত রেখে কেঁদে চলেছে। সৈনিকেরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে। কয়েদিদের পিঠে চলছে ধারালো চাবুকের বর্ষণ।

মানবাধিকার ও নারীর অধিকার আদায়ের পরিবর্তে হিন্দু পৌরুষ কেমন হামলাত্মক হয়ে উঠেছে– তার হিংস্রতা দেখা যাচ্ছে এই বহরে। পুরুষ শাসন কায়েম করতে নারীর ওপর আধিপত্য বিস্তারই পুরুষ মোক্ষম উপায় স্থির করেছে। সেই উদ্দেশ্য সফল করতেই পুনমের মতো নির্যাতন করতে তারা পিছপা হয় না। নারীর ওপর পুরুষের অত্যাচার হিন্দু সমাজে নতুন কিছু নয়। ভুক্তভোগী কেবল পুনমই নয়। সেই চিরন্তন কাল থেকেই ধরে নেওয়া হয়েছে নারীকে নিয়ন্ত্রণ করবে পুরুষ, বিশেষত নারীর যৌন জীবনকে। হিন্দু নারীর কৌমার্য ও সতীত্ব রক্ষার সঙ্গে পুরুষের সম্মানকে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রেখেছে আসামের অত্যাচারী সমাজ। নারীর কুমারীত্ব রক্ষায় অকৃতকার্য হলে

www.nagorikpathagar.org

পরিবারের সব পুরুষের ওপর নেমে আসে গভীর লজ্জা ও অপমানবোধ। এমনকি অনেক সময়ে এই লজ্জার ছায়া সারা বংশ ও গ্রামের ওপর ছড়িয়ে পড়ে। ফলে পুরুষকে তার পরিবারের সব মহিলার সুরক্ষার্থে সব সময় সচেতন ও উদ্বিগ্ন থাকতে হয়। এই উদ্বেগ পুরুষের ছিলো সর্বকালীন উদ্বেগ। এই দায়িত্বের বিনিময়ে এখানকার পুরুষ দাবি করতো বহু সামাজিক সুযোগ-সুবিধা। কিন্তু এখন? কী দেখা যাচ্ছে এই পরিস্থিতিতে?

যা-ই হোক, গোটা বাহিনী চলে গেলে শিব দেবতা এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে মৃদুস্বরে বলতে থাকেন– 'নির্মলা! আমাদের লোকদের অবহিত করে দাও যে, সময়ের শাহাদাততীর্থে কদম রাখার সময় চলে এসেছে। সবাই যেন সৈনিকের সাজে সজ্জিত হয়ে যায়। হতে পারে, আজ রাতের কোনো এক সময়ে আমাদের কাজ শুরু করে দিতে হবে। আমি মহারাজার দরবারে যাচ্ছি। দেখে আসি– কোন কোন জালেম ওই মজলুমদের খুনের প্রান্তরে কৃতিত্ব প্রকাশ করে। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প তাদের কেমন চরমপন্থী করে তুলছে– তা-ও প্রত্যক্ষ করা দরকার। দ্রুতই আমি ফিরে আসবো।'

অতঃপর তিনি কানে কানে বললেন– 'রাজকুমারীর চারপাশে তার নিরাপত্তারক্ষীদের সংখ্যা আরো বাড়িয়ে দাও। পুনম তো রক্ত-মাংসের মানুষ। কখনো কখনো বড় বড় শক্তিমান ব্যক্তিও নিজ প্রত্যয়ে অবিচল থাকতে পারেন না। জানা কথা– মহারাজা তার কাছে রাজকুমারীর ব্যাপারে জানতে চাইবে। হয়তো নির্মম শাস্তির মুখে পড়ে কোনো একপর্যায়ে সে হেরে যেতে পারে। আমাদের যেকোনো পরিস্থিতি সামাল দেয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাখতে হবে। দ্রুতই সময়ের বাঁক ভিন্ন প্রেক্ষাপটে মোড় নিতে আরম্ভ করেছে। সামনের দিনগুলো বড়ই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ হবে– তাতে সন্দেহ নেই। নির্মলা! আমাদের সবাইকে এই আস্থা ও বিশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের চেষ্টা সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে যে, আমরা সত্যের ওপর আছি। আর সত্যেরই হয় সব সময় জয়।'

নির্মলা তার সুন্দর মায়াবী চোখ মুছে নিজ প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করে বললো– 'দেবতা! আমার যতোদূর সাধ্য আছে, সত্য ও ন্যায়ের শক্তি বাড়াতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যাবো। সম্পূর্ণরূপে আমি সচেতন আছি। এখনই গিয়ে আমাদের সঙ্গীদের নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করছি।'

শিব দেবতা বললেন– 'ঠিক আছে, তুমি যাও। আমি দরবারে যাচ্ছি। হয়তো আমার চেষ্টায় পুনম ও অন্য কয়েদিরা অত্যাচার-নিপীড়নের নির্মমতা

www.nagorikpathagar.org

থেকে বেঁচে যেতে পারে। তুমি তোমার সাথিদের লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিয়ে দাও...।'

পশ্চিমের পর্বতের চূড়ায় ডুবে যাচ্ছে সূর্য। মহারাজা কৃষ্ণকুমার স্বর্ণের সুদৃশ্য সিংহাসনে একজন নিপীড়ক ফেরাউনের মতো দম্ভভরে মেরুদণ্ড উঁচিয়ে বসে আছে। তার বাম পাশে মাতা মহারানি সোনালি মসনদে উপবিষ্ট। উভয়ের চোখে একধরনের শয়তানি চমক খেলা করছে।

একজন গোত্রপতি মহারাজার সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে বললো– 'বিস্তীর্ণ মাঠে উড়তে থাকা হাজার হাজার পাখির বিচরণে মনে হচ্ছে মুসলিম বাহিনী দুর্গের আশপাশে ছড়িয়ে থাকা বনাঞ্চলে প্রবেশ করেছে।'

মহারাজা রাগতস্বরে বললো– 'আমি জানি, মৃত্যু তাদের এখানে নিয়ে আসবেই। ওই পর্বতের মাঝে লুকিয়ে থাকা ঘনঘোর অন্ধকার গর্তগুলো তাদের জন্য অধীর অপেক্ষায় আছে। পৃথিবী দেখবে– তাদের পরিণতি। কোনো একজনও বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে না। কদিন পরেই আমাদের বীর সেনারা বাংলায় মেঘের মতো ছেয়ে যাবে। আমি আমার অপরিসীম শক্তি দ্বারা বিশাল এক ভূখণ্ডের মস্ত বড় মহারাজা হবো। বাংলার মাটি আমার জুতার তলা চাটতে ব্যাকুল হয়ে পড়বে। খুব দ্রুত আমি চতুর্দিকে হিন্দু মতবাদের পতাকা ওড়াবো। ভগবানের পবিত্র ধরিত্রীকে আমি মুসলমানদের রক্ত দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে তুলবো। এভাবে আমি আমার জগৎকে স্বপ্নের স্বর্গে পরিণত করবো।'

শিব দেবতা রাজ সিংহাসন কক্ষের সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বললেন– 'তুমি জাগ্রত চোখ দিয়ে স্বপ্ন দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছো। নিজের সঙ্গে তুমি এই দেশের লাখ লাখ নিষ্পাপ জনতাকে ধ্বংসের গহিন অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছো। ভগবানের কানুন তোমার বিপরীতে নড়াচড়া শুরু করেছে। দেখেছো! কীভাবে তুমি নিজের শক্তিমত্তার জোরে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছো!'

মাতা মহারানির ওপর ভীতির সঞ্চার। তিনি আগ বাড়িয়ে শিব দেবতার চরণ ছুঁয়ে বললেন– 'শিব দেবতা! এমন বচনে আমরা দুঃখ পাই।'

শিব দেবতা দরবারিদের ওপর এক পলক তাকিয়ে বলতে লাগলেন– 'যে অন্যের মনে দুঃখ দেয়, তার অন্তরকে দুঃখ থেকে বাঁচানোর সাধ্য নেই কারও। মাতা মহারানি! আমি তোমাদের জগৎ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। এখন আর আমার এখানে প্রয়োজন নেই। আমি শতাব্দীর সন্তান। শতাব্দীর আকাশে

www.nagorikpathagar.org

আবারও আমি হারিয়ে যাবো। না জানি তোমাদের দৃষ্টি কতোকাল আমাকে সন্ধান করে ফিরবে, কিন্তু আমাকে আর পাবে না!'

'না, দেবতা! না! দয়া করুন! আমাদের একা ছেড়ে যাবেন না! এই ক্ষণে আপনার মহাশক্তির ভীষণ প্রয়োজন আমাদের। দেবতা কখনো তার সেবকদের প্রয়োজন থেকে অমুখাপেক্ষী হয় না।'

শিব দেবতা বললেন– 'তোমাদের এই প্রয়োজন পূরণ করার লক্ষ্যেই আমি ওই সুদূর নীল গগন থেকে এখানে নেমে এসেছিলাম। কিন্তু এই মুহূর্তে তোমার ছেলে আমার কাছ থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে গেছে।'

মহারাজা সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললো– 'আমি আমার দেবতা থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারি না। প্রতিটি পদে আমার দেবতার কৃপা প্রয়োজন।'

শিব দেবতা বললেন– 'মহারাজা! আরামে সিংহাসনে বসে কিছুদিন প্রশান্তচিত্তে বাঁশি বাজাও।'

'না, দেবতা!' মাতা মহারানি শিব দেবতার চরণে হাত রেখে বলতে লাগলেন– 'দয়া করে এমন কথা বলনেব না, আমার আত্মা কাঁপছে।'

শিব দেবতা ঝুঁকে মাতা মহারানিকে নিজের চরণ থেকে তুলে বললেন– 'তোমার মহব্বতের নিষ্ঠা আমার পায়ের বেড়ি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি অপারগ হয়ে পড়ি। আমার মনের মধ্যখানে মহারাজার জন্য একটি কোমল মায়া জড়িয়ে আছে। কিন্তু সে কিছু প্রেতাত্মার লালসার শিকারে পরিণত হয়েছে...।'

'লালসা!' মাতা মহারানি জানতে চাইলেন– 'প্রেতাত্মার লালসার শিকার– এ ব্যাপারে আমার পূর্ব কোনো ধারণা ছিলো না!'

শিব দেবতা বলতে থাকেন– 'সবচেয়ে বড় শিকার তো তোমার ছেলে স্বয়ং। যে আসামকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে!'

মহারাজা বিরক্তি প্রকাশ করে বললো– 'মাতাজি! শিব দেবতাকে যেতে দাও। এতো বড় আনন্দের মুহূর্তকে আমি ভীতির কুয়াশায় হারিয়ে যেতে দেবো না।'

শিব দেবতা বললেন– 'তুমি কোন ধরনের আনন্দ উদ্‌যাপন করতে চাচ্ছো?'

মহারাজা শিকলে বাঁধা কয়েদিদের দিকে ইশারা করে বললো– 'তাদের ক্ষতস্থান থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত আমাদের বিজয়ের আনন্দের নিদর্শন।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের সেনাপতি মাঢ়ি এবং তৎপার্শ্ববর্তী গোটা এলাকায় মুসলমানদের সাফাই করে এসেছে। শিব দেবতা এবং নাগ দেবতার পবিত্র মন্দির মুসলমানদের অপবিত্র উপস্থিতি থেকে পবিত্র করে তোলা হয়েছে। আমাদের জন্য এটা অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ।'

শিব দেবতা সেনাপতির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন– 'মহারাজা! আমি তোমাকে পূর্বেই বলেছি, তুমি জাদুগ্রস্ত মোহগ্রস্ত। চিন্তাভাবনা ও অনুধাবনের ক্ষমতা তোমার হারিয়ে গেছে...। সেনাপতি মিথ্যা কাহিনি শুনিয়েছে। আমি হলাম মন্দিরের দেবতা। আমার জানা আছে কী ঘটেছে এবং কী ঘটতে যাচ্ছে আমার মন্দিরে। শুধু তা-ই নয়, ভবিষ্যতে কী ঘটবে– সে ব্যাপারেও আমি সম্যক অবগত। সেনাপতি এবং তার সেনারা যুদ্ধে লড়েনি; বরং ওরা তো চোর-ডাকাতের মতো রাতের অন্ধকারে চুপিসারে এই কয়েক শো যুবক এবং পুনমকে অপহরণ করে নিয়ে এসে ভয়ংকর কাণ্ড ঘটিয়ে এসেছে! আমাদের মন্দিরে মুসলমানরা যথারীতি এখনো উপস্থিত আছে।'

সেনাপতি দাঁড়িয়ে বললো– 'মহারাজ! আমি এ বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করছি। শিব দেবতা আমাকে অপমান করে যাচ্ছেন।'

একজন মুসলিম কয়েদি বলতে লাগলো– 'এটা তোমার অপমান নয়; বরং এটা হচ্ছে তোমাদের বীরত্ব ও পৌরুষত্বের বাস্তব চিত্র। তুমিই তোমার পদ ও দায়িত্বকে অবমাননা করেছো। খোদার কসম! এমন হীন কোনো কর্মকাণ্ড যদি আমাদের কোনো নেতা করতো, তাহলে তাকে সসম্মানে মসনদে বসানোর পরিবর্তে তরবারির এক ফলায় তার জীবন সাঙ্গ করে দেয়া হতো। তুমি তো চোর-ডাকাতের মতো নিচু কাজটি করলে!'

এমন সময়ে রাজা সুভাষ দরবারে প্রবেশ করে। তার পোশাক ধুলোমলিন।

সে মহারাজার চরণ ছুঁয়ে বললো– 'মহারাজ! মুসলিম বাহিনী দ্রুতগতিতে রাজধানীর দিকে ধেয়ে আসছে। তাদের একটি বাহিনী গতকাল থেকে মাঢ়ির দুর্গ ঘেরাও করে রেখেছে। বন-বাদাড়ের যত্রতত্র দিয়ে মুক্ত পথ বানিয়ে তারা এদিকে আসছে।'

মহারাজার চেহারায় দুশ্চিন্তার জাল। সে বললো– 'মাঢ়ির নিরাপত্তার জন্য তুমি সেখানে কতোজন সেনা রেখে এসেছিলে?'

জবাবে রাজা সুভাষ বলে– 'মহারাজ! আমি ওখানে প্রায় দশ হাজার সেনা রেখে এসেছি। মহারাজ! আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন। মুসলমানরা যদি দুর্গ জয়

www.nagorikpathagar.org

করে নেয়, তবে পরিণতি খুব খারাপ হবে। আমার গোটা খান্দান ধ্বংস হয়ে যাবে।'

মহারাজার মাথায় ঘামের ফোঁটা টপকে টপকে পড়ছে। শিব দেবতা তা দেখে বলে উঠলেন– 'মহারাজা! এই তো কিছুক্ষণ পূর্বে তুমি ক্ষমতার বড়ত্ব দেখিয়ে মহান দেবতা সেজে বসেছিলে। ছোট্ট একটি সংবাদ তোমার ক্ষমতার মেরুদণ্ড ভেঙে দিলো? তোমার মাথায় দেখছি উদ্বিগ্নতার ছাপ। দুশ্চিন্তার অন্ধকারে তুমি ডুবতে বসেছো। তোমার চোখজোড়া এই বাস্তবতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। ভেতরে ভেতরে তুমি ভয়ে ভেঙে পড়ছো। ক্ষমতার দম্ভ আর শক্তির বড়ত্ব নিমেষেই মাটি হয়ে গেলো? যেসব লোক তাদের দেবতা ও অবতারদের অপমান করে, তাদের মন দুঃখতাপে ভরে যায়। কিছুতেই তারা সুখের পরশ পায় না। দুঃখ, দুর্দশা ও পেরেশানির ভূত সব সময় তাদের তাড়া করে ফেরে। মহারাজা! আজ তুমি আমায় খুব দুঃখ দিলে, তাই এখন তুমি যেদিকেই তাকাবে, নিজেকে দুঃখের সমুদ্রে ডুবন্ত দেখতে পাবে।'

'না'; মহারাজা উঠে দাঁড়িয়ে শিব দেবতার পায়ে পড়ে যায়। বলে– 'দেবতা! আমাকে অভিশাপ দেবেন না। আমার প্রতি সৌম্য করুন!'

শিব দেবতাও এমন সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি তাঁর ডান হাত উঁচু করে তুলে বলতে লাগলেন– 'জানি না কী মনে তুমি এমন অসভ্য আচরণ করলে! আমি চাইলে এই মুহূর্তে এই দুর্গকে ছাইয়ে রূপান্তর করে তুলতে পারি। কিন্তু কী করবো! তোমার মাতার কারণে আমি অপারগ হয়ে পড়েছি। তোমার মাতার ভালোবাসা আমার পায়ের বেড়ি হয়ে গেছে।'

এ কথা বলেই শিব দেবতা দ্রুত পায়ে মন্দিরের বাইরে চলে আসেন।

মহারাজা দরবার মুলতবি ঘোষণা দিয়ে বললো– 'কয়েদিদের খাঁড়ির জেলখানায় নিক্ষেপ করা হোক।'

'নির্দেশ পালন করা হবে।'

প্রাসাদের দরজা থেকে বেরিয়ে মহারাজা তার পেছনে পেছনে চলতে থাকা বিশ্রী কদাকার জল্লাদকে লক্ষ করে বললো– 'সব কয়েদি দ্বিতীয় নির্দেশ দেয়ার আগ পর্যন্ত তোমার তত্ত্বাবধানে থাকবে। আগামীকাল দুপুরে খাঁড়িতে মল্লভূমির আয়োজন করা হবে। অনেক দিন ধরে ক্রীড়া-প্রমোদ দেখতে পাইনি। তুমি এখন যেতে পারো। আমার কথা বুঝতে পেরেছো তো তুমি, নাকি?'

www.nagorikpathagar.org

জল্লাদ মাথা ঝুঁকিয়ে হাত জোড় করে বললো– 'মহারাজার নির্দেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। আজ রাতে সব পশুকে ক্ষুধার্ত রাখা হবে। আগামীকাল পর্যন্ত যেসব কয়েদি বেঁচে থাকবে, তাদের ক্ষুধার্ত পশুদের সাথে মোকাবেলার জন্য পাঠানো হবে।'

মহারাজা হেসে উঠে বললো– 'এ ব্যাপারে তো তোমার অনেক অভিজ্ঞতা আছে। যাও, এখন তুমি যেতে পারো।'

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। পশ্চিমাকাশের অন্ধকারে রূপ নিয়েছে লাল আবরণ। মশাল প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়েছে।

মহারাজা ঘনশ্যাম ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে বললো– 'আমি চাই– মাঢ়ির দুর্গ ঘেরাও করে রাখা বাহিনীর ওপর একটি চরম অতর্কিত আক্রমণ চালানো হোক।'

নিলম কুমার বললো– 'মহারাজার পরিকল্পনা খুবই যুক্তিযুক্ত। একেক সময় বিচিত্র ধরনের সংবাদ পরিস্থিতি ঘোলাটে করে রেখেছে। লোকজন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। রাজা সুভাষ চন্দ্রের উদ্বেগ সবাইকে পেরেশান করে তুলেছে। একটি সফল চোরাগোপ্তা আক্রমণ সম্পন্ন করে আমরা এই উদ্বিগ্নতা কাটিয়ে উঠতে চাই। এতে করে আমাদের সৈনিকদের মাঝে মনোবল ফিরে আসবে।'

মহারাজা ঘনশ্যাম ঠাকুরকে লক্ষ করে বললো– 'এ ব্যাপারে তোমার কী অভিমত?'

ঘনশ্যাম বললো– 'প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য যথাযথ। কিন্তু...'

সে চুপ হয়ে গেলে মহারাজা বলতে লাগলো– 'তুমি যা কিছু বলতে চাও, নির্ভয়ে বলো।'

ঘনশ্যাম বললো– 'কিন্তু অতর্কিত আক্রমণ পরিচালনাকারী বাহিনীর নেতৃত্ব কে দেবে? আমার তো অনেক কিছু চিন্তাভাবনা করতে হচ্ছে।'

নিলম কুমার গরম লোহার ওপর একটি আঁচড় কেটে বললো– 'মহারাজ! ভাবনার সময় এখন আর নেই। এখন তো তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়। ভগবান না করুন, মুসলিম বাহিনী যদি ধামিনির দুর্গ পেরিয়ে মাঢ়ির ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়, তাহলে তার পরিণতি খুব সঙিন হয়ে দাঁড়াবে। প্রজারা মহারাজার ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে।'

'ঠিকই বলেছো তুমি, প্রধানমন্ত্রীজি! কিন্তু ভাবনার বিষয় হচ্ছে– এই অতর্কিত আক্রমণ অভিযানের নেতৃত্ব কে দেবে?'

www.nagorikpathagar.org

ঘনশ্যাম এ কথা বললে নিলম কুমার বলতে লাগলো– 'রাজা সুভাষ চন্দ্র ও লোচন ছাড়া নেতৃত্ব দেয়ার আর কে থাকতে পারে? এই উভয়ের উপস্থিতিতে তাদের চেয়ে উপযুক্ত অন্য কাউকে খোঁজার কোনো অর্থ হয় না।'

মহারাজা সিদ্ধান্তের সুরে বললো– 'রাজা সুভাষজি! এই মুহূর্তে তুমি রওনা হয়ে যাও। আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে আসবে।'

***

সন্ধ্যার রূপ রাতে গড়ায়। নিকষ কালো অন্ধকার ছিন্ন করে চারদিকে জ্বলে উঠেছে মশাল। আকাশে তেজস্বী গতিতে খেলা করে চলছে তারারা। নির্মলা শিব দেবতার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ একদিক থেকে উদয় হয় শিব দেবতার। তিনি চলে এলেন।

নির্মলা খুবই ভক্তি ও শ্রদ্ধামিশ্রিত ভঙ্গিতে তাঁর কদমে নুয়ে বলতে লাগলো– 'দেবতা, আজ বহুক্ষণ আমাকে অপেক্ষায় দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। কেন জানি আজ আমার মনময়ূরীতে প্রচণ্ড ভয় ডানা মেলেছে। ভগবানই জানেন এর রহস্য কী। আমাকে আগে কখনো এমন দুর্বল চিত্তের দেখা যায়নি।'

শিব দেবতা অভ্যাসমতে তাকে হৃদ্যতাপূর্ণ ভঙ্গিতে দাঁড় করিয়ে বললেন– 'তুমি ঠিকই বলেছো, নির্মলা দেবী! ভয়ভীতি হচ্ছে মানুষের এক স্বভাবজাত অংশ। এর জটিলতার অনুভূতি কেউ অস্বীকার করতে পারে না।'

নির্মলা শিব দেবতার কণ্ঠস্বর বেশ গম্ভীর দেখতে পেলো। কাঁপা মনের আবেগ প্রকাশ করে সে বলতে লাগলো– 'দেবতা! আপনিও দেখছি উদ্বিগ্ন। কারণ কী?'

শিব দেবতা নির্মলার হাত নিজ হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলতে থাকেন– 'নির্মলা! চলো কক্ষে যাই। এখানে বিশদ বর্ণনা করা সংগত হবে না।'

নির্মলা তাঁর কদম অনুসরণ করে করে চলতে থাকলো। মন্দিরের পূজারি ও তীর্থযাত্রীরা রাস্তার দুই ধারে দাঁড়িয়ে ভজন গেয়ে যাচ্ছে। শিব দেবতা তাদের ভক্তির জবাব দিয়ে মুচকি হাসির ফুলের সুবাস ছড়িয়ে যাচ্ছেন। বেশ ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ ভঙ্গিমায় তিনি কক্ষের দিকে এগোতে থাকলেন।

নিজের বিশেষ কক্ষে পৌঁছে শিব দেবতা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন– 'নির্মলা! তুমি হয়তো ইতোমধ্যে শুনেছো, সেনাপতি ঘনশ্যাম

www.nagorikpathagar.org

ঠাকুর চোরের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে ধোঁকা দিয়ে রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী পুনমকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছে।'

নির্মলা ভীতি ও আশঙ্কাভরা কণ্ঠে বলে উঠলো– 'তার ওপর নির্যাতনের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে রাজকুমারীর ব্যাপারে ওরা রহস্য ভেদ করে ফেলবে! পুনম যদি সবকিছু বলে দেয়, তাহলে পরিণতি কী দাঁড়াবে? কী হবে এখন?'

শিব দেবতা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন– 'নির্মলা! ভয়ে ভেঙে পড়ার কোনো কারণ নেই। যেমনিভাবে উঁচু উঁচু পাহাড়ের আকাশচুম্বী চূড়ায় বর্ষিত বৃষ্টির পানি তার গতিপথ নির্ণয় করে নেয়, অনুরূপভাবে আমরাও নিজেদের লক্ষ্যে সফল হওয়ার জন্য পথের সন্ধান করে নেবো। তোমার তো জানা আছে– আমি শতাব্দীর সন্তান। এই জগৎ-সংসারের উঁচু-নিচু যতো পথ আছে, সব পথ সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। পুনমকে আমি দেখেছি। তার শরীরে লেগে থাকা রক্তের সব নমুনা আমি দেখেছি। ফুলের মতো কোমল এই মেয়ের আত্মাজুড়ে দাউ দাউ করছে ক্রোধের অনল। তার মাঝে রয়েছে পাহাড়সম প্রত্যয়ের অবিচলতা। তাকে টলানো মহারাজা এবং তার গৃহপালিত কুকুরদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না। রক্তপিপাসু হায়েনারা এই নিষ্পাপ মেয়েটির ওপর জুলুমের পর্বত চাপিয়ে রেখেছে। কিন্তু আমি আমার এই চক্ষু দিয়ে দেখেছি– সে নির্মম নিপীড়নের মুখে পড়েও বিরল ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে অবিচল থেকেছে। তা সত্ত্বেও জালেমরা তার শরীরকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে।'

নির্মলা কাঁদতে থাকলে শিব দেবতা বলে উঠলেন– 'নির্মলা! কখনো কখনো তীরে এসেও নৌকা ডুবে যায়। কিন্তু আমরা আমাদের নৌকাকে যেকোনো মূল্যে তীরে ভেড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি। পুনমের সাহস আর অবিচলতা আমাকে এক নতুন আত্মবিশ্বাসের আলো দেখিয়েছে। আমি গন্তব্যের নিকটে এসে ক্লান্ত হয়ে হার মানতে চাই না। মাত্র দু-চার কদমের ব্যাপার।'

নির্মলা বললো– 'দেবতাজি! আমি ক্লান্ত নই। হেরেও যাইনি। নিজের ব্যাপারে চিন্তা করে কান্না করার মতো জীব আমি নই। পুনমের অসহায়ত্বই আমাকে কাঁদাচ্ছে। আর কতোক্ষণ এই নিষ্পাপ মেয়েটি এমন নির্মম নির্যাতন সয়ে যাবে!'

'না!' শিব দেবতা দাঁড়িয়ে বলেন– 'সে অসহায় নয়। তাকে আমি নিপীড়নের আগুনে জ্বলতে দেবো না। তাকে নিরাপত্তা দেয়ার প্রতিজ্ঞা করছি। প্রেতাত্মাদের মোহভঙ্গের সময় খুবই ঘনিয়ে এসেছে। তরবারি হাতে নেয়ার সময় এখন।'

www.nagorikpathagar.org

অতঃপর দ্রুত তিনি সেনা পোশাক পরে বললেন– 'এই তরবারি এখন থেকে ওই সময় পর্যন্ত কোষমুক্ত থাকবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত জুলুমের এই ঘনঘোর অন্ধকার আসামের মাটি থেকে সরে না যাবে। পুনমের সঙ্গে বেশ কিছু ইসলামি সৈন্যও বন্দী হয়ে আছে। মহারাজা তাদের সবাইকে জেলখানায় বন্দী করে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। আগামীকাল যেকোনো সময় এই নিঃস্বদের ওপর ক্ষুধার্ত হায়েনাদের ছেড়ে দিয়ে মহারাজা তার হিংস্র আত্মাকে শান্তি দেবে। কিন্তু আমি আজ রাতে ভোর হওয়ার পূর্বেই পরিস্থিতির দিক পরিবর্তন করে দিতে চাই। আমি হাশিম এবং অন্য সাথিদের অবহিত করার লক্ষ্যে বন্দীখানার দিকে যাচ্ছি। ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তুমি নতুন কুমারী এবং তার মায়ের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত থাকবে।'

'কিন্তু দেবতা মহারাজ...!'

শিব দেবতা ঢাল ও ধনুক ভাঁজ করতে করতে বললেন– 'নির্মলা! এখানে তুমি একা নও। আমার দৃষ্টি তোমাকে হেফাজত করবে।'

'না, দেবতা! না!' নির্মলা বললো– 'আমি আমার নিরাপত্তার কথা বলছি না। আমি আপনাকে আগুন আর রক্তের সাগরে একাকী যেতে দেবো না। আপনার অস্তিত্ব থেকে আমি দূরে থাকতে পারবো না। পদে পদে দিগ্‌দিগন্তে আমি আপনার সঙ্গে থাকতে চাই।'

শিব দেবতা তাঁর হাত নিজ হাতের মুঠোয় নিয়ে বললেন– 'নির্মলা! পদে পদে দিগ্‌দিগন্তে তুমি তো আমার সঙ্গেই থাকবে। তোমার ভক্তি-বিশ্বাসের ওপর আমার গর্ব হয়। তোমার একনিষ্ঠ ভালোবাসার আলো আমার চলার পথ আলোকিত করে তুলেছে। তাই তোমার থেকে পৃথক হয়েও আমি পৃথক হতে পারি না। কিন্তু এটা তো একটি পরীক্ষাক্ষেত্র। এতে আমাদের উভয়ের অভিন্ন গন্তব্য। তোমার ভালোই জানা আছে যে, এই মন্দির হচ্ছে আমার শক্তিশালী ক্যাম্প। সময় আসার পূর্বেই যদি এই ক্যাম্প আমি শত্রুদের হাতে সোপর্দ করে দিই, তাহলে আমাদের সমস্যা আরো বাড়তে থাকবে। যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে। জুলমের আগুন বেড়েই চলেছে। এই অগ্নিকুণ্ডে আবেগে তাড়িত হয়ে আত্মাহুতি দেয়ার পাত্র আমি নই। কিন্তু নির্মলা! সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সেই লেলিহান আগুন নিভিয়ে আমি লাখ লাখ মানুষকে বাঁচাতে চাই।'

এখনো শিব দেবতার কথাবার্তা চলমান। এমন সময়ে বাইরের দরজায় আওয়াজ।

www.nagorikpathagar.org

নির্মলা বাইরের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'কে? দেবতা এই মুহূর্তে ধ্যান-জ্ঞানে ব্যস্তদর্শন দেবেন না।'

একজন পূজারি বললো– 'নির্মলা দেবীজি! দেবতাকে বলো– জগন্নাথ দেবতার মহাদেব এবং আরো কজন তীর্থযাত্রী অনেক দূর থেকে এসেছেন। এই ক্ষণে তাঁরা দর্শনের জিদ ধরে বসে আছেন।'

শিব দেবতা পূজারির শব্দ শুনেছেন। তিনি বললেন– 'অনুমতি দেয়া গেলো।'

নির্মলা দরজা থেকে সরে আসে। কক্ষের মূল দরজা খুলে যায়। অতঃপর জগন্নাথ দেবতার মহাদেব, ইসমাইল ও শেখরকে সঙ্গে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করেন।

মহাদেব এগিয়ে শিব দেবতার চরণ ছুঁয়ে বলতে থাকলেন– 'ভগবানের বড়ই কৃপা– যিনি আমাদের মতো পাপীদের শিব দেবতার দর্শনের জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন।'

শিব দেবতা মহাদেবের কাঁধে হাত রেখে বললেন– 'মহাদেব! আমি তোমার কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইবো না যে, তুমি কোন উদ্দেশ্যে এখানে এসেছো। কেননা, আমি তোমাদের চেহারায় অঙ্কিত লেখাগুলো পড়তে পারছি।'

অতঃপর তিনি ইসমাইলের দিকে আঙুল দ্বারা ইশারা করে জিজ্ঞেস করলেন– 'যুবক! তুমি কে?'

ইসমাইল জবাব দেয়ার পূর্বেই মহাদেব বলে– 'তার নাম রাজু।'

'রাজু!' শিব দেবতা মুচকি হেসে বললেন– 'খুব ভালো নাম। এই যুবক যদি তার নাম নিজে রাখতে পারতো, তাহলে আরো ভালো হতো। যা-ই হোক, রাজু একটি প্রিয় নাম। মনে রেখো! কোনো ক্ষেত্রে যেন ভুলে না যাও!'

ইসমাইল এগিয়ে শিব দেবতার চরণ ছুঁয়ে বলতে লাগলো– 'দেবতা মহারাজ! আমরা সকলেই বিশেষ এক উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি। আমরা আপনার সাহায্য কামনা করি।'

'বলো, রাজু!' শিব দেবতা মহব্বত সহকারে তাঁর হাত নিজ হাতে নিয়ে বলেন– 'আমি তোমাদের কী সাহায্য করতে পারি।'

মহাদেব নির্মলার দিকে তাকিয়ে বলেন– 'আমরা নির্জনে বিশেষভাবে কিছু কথা বলতে চাচ্ছি।'

www.nagorikpathagar.org

শিব দেবতা শেখরের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'সম্ভবত তোমার নাম শেখর।'

শেখর শিব দেবতার পায়ে পড়ে বলতে লাগলো– 'তাহলে তো দেবতা আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও অবগত।'

শিব দেবতা তরবারি কোষমুক্ত করে বললেন– 'শেখর! দরজা বন্ধ করো।'

শেখর দরজা বন্ধ করে দিলে শিব দেবতা বলতে লাগলেন– 'এ হচ্ছে নির্মলা। কোনো পরিকল্পনা তার থেকে গোপন নেই। সে আমার প্রত্যয়ের নাড়ি-নক্ষত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তোমরা যা কিছু বলতে চাও, নিঃশঙ্কচিত্তে বলতে পারো। খুবই সংক্ষিপ্ত শব্দে নিজেদের বক্তব্য পেশ করো। আমার হাতে সময় খুব কম। পুনমের ব্যাপারে আমি ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছি।'

শিব দেবতা বললেন– 'তোমার নাম ইসমাইল।'

ইসমাইল মাথা ঝুঁকিয়ে বললো– 'জি, মহারাজ! এবং সব মসিবতের মূল হোতা আমি। আমার অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতার কারণে এতোসব কিছু ঘটেছে। আমি আমার রক্তের ফোয়ারা দ্বারা এই বদনামি ঘোচাতে চাই।'

এরপর ইসমাইল সংক্ষিপ্ত শব্দে ঘটে যাওয়া সম্পূর্ণ আখ্যান শোনালো। শুনে শিব দেবতা বললেন– 'তোমার কোনো অপরাধ নেই। এসব কিছু পুনম এবং তার অন্য সঙ্গীদের ললাট লিখন। তোমার তো জানা থাকার কথা– সত্যের মিষ্টতা বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার পরই আস্বাদন করা সম্ভব। তুমি মন ছোট কোরো না। আচ্ছা, তোমাদের লোকসংখ্যা কতোজন? কীভাবে তোমরা দুর্গে প্রবেশ করলে?'

মহাদেব বললেন– 'আমরা সর্বসাকল্যে পঞ্চাশ জন আছি। সকলেই পূজারি ও সন্ন্যাসীর বেশে রয়েছি। যেই মুহূর্তে রাজা সুভাষ চন্দ্রের বাহিনী দুর্গ হতে বের হচ্ছিলো, ওই মুহূর্তে আমরা দুর্গে প্রবেশ করি।'

এরপর শিব দেবতা জানতে চাইলেন– 'মহাদেবজি! তোমাদের কেউ চিনতে পারেনি তো?'

মহাদেব বললেন– 'আমরা আমাদের পরিচিতি গোপন রাখা সংগত মনে করিনি।'

শিব দেবতা বললেন– 'ঠিক আছে। তোমরা এখানে অবস্থান করো। আমার ধারণা– ইতোমধ্যে সংবাদটি মহারাজার কাছে গিয়ে পৌঁছাবে। সে তোমাদের ডেকে নিতে কাউকে পাঠাতে পারে।'

www.nagorikpathagar.org

এরপর তিনি ইসমাইল ও শেখরের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'তোমাদের সঙ্গীরা কোথায়?'

ইসমাইল বললো– 'ওরা মন্দিরের বড় ফটকের নিকটেই অবস্থান করছে।'

শিব দেবতা কিছু ভাবতে গিয়ে বললেন– 'তোমরা সবাই সশস্ত্র আছো তো, নাকি?'

ইসমাইল বললো– 'আমাদের কাছে খঞ্জর ও ছুরি আছে।'

'ঠিক আছে।' তোমরা আমার সাথে এসো। ক্রমেই সময় ফুরিয়ে আসছে। আমার সাথিদের আমি আর যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে দিতে পারি না। যেকোনো মূল্যে আমি পুনম ও অন্য বন্দীদের হায়েনাদের থেকে উদ্ধার করতে চাই।'

ইসমাইল ও শেখর শিব দেবতার পেছনে পেছনে মন্দির থেকে বের হয়। শিব দেবতা যখন মন্দিরের ফটকে গিয়ে পৌছান, তখন ইসমাইলের সিপাহিরা তাঁকে খুবই চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে স্বাগত জানায়।

শিব দেবতা মৃদুকণ্ঠে বলেন– 'তোমাদের আগমনে আমার সাহস বৃদ্ধি পেয়েছে। তোমরা আসায় গন্তব্যের দূরত্ব কমে এসেছে বলে মনে হচ্ছে।'

এরা সবাই দ্রুতবেগে বন্দীখানার দিকে এগোয়।

শিব দেবতা রাজ বন্দীখানার দারোগা প্রকাশকে উদ্দেশ্য করে বলেন– 'ভালো মনের মানুষ! লড়াই আরম্ভের অন্তিম পর্যায় এসে পৌছেছে। আমরা সকলে যে মহান লক্ষ্যে ভেতরে ভেতরে দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা-সাধনা করে যাচ্ছি, তা অর্জনের সময় এসে পড়েছে। আমরা আমাদের সঙ্গীদের নিয়ে যেতে এসেছি।'

প্রকাশ রাজ বন্দীখানার ফটক খুলতে গিয়ে আবেগের আধিক্যে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললো– 'দেবতা মহারাজ! ভগবানের কৃপায় আজকের দিনের আগের পরিস্থিতি যেভাবে আমি সামাল দিয়েছি, আগামীতেও সাফল্য আমাদের পদচুম্বন করবে। জুলুমের আগুন নিভে ভস্ম হয়ে যাবেই। আমি আমার রক্তের বৃষ্টি দিয়ে সেই আগুন নিভিয়ে দেবো যে আগুনে সবাই দগ্ধ হচ্ছে। আমার মন বলছে– আজ রাতের ভোর বড়ই সুন্দর ও সোনাবর্ণা হবে।'

এই লোকেরা বন্দীখানায় প্রবেশ করার পর শিব দেবতা হাশিমকে সম্পূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে বলেন– 'হাশিম! তোমার তো জানা আছে– আল্লাহ তাআলা মুসা আ.-কে তাঁর প্রাণের শত্রু ফেরাউনের ঘরে

www.nagorikpathagar.org

লালিত-পালিত করেছেন। আল্লাহ যা চান, তা করতে সক্ষম। এই অনিশ্চিত পরিস্থিতিতেও আমাদের অশ্রু আর প্রত্যাশার দ্বীপ সমান্তরালে জ্বলে উঠছে। আমরা নিরাশ নই। হতাশার চোরাবালিতে আমরা কখনো আটকে পড়ে থাকিনি। আমাদের একনিষ্ঠ প্রত্যয় আমাদের সাহসের কেন্দ্রবিন্দু। এই মুহূর্তে তুমি যুদ্ধের জন্য অস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়ে যাও। আজকের রাতের এক-একটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান। সময়ের ঘূর্ণমান চাকায় চড়ে আমাদের বহু দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে।'

অতঃপর তিনি সাপুড়েদের নেতা রামু বাবুকে লক্ষ করে বলেন– 'আমি নিশ্চিত, তোমরা সবাই নিজ নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে অনবগত নও। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি এবং আমাদের বোনদের সম্ভ্রম রক্ষার লক্ষ্যে পাথরের মতো অবিচল ভূমিকা তোমাদের পালন করতে হবে।'

এরপর তিনি মধুমতির মাথায় হাত রেখে বলতে লাগলেন– 'মধুমতি! দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।'

'আমি চিন্তিত নই, মহারাজ!' মধুমতি দৃঢ়চেতা ভঙ্গিতে বলে ওঠে– 'ভগবান আমার ললাটে যা কিছু লিখে রেখেছেন, সন্তুষ্টচিত্তেই আমি তা মেনে নিতে প্রস্তুত। আমার ইচ্ছে– এই জটিল পরিস্থিতিতে আমি আপনার সঙ্গে থাকবো।'

শিব দেবতা বললেন– 'এর কোনো প্রয়োজন নেই। এখনো জনসমক্ষে আসার সময় হয়নি তোমার। একটু ধৈর্য ধরো।'

এই সময়ে হাশিম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নেয়। তরবারির ধারালো অংশে চুমু খেয়ে সে বলে– 'আল্লাহর শপথ! এই সময়টার জন্য আমি বড়ই অধীর অপেক্ষায় ছিলাম। আল্লাহর শোকর। শাহাদাতের ময়দানে পা বাড়ানোর সুযোগ এসে গেছে।'

এরপর সে মধুমতির দিকে তাকিয়ে আবেগচাপা কণ্ঠে বললো– 'আমার জন্য দোয়া করবে। তোমার দোয়ার এক-একটি শব্দের শ্বাশত সম্মান আল্লাহ রক্ষা করবেন।'

অতঃপর সত্য পথের ছোট্ট এই অভিযাত্রী দলটি রাতের অন্ধকারে প্রাচীর আর গাছের ছায়ার ঘন অন্ধকার ডিঙিয়ে দুর্গের ওই অংশের দিকে এগোতে থাকে, যেখানে মল্লভূমির বন্দীখানা অবস্থিত। বর্তমানে এখানেই মুসলিম কয়েদি ও পুনমকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। এর দৈর্ঘ প্রায় অর্ধক্রোশ। এই মল্লভূমির চারদিকে রাজ কর্মকর্তাদের আবাসন। এছাড়া রয়েছে বুনো হিংস্র জন্তুদের খোঁয়াড়। খুবই ভয়ানক আর দুর্গন্ধময় এই এলাকা। এই

www.nagorikpathagar.org

মল্লভূমিতেই আগামীকাল মুসলিম কয়েদিদের ক্ষুধার্ত সিংহ ও বাঘের সাথে মোকাবেলা করতে ছেড়ে দেয়া হবে। দুর্গে একজন ঘোষক এই মর্মে ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে।

এই ঘোষণা শুনে বৃদ্ধ ও দুর্বল লোকেরা তাদের স্নেহাস্পদদের বলছে– 'ভিড় থেকে বাঁচতে আমাদের রাতের মধ্যে পৌঁছিয়ে দিয়ো।'

এ এক বিচিত্র দৃশ্য। এই কুসংস্কারে আসামের বিশাল এক জনগোষ্ঠী উন্মত্ত হয়ে আছে। এই হিংস্রতা বর্বরতার ওপর অশ্রু বিসর্জন দেয়ার মতো লোক খুবই নগণ্য। সে যা-ই হোক, এটি তাদের জন্য একটি খুশির সংবাদ।

শিব দেবতা, হাশিম ও শেখর তাঁদের দৃঢ়চেতা আত্মপ্রত্যয়ী সাথিদের নিয়ে অন্ধকারে পথ হেঁটে চলেছে। একসময় তারা আখড়ার বন্দীখানার নিকটে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে লোকজনের ভিড় দেখে তাদের পা থমকে যায়।

শিব দেবতা বললেন– 'মনে হচ্ছে– অত্যাচারী মহারাজা আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হয়ে গেছে। তোমরা সবাই এখানে দাঁড়িয়ে আমার অপেক্ষা করো। আমি গিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আসি।'

হাশিম অন্ধকারে গভীরভাবে তাকিয়ে বলতে লাগলো– 'মনে হচ্ছে এরা আমাদের সাহায্যকারী হবে।'

শিব দেবতা উচ্চ আওয়াজ শুনে বললেন– 'তুমি ঠিকই বলছো।'

এক লোক ক্ষোভে ভরা উচ্চ গলায় বলে চলেছে– 'অপদার্থের দল! এ হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী! দ্রুত ফটক খুলে দাও! নইলে করুণ পরিণতির জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও!'

শিব দেবতা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'হে খোদা! তোমার রহমতের সমুদ্র কিনারাবিহীন।'

এরপর তিনি মল্লভূমির দিকে এগিয়ে বললেন– 'তোমরা সবাই এখানে দাঁড়াও। আমি এখনই আসছি।'

প্রধানমন্ত্রী নিলম কুমারের সঙ্গে রয়েছে প্রায় চারশো সশস্ত্র সিপাহি।

ফটকের ভেতর দিক থেকে কেউ একজন বলে উঠলো– 'কিন্তু এর পূর্বে তো কখনো এমন হয়নি। মহারাজার কাছ থেকে এ ব্যাপারে আমাদের জিজ্ঞেস করে আসতে হবে।'

নিলম কুমার রাগতস্বরে বলে উঠলো– 'বোকা লোক! আমি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বলছি! মহারাজার কাছে জিজ্ঞেস করার কী প্রয়োজন! আমি মুসলিম বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এসেছি। দ্রুত ফটক খুলে দাও!'

www.nagorikpathagar.org

শিব দেবতা এসে প্রধানমন্ত্রী নিলম কুমারকে বললেন– 'যদি ফটক খোলা না হয়, তাহলে ফটক ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করা হবে।'

নিলম কুমার আশ্চর্য ভঙ্গিতে তাঁর হাতে চুমুর প্রলেপ এঁকে দিয়ে বললো– 'শিব দেবতা! আপনি!'

শিব দেবতা আকাশে চমকে থাকা তারাদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন– 'নিলম কুমারজি! তুমি সব সময় অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো দলের প্রথম সারিতে আমাকে পাবে।'

কিছুক্ষণের মধ্যে শোনা যেতে লাগলো ফটক খোলার খটখট আওয়াজ।

শিব দেবতা নিলম কুমারের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'আমি আমার সঙ্গীদের নিয়ে আসছি। তুমি কিছুক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা করো।'

হাশিম, ইসমাইল এবং তাদের প্রায় পঞ্চাশ জন সঙ্গী প্রধানমন্ত্রীর সৈনিকদের সাথে মিলে যায়। নদীর ওপারে নিযুক্ত চার-পাঁচশো সশস্ত্র প্রহরী প্রধানমন্ত্রী নিলম কুমারের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে বলতে লাগলো– 'সৌম্য করুন, মহারাজ! আমাদের দরজা খুলতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী রেগে গিয়ে বললো– 'এটা কার নির্দেশ ছিলো যে, এই এ দেশের প্রধানমন্ত্রীকেও পাত্তা দেয়া হবে না?!'

একজন প্রহরী হাত জোড় করে বললো– 'সৌম্য করুন মহারাজ! এটা বিনোদের নির্দেশ।'

'বিনোদ'; নিলম কুমার বললো– 'বিনোদ এই মুহূর্তে কোথায় আছে?'

প্রহরী বললো– 'বিনোদজি বন্দীখানায় আছেন। তিনি পুনমকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কাজে ব্যস্ত আছেন।'

বন্দীখানাটি ছিলো একটি ভয়াবহ গর্ত। ভীষণ ভয়ালো ও অন্ধকার। সেখানে জ্বলছে একটি মশাল। মনে হচ্ছে, মশালটি অন্ধকারে থরো থরো কাঁপছে। পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক নিলম কুমারের সাথিরা খুবই বিচিত্র ভঙ্গিতে এক নিমেষেই প্রহরীদের মৃত্যুর ঘাটে পার করিয়ে দেয়। এমন অতর্কিত আক্রমণ ছিলো যে, তারা চিৎকারটুকুও করে উঠতে পারেনি। এক-একটি কুঠরিতে চার-পাঁচজন কয়েদিকে দেয়ালে লটকে থাকা মোটা মোটা শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। কুঠরির দরজার বাইরে ক্ষীণ একটি মশাল জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। কয়েদিদের বেদনাদগ্ধ আহাজারি বন্দীখানার ভয়াবহ পরিবেশকে করে তুলেছে আরো ভীতিকর।

www.nagorikpathagar.org

নিলম কুমার মৃদুস্বরে তার এক সাথিকে বললো– 'বন্দীখানার সকল নিরাপত্তারক্ষীকে ওই বিশেষ পন্থায় শেষ করে এসো এবং তাদের জায়গায় আমাদের সঙ্গী সৈনিকদের নিযুক্ত করে দাও।'

পূর্বপরিকল্পনা মতে বন্দীখানার সমুদয় নিরাপত্তারক্ষীকে খতম করে দেয়া হয়। ওইসব স্থানের নিয়ন্ত্রণ চলে আসে নিলম কুমারের সিপাহিদের হাতে। বন্দীখানার দিকে দিকে রক্তের ফোয়ারা।

নিলম কুমার এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললো– 'পুনমকে কোথায় রাখা হয়েছে, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না।'

এমন সময় একদিক হতে নারীকণ্ঠের আর্তচিৎকার ভেসে আসে। নিলম কুমার সেই নারীকণ্ঠের দিক অনুসরণ করে দৌড়ে যায়। হ্যাঁ, এটা পুনমেরই চিৎকার ছিলো। তার ওপর চালানো হচ্ছে ভয়াবহ নিপীড়ন। শিব দেবতা ইসমাইল, হাশিম এবং আরো কজন সাথিকে সঙ্গে নিয়ে চলতে থাকলেন এবং অন্যদের নির্দেশ দিয়ে বললেন– 'বন্দীখানার ভেতর দিয়ে ফটক বন্ধ করে দাও। নিজ নিজ স্থানে সজাগ সতর্ক দৃষ্টি রাখো।'

এ এক অদ্ভুত ভয়ংকর গর্ত। বিচিত্র ধরনের শাস্তি দেয়া হয় এখানে। অকথ্য নিপীড়নে জ্বলেপুড়ে মরতো বন্দীরা। একটা চাকার ওপর বন্দীকে শোয়ানো হতো, তারপর প্রচণ্ড ভারী হাতুড়ি দিয়ে শক্তিশালী আঘাত করে খণ্ড খণ্ড করা হতো দেহের সব হাড়। আর কিছু বন্দীকে একটা গাধার ওপর বসানো হতো। তবে গাধাটা একটু অন্য রকম। তেমন নরম-মোলায়েম নয়। এর ওপর দিকটি ধারালো। এতে বসিয়ে বন্দীদের পায়ে ভারী লোহার বল বেঁধে দেয়া হতো। আর তাতে মারাত্মক আঘাত পেতো বন্দীরা।

শুধু তা-ই নয়; অনেক বন্দীর হাত-পা বেঁধে সুচালো একটি দণ্ডের ওপর বসিয়ে দেয়া হতো। শরীরের ভারে তা আস্তে আস্তে গভীরে গেঁথে যেতে থাকতো। এ পদ্ধতিতে বন্দীর মৃত্যু হতে এক থেকে দুই দিন সময় লাগতো।

এছাড়া এখানে আছে বিশাল বড় ইস্পাতের তৈরি একটি মহিষ, যার পেটের দিক দিয়ে আছে দরজা। এই দরজা দিয়ে বন্দীকে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। তারপর নিচে আগুন জ্বালিয়ে ইস্পাতের তৈরি মহিষটি উত্তপ্ত করা হতো। ভেতরে যারা থাকতো তারা জীবন্ত পুড়তে থাকতো। পশু দিয়েও নির্মম শাস্তির মুখোমুখি করা হতো এখানে। বিশাল বিশাল হাতি ব্যবহার করা হতো বন্দীদের হত্যা করার জন্য। বন্দীকে বেঁধে তার মাথা কোনো পাথরের ওপর রাখা হতো এবং হাতি তার

www.nagorikpathagar.org

বিশাল পা দিয়ে বন্দীর মাথাটি পিষে ফেলতো। এজন্য হাতিগুলোকে প্রশিক্ষণও দেয়া হয়।

এখানে সাধারণত জোর করে কিছু আদায় করার ক্ষেত্রে তারা বিচিত্র এক পদ্ধতিতে বন্দীকে মাটির সঙ্গে শুইয়ে তার ওপর কাঠের তক্তা রাখে এবং কাঠের তক্তার ওপর রাখা হয় ভারী ভারী পাথর। ততোক্ষণ পর্যন্ত এ শাস্তি চলতে থাকে, যতোক্ষণ না বন্দী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া আরেকভাবে এটা করা হতো। একটা মেশিন ছিল এ শাস্তির জন্য। সে মেশিনে বন্দীর মাথা রেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেটা চাপ দিয়ে মাথা পিষে ফেলা হতো।

সবচেয়ে নৃশংস ও ভয়াবহ শাস্তিটি ধাপে ধাপে দেয়া হতো। প্রথমে একটি কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে আটকে বন্দীকে নিয়ে যাওয়া হতো ময়দানে। তারপর গলায় দড়ি বেঁধে তাকে ঝুলিয়ে রাখা হতো। এতেও যদি বন্দী দোষ স্বীকার না করে, তখন তার হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধে ঘোড়ার সঙ্গে জুড়ে দেয়া হতো। ঘোড়া যতো সামনে এগোতো, ততো টান পড়তো। এরপরও দোষ স্বীকার না করলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে বন্দীর পেট কেটে জীবিত অবস্থাতেই তার নাড়িভুঁড়ি বের করে ফেলা হতো এবং এরপর গলা কেটে ফেলা হতো। তারপর তার শরীরটাকে চার ভাগে ভাগ করে প্রেরণ করা হতো রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে।

যা-ই হোক, এই হচ্ছে এখানকার শাস্তির ধরন। পুনমকে এখানে হাত-পা মোটা শিকল দিয়ে বেঁধে মেশিনে তার মাথা রেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেটা চাপ দিয়ে মাথা পিষে হিংস্র প্রকৃতির শাস্তি দিচ্ছে বিনোদ। পুনমের আর্তচিৎকার বহুদূর গিয়ে ঠেকছে। ইতোমধ্যে বন্দীখানার সকল নিরাপত্তারক্ষীর জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের স্থলে প্রধানমন্ত্রী নিলম কুমারের বিশ্বস্ত সিপাহিরা নিয়োজিত রয়েছে। মানুষের রক্তের গন্ধ পেয়ে ক্ষুধার্ত বাঘগুলো গর্জন করে চলেছে। তাদের ক্ষুধার্ত রাখা হয়েছে আগামীকাল বন্দীদের সাথে মোকাবেলার নামে খাবলে খাবলে খাবার জন্য।

নিলম কুমার, শিব দেবতা, ইসমাইল ও শেখর একই সঙ্গে শাস্তিকক্ষে প্রবেশ করে। শাস্তির তীব্রতায় পুনমের নিশ্বাস আটকে যাবার অবস্থা। তার পোশাকবিহীন শরীরের নানা স্থানে রক্ত ঝরে ঝরে পড়ছে। বন্ধ চোখ দুটো থেকে অশ্রুর কুয়াশা টপকে টপকে পড়ছে।

www.nagorikpathagar.org

নিলম কুমারকে দেখে বিনোদ হাত জোড় করে বললো– 'প্রধানমন্ত্রীজি! এই মেয়ে বেশ পাথুরে মাটির তৈরি। কিছুতেই কোনো কথা বের করছে না। কিন্তু আমাদের কাছে কথা বের করার আরো অনেক পন্থা আছে।'

এরপর সে পাশে থাকা অগ্নিকুণ্ডে ইশারা করে বললো– 'প্রথমে আমি তাকে লোহায় ছেঁকা দিয়ে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুড়িয়ে ফেলবো। এটা যদি সে সহ্য করতে পারে, তাহলে তার চোখে গরম লোহার কাঠি ঢুকিয়ে দেবো!'

ইসমাইল সামনে এসে বিনোদের মাথার লম্বা চুল টেনে ধরে বলতে লাগলো– 'স্বামী দয়ানন্দ! মৃত্যু তো এই মেয়ের আসবে না! মৃত্যু এখন তোমার মাথার ওপর ঘুরছে। আমাকে একটু চেনার চেষ্টা করো!'

এই ক্ষণে শেখর ও শিব দেবতা মিলে বিনোদের অন্য দুই সাথিকে কুপোকাত করে নেয়।

বিনোদ ভাঙা ভাঙা চোখে ইসমাইলের দিকে তাকিয়ে কর্কশ সুরে বলে– 'তুমি! তুমি কোথা থেকে এলে? মহারাজা তোমাকে জীবিত ছাড়বে না!'

ইসমাইল তাকে সজোরে মাটিতে আছাড় মেরে বলে– 'মৃত্যুকে দেয়ালের উচ্চতা দ্বারা বাধা দিয়ে রাখা যায় না। মৃত্যু তো সর্বত্র এক বিচিত্র ভঙ্গিমায় এসে উপস্থিত হয়ে থাকে!'

বিনোদ হাত জোড় করে কান্নাস্বরে বলে– 'ভগবানের দোহাই! আমাকে মেরো না! পুনমকে আমি কিছু বলবো না। তোমাকে আমি সব দিক দিয়ে সাহায্য করবো।'

এরপর সে প্রধানমন্ত্রীর পায়ে পড়ে বলতে লাগলো– 'প্রধানমন্ত্রীজি! কী ব্যাপার? রাজধানী কি মুসলমানরা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ফেলেছে?'

ইসমাইল খঞ্জর দ্বারা এক ঘা মেরে বললো– 'এ ব্যাপারে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। নিয়ন্ত্রণ না নিলেও অচিরেই নিয়ে নেবে।'

বিনোদের রক্তে মাটির বিছানা ভেসে যাচ্ছে। তার সাথে সাথে তার অন্য সঙ্গীদেরও মৃত্যুর মুখে পতিত করে দেয়া হয়েছে। পুনম এতোক্ষণে চোখ মেলেছে। তার ঠোঁটে মুচকি হাসির রেখা। ইসমাইল, শেখর ও শিব দেবতা দ্রুতবেগে পুনমের হাত-পা খুলে দিতে শুরু করে।

'ইসমাইল'; কান্নাভরা কণ্ঠে পুনম বলে– 'তুমি এখানে কীভাবে পৌঁছালে? তোমার এখানে আসা উচিত হয়নি। এখান থেকে পালিয়ে যাও!'

ইসমাইল তাকে কোলে তুলে নিয়ে কান্নাকণ্ঠে বললো– 'পুনম বোন! আমি একেবারে অজ্ঞ! আমার নির্বুদ্ধিতার কারণে তোমাকে অনেক যন্ত্রণা সইতে হয়েছে। এখন তোমাকে ছেড়ে আমি আর কোথাও যাবো না!'

www.nagorikpathagar.org

পুনম হাশিমের দিকে তাকিয়ে বললো– 'হাশিম! তুমি কেমন আছো?'

হাশিম মাথা নিচু করে পুনমের মাথায় হাত বুলিয়ে বললো– 'পুনম! মনে হচ্ছে আমাদের দুর্দশার দিন ফুরিয়ে আসছে।'

শিব দেবতা তার লৌহবর্মের ভেতর থেকে চাদর নিয়ে পুনমের শরীর ঢেকে নিলম কুমারকে লক্ষ করে বললেন– 'নিলম ভাই! এখন কী করা যায়?'

নিলম শেখরকে উদ্দেশ করে বললো– 'শেখর! দুজন সৈনিককে ডেকে আনো।'

অল্প কিছুক্ষণ পরই দুজন সিপাহি চলে এলো। নিলম কুমার বললো– 'পুনম বোনকে আরামে উঠিয়ে আমার ঘরে রেখে আসো। গাছের আড়ালের ঘন ছায়ারাও যেন কেউ টের না পায়।'

পুনম উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে সক্ষম হয় না।

সিপাহি পুনমকে তুলে রওনা হলো। অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে নিলমের চোখ। সে শিব দেবতা, হাশিম, শেখর ও পুনমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসে। পাশাপাশি তার নির্দেশে সৈনিকেরা বন্দীখানার সকল কয়েদিকে মুক্ত করে দেয়। মুসলিম বাহিনীর সিপাহিরা ছিলো মারাত্মক আহত। শারীরিকভাবে তারা ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু প্রাত্যয়িকভাবে তাদের চোখেমুখে নতুন জীবনের জয়গান।

নিলম কুমার নিজ সৈনিকদের লক্ষ করে বলতে থাকে– 'এই লাশগুলো ক্ষুধার্ত পশুর খোঁয়াড়ে ফেলে এসো। দ্রুত এই বন্দীদের খাবারদাবারের ব্যবস্থা করো।'

এরপর সে মুসলিম বন্দীদের উদ্দেশ করে বললো– 'পরিস্থিতির ভয়াবহতা তোমরা নিশ্চয় আঁচ করতে পারছো। আমার শক্তি-সামর্থ্যের শেষ চূড়ায় পৌঁছা পর্যন্ত আমি তোমাদের সাহায্য করে যাবো।'

এরপর সে বন্দীদের মাঝে খঞ্জর বণ্টন করে দিয়ে বলে– 'আগামীকাল তোমাদের হয়তো ভীষণ এক শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে। আমি তোমাদের বাঁচাতে পরিস্থিতি ভিন্ন খাতে নেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা অব্যাহত রাখবো।'

একজন বন্দী সিপাহি বললো– 'আমরা সবাই আপনার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ। আমরা ভীত নই। অত্যাচারী মহারাজার সাথে আমরা পৌরুষোচিত মোকাবেলা করবো।'

www.nagorikpathagar.org

আরেক বন্দী খঞ্জর বের করে বললো– 'মৃত্যুকে তারাই ভয় পায়– যারা জন্ম-মৃত্যুর দর্শন সম্পর্কে অবহিত নয়। আমরা অপমানের জীবন থেকে সম্মানের মৃত্যুকে শ্রেয়তর মনে করি।'

নিলম কুমার বললো– 'আশা করি, পরিস্থিতি সে পর্যন্ত গড়াবে না। যা-ই হোক, তোমরা এখন আর নিঃস্ব নও– এ কথা মনে রেখো। তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী এখানে অসংখ্য মানুষ রয়েছে। তারা একটি সুযোগের অপেক্ষায় প্রহর গুনে চলেছে।'

ইসমাইল বললো– 'ভাইয়েরা! পাষণ্ড মহারাজা যদি তোমাদের আখড়ায় পশুর মুখোমুখি হতে বাধ্য করে, তাহলে সব রহস্য উন্মোচন হয়ে পড়বে। যেকোনো ধরনের পরিণতির তোয়াক্কা না করে আমরাও তোমাদের সঙ্গে পশুদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবো।

'না!' একজন সিপাহি বললো– 'নেতাপুত্র! তুমি এমন করো না। তোমরা কেউই নিজেদের প্রকাশ করো না। আমাদের কাছে অস্ত্র আছে। ভালোভাবেই আমরা সিংহ-বাঘের সাথে মোকাবেলা করতে পারবো।'

শিব দেবতা কী যেন ভাবার ভঙ্গিতে বলে উঠলেন– 'কিছু কিছু সিদ্ধান্ত কোনোরূপ ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই সম্পন্ন করতে হয়।'

ইতোমধ্যে কজন সৈনিক বন্দীদের জন্য খাবার তৈরি করে নিয়ে আসে। কদিনে ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত বন্দীরা খুব তৃপ্তিভরে পানাহার সারলো।

www.nagorikpathagar.org

বর্বরতার বিক্ষত বেদনা

প্রকৃতি তার নিজ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। সময়টি রাতের প্রথম প্রহর। উঁচু উঁচু পাহাড়-পর্বতের চূড়ায় চুমুর পরশ মেখে দিয়ে যাচ্ছে চাঁদ। জোনাকির মাদকতা গোটা জগৎ ছেয়ে রেখেছে। এক মনোমুগ্ধকর নীরব পরিবেশ। মহারাজা কৃষ্ণকুমার তার রাজপ্রাসাদের সুরম্য মহলে সোনার সিংহাসনে বসা। বারো দরজাবিশিষ্ট এই মহলের সবদিকে অসংখ্য মশাল জ্বলছে। খোলা চোখে মহারাজা মদের নেশায় ঝিমুচ্ছে। পরির মতো অনিন্দ্যসুন্দরী এক ললনা অর্ধনগ্ন হয়ে তার সামনে নানা শৈলীতে নৃত্য করছে। আরেক মেয়ে মধুর সুরে গান গেয়ে যাচ্ছে। ঊষা মহারাজার পায়ের কাছে বসে তাকে মদ পান করিয়ে যাচ্ছে। অতিরিক্ত নেশায় সে বারবার হাঁচি তুলছে।

হঠাৎ সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললো– 'অনুষ্ঠানের ওই প্রদীপ কোথায়?'

ঊষা হাত জোড় করে বললো– 'মহারাজা, কোন অনুষ্ঠানের প্রদীপের কথা বলছেন?'

মহারাজা খানিক অসন্তুষ্টচিত্তে বললো– 'আমি আমার প্রাণস্পন্দন নতুন কুমারীর কথা বলতে চাচ্ছি। সে কোথায়? তাকে এখনই এখানে ডেকে আনো। তাকে বিনে আজকের এই পানশালা আমার কাছে বিরস বিরস লাগছে।'

ঊষা মহারাজার চরণ ছুঁয়ে বলতে লাগলো– 'মহারাজ! সৌম্য করুন। কুমারীজির শারীরিক অবস্থা ভালো নয়।'

'না!' মহারাজা দম্ভস্বরে বলে উঠলো– 'এটা তার রূপের অহংকার!'

ঊষা ভীতকণ্ঠে বললো– 'মহারাজ! এটা বাহানাবাজি নয়। সত্যিই কুমারীজি অসুস্থ।'

মহারাজা ঊষাকে ধমক দিয়ে বললো– 'তার অবস্থা যা-ই হোক এবং যেমনই হোক, এই মুহূর্তে তাকে উপস্থিত করা চাই। আমি সুন্দরীদের ভালোই ওষুধ দিতে জানি।'

www.nagorikpathagar.org

শরীরে পেশি সঞ্চালনের শক্তি ঊষা হারিয়েছে, তবে মনের জোর হারায়নি। বারান্দার এক কোণে অসংযতভাবে বসে সে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। তার গলার প্রতিটি ওঠানামা ছুরির খোঁচার মতো। এতে কান্নার বেগ প্রবলতর হলো, মনে হচ্ছে তার মূর্ছার অবস্থা হিস্টিরিয়া রোগীর পর্যায়ে চলে গেছে। পেটের ভেতর থেকে কান্না বের হয়ে আসছে, বছরের পর বছর যে অপমান সেখানে জমে ছিল, এখন তা ছুরির মতো তার দুই পাশ থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

অতঃপর মহারাজা সুজনকে উদ্দেশ করে বললো– 'আমি কি তোমাকে নির্দেশ দিইনি যে, নতুন কুমারীকে সন্ধ্যা নাগাদ আমার কাছে পৌঁছে দেবে!'

'জি মহারাজ! বলেছিলেন।'

সুজন হাত জোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে এ জবাব দিলে মহারাজার ক্রোধ আরো বেড়ে যায়। সে বলে– 'তাহলে আমার নির্দেশ পালনে কে তোমাকে বাধা দিলো? নির্দেশ অমান্যের স্পর্ধা কোথায় পেলে তুমি?'

সুজন হাঁটু মালিশ করতে করতে বললো– 'সৌম্য করুন, মহারাজ! কুমারী এই মুহূর্তে শিব দেবতার চরণসেবায় রয়েছে।'

মহারাজা তার ডান পাশে বসে থাকা ঘনশ্যামের দিকে তাকিয়ে বললো– 'মনে হচ্ছে শিব দেবতা সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। তাকে কে এই অধিকার দিলো যে, সে আমার প্রিয় বস্তুকে আমার থেকে পৃথক রাখলো!'

ঘনশ্যাম হাত জোড় করে বললো– 'এমনই তো মনে হচ্ছে, কিন্তু মহারাজ! আমরা তো দেবতাকে অসন্তুষ্টও করতে পারি না।'

'কিন্তু সেনাপতিজি! দেবতাদেরও সীমা অতিক্রম করে আমাদের শৌখিনতায় অনুপ্রবেশ অনুচিত। দেবতাদের স্বাধীনতারও একটি সীমা থাকে। এই জগতে এমন কোনো দেবতা নেই, যার শক্তির প্রভাব অনতিক্রম্য।'

ঘনশ্যাম মৃদুকণ্ঠে বললো– 'মাতা মহারানির অভিমত কিন্তু ভিন্ন। আর এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মাতা মহারানির অসন্তুষ্টির মোকাবেলা কেউ করতে পারবে না।'

মহারাজা বললো– 'নারীরা দুর্বল চিত্তের অধিকারী হয়ে থাকে। সাধারণ পরিস্থিতিকেও তারা ভয় পায়।'

অতঃপর মহারাজা সিংরামের দিকে তাকিয়ে বললো– 'এখনই তুমি গিয়ে নতুন কুমারীকে নিয়ে এসো। শিব দেবতা বাধা দিতে উদ্যত হলে

www.nagorikpathagar.org

তাকে মোটেই পরোয়া করবে না। আমি আমার আনন্দকে কোনো দেবতার খাতিরে ত্যাগ করতে পারি না।'

সিংরাম অবনত মস্তকে হাত জোড় করে বললো– 'মহারাজের নির্দেশমতে কাজ করা হবে।'

নর্তকীদের পা থেমে যায়।

মহারাজা তাদের দিকে তাকিয়ে বললো– 'তোমরা নাচো! এই আমেজ অব্যাহত রাখা চাই...'

সংগীত, বাদ্য ও প্রমোদের তরী পাল তুলে চলতে শুরু করলো। ঊষা বারবার কী যেন বলতে চাচ্ছিলো। সেই লক্ষ্যে সে সুজনের দিকে তাকাচ্ছিলো। জবাবে সুজনের দৃষ্টিতে তৃপ্তির ছাপ দেখা যাচ্ছিলো।

কিছুক্ষণ পর মহারাজা ঘনশ্যামের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো– 'কী ব্যাপার, বিনোদ এখনো আসছে না। কারণ কী?'

ঘনশ্যাম নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে জবাব দিলো– 'আসার পথে আছে হয়তো, মহারাজ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস– সে পুনমের কাছ থেকে রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের ব্যাপারে কিছু না কিছু তথ্য নিয়ে ফিরবে। সে এমন কাজে বেশ পটু।'

মহারাজার ঠোঁটে হাসির রেখা। সে তার রক্তিম দৃষ্টি তুলে বলে উঠলো– 'আমি চন্দ্রকান্তকে টুকরো টুকরো করে নিজ হাতে হিংস্র পশুদের খাওয়াবো। সে আমার ভাই অজয় কুমারের খুনি। আমার বুক প্রতিশোধের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে। যে আগুন এই ডাইনি প্রেতাত্মার রক্তেই কেবল নিভতে পারে।'

কিছুক্ষণ পর আসন পরিবর্তন করে সে বললো– 'বর্তমানে আমাদের বন্দীখানায় কী পরিমাণ বন্দী আটক আছে?'

ঘনশ্যাম ঠাকুর বললো– 'মহারাজ! দুর্গের সব কটি বন্দীখানায় আনুমানিক চার হাজার বন্দী আছে।'

মহারাজা কিছু ভাবতে গিয়ে বললো– 'আগামীকালের তামাশার জন্য এই সংখ্যা তেমন কম নয়। মানুষকে আমি অধিক পরিমাণে আনন্দ দিতে চাই। তুমি তো জানো– বেশ কয়েক বছর যাবৎ এখানকার লোকজন মল্লভূমির জীবন-মৃত্যুর ফটক খুলতে ও বন্ধ করতে দেখেনি।'

ঘনশ্যাম বললো– 'কিছুটা অপারগতা আছে, মহারাজ! এই মুহূর্তে বন্দীদের সংখ্যা বাড়ানোর আর তেমন সুযোগ নেই। বাইরে থেকে আমরা আর লোক আনতে পারবো না। কারণ, দুর্গের বাইরে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত শত্রুসেনারা জাল বিছিয়ে রেখেছে। মহারাজ যদি জীবন-মৃত্যুর এই ফটকে

www.nagorikpathagar.org

জীবিত ও মৃতদের সারি আরো দীর্ঘ করতে ইচ্ছুক হোন, তবে আগামীকালের পরিবর্তে মল্লভূমির পশু-মানুষ লড়াই কয়েক দিন পরে উদ্‌যাপনের নিমিত্তে মুলতবি রাখতে পারেন। তখন হাজার হাজার বন্দী আমাদের কবজায় চলে আসবে। মহারাজ ইচ্ছে করলে তখন জীবন-মৃত্যুর ফটকের সারি মাসব্যাপী অব্যাহত রাখতে পারবেন।'

মহারাজা বললো– 'আমি তোমার বক্তব্য বুঝে উঠতে পারিনি। কী বলতে চাচ্ছো তুমি?'

ঘনশ্যাম প্রত্যুত্তরে বললো– 'মহারাজ! বাংলার হাকিম যখন পরাজয়বরণ করে এখান থেকে পালিয়ে যাবে, তখন তার হাজার হাজার সৈনিককে গ্রেফতার করে বন্দীখানায় পুরে রাখা হবে।'

মহারাজা একটি অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'সেনাপতিজি! তুমি বড়ই বুদ্ধিমান! তুমি আমাকে অনেক খুশি করলে। তোমার ইচ্ছেমতো আমি বিজয়ের আনন্দ উদ্‌যাপন করবো। আলি কুলি খানকে আমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবো।'

ঘনশ্যাম হাত জোড় করে বলতে থাকে– 'আলি কুলি খানকে কেবল উচিত শিক্ষা দিয়েই ছেড়ে দেয়া হবে না; বরং কদিন পর আমাদের বাহাদুর সেনারা পুনরায় বাংলায় প্রবেশ করে মুসলমানদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেবে। এটা আমার অঙ্গীকার। আমি আমার পেছনে হটে আসার এক-একটি দাগ মিটিয়ে বিজয়ের পতাকা উড্ডীন রাখবো।'

মহারাজা তার কাঁধে হাত রেখে অনুভূতি প্রকাশ করে– 'আমি তোমার কাছ থেকে এটাই আশা করি।'

ঘনশ্যাম বললো– 'আগামীকালের পরিবর্তে মহারাজা অন্য কোনো সুবিধাজনক দিন নির্ধারণ করতে পারেন। এ ব্যাপারে এখন ঘোষণা দেয়া যেতে পারে।'

'না...!' দম্ভভরে মহারাজা বললো– 'সিদ্ধান্ত আমি পরিবর্তন করবো না। দুর্গের অচ্ছুত শ্রেণি এবং সন্দেহভাজন লোকদের রাতের মধ্যেই গ্রেফতার করে বন্দীখানায় ভরে রাখা হোক। এরা পৃথিবীর বোঝা। এই নিকৃষ্ট জীবগুলোকে কেন সৃষ্টি করা হলো? এই লোকেরা যদি মহারাজাকে আনন্দ দেয়ার খাতিরে নিজেদের বলি দিতে পারে, তাহলে তা তাদের সৌভাগ্য বলেই বিবেচিত হবে। অন্যথায় পরজনমেও তারা এমন হীনপদার্থ হিসেবে জগতে বিচরণ করতে বাধ্য হবে। আমার মতে– তাদের আত্মবলিদান তাদের জন্য বড়ই উপকারী হতে পারে।'

www.nagorikpathagar.org

এরপর সে বিশ্রী এক অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'এ ব্যাপারে তোমার কী অভিমত?'

ঘনশ্যাম জবাবে অট্টহাসি দিয়ে বলে– 'মহারাজের বিচিত্র মানসিকতা অত্যন্ত উপভোগ্য...!'

কিছুক্ষণ পর মহারাজা বললো– 'বিনোদ যদি চন্দ্রকান্তের ব্যাপারে পুনমের কাছ থেকে কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, তাহলে তাকে আমি মন্ত্রী বানাবো। আর চন্দ্রকান্তকে যে গ্রেফতার করতে পারবে, তাকে বিশাল স্বর্ণ-রুপার স্তূপ উপহার দেয়া হবে। কিন্তু আশ্চর্য! বিনোদ এখনো আসছে না কেন?'

সুজন বলে– 'মহারাজ! চিন্তার কোনো কারণ নেই। বিনোদ তার অভিজ্ঞতার ঝুলি সমৃদ্ধ করে আসছে হয়তো। ওখানে তো পুনম ছাড়া অন্য আরো বহু কয়েদি আছে।'

এমন সময়ে একজন প্রহরী মহারাজার সামনে এসে হাত জোড় করে বললো– 'মহারাজ! জগন্নাথ মন্দিরের মহাদেব উপস্থিত হবার আরজি পেশ করেছেন।'

মহারাজা হাতের ইশারায় বললো– 'অনুমতি দেয়া হলো।'

মহাদেব ধীর পায়ে রাজমহলে প্রবেশ করেন। মুণ্ডিত মস্তকের চূড়ার চুলগুলো তাঁর ডান কাঁধে ঝুলছে। তাঁর শরীর ছাইমাখা। ভজন গাইতে গাইতে তিনি দরবারে প্রবেশ করেন। তাঁর আগমনে বসে থাকা লোকজন দাঁড়িয়ে স্বাগত জানায়।

মহারাজা বসে বসেই হাত উঁচু করে বললো– 'মহাদেবজি! কোথায় আপনি গায়েব হয়ে গেলেন?'

মহাদেব কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলতে লাগলেন– 'গায়েব হইনি, বন্দী ছিলাম মহারাজ! মুসলমানদের কয়েদখানায় নির্যাতিত হয়ে এসেছি মহারাজ!'

'আপনি কোথায় বন্দী ছিলেন?'

মহারাজা জানতে চাইলে কাঁপা কণ্ঠে মহাদেব জবাব দেন– 'আমি বসার আজ্ঞা চাচ্ছি। বন্দীত্বের শাস্তি সইতে সইতে আমি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছি।'

মহারাজা ডান দিকের মসনদে ইশারা করে বললো– 'এখানে আমার কাছে বসে আপনার আখ্যান শোনান।'

বৃদ্ধ মহাদেব বললেন– 'আমি দুরাচার নারায়ণ কুমারকে অনেক নিষেধ করেছিলাম। বেশ কবার আমি তাকে মদ পান করতে বাধা দিয়েছি। কিন্তু সে

www.nagorikpathagar.org

আমাকে পাত্তা দেয়নি। সে তার এক-একজন সৈনিককে কয়েকবার করে মদ পান করিয়েছে।'

এটুকু বলে তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন।

কিছুক্ষণ পর মহারাজা বললো– 'আপনার বক্তব্য অব্যাহত রাখুন। আমি মনোযোগ দিয়ে শুনছি। এরপর কী হয়েছে?'

মহাদেব তাঁর লেংটির কাছা দিয়ে চোখ পরিষ্কার করে বললেন– 'ওরা সবাই মাতাল হয়ে যায়। এটা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, তারা হয়ে পড়েছিলো একেবারে বেহুঁশ। মহারাজ! রাতটি ছিলো অত্যন্ত ভয়ংকর। বনের গাছগাছালির দমকা হাওয়া মৃত্যুর বাদ্য বাজাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিলো। প্রকৃতির সে এক ভয়াবহ রূপ। সবাই মৃত্যুর ভয়ে ভীত। অতর্কিত মৃত্যুর দূত সবার ওপর হামলে পড়ে। মুহূর্তেই সবাই শেষ। চারদিকে রক্ত আর রক্ত। মাতাল সৈনিকদের লাশ মাছের মতো ধড়ফড় করতে থাকে। মুসলমানদের ছোট্ট একটি বাহিনী বৌদ্ধদের রাজকুমারকে টুকরো টুকরো করে রাখে। আমরা পালিয়ে যেতেই ওরা আমাদের পাকড়াও করে। এরপর আমাদের দড়ি দিয়ে বেঁধে বাংলার হাকিমের কাছে নিয়ে যেতে বলা হয়।'

মহারাজা ক্ষোভে দাঁত কটমট করতে করতে বলতে লাগলো– 'আর এখন বাংলার হাকিমের ভাগ্যের ফয়সালা করবে আমার আখড়ার সিংহরা। মহাদেবজি! চিন্তা করবেন না। আপনার ওপর পতিত নির্যাতনের কষ্ট আমি গুনে গুনে বিচার করবো।'

এরপর কী যেন ভাবতে গিয়ে মহারাজা বললো– 'আচ্ছা, আপনি তাদের বন্দীখানা থেকে কীভাবে পালিয়ে এলেন?'

মহাদেব ঘনশ্যামের দিকে ইশারা করে বললেন– 'জগন্নাথ দেবতার কৃপায় ঠাকুরজির আক্রমণে যখন শিব দেবতার মন্দিরের নিয়ন্ত্রণকারী মুসলমানদের মৃত্যুর ঘাটে পার করিয়ে দেয়, তখনই আমরা ওখান থেকে পালিয়ে আসার সুযোগ পাই।'

মহারাজা বললো– 'আমরা বড়ই ভাগ্যবান। শুনেছি– মন্দিরের আশপাশের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত নাকি বাংলার হাকিমের সৈনিকেরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে?'

মহাদেব বললো– 'মহারাজ! তাদের বাহিনী তো এই দুর্গের খুব নিকটেই পৌঁছে গেছে। আমাদের তো প্রকৃতপক্ষে শিব দেবতার মহান শক্তিই বাঁচিয়ে রেখেছে। শিব দেবতাই আমাদের রক্ষা করছেন। শিব দেবতার কৃপায় হাওয়ায় ভেসে আমরা এখানে আসতে সক্ষম হয়েছি।'

www.nagorikpathagar.org

মহারাজা আশ্চর্য হয়ে বললো– 'কিন্তু শিব দেবতা তো এখানে উপস্থিত!'

'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'! মহাদেব হাত জোড় করে বললেন– 'মহারাজ সম্ভবত দেবতাদের শক্তি সম্পর্কে অবগত নন। দেবতারা তো গোটা জগতেই বিচরণ করে চলেছেন। বরং আমি তো বলবো– এটা মহারাজের জন্য বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে, শিব দেবতা এই রাজধানীকে রক্ষা করার লক্ষ্যে আকাশ থেকে এখানে নেমে এসেছেন।'

মহারাজা জানতে চাইলো– 'আপনার সাথে আর কজন পালিয়ে আসতে পেরেছে?'

মহাদেব বললেন– 'আমার সাথে প্রায় পঞ্চাশ জন পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে।'

'তারা এখন কোথায়?'

'ওরা মন্দিরে অবস্থান করছে।'

'ঠিক আছে।' মহারাজা বললো– 'আমি আগামীকাল আপনাদের বিশেষ একটি তামাশা দেখাবো। আশা করি– আপনারা বন্দীখানার দুঃখ-কষ্ট ভুলে যাবেন। আপনি এখন চাইলে যেতে পারেন।'

এরপর সে সুজনের দিকে তাকিয়ে বললো– 'মহাদেবজিকে সম্মানের সাথে মন্দিরে পৌঁছে দিয়ে এসো।'

মহাদেব শাহি ফটক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সিংরাম এবং তার দুই সৈনিক নতুন কুমারী ও নির্মলাকে টেনেহিঁচড়ে ভেতরে প্রবেশ করতে থাকে। নির্মলা চিৎকার করে বলে যাচ্ছিলো– 'তোমাদের সবার মৃত্যুমুখে পতিত হবার সময় খুব দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। তোমরা দেবতার আইন ভঙ্গ করেছো। দেবতা তোমাদের কাউকেই ক্ষমা করবেন না...!'

মহাদেব নির্মলার কণ্ঠ শুনে চিনতে পেরেছেন। তিনি ঘুরে তার পেছনে পেছনে ফিরে এলেন।

মহারাজা নতুন কুমারীকে দেখেই বলে উঠলো– 'নতুন! তুমি আমার কাছ থেকে লুকিয়ে থেকে ভালো করোনি।'

নতুন কিছু বলার পূর্বেই নির্মলা বলে উঠলো– 'মহারাজ! তুমি আমাকে অপমান করে নিজের জন্য শাস্তি ডেকে আনলে।'

মহারাজা ক্রোধে ভরা কণ্ঠে বলে উঠলো– 'এই বেয়াদব মেয়েটি কে?'

www.nagorikpathagar.org

সিংরাম বা অন্য কেউ কিছু বলার পূর্বেই মহাদেব বলে ওঠেন– 'আমার জানামতে– এ হচ্ছে শিব দেবতার জনম জনমের ধর্মপত্নী। এর ক্রোধ দেবতার ক্রোধের চেয়ে কম নয়।'

মহারাজা নির্মলার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো– 'দেবীজি! তোমার কি কোনো কষ্ট হয়েছে?'

'হ্যাঁ, আমার কষ্ট হয়েছে।' নির্মলা নির্ভয়ে বলে উঠলো– 'নতুন, দেবতার ছায়ায় খুশি ছিলো। দেবতা তাকে আমার কাছে সোপর্দ করে সংসারের কোনো এক কাজে গেছেন। আমি এই অন্যায় হতে দেবো না! আমার আমানত আমি কারও হাতে সোপর্দ করতে পারি না।'

মহারাজা এবার বলতে লাগলো– 'দেবীজি! তুমি কিন্তু শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করে চলেছো! আর এগোবার দুঃসাহস দেখাবে না। নইলে আমি কোনো দেবতা-দেবীর পরোয়া করবো না। নিজেই আমি এক শক্তির দেবতা। তোমার হয়তো জানা নেই যে, শক্তির দেবতার সামনে ভগবানের সব আইন-কানুন অসাড়। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মতো শক্তি সবকিছু নিঃশেষ করে দেয়। সবারই নিজ নিজ পদ ও ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা চাই। শিব দেবতার যদি কেউ প্রিয় হয়, তবে আমার প্রিয়ভাজন থেকে আমাকে দূরে রাখার অধিকার তাকে কে দিলো?'

সে হাত বাড়িয়ে নতুন কুমারীকে নিজ কোলে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো– 'দেবীজি! শিব দেবতার দিকে চেয়ে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। নইলে তোমার পরিণতি আজ ভয়ংকর হতো।'

'মহারাজা! নিজ অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে চারিত্রিক পদস্খলনে সীমা লঙ্ঘন করো না! পরিণতি খুব মন্দের দিকে গড়াবে...!'

মহারাজা ক্ষোভে ফেটে পড়লো। তরবারির ওপর হাত রেখে বলতে লাগলো– 'নাদান দেবী! বোকামি করে মৃত্যুকে ডেকো না! তোমার এই স্পর্ধাজনক আচরণের শাস্তি মৃত্যুর চেয়ে কম হবে না। কিন্তু আমি তোমাকে শিব দেবতার খাতিরে ক্ষমা করে দিলাম!'

লোকজনের মাঝে নীরবতা ছেয়ে গেছে। সবার দৃষ্টির তির নির্মলার দিকে। সে অবিচল ভঙ্গিতে অদম্য সাহসের উঁচু শৃঙ্গে দাঁড়িয়ে মহারাজার সামনে ধমক দিচ্ছিলো। মহারাজা রাগে ফুঁসছে। তার চোখেমুখে আগুন। ডান হাত বারবার তরবারির কাছে নিয়ে যাচ্ছে। একপর্যায়ে সে সিংরামকে উদ্দেশ্য করে বললো– 'সিংরাম! এই বেয়াদবকে আমার দৃষ্টির সামনে থেকে

www.nagorikpathagar.org

দূরে নিক্ষেপ করো! নইলে আমি কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা হবো না!'

নির্মলা বলে উঠলো– 'কিছুই করতে পারবে না তুমি। বিচার তো করবো আমি! ভগবানের আইনকে তুমি অবজ্ঞা করছো। এর কঠিন শাস্তি থেকে তুমি কিছুতেই মুক্তি পাবে না!'

মহারাজার উত্তেজনা তুঙ্গে। সে বলতে লাগলো– 'সিংরাম! এই অপদার্থকে আমার নিকটে নিয়ে এসো!...'

কৃষ্ণকুমার তরবারি কোষমুক্ত করলো।

নতুন কুমারী ভয়ে কেঁদে কেঁদে বললো– 'মহারাজ! ভগবানের দোহাই লাগে, তাকে ক্ষমা করে দিন। আমি আপনার যেকোনো কথা মেনে নিতে প্রস্তুত।'

সিংরাম নির্মলাকে টেনে মহারাজার নিকটে আনতে চাইলে সে তাকে একদিকে সরিয়ে বলে– 'আমার গায়ে হাত দেবে না! আমি স্বয়ং তার কাছে যাচ্ছি। তার হীনম্মন্য আচরণ আর ধমকে আমি মোটেও বিচলিত নই।'

মহারাজা রাগে কাঁপছে। উত্তেজনার তীব্রতায় উঠে দাঁড়ালে নতুন কুমারী তার পায়ে পড়ে যায়। বলে– 'মহারাজ! সৌম্য করুন। আমার খাতিরে তাকে কিছু বলবেন না।'

অন্যদিক থেকে মহাদেব বলে উঠলেন– 'মহারাজ! উত্তেজিত অবস্থায় খুনের সিদ্ধান্ত নেবেন না। এ হচ্ছে দেবী। যেমন তেমন নারী নয়, তার মাথায় মহান দেবতার ছায়া রয়েছে। ভগবান না করুন, দেবতাদের অভিরুচিতে যদি পরিবর্তন এসে যায়, তবে আমাদের সমুদয় স্বপ্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।'

মহারাজা বললো– 'যাও! পুনরায় আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। নিজ অভ্যাসের বিপরীতে রাগকে আমি দ্বিতীয়বারের মতো সংবরণ করে নিলাম।'

নতুন কুমারী নির্মলার সামনে হাত জোড় করে বললো– 'নির্মলা! তোমাকে শিব দেবতার ভালোবাসার দিব্যি দিয়ে বলছি– এখান থেকে তুমি চলে যাও। কিছুই হবে না আমার।'

নির্মলা বললো– 'কিন্তু শিব দেবতাকে আমি কী জবাব দেবো?'

নতুন মুখ খোলার পূর্বে মহাদেব বলে উঠলেন– 'এ ব্যাপারে তুমি চিন্তা কোরো না দেবীজি! দেবতাকে আমি মানিয়ে নেবো।'

www.nagorikpathagar.org

নির্মলা অসহায়ের মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলতে থাকে– 'অন্যায় যেদিক থেকে ধেয়ে আসে, সেদিকেই ফিরে যায়। আমার দৃষ্টিতে অন্যায়-অনাচারের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এখন সেটা শেষ করার সময় ঘনিয়েছে।'

মহারাজা নতুন কুমারীকে তার কোলে তুলে নিয়ে তার দীর্ঘ কালো চুল নিয়ে খেলতে খেলতে বলে– 'দেবী! তুমি খুবই মনোহর। তোমার সৌন্দর্যে জাদু আছে। তোমাকে পার্বতীর মতো লাগছে। তোমার কারণেই দেবতা-দেবীদের প্রতি আমার এতো ভালোবাসা!'

নির্মলার গলা থেকে আশ্চর্য ধরনের আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে, কয়েকটি নাগ একই মুহূর্তে ফণা তুলেছে। তার দুই চোখে অগ্নিশিখা জ্বলজ্বল করছে। সে চিৎকার করে বলতে থাকে– 'তুমিই পৃথিবীর বুকে একমাত্র পুরুষ, যাকে চেয়েও আমি না চাইতে বাধ্য হয়েছি। এই মুহূর্তে নতুন কুমারীর স্থলে যদি তোমার কোলে আমি হতাম, তবে পরিস্থিতি এতোক্ষণে ভিন্ন খাতে গড়াতো। তোমার হয়তো জানা নেই যে, আমি দেবীর পাশাপাশি একজন নাগমাতা! কয়েকটি নাগমণিকে আমার স্তন হতে দুধ পান করিয়েছি...'

নির্মলার অবস্থা পরিবর্তন হতে থাকে। চেহারাজুড়ে এক অন্য রকম মাদকতা উছলে ওঠে। বারবার সে নিজের নাকের দিকে তাকাচ্ছে এবং নাকফুল ঘোরাচ্ছে।

মহারাজা মহাদেবকে লক্ষ করে বললো– 'মহাদেব! তুমি তাকে নিয়ে যাও।'

মহাদেবও ভীতসন্ত্রস্ত।

নতুন নির্মলার এই বিচিত্র ভঙ্গি দেখে বললো– 'নির্মলা দেবীজি! আমি তোমাকে দেবতার দিব্যি দিয়ে বলেছি, তুমি চলে যাও।'

'আমি চলে যাচ্ছি। নতুন! তুমি ভয় পেয়ো না। আমাকে নিজে নিজে শান্ত হতে দাও। আগের নির্মলায় ফিরে যেতে আমার কিছুক্ষণ সময় লাগবে। আমার শরীর-মনে আগুন জ্বলছে।'

ঘনশ্যাম ঠাকুর ও সিংরাম অত্যন্ত ভীতিভরা ভঙ্গিতে নির্মলার ঘূর্ণন দেখে চলেছে। মনে হচ্ছে, শূন্যে অসংখ্য সাপ ফণা তুলে গুঞ্জন করে যাচ্ছে। উষা এবং অন্য মেয়েরা বারো দরজার চৌকাঠ ধরে ভীতিকর এই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে। মশালে আলো কেঁপে কেঁপে উঠছে থরথর করে, যেন কেউ ফুৎকার দিচ্ছে এগুলোতে। মহারাজার মাথা থেকে ঘাম টপকে টপকে

www.nagorikpathagar.org

পড়তে থাকে। নির্মলার জাদুভরা চোখ থেকে সে কিছুতেই চেহারা ফেরাতে পারছে না।

মহারাজা বহু কষ্টে আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগলো– 'তাকে আমার সামনে থেকে দূরে নিয়ে যাও!...'

নির্মলা ভারী পায়ে ফিরে যেতে ঘুরে দাঁড়ায়। বৃদ্ধ মহাদেবও তার পেছনে পেছনে চলতে লাগলেন।

ফটকের বাইরে চলে গেলে নতুন কুমারীর হাত ধরে মহারাজা বলে– 'এই মেয়ে বড়ই জাদুকর। তার চোখে জাদু আছে।'

মহারাজা নতুন কুমারীকে নিয়ে শয়নকক্ষের দিকে পা বাড়ায়। ঘনশ্যাম ঠাকুরও আছে তার সাথে। মশালধারী সৈনিকেরা মহারাজার ডানে-বাঁয়ে হেঁটে চলেছে।

দরবারের সীমানার বাইরে গিয়ে মহারাজা বললো– 'সেনাপতিজি! বন্দীখানা রাতের মধ্যে ভরে যাওয়া চাই। সুভাষ চন্দ্র ফিরে আসতেই আখড়ায় খেল-তামাশা শুরু করে দেয়া হবে।'

ঘনশ্যাম বললো– 'মহারাজের মনোবাসনার দিকে পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি রাখা হবে। এখনই আমি দুর্গের অচ্ছুত ও অন্যান্য দুর্বল শ্রেণির লোক দিয়ে জিন্দানখানা ভরে দিচ্ছি।'

শয়নকক্ষে প্রবেশের পূর্বে মহারাজা বললো– 'শাহি জিন্দানখানায় কী পরিমাণ কয়েদি আছে?'

ঘনশ্যাম ঠাকুর জবাব দিলো– 'শাহি জিন্দানখানায় নাগ দেবতাসহ আনুমানিক একশো কয়েদি আছে। এদের অধিকাংশই হচ্ছে চন্দ্রকান্তের বান্ধবী।'

মহারাজা বললো– 'চন্দ্রকান্তের বান্ধবীরা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের জন্য কুকুর প্রস্তুত করে রাখো।'

ঘনশ্যাম বললো– 'নিজ নিজ স্থানে সবকিছু প্রস্তুত আছে।'

মহারাজা বললো– 'বিনোদ কোনো শুভ সমাচার নিয়ে এলে সাথে সাথে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।'

মহারাজা তার শয়নকক্ষের দিকে ফিরে যেতেই একজন প্রহরী হাত জোড় করে বললো– 'মহারাজাকে মাতা মহারানি স্মরণ করেছেন।'

মহারাজা ঊষাকে উদ্দেশ করে বললো– 'তুমি আমার শয়নকক্ষ প্রস্তুত করে নাও। মাতা মহারানির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই আমি ফিরে আসছি।'

www.nagorikpathagar.org

রাজদরবারের সীমানা থেকে বের হয়ে জগন্নাথ দেবতার মন্দিরের মহাদেবকে উদ্দেশ করে রহস্যপূর্ণ ভঙ্গিতে নির্মলা বলে– 'মহাদেবজি! তুমি মন্দিরে চলে যাও। আমি কিছুক্ষণ একাকী এই মনোহর বাগানে অবস্থান করবো। চাঁদ-তারার এই নিষ্পাপ জোনাকির আলোর সাথে আমি কথা বলবো। সময়ের নির্মমতা আমার মনে ক্ষোভের যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, তা ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত আমি একাকী থাকতে চাই।'

'কিন্তু দেবীজি!' মহাদেব বিস্ময় ভঙ্গিতে বললেন– 'রাতের অন্ধকার ভয়াবহ রূপ ধারণ করে আছে। তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছো– পদে পদে এখানে মানুষরূপী হায়েনারা কেমন বিষধর সাপে পরিণত হচ্ছে। আমি তোমাকে একাকী ছেড়ে যেতে পারি না। ভগবান না করুন, যদি তোমার কোনো ক্ষতি হয়ে যায়, তবে আজীবন এর জন্য আমাকে প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে হবে।'

নির্মলা মৃদু হেসে আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললো– 'আপনি আমার জন্য চিন্তা করবেন না, মহাদেবজি! আমি নিজেই নিজের হেফাজত করতে জানি।'

'তা তো ঠিক আছে, দেবীজি!' মহাদেব উদ্বেগের সুরে বললেন– 'একদিকে তো তুমি হচ্ছো আমার কন্যা। একজন পিতা কী করে তার কন্যাকে এ ধরনের বিষাক্ত পরিবেশে একা ছেড়ে যেতে পারে?'

নির্মলা বললো– 'আপনি দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে যান। মহাদেবজি! এই বিষাক্ত লোকেরা যাকে নাগ আর অজগর নামে অভিহিত করে, আমার কাছে এগুলোর কোনো পাত্তাই নেই। এগুলোকে আমি কীটপতঙ্গের চেয়ে অধিক কিছু মনে করি না। এরা আমার কিছুই করতে পারবে না। ভগবান আমাকে তাঁর কৃপায় এমন রহস্যপূর্ণ শক্তি দান করেছেন– যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। আপনি হয়তো দেখেছেন, পাষণ্ড মহারাজা আমার শক্তির এক কণা দেখে কেঁপে উঠেছে! আর কিছুক্ষণ যদি সে তার দম্ভভরা কথাবার্তা অব্যাহত রাখতো, ভগবানের দিব্যি! তাকে আমি এক যন্ত্রণাদায়ক দংশন মেরে ক্ষতবিক্ষত করে দিতাম।'

মহাদেব হাত জোড় করে অবনত মস্তকে বললেন– 'আমি দেবীজির শক্তির মহিমা দেখেছি। নিজেই আমি আপাদমস্তক কাঁপছিলাম তখন। মনে হচ্ছিলো– চারদিক থেকে নাগ সাপেরা ফণা তুলে গোটা পরিবেশ ঘিরে রেখেছে।'

www.nagorikpathagar.org

নির্মলা মৃদু হেসে বললো– 'আপনি নিশ্চিন্ত মনে চলে যান। আমি আমার নারীদেহের মর্যাদা ও সম্ভ্রম রক্ষা করতে জানি।'

এরপর সে জোনাকির দিকে তাকিয়ে বললো– 'মহাদেবজি! আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দুঃখ-ক্ষোভের বিষাক্ত নদী ঢেউ তুলে চলেছে। এই নদীর জোয়ারে যতোক্ষণ ভাটা না আসবে, ততোক্ষণ আমার আত্মা শান্তি পাবে না।'

এরপর সে একদিকে এগোতে গিয়ে বললো– 'আমি কোনো না কোনো হিংস্র মানুষের রগে মৃত্যুর বিষাক্ত দাগ এঁকে দেবোই। মৃত্যু কোনো না কোনো লোভী পাপিষ্ঠকে আমার কাছে নিয়ে আসবেই...'

মহাদেবের এমন মনে হচ্ছিলো, যেন তার সামনে নির্মলার স্থানে কোনো নাগিনী ঘুরে ফিরছে। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে সে অন্ধকারে হারিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর তিনি তাঁর পেছনে কার যেন পদধ্বনি অনুভব করেন। পেছনে ফিরে তাকাতেই দেখতে পান এক যুবককে। সে জিজ্ঞেস করছে–

'মহাদেবজি! সৌন্দর্যের দেবী নাগমাতা কোথায় গেছে?'

মহাদেব তার দিকে তাকিয়ে বিরক্তিভরা কণ্ঠে বললেন– 'কে তুমি? নাগমাতার সাথে তোমার কী কাজ?'

যুবক মাতাল। এগিয়ে এসে সে বললো– 'নাগমাতার রূপ-সৌন্দর্য আমার বুকে প্রেমের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। যতোক্ষণ আমি তাকে আমার বাহুডোরে আবদ্ধ করতে না পারবো, ততোক্ষণ আমি শান্ত হতে পারবো না।'

মহাদেব আরেকটু এগিয়ে তাকে বাধা দিতে গিয়ে বললেন– 'বোকা যুবক! মনে হচ্ছে তোমার জীবনের বিদায়ঘণ্টা বেজে উঠেছে!'

যুবক বৃদ্ধ মহাদেবকে ধাক্কা দিয়ে বললো– 'বেহুদা বকাবকি করবে না, বৃদ্ধ কোথাকার! আমি তার নেশাময়ী মধুভরা চোখে ভালোবাসার স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছি।'

বৃদ্ধ মহাদেব আরেকবার তার গতি রোধ করতে চেষ্টা করে বললেন– 'আমি জগন্নাথ দেবতার মন্দিরের মহাদেব। আমার একটি পদমর্যাদা আছে। আমি তোমাকে নাগমাতার পেছনে যাওয়ার এবং তাকে পেরেশান করার অনুমতি দিতে পারি না। মহারাজার কাছে আমি তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করবো।'

যুবক অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'আমি আপনাকে চিনতে পারিনি, মহারাজ! অনেক অনেক নমস্কার আপনাকে। মদের নেশায় আমি মাতাল

www.nagorikpathagar.org

হয়ে আপনাকে চিনতে পারিনি। কিন্তু মহাদেবজি! আপনিও কি মদ পান করেছেন? আপনিও কি আমাকে চিনতে পারেননি?'

এরপর ওই যুবক বৃদ্ধ মহাদেবের কাঁধে দম্ভভরে হাতের ধাক্কা মেরে বললো– 'তোমার কন্যা খুবই সুন্দরী ছিলো। ওই রাতে আমি তাকে উঠিয়ে মহারাজার শয়নকক্ষে নিয়ে গিয়েছিলাম। ভগবানের দিব্যি! তোমার কন্যা চাঁদের আলোর মতো উজ্জ্বল এবং ফুলের পাপড়ির মতো কোমল ও মোলায়েম ছিলো। রূপের রস উগরে পড়ছিলো তার শরীর হতে।'

বৃদ্ধ মহাদেবের চোখে রক্ত উঠে যায়। তিনি রাগে ফেটে পড়ে তাকে ধমকে বলতে থাকেন– 'পাগলা কুকুর! তুই আমাকে সেই মর্মান্তিক দিনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস? যার যন্ত্রণায় আজও আমি দগ্ধ হয়ে ফিরছি!'

বৃদ্ধ মহাদেব প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে আসাম যুবকের গলায় আঙুলের দাগ বসিয়ে দেন। যুবক অতর্কিতে এই কাণ্ডের ব্যাপারটি আঁচ করতে পারেনি। বৃদ্ধ মহাদেব ক্ষোভে ফুঁসছিলেন। তাই তিনি তাঁর অস্তিত্বের সর্বশক্তি ব্যয়ে নখের দাগ বসিয়ে দেন। এতেই আসাম যুবক ফাঁসির আসামির মতো মৃত্যুর দুয়ারে ধসে পড়ে।

বৃদ্ধ মহাদেব তার নিষ্প্রাণ লাশের ওপর থুতু ছিটিয়ে বলতে লাগলেন– 'বেলাজ কুকুর! তোকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিতে পেরে আমার আত্মা খানিক শান্তি পাচ্ছে।'

দূরে কিছু লোকের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এদিকেই আসছে তারা। সৈনিকেরা উচ্চস্বরে স্লোগান তুলে তুলে এগিয়ে আসছে। সানাইয়ের সুরও বেজে উঠছে। নির্মলা বাগানের ঘাসে বসে আছে। তার বুক কেঁপে চলেছে। শ্বাস-প্রশ্বাসে এক আশ্চর্য ধরনের শব্দ। চুলগুলো সাপের মতো ফণা তুলে আছে। হঠাৎ তার পেছনে একজোড়া পায়ের আওয়াজ! সিংরাম ধীর পায়ে তার কাছে এসে পৌঁছায়।

নির্মলা এক বিচিত্র ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে বললো– 'আমি তোমারই অপেক্ষা করছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো– অবশ্যই তুমি আসবে। তোমার শরীরের উষ্ণতায় আমি নিজেকে সিক্ত করবো। চোখ জুড়াবো প্রেমরসে।'

'দেবী! সুন্দরী দেবী!' সিংরাম কাছে এসে বলে– 'তোমার সৌন্দর্য আমাকে পাগল বানিয়ে রেখেছে। ঠিকই বলেছো তুমি। তোমার শরীরের উষ্ণতা বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছে। কোন অদেখা শক্তি যেন আমাকে এখানে

www.nagorikpathagar.org

নিয়ে এসেছে! আগুন জ্বলছে আমার বুকে। এ আগুন তোমার বুকের শীতলতায় নিভিয়ে দাও। আমার শরীর-মন পুড়ে যাচ্ছে!'

নির্মলার চেহারায় বিচিত্র ধরনের রঙ। চোখজোড়া নাগিনের মতো চমকাচ্ছে।

বড়ই চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে সে নিজে নিজে ঘুরে ঘুরে বলছে– 'সিংরাম! আমিও বেশ আবেগাপ্লুত। তোমার জন্য জ্বলে-পুড়ে মরছি। যখনই তোমাকে আমি দেখেছি, তখন থেকে সব ভুলে তোমাকেই কল্পনা করে যাচ্ছি। আমি আমার সৌন্দর্যের সমুদয় রূপ-রস তোমায় অর্পণ করবো।'

এভাবে সিংরামকে সে ব্যাকুল করে তোলে।

একপর্যায়ে সিংরাম নির্মলাকে বাহুতে আগলে নেয়। নির্মলার ঠোঁটজোড়া লেপ্টে থাকে সিংরামের গলায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিষের দহনে সিংরামের শরীর নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। তার চোখজোড়া ধোঁয়াটে হয়ে যায়। রক্ত লেগে আছে নির্মলার ঠোঁটে।

তৃপ্তির ঢেকুর তুলে সে সিংরামকে এক ধাক্কায় ফেলে দিয়ে বলে– 'বেকুব! এটাই ছিলো তোর পরিণতি। মৃত্যুতে তোর অধিক তাড়া ছিলো।'

এরপর নির্মলা আর মহাদেব ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে এগোতে থাকে। মন্দিরের ফটক দিয়ে প্রবেশ করামাত্রই নির্মলা দেখতে পায় অসংখ্য পূজারি ও তীর্থযাত্রী এদিক-ওদিক থেকে বেরিয়ে তার আশপাশে জড়ো হচ্ছে। সবারই মস্তক অবনত।

অশ্রুধোয়া চোখ ও উদ্বিগ্ন চেহারাগুলোর দিকে তাকিয়ে নির্মলা বলতে লাগলো– 'তোমরা সবাই এমন উদ্বিগ্ন কেন?'

এক বৃদ্ধ পূজারি বলে উঠলো– 'দেবীজি! আমরা অত্যন্ত লজ্জিত। জালেমদের তরবারি আমাদের হীনম্মন্য বানিয়ে দিয়েছিলো। আমরা আমাদের দেবীকে রক্ষা করতে পারিনি।'

নির্মলা মুচকি হেসে বললো– 'তোমাদের কোনো দোষ নেই। শিব দেবতা কোথায়?'

অন্য একজন পূজারি বললো– 'এখনো তো তিনি বাইরে!'

নির্মলা আশঙ্কার সুরে বলে উঠলো– 'ভগবান মঙ্গল করুন, দেবতার তো ইতোমধ্যে চলে আসার কথা!'

একজন পূজারি বললো– 'দেবীজি! ভয়ের কোনো কারণ নেই। দেবতা চলে আসবেন। আজ রাতে এই দুর্গে জালেমদের এক হোলিখেলা আরম্ভ হচ্ছে। আগামীকাল এই দুর্গের দুর্বল শ্রেণির লোকদের ভাগ্যে এক কালো

www.nagorikpathagar.org

অধ্যায় শুরু হতে যাচ্ছে। দেবতা এই অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে যথাযথ একটি উপায় বের করার কাজে ব্যস্ত আছেন।'

নির্মলা কিছু ভাবতে গিয়ে বিশেষ কক্ষের দিকে এগিয়ে বললো– 'নতুন কুমারীর মাতা কেমন আছে?'

একজন দাসী বললো– 'দেবীজি! মাতারানির অবস্থা ভালো নয়। মেয়ের শোকে তিনি ভীষণ ভেঙে পড়েছেন। পাগলের মতো তিনি বকে যাচ্ছেন। আর কখনো কখনো দাঁড়িয়ে দেয়ালে আঘাত করছেন। কয়েকজন দাসী তাঁকে ধরে আছে। বারবার তিনি আত্মাহুতি দিতে চাচ্ছেন। যেই মায়ের কাছ থেকে তার যুবতী কন্যাকে জোর করে ধর্ষণের উদ্দেশ্যে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, সেই মা আত্মহত্যা ছাড়া কি ভিন্ন কিছু ভাবতে পারেন?'

নির্মলা দ্রুতপায়ে এগোতে এগোতে বলতে লাগলো– 'না, এটা ভীরুতা। জালেম শাসক এবং সমাজের শত্রুদের সাথে লড়াই করার জন্য মাতারানিকে বেঁচে থাকতে হবে।'

মহাদেব ও নির্মলা যখন নতুনের মায়ের কক্ষে প্রবেশ করে, তখন তিনি চিৎকার করে বলছিলেন– 'আমাকে ছেড়ে দাও! অপমানের জীবন আর রাখতে চাই না!'

নির্মলা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনার সুরে বলতে লাগলো– 'ধৈর্য ও সাহস দ্বারা এই হিংস্রতাকে মোকাবেলা করতে হবে। বিকল্প হিসেবে আত্মাহুতি দেয়ার দ্বারা ওই নরপশুদের দুঃসাহস আরো বেড়ে যাবে। আপনি বেঁচে থাকবেন। আমাদের আপনাদের ক্ষতের ওষুধ মৃত্যু নয়। সাহস না হারিয়ে বিচক্ষণতা ও ধৈর্যের মাধ্যমে আমাদের সংগ্রাম-সাধনা অব্যাহত রাখতে হবে।'

মাতা মহারানি নির্মলার গলায় মাথা রেখে কেঁদেই যাচ্ছেন। বলছেন– 'দেবী! ওই নরপশুরা আমাকে বারবার ধর্ষণ করেছে। আমার সম্ভ্রম রক্তাক্ত করেছে। আমি আর জীবিত থাকার উপযোগী নই!'

নির্মলা বললো– 'না! মাতাজি! এভাবে বলো না। তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে। অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে হবে। সমাজকে দূষণের কবল থেকে মুক্ত করতে হবে।'

মূলত মাতারানিরা এই সমাজের মূল চালিকাশক্তি না হলেও উৎপাদিকা শক্তি। উৎপাদিকা শক্তি সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়। এই বদলে যাওয়ার আবর্তনে সমাজও বদলায়। উৎপাদিকা শক্তি কখনো থেমে থাকে না। যেমন সভ্যতার শুরুর দিকে মানুষ তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য

www.nagorikpathagar.org

যে যন্ত্রকৌশল ব্যবহার করতো, একালে সেই কৌশল পাল্টে গেছে। এই পাল্টে যাবার বিষয়টি উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং, উৎপাদিকা শক্তির প্রভাবের ফলে উৎপাদন সম্পর্ক বদলে যায়, এই বদলে যাবার শর্তটি আবার সমাজকেও বদলে দেয়। উৎপাদিকা শক্তির চরিত্রের ওপর নির্ভর করে সেই সমাজটি কী রকম হবে। যেমন আদিম কৌমভিত্তিক সমাজে উৎপাদন শক্তি ছিল একান্তই নৈর্ব্যক্তিক। এ কারণে সেই সমাজে ব্যক্তিমালিকানা বলে কোনো ধারণার জন্ম নেয়নি। যেই মাত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে সম্মিলিত শ্রমশক্তির প্রয়োজন অনুভূত হলো, তখন থেকেই দেখা দিলো উদ্বৃত্ত সম্পদ সৃষ্টির প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার ধারায় উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির হাত ধরে সৃষ্টি হলো ব্যক্তিমালিকানা। মালিকানার দায়ভার আবার এতো জঘন্য যে তা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে ক্ষমতা। এভাবে ব্যক্তিমালিকানা ও ক্ষমতা হাত ধরাধরি করে শোষণের জালকে আরো বিস্তৃত ও পরিকল্পিত করে তোলে আসামসহ অপর রাজ্যগুলোকে।

***

মহারাজা কৃষ্ণকুমার তার মাতা মহারানির কাছে সাক্ষাতে এসে বললো– 'মাতাজি! আগামীকাল মল্লভূমির আখড়ায় খেলার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বিনোদ মনে হয় এ ব্যাপারে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

'কিন্তু এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হচ্ছে চন্দ্রকান্তের অনুসন্ধান।'

মাতা মহারানি এ কথা বললে মহারাজা মাথা নেড়ে বলে– 'সুজনকে এখানে ডেকে আনা হোক।'

নির্দেশ পালনে সেবিকা দ্রুত বেরিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর মাতা মহারানির কক্ষে প্রবেশ করে সুজন। মহারাজা ও মাতা মহারানি উভয়ের সামনে সে অবনত মস্তকে হাত জোড় করে বলে– 'মহারাজা কী নির্দেশ দিতে চাচ্ছেন?'

মহারাজা কড়া কণ্ঠে বললো– 'আখড়ার বন্দীখানা হতে বিনোদকে ডেকে আনো।'

সুজন মাথা ঝুঁকিয়ে বলে– 'নির্দেশ পালন করা হবে, মহারাজ!'

www.nagorikpathagar.org

'তুমি এবার যেতে পারো।' মহারাজা হাতে ইশারা করে বললো– 'কোনো এক শুভ সমাচার নিয়ে ফিরে আসবে।'

সুজন পেছনের পা দিয়ে কক্ষ হতে বেরিয়ে গেলে মাতা মহারানি বলে উঠলেন– 'বেটা কৃষ্ণ! যখন থেকে মুসলিম বাহিনীর স্লোগানের আওয়াজ আমাদের কানে গুঞ্জন করে চলেছে, এমন সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে রাজা সুভাষ চন্দ্রের ব্যাপারে আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। সে অবরোধের বেষ্টনী ভেদ করে কীভাবে ফিরে আসবে?'

মহারাজা বললো– 'আশা রাখি সে বাংলার হাকিমের বাহিনীকে পিছু হটিয়ে ফিরে আসতে সক্ষম হবে। আর সে যদি না-ও আসে, আমাদের বাড়তি কোনো ব্যবস্থা নিতে হবে না। দুর্গের প্রাচীর খুবই মজবুত।'

'তা তো ঠিক আছে'; মাতা মহারানি বললেন– 'আমি আমাদের বিশ্বস্ত লোকদের সংখ্যা হ্রাস হয়ে যাওয়া পছন্দ করি না। পালিয়ে যেতে উদ্যত শত্রুদের ধাওয়া করতে রাজা সুভাষ চন্দ্রের মতো নিষ্ঠাবান সঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা ভীষণভাবে অনুভূত হবে।'

মহারাজা বললো– 'মাতাজি! আপনি সব দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যান। দেখবেন– পালিয়ে যাবার মতো শত্রুর সংখ্যা খুব কমই হবে। মৃত্যুর চিতা থেকে খুব কমসংখ্যক লোকই বাঁচতে সক্ষম হবে। সে যা-ই হোক, এ মুহূর্তে আমাদের সামনে বন্ধুদের হ্রাস পাওয়ার চেয়ে শত্রুসংখ্যা হ্রাস পাওয়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ।'

কিছুক্ষণ নীরবতা ছেয়ে থাকে।

একজন প্রহরী ভেতরে এসে অবনত মস্তকে বললো– 'প্রধানমন্ত্রী ও সুজন ভেতরে আসার আজ্ঞা প্রার্থনা করছেন।'

মাতা মহারানি বললেন– 'আমি তো সুজনকে বিনোদের ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়ে রেখেছি। সে আবার প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে আসতে গেলো কেন?'

মহারাজা মৃদু হেসে বললো– 'মাতাজি! নিলম কুমার একেবারে বোকা যুবক। সে আমার সন্তুষ্টির খাতিরে পাগলের মতো দৌড়ঝাঁপ করছে। তার মোটেই জানা নেই যে, তার ব্যাপারে আমি কী সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি।'

মহারাজা প্রহরীকে বললো– 'উভয়ের জন্য অনুমতি রয়েছে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নিলম কুমার ও সুজন উভয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। নিলম কুমারের চেহারায় আনন্দের প্রলেপ।

www.nagorikpathagar.org

মহারাজা বললো– 'নিলম কুমারজি! মনে হচ্ছে তোমার কাছে আমাদের জন্য বিশেষ কোনো শুভ সমাচার আছে! বলো! তোমার চেহারায় ছড়িয়ে থাকা উচ্ছ্বাসের কী রহস্য?'

নিলম কুমার সামনে এসে মহারাজার চরণ ছুঁয়ে বললো– 'আমি মহারাজা ও মাতা মহারানিকে বিশেষ এক শুভ সমাচার শোনাতে এসেছি। আমি পুনমের কাছ থেকে রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের ব্যাপারে সবকিছু জেনে এসেছি।'

মহারাজা ও মাতা মহারানি উভয়ে একই সময়ে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন– 'সে কোথায়?'

নিলম বললো– 'মহারাজা! চন্দ্রকান্ত এই মুহূর্তে শিব দেবতার মন্দিরের গোপন কক্ষে আছে।'

মাতা মহারানি কী যেন ভাবতে গিয়ে বললেন– 'এ ব্যাপারে কি মুসলমানরা কিছু জানে?'

নিলম কুমার বললো– 'মাতা মহারানিজি! মুসলমানরা এ ব্যাপারে পুরোপুরি অবগত। আমাদের মতো তাদের কাছেও চন্দ্রকান্তের গুরুত্ব রয়েছে। তাই তো তারা তাকে লুকিয়ে রেখেছে।'

মহারাজা বিচলিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললো– 'এখন কী করা যায়? যেকোনো মূল্যে তাকে আমার চাই।'

নিলম কুমার হাত জোড় করে বললো– 'আমার মনে একটি পরিকল্পনা আছে।'

মহারাজা ব্যাকুল ভঙ্গিতে বললো– 'আমার তর সইছে না। দ্রুত বলে ফেলো।'

নিলম কুমার বলতে লাগলো– 'এর বিহিত প্রতিবিধানে আমাদের শতাব্দীর প্রাচীন পদ্ধতি দ্বারা কাজ উদ্ধার করতে হবে।'

'কী বোঝাতে চাচ্ছো'; মহারাজা বললো– 'স্পষ্টভাবে বলো। আমার হাতে সময় খুবই কম।'

নিলম কুমার বললো– 'অবস্থার এই প্রতিকূলতায় কিছুতেই একপর্যায়ে তাকে ছিনিয়ে আনা সম্ভব হবে না, তাই আমাদের কূটচালের আশ্রয় নিতে হবে।'

মাতা মহারানি বললেন– 'নিলম! খামোখা তুমি তোমার কথা টেনে দীর্ঘ করছো, তোমার পরিকল্পনা দ্রুত বলো!'

www.nagorikpathagar.org

নিলম কুমার বললো– 'আমাদের ভাগ্য অত্যন্ত ভালো যে, এই মুহূর্তে জগন্নাথ দেবতার মন্দিরের মহাদেব এবং তাঁর আরো পঞ্চাশ-ষাট জন সঙ্গী এই দুর্গে অবস্থান করছেন। তাঁরা আমাদের পুরনো বিশ্বস্ত লোক। মহারাজার ভালোই জানা থাকার কথা যে, এসব ঘটনার কেন্দ্রীয় কৃতিত্বের নায়ক মহাদেবজিই। কোনো মতে যদি আমরা মহাদেব এবং তাঁর সঙ্গীদের দুর্গ থেকে বের করতে সক্ষম হই, তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস– মহাদেব শিব দেবতার মন্দিরে গিয়ে সবকিছু খুব সহজেই সমাধা করতে সক্ষম হবেন। সৌভাগ্যের ওই অপূর্ব মুহূর্তগুলোকে বেশ কাজে লাগানো যাবে। আমার দুর্বল বুদ্ধিতে যা এসেছে, তা আমি পেশ করলাম।'

মহারাজা নিলম কুমারের হাত ধরে বললো– 'নিলম কুমারজি! তোমার মনে দেখি চমৎকার সুরাহার পথ বেরিয়েছে! তোমার পরিকল্পনামতেই আমরা এগোবো।'

মাতা মহারানি বললেন– 'তোমার এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলার বাদশাকে বোকা বানিয়ে সফলভাবে স্বার্থসিদ্ধি করা যাবে।'

এমন সময় সুজন বলে উঠলো– 'মাতা মহারানির অবগতির জন্য নিবেদন করছি– মহাদেব খুব সহজেই বাংলার হাকিমকে বোকা বানাতে সক্ষম হবেন। এ এক অকাট্য বাস্তবতা যে, মুসলমানরা প্রতিটি ধর্ম ও মতবাদের প্রচারক ও উপদেশকদের খুবই সম্মান করে থাকে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে ওরা একেবারেই বোকার স্বর্গে বাস করে। মহাদেবজি খুবই বিচক্ষণ একজন কট্টরপন্থী হিন্দু পণ্ডিত।'

মহারাজা বললো– 'কাউকে পাঠিয়ে এখনই মহাদেবকে হাজির করো!'

সুজন একজন প্রহরীকে নির্দেশ দিয়ে বললো– 'যাও, এখনই জগন্নাথ দেবতার মন্দিরের মহাদেবকে মহারাজার সামনে উপস্থিত হতে বলো।'

প্রহরী চলে গেলে মহারাজা নিলমকে লক্ষ করে বলে– 'তুমি কি মনে করছো, মুসলিম সেনারা দুর্গের চারদিক অবরোধ করে রেখেছে?'

নিলম বললো– 'মহারাজ! বাইরে খুবই অন্ধকার। কিছুই বলা যাচ্ছে না। স্লোগানের মুহুর্মুহু ধ্বনিতে মনে হচ্ছে, তারা সর্বশক্তি নিয়ে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে চলে এসেছে। অবশ্য প্রধান ফটকের আশপাশে অতোটা শোরগোল দেখা যাচ্ছে না।'

মহারাজা বললো– 'এটা তো খুবই ভালো লক্ষণ। ভোর হওয়ার আগে আগে মহাদেব এবং তার সঙ্গীদের পাঠিয়ে দেয়া হোক। ওরা মাঢ়ির দুর্গ

www.nagorikpathagar.org

দিয়ে চলে যাবে। তাদের সাথে যদি রাজা সুভাষ চন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়, তবে খুব ভালো কথা।'

সুজন এগিয়ে এসে মহারাজার চরণ ছুঁয়ে বললো– 'মহারাজার পরিকল্পনা খুবই বিচিত্র। রাজা সুভাষ চন্দ্র মাঢ়ির ওপর দিয়ে চক্কর মেরে খুব সহজে শিব দেবতার মন্দিরে পৌঁছে দ্রুত স্বার্থ উদ্ধার করতে পারবে।' শুনেছি, ওখানে মুসলমানদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।'

একজন প্রহরী এসে বললো– 'মহারাজ! সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুর উপস্থিতির আজ্ঞা চাচ্ছেন।'

মহারাজা বললো– 'অনুমতি দেয়া হলো।'

একটু পরই ঘনশ্যাম ঠাকুর মহারাজার চরণে চুমু খেয়ে বলতে লাগলো– 'মহারাজ! উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে মুসলমানরা দুর্গ অবরোধ করে রেখেছে! মাঠের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত আলোর মশাল দেখা যাচ্ছে।'

মহারাজা কিছুটা বিদ্রূপের হাসিমাখা মুখে বললো– 'মনে হচ্ছে, আমাদের সেনাপতিজি এ ব্যাপারে ভীষণ ভীত হয়ে পড়েছে!'

'না, মহারাজ!' ঘনশ্যাম ঠাকুর নিজের লজ্জা ঢাকতে গিয়ে বলে উঠলো– 'আমি কেবল পরিস্থিতি সম্পর্কে মহারাজাকে অবহিত করতে এসেছি।'

মহারাজা বললো– 'ঠাকুরজি! আমি ভালোই অবগত আছি। ওরা যদি প্রাচীরের খুব কাছে চলে আসার চেষ্টা করে, তাহলে তাদের ওপর ভারী পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করা হবে।'

ঘনশ্যাম বললো– 'আমাদের সেনাদের এ ব্যাপারে যথেষ্ট চৌকান্না রয়েছে।'

মহারাজা তার কাঁধে হাত রেখে বললো– 'ঠাকুরজি! ভয় পাবার কিছু নেই। আমি তো অধীর হয়ে পড়েছি কখন আলি কুলি খানের বাহিনী দিয়ে আমি এই পর্বতের গভীর গিরিখাদগুলো ভরাট করতে পারবো, সেই লক্ষ্যে।'

ঘনশ্যাম বললো– 'মহারাজ! নিজের সেনাদের যেকোনো পরিস্থিতিতে অবিচল পাবেন।'

ঘনশ্যাম ঠাকুর আরো কিছু বলতে যাবে এমন সময়ে হঠাৎ এক প্রহরী এসে বললো– 'মহাদেবজি উপস্থিত হবার আজ্ঞা চাচ্ছেন।'

মহারাজা বললো– 'অনুমতি দেয়া হলো।'

মহাদেব কক্ষে প্রবেশ করলেন। মহারাজা এবং মাতা মহারানি উভয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।

www.nagorikpathagar.org

এরপর তাঁকে একটি চেয়ারে বসতে দিয়ে বললো– 'মহাদেবজি! আমি নিঃশঙ্কচিত্তে বলতে পারি– সবার আগে আপনিই হিন্দু জাতিকে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। আপনি আসামবাসীকে জেগে ওঠার প্রেরণায় উজ্জীবিত করেছিলেন। আপনার আন্দোলনের ফলেই আমাদের সেনারা বাংলায় আক্রমণ করেছিলো। তবে সেটা জয়ধ্বজ সিংয়ের অনভিজ্ঞতা এবং তার মেয়ের অসৎ কীর্তিকাণ্ডের কারণে আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হইনি।'

মহাদেব কিছু না বোঝার ভঙ্গিতে বললেন– 'নিঃসন্দেহে, মহারাজ!'

এরপর মহারাজা বললো– 'মহাদেবজি! সফলতার চাবিটি তো আমরা পেয়ে গেছি! এখন আপনার সাহায্যের খুবই প্রয়োজন। আশা করি– আপনি আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে সাহায্য করলে আমরা চূড়ান্ত লক্ষ্যে সফল হতে সক্ষম হবো।'

মহাদেব বললেন– 'আমি তো কিছুই বুঝছি না...।'

এবার মাতা মহারানি বলতে লাগলেন– 'মহাদেবজি! পাপিষ্ঠ ডাইনি চন্দ্রকান্তের সন্ধান পাওয়া গেছে।'

মহাদেব অবাক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন– 'সে এখন কোথায়? আমি তার রক্ত পান করতে চাই!'

'সে শিব দেবতার মন্দিরের গোপন কক্ষেই আছে।'

মহাদেব আরো অবাক ভঙ্গিতে বললেন– 'খুবই আশ্চর্য ব্যাপার! এতোদিন আমি ওখানে ছিলাম, অথচ এ ব্যাপারে আমি কিছু জানতে পারলাম না! মহারাজ! চন্দ্রকান্তকে কবজা করা খুবই জরুরি।'

'আমি জানি।' মাতা মহারানি বললেন– 'এ জন্যই আমরা আপনাকে তলব করেছি।'

মহাদেব বললেন– 'আমাদের মহারাজের জন্য আমি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।'

'আপনার ব্যাপারে এমন বিশ্বাসই রয়েছে।' মহারাজা মৃদু হেসে এ পরিকল্পনার কথা অবহিত করে বললো– 'আমি চাই– আপনি আপনার সঙ্গীদের নিয়ে ভোর হওয়ার আগেই দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাবেন।'

'ঠিক আছে, মহারাজ!' মহাদেব বললেন– 'এখনই গিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

মহারাজা বললো– 'মুসলমানদের ধোঁকা দেয়া এবং স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি করা কিছুটা দুরূহ কাজ, তবে অসম্ভব নয়। আশা করি আপনি...।'

www.nagorikpathagar.org

মহাদেব দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বললেন– 'মহারাজ! চিন্তা করবেন না। আমি মুসলমানদের মাঝে কিছুদিন ছিলাম। তাদের অভ্যাস ও দুর্বলতা সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। তাদের প্রাকৃতিক দুর্বলতা দ্বারা আমি পুরো সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করে যাবো। অল্প কদিনের ভেতরই চন্দ্রকান্ত মহারাজার পায়ে এসে পড়বে।'

মহারাজা বললো– 'আমি ওই দুরাচারীর কাছ থেকে আমার আঘাতের কড়ায়-গন্ডায় হিসাব নেবো।'

ঘনশ্যাম ঠাকুর বলে উঠলো– 'মহারাজ! এতো বড় রহস্যের জট কে উন্মোচন করলো?'

নিলম কুমার বললো– 'পুনম এ কথা বলেছে।'

ঘনশ্যাম বললো– 'হতে পারে সে ধোঁকার আশ্রয় নিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচানোর ফন্দিতে মিথ্যে বলেছে।'

নিলম কুমার বললো– 'ঠাকুরজি! অন্তিম শয্যায় জিজ্ঞাসাবাদের কথা পৃথিবীর সবচেয়ে সত্য কথা হয়ে থাকে।'

'কী মানে?' মহারাজা জিজ্ঞেস করলো– 'পুনম কোথায়?'

নিলম কুমার জবাবে বললো– 'পুনম এখন আর পৃথিবীতে নেই। আমি তার লাশ নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছি। সে এটাও বলেছে যে, বীরধন এবং তার সৈনিকদের মন্দিরের পূজারিরা বিষ পান করিয়ে মেরে ফেলেছে।'

মাতা মহারানি বললেন– 'এটা সত্য। পুনমের স্বীকারোক্তির সত্যতার ব্যাপারে এখন আমি পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গেছি। বীরধন আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। নিশ্চয় তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে।'

মহারাজা বললো– 'মহাদেবজি! আপনি যেতে পারেন। দ্রুত রওনা হবার প্রস্তুতি নিন। প্রধানমন্ত্রীজি আপনার পেছনে পেছনে আসছে। আপনার যাত্রাপথের সব ব্যবস্থা করে দেয়া হবে।'

মহাদেব চলে গেলেন। মহারাজা মদের পাত্র হতে এক চুমুক মুখে পুরে বললো– 'আমার আত্মা কিছুটা নির্ভার হলো। পথের ভারী পাথর অচিরেই সরে যাবে।'

এরপর সে নিলম কুমারকে উদ্দেশ করে বললো– 'নিলম কুমারজি! তুমি যাও এবং খুবই হুঁশিয়ারির সাথে মহাদেব এবং তাঁর সঙ্গীদের দুর্গের প্রধান ফটকের বাইরে বের হওয়ার সুযোগ করে দাও।'

www.nagorikpathagar.org

নিলম কুমার দ্রুত পায়ে নিজ ঘরের দিকে এগোলো। খুবই অল্প সময়ে সে পুনমকে মন্দিরে পৌঁছে দিতে চাচ্ছে। পুনম নরম বিছানায় শুয়ে হাহুতাশ করে চলেছে। তবে আগের চেয়ে অবস্থার অনেকটা উন্নতি ঘটেছে। কিছুটা ভালো লাগছে তার।

নিলম তার পাশে বসে বললো– 'পুনম! এখন কেমন লাগছে তোমার?'

পুনম বললো– 'আগের চেয়ে ভালো লাগছে।'

নিলম কুমার বললো– 'পুনম! ভগবান তোমাকে এই ভয়ংকর শাস্তিযজ্ঞ থেকে বের হওয়ার সুন্দর একটি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তুমি কি এখান থেকে মন্দির পর্যন্ত নিজ পায়ে হেঁটে যেতে পারবে?'

পুনম দাঁড়িয়ে বললো– 'যেতে চেষ্টা করবো।'

নিলম কুমার বললো– 'খুবই জরুরি। তোমার জানা আছে– এখানকার পরিস্থিতি মুহূর্তে মুহূর্তে অমানবিক অবনতির দিকে গড়াচ্ছে। মহারাজা কৃষ্ণকুমার তার সমুদয় শয়তানি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। এখানে কখন কী ধরনের মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়– কিছুই বলা যাচ্ছে না। আমি চাই, তুমি এখান থেকে চলে যাও...'

পুনম বললো– 'কিন্তু আমি আমার ওপর অনুগ্রহকারীদের জীবনের এমন ভয়ংকর পরিস্থিতিতে ফেলে পালিয়ে যাওয়া সমীচীন মনে করছি না।'

নিলম কুমার বললো– 'ভগবান খুব সুন্দর সুযোগ দিয়েছেন। তুমি চলে যাওয়ার পর তোমার এই যাওয়ার কারণে কেউ কোনো সমস্যায় পড়বে না।'

এরপর সে সংক্ষেপে পুনমকে সম্পূর্ণ কাহিনি খুলে বলে। যা বলে সে মাতা মহারানি ও মহারাজাকে বোকা বানিয়েছে।

নিলম বললো– 'ওরা এখন প্রস্তুত হচ্ছে। তোমাকে পুরুষদের একটি পোশাক দিচ্ছি। দ্রুত তুমি বেশভূষা পাল্টে ফেলো। জগন্নাথ দেবতার মহাদেবের অন্য সাথিদের সঙ্গে তুমিও একসাথে বের হবে। মনে হচ্ছে, সেনাপতি আমাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে।'

পুনমও দাঁড়িয়ে বললো– 'আমি এখনই প্রস্তুত হচ্ছি।'

www.nagorikpathagar.org

নাগ-নাগিনীর লড়াই

রাতের তখন প্রথম প্রহর। দুর্গের প্রাচীরে সৈনিকদের দৌড়ঝাঁপ ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে। বাইরে থেকে মুসলিম বাহিনীর গগনবিদারী ধ্বনি প্রকম্পিত করে তুলছে ইথার-পাথার।

জগন্নাথ দেবতার মন্দিরের মহাদেব ইসমাইল ও শেখরকে তাজা খুশির সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করে বলেন– 'দ্রুত থেকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। খুবই সুবর্ণ সুযোগ।'

ইসমাইল বললো– 'মহাদেবজি! আপনি যান। পুনমকে ছাড়া আমি ফিরে যাওয়া কল্পনাই করতে পারি না!'

মহাদেব বললেন– 'তবে কি আমি পুনমকে ছেড়ে যেতে পারবো?'

ইসমাইল বললো– 'পুনমও কি তাহলে আমাদের সঙ্গে যাবে?'

মহাদেব বললেন– 'ইসমাইল! তুমি আমাকে হীনম্মন্য মনে করো?'

এমন সময়ে নিলম কুমার একজন যুবককে নিয়ে মন্দিরে পৌঁছে গেলো।

সে মহাদেবকে লক্ষ করে বলে– 'তোমরা সবাই প্রস্তুত তো?'

ইসমাইল বিচলিত ভঙ্গিতে বলে উঠলো– 'আমরা প্রস্তুত। কিন্তু আমরা তো পুনমকে ছেড়ে যাবো না! সে যে অবস্থাতেই থাকুক, তাকে আমরা এই নরক থেকে নিয়ে যাবোই!'

নিলম কুমার তার সঙ্গে আসা যুবকের দিকে ইশারা করে মৃদুকণ্ঠে বললো– 'এ হচ্ছে পুনম।'

'পুনম...!' ইসমাইল চিৎকার করে উঠলো। 'কেমন আছো বোন? তোমার জন্য আমি খুবই লজ্জিত।'

পুনম বললো– 'আপনি কেন লজ্জিত হবেন? আপনার কী দোষ, সরদার!'

নিলম কুমার বললো– 'এখন কথার সময় নয়...। দ্রুত করো! আমি দুর্গের ফটকের দিকে যাচ্ছি। দ্রুত চলে আসো।'

www.nagorikpathagar.org

ইসমাইল ও শেখরও পূজারিদের মতো পোশাক পরে নিলো। তাদের হাতে তিলক। গলায় মালা। পঞ্চাশ-ষাট জনের এই কাফেলা দুর্গের প্রধান ফটকে পৌঁছালে নিলম কুমার উচ্চস্বরে বললো– 'মহাদেবজি! মুসলিম বাহিনী এখনো এখান থেকে বহুদূরে আছে। আপনারা সহজে বেরিয়ে যেতে পারবেন। মাঢ়ির পথ ধরে এগোবেন। হয়তো রাজা সুভাষ চন্দ্রের সাথে আপনাদের সাক্ষাৎ হয়ে যেতে পারে। তাকে পেলে আপনাদের কাজ সহজ হবে।'

মহাদেব লোকজনকে শোনানোর জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিলেন– 'প্রধানমন্ত্রীজি! আমাদের জন্য চিন্তা করবেন না। রাজা সুভাষকে যদি আমরা না-ও পাই, তবুও আমরা আমাদের পরিকল্পনায় সফল হতে পারবো বলে আশা রাখি।'

দুর্গের প্রধান ফটক খোলা হয়। এরপর ষাট জন আরোহী একে অন্যের পেছনে পেছনে বেরিয়ে যায়। অতঃপর ফটক বন্ধ করে দেয়া হয়। নিলম কুমার উঁচু সিঁড়ির মাধ্যমে প্রাচীরে চড়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাদের দেখতে থাকে। একসময় অন্ধকারে হারিয়ে যায় এই কাফেলা।

ঘনশ্যাম ঠাকুরও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রয়েছে। সে হঠাৎ বলে উঠলো– 'প্রধানমন্ত্রীজি! সিংরামকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।'

***

আজকের রাতটিও অন্য রাতের মতো এক রহস্যপূর্ণ ভঙ্গিতে অতিবাহিত হচ্ছিলো। তারারা একে একে একেলা হয়ে যাচ্ছিলো। এভাবে প্রকৃতি একসময় ভোরে রূপ নিতে থাকে। বাতাসে মাদকতা অনুভূত হতে লাগলো। মন্দিরের বড় ঘণ্টা জোরে জোরে বেজে চলেছে। এমন সময়ে শিব দেবতা মন্দিরে পৌঁছান। তিনি তাঁর বিশেষ কক্ষের দিকে এগোতে থাকলে মহাপূজারি এক দিক থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

শিব দেবতা মহাপূজারির দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন– 'পণ্ডিতজি! কী ব্যাপার! এই মুহূর্তে অস্বাভাবিকভাবে মন্দিরের ভেতর এক ভীতিকর নীরবতা বিরাজ করছে? মাতারানি, নতুন কুমারী ও নির্মলা কোথায় আছে? ওদের কোনো সমস্যা হয়নি তো?'

মহাপূজারি হাত জোড় করে বললেন– 'সৌম্য করুন, দেবতা! আমরা সবাই আপনার আমানত রক্ষার ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছি। জুলুমের কালো অন্ধকার সবকিছু তছনছ করে দিয়েছে।'

www.nagorikpathagar.org

শিব দেবতার মাঝে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেছে। তাঁর পায়ের নিচের মাটি নড়ে উঠছে। ক্ষোভ-ক্রোধের ওপর নিয়ন্ত্রণ রেখে তিনি বলতে লাগলেন– 'পণ্ডিতজি! কী বলতে চাচ্ছো তুমি? খুলে বলো! নির্মলা দেবী কোথায়?'

মহাপূজারি অশ্রু মুছতে মুছতে বললেন– 'দেবীজি এখনই ফিরে এসেছেন এবং তিনি মাতারানির কক্ষে রয়েছেন।'

শিব দেবতা বললেন– 'নতুন কুমারী কোথায়?'

পূজারি বললেন– 'দেবতা! এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার ব্যাপারে মুখ খোলার সামর্থ্য আমার নেই। বলার মতো কোনো বাক্য খুঁজে পাচ্ছি না। আমি অপারগ।'

এই বলেই পূজারি আর্তচিৎকার দিয়ে উঠলেন। শিব দেবতা সামনে এগিয়ে নিজ কক্ষের দরজা খুলে ভেতরে পা রাখলেন। কক্ষে সবকিছুতে কেমন এক অদ্ভুত নীরবতা। ভীত ও কান্নাসিক্ত পরিবেশ।

তিনি তরবারির মুঠোয় হাত রেখে ক্রোধভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন– 'মহারাজা কৃষ্ণকুমার! ক্ষণে ক্ষণে তুমি তোমার অপরাধের তালিকার অমার্জনীয়তা বাড়িয়ে চলেছো। এই নিষ্পাপ, নিঃস্ব মেয়েদের সম্ভ্রমহানির প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে ভোগ করতেই হবে।'

তিনি কক্ষের ভেতরের দরজা দিয়ে অন্য কক্ষে প্রবেশ করলেন। যেখানে বিছানায় পড়ে আছেন মাতা মহারানি। নির্মলা তার মাথায় বুক রেখে অঝোরে কেঁদে চলেছে। কক্ষের জ্বলন্ত মশালের হলুদাভ আলো কক্ষের অভ্যন্তরে এক শোকাবহ পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে। ভীষণ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাদের। শিব দেবতার পা পড়তেই নির্মলা ও মাতারানি উভয়ে অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকালেন। তিনি সৈনিকের পোশাক পরে আছেন। এগিয়ে এসে তিনি মাতারানির মাথায় ছড়িয়ে থাকা লাল লাল রক্তের ওপর হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন– 'মাতারানি! আপনি এখানে কেবল নতুন কুমারীর মাতাই নন; আমারও মাতা। আকাশের ভগবানের শপথ! আমি আপনার এই দুর্দশার প্রতিশোধ শত্রুদের কাছ থেকে খুব ভয়াবহরূপে নেবোই। আপনি হয়তো অনুভব করতে পারছেন না, কিন্তু আমি দেখছি– সময় খুব দ্রুত তার রূপ ও প্রকৃতি পরিবর্তন করে তুলছে। সমাজের এই নোংরামি নিঃশেষ হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। অত্যাচারী মহারাজার জীবনের দিনগুলো এখন হাতের আঙুলে গুনে নেয়া সম্ভব। আপনার ওপর পতিত সমুদয় অন্যায়-অবিচারের ব্যাপারে আমার খুব আফসোস হচ্ছে। আপনার ক্ষতের যথাযথ প্রতিবিধান তো সম্ভব নয়, সম্ভ্রমহানির দগ্ধতা আপনার ভীষণ

www.nagorikpathagar.org

পোড়াচ্ছে। কিন্তু যেকোনোভাবেই হোক মানবতার এই শত্রুদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মুখে পতিত হওয়ার দৃশ্য আপনি নিজ চোখে দেখতে পাবেন।'

মাতারানি তাঁর কম্পিত হাত জোড় করে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন– 'দেবতা! আমি নিজেই আমাদের সম্ভ্রমের খুনি। নিজেই আমরা আমাদের ইজ্জত খুইয়েছি। অন্য কাউকে আমি অপরাধী ভাবতে পারছি না। খুবই অন্যায় করে ফেলেছি আমি। জানি না, আর কতো শাস্তি আমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

'না, মাতাজি!' শিব দেবতা তাঁকে বিছানা থেকে তুলে দাঁড় করিয়ে বললেন– 'আপনি অপরাধী নন। আপনার ভুল ভয়াবহ এই পাপের সমকক্ষ হতে পারে না। আবেগপ্রবণ হয়ে হয়তো আপনি একটি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

মাতা মহারানি কেঁদে কেঁদে বললেন– 'আমি তো সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিলাম। কাঁটায় পা রাখতে গিয়ে এটা আমি ভাবতে পারিনি যে, সেই কাঁটায় আমাদের পা রক্তাক্ত হয়ে পড়বে।'

মাতারানি এরপর আনমনে ভাবতে থাকেন– হিন্দু ধর্মে কর্ম ছিলো একটি বিশেষ বোধ। হিন্দু দর্শন যে ব্যাখ্যাই দিক না কেন, সাধারণ মানুষ কর্ম বলতে বোঝে নিজের কৃত কর্মের ফল পাওয়া। কর্মফল শুধু বর্তমান জীবনেই আবদ্ধ থাকে না, মানুষ পূর্ব জন্মের কৃতকর্মের ফলও বর্তমান জীবনে ভোগ করে। জন্ম-মৃত্যুর চক্রে এই ফল এড়ানোর কোনো উপায় নেই। কখনো না কখনো কর্মফল ভোগ করতেই হবে। কিন্তু পূর্বের জন্মে আমি এমন কী অপরাধ করলাম যে, আজ আমাকে এমন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হলো! এভাবেই মাতারানি এই দহন-পীড়নের মুখে হাল ছেড়ে দিয়ে ভাবতে থাকেন, এ হলো পূর্বজন্মের কর্মফল। এই কর্মফল তাঁদের যখন ভোগ করতেই হবে, আপত্তি করে লাভ কী! মেনে নেওয়াই ভালো। বহুক্ষেত্রেই কর্ম সম্বন্ধে এই ধর্মবিশ্বাস মাতারানির মতো অন্য মহিলাদেরও অসহায় করে ফেলে। ফলে নিজের জীবনে পরিবর্তন আনতে তাঁরা উদ্যোগী হন না।

হিন্দু সমাজে এসব ধারণা শুধু পুঁথির পাতায় লিপিবদ্ধ থাকে না, মানুষের দৈনন্দিন জীবনাবর্তে বাস্তবায়িত হয়– মাতারানির চিন্তা-চেতনা সেই সাক্ষ্যই দেয়। পুরুষ ও নারী দুজনেই এ বিশ্বাসে সামাজিক শিক্ষা লাভ করলেও নারীদের জীবনেই তা প্রবাহিত হয় বেশি। পুরুষ ভুল করলে সে ব্যাপারে সমাজে খেদোক্তি ওঠে নিশ্চয়ই, কিন্তু নারী গণ্ডির বাইরে পা রাখলে তার

www.nagorikpathagar.org

শাস্তি হয় শুধু নিন্দায় নয়, সমাজচ্যুত করে, এমনকি শারীরিক প্রহারের মাধ্যমে। মাতারানি এসব ভাবনায় আরো দগ্ধ হতে থাকেন।

তাঁকে আরো পোড়াতে থাকে হিন্দু পারিবারিক কাঠামোতে লুকিয়ে থাকা নারী নির্যাতনের বীজ। স্মৃতি ঘাঁটতে গিয়ে তিনি ভাবেন– যৌথ পরিবারে নববিবাহিতা স্ত্রীর সামাজিক পদ হয় সবচেয়ে নিচে। তার চলাফেরা, আসা-যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া, ব্যবহার, নিয়মনীতি সবই নির্ধারণ করে শ্বশুরবাড়ির গুরুজনেরা। এত বিধিনিষেধের ফলে নারীর জীবনে বাড়ে সীমাবদ্ধতা।

যা-ই হোক, এরপর নির্মলা তাদের ওপর পতিত দুর্ঘটনা সবিস্তারে শিব দেবতার কাছে তুলে ধরে। এমন সময়ে প্রধানমন্ত্রী নিলম কুমার কক্ষে প্রবেশ করে।

শিব দেবতা বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'নিলম কুমার! বলো, পরিস্থিতির ভয়াবহতা কোনো কিছু পরিবর্তন করে দেয়নি তো?'

নিলম কুমার মৃদুস্বরে বললো– 'ভগবানের কৃপায় এখনো পর্যন্ত পরিকল্পনা রহস্যাবৃত আছে। সবকিছুই আমাদের মনমতো সম্পন্ন হচ্ছে। রাতের বেলা সিংরাম সাপের দংশনে মারা গেছে। এ ব্যাপারে সেনাপতি ঘনশ্যাম ও মহারাজা ভীষণ উদ্বিগ্ন। সিংরাম তাদের খুবই বিশ্বস্ত লোক। সাপ তাকে বিচিত্র ভঙ্গিমায় দংশন করেছে।'

'কী মানে?' শিব দেবতা জিজ্ঞেস করলেন– 'বিচিত্র ভঙ্গিমায় সাপ কীভাবে দংশন করলো?'

নিলম কুমার বললো– 'তার লাশ মহারাজার বাগানে পড়ে থাকাবস্থায় পাওয়া গেছে। সাপ তার গলায় দংশন করেছে।'

শিব দেবতা মৃদু হেসে বললেন– 'বাহ্যত এটা এক আশ্চর্য ঘটনা। কিন্তু নিলম কুমারজি! তুমি তো ভালো করেই জানো যে, ভগবানের আসামি সব সময় এমনই বিচিত্র মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। এমন লোকদের দংশনের জন্য আকাশ থেকে বিষাক্ত নাগ পাঠানো হয়ে থাকে।'

নিলম কুমার শিব দেবতার পা ছুঁয়ে বললো– 'দেবতা মহারাজ সত্য বলেছেন। সিংরামকে আকাশ হতে নেমে আসা কোনো নাগই দংশন করেছে।'

শিব দেবতা বললেন– 'এখন মহারাজার পরিকল্পনা কী?'

www.nagorikpathagar.org

নিলম কুমার বললো– 'মহারাজা নাগ দেবতার মন্দির থেকে আসা দূতদের তলব করেছেন। তার ধারণা– সিংরামকে দংশনকারী সাপ বাগানেই আছে। আর সেটা হয়তো কোনো উড়ন্ত বিষধর সাপ। সেটা ধরা খুবই জরুরি। অন্যথায় সেটি অন্য কাউকে দংশন করতে পারে।'

শিব দেবতা হেসে উঠে বললেন– 'এমন সাপ কারও কাবুতে আসার মতো নয়। এমন বিচিত্র শক্তিকে পিঞ্জিরায় আবদ্ধ করে রাখা যায় না। এই বিশ্বের দুরাচার শাসকদের এ নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তা যে, এই নাগগুলো তাদের অন্ধ শক্তির ওপর বিজয়ী হয়ে থাকে সব সময়। বাস্তবতা বড়ই নির্মম, নিলম!'

এরপর নিলম কুমার বললো– 'এই মুহূর্তে দুর্গের অভ্যন্তরে অচ্ছুতদের ওপর মহাবিপদ নেমে এসেছে। দুর্গের সব কটি জেলখানা ছাড়াও অসংখ্য অচ্ছুতকে মল্লভূমির আখড়ায় জোর করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মহারাজার সৈনিকেরা ক্ষুধার্ত বাঘের মতো তাদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে।'

নিলম কুমারের কথোপকথন এখনো অব্যাহত আছে। এমন সময়ে মাতারানির সাথে আসা একজন সাধু কক্ষে প্রবেশ করে খুবই দুঃখের সাথে বললো– 'দেবতা মহারাজ! ভগবানের দোহাই, আমাদের বাঁচান! মহারাজার সৈনিকেরা আমাদের সকল সাথীকে গ্রেফতার করে আখড়ায় নিয়ে গেছে। ওরা আমাদের সবাইকে ক্ষুধার্ত বাঘের মুখে ফেলতে চাচ্ছে। দেবতা! দয়া করুন! এ যে নির্ঘাত অন্যায়! অন্ধকার! জুলুম!'

কক্ষে উপস্থিত তীর্থযাত্রী, পূজারি ও অন্য লোকজন এই দুঃখজনক ঘটনা শুনে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। সে আরো বলছে– 'দেবতা! আমাদের পেছনে সেনারা লেগে আছে। বাঁচান! ওরা আমাদের জীবিত ছাড়বে না!'

তার দৃষ্টি নিলম কুমারের ওপর পড়লে কাঁপা কণ্ঠে সে বলে ওঠে– 'প্রধানমন্ত্রীজি! আপনার উপস্থিতির ব্যাপারে আমার জানা ছিলো না। আমি নির্দোষ। আমি মাতারানির সঙ্গে এসেছি।'

এমন সময়ে দুজন সৈনিক কক্ষে প্রবেশ করে পণ্ডিতকে ধরে বললো– 'ইঁদুরের মতো এখানে এসে লুকিয়েছো কেন? চলো! ওঠো!'

শিব দেবতা ধমকের সুরে বললেন– 'ওকে ছেড়ে দিয়ে এখান থেকে সরে যাও। নইলে তোমাকে আমি জ্বালিয়ে অঙ্গার করে দেবো!'

একজন সিপাহি হাত জোড় করে বলে উঠলো– 'কিন্তু দেবতা! এ যে মহারাজার নির্দেশ! তাকে যদি আমরা নিয়ে যেতে না পরি, তাহলে মহারাজা আমাদের খুন করে ফেলবেন!'

www.nagorikpathagar.org

শিব দেবতা ক্রোধে ফেটে পড়া কণ্ঠে বললেন– 'তোমার কি জানা নেই– কোনো লোক দেবতার চরণে ঠাঁই নিলে সে জগতের যাবতীয় ভয়ভীতি থেকে মুক্তি পায়! তোমাদের মহারাজার ধৃষ্টতা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তার মনে দেবতাদের কোনো সম্মানই আর অবশিষ্ট নেই।'

এরপর তিনি নিলম কুমারের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'প্রধানমন্ত্রীজি! এই সৈনিকদের ঠেকাতে পারলে ঠেকাও। নইলে আমি এদের ভালোই শায়েস্তা করতে জানি...!'

এরপর শিব দেবতা সিপাহিদের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'তোমরা চলে যাও! তোমাদের কারণে পূজায় অসুবিধা হচ্ছে। এটা মন্দির, ভগবানের ঘর। এটা শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান।'

একজন সিপাহি কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে লাগলে শিব দেবতা বলে উঠলেন– 'মহারাজা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরা পারলে কোনো মজলুমকে মৃত্যুর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করো। কাল যখন এই নিঃস্বদের রক্তের ফোঁটার প্রতিশোধ নিতে ভগবান বিচার করবেন, তখন তোমাদের সাথে কোমল আচরণ করা হবে।'

সিপাহিরা ঝুঁকে শিব দেবতার চরণ ছুঁয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে।

নিলম কুমার বললো– 'তোমরা এখন যেতে পারো। চিন্তা করো না। দেবতা যা বলেন, তা-ই করেন।'

সিপাহিরা আরেকবার শিব দেবতার চরণ ছুঁয়ে বেরিয়ে গেলো। মশালগুলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। সূর্য আলো ছড়াতে শুরু করেছে। সানাইয়ের মধুর গুঞ্জরনে চারদিক প্রকম্পিত। দাসীরা সুদৃশ্য হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শিব দেবতা নিলম কুমারের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'তোমার ধারণামতে আজ কী হতে পারে? আমরা কীভাবে এই নিরপরাধ লোকদের সাহায্যে সফল হতে পারি?'

নিলম কুমার কিছু ভাবতে গিয়ে বললো– 'দেবতা! সব তো আপনার জানাই আছে। প্রকৃতপক্ষে আমার অবস্থান তো খুবই দুর্বল। তারপরও আমাদের পক্ষে যা কিছু সম্ভব, তা আমরা করে যাচ্ছি।'

এমন সময় কক্ষের দরজা খুলে রামু বাবা ভেতরে এসে বলেন– 'দেবতা মহারাজ! নমস্কার! নমস্কার!'

www.nagorikpathagar.org

শিব দেবতা তার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'বাবা! ভালো আছো তো! তাকে ছেড়ে তোমার এখানে আসা ঠিক হয়নি।'

রামু বাবা বললেন– 'দেবতা মহারাজ! তার বার্তার জবাব নেয়ার জন্যই তো এলাম!'

'কী বার্তা? দ্রুত বলুন।'

বৃদ্ধ হাত জোড় করে বললেন– 'মহারাজার কোনো একজন বড় মাপের নেতাকে সাপে দংশন করে মেরে ফেলেছে। মহারাজা ধারণা করছে সেই উড়ন্ত নাগ বাগানেই আছে। সেটা খুঁজে বের করার জন্য সে আমাদের সবাইকে ডেকেছে। তারা সবাই অনুমতি চাচ্ছে। এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কী?'

নির্মলা ঠোঁটের নিচে হাসি লুকিয়ে রেখে বললো– 'রামু বাবা! তোমরা সবাই গিয়ে ভালো করে বাগানে সাপের সন্ধান করো। গাছের ডালে ডালে খুঁজো। আমার তো মনে হয়, মহারাজার বড় নেতাকে কোনো নাগিনী দংশন করে থাকতে পারে!'

রামু বাবা অবাক হয়ে নির্মলার দিকে তাকালে তার মাঝে আবারও নাগিনীর মতো ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়ে যায়।

রামু বাবা হাত জোড় করে বললেন– 'দেবীজি! আমি সবকিছু বুঝে গেছি। দেবী ঠিকই বলেছেন। ওই হতভাগাকে নাগিনীই দংশন করেছে।'

নিলম কুমারের দৃষ্টিও নির্মলার দিকে নিবদ্ধ। তার চোখে ছিলো বিস্ময়।

নির্মলা বৃদ্ধ রামুকে বললো– 'তোমরা সবাই গিয়ে সেই সাপ তালাশ করো। মধুমতিকে সঙ্গে রাখবে। দৃষ্টির সীমানা থেকে কিছুতেই তাকে বেরোতে দেবে না। অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো আশঙ্কা দেখা দিলে শাহনাগ ব্যবহার করবে।'

'কিন্তু দেবীজি!' রামু বাবা বলে উঠলেন– 'শাহনাগ তো তোমার অনুগত।'

শিব দেবতা খানিক চিন্তা করে বললেন– 'আমার অভিমত হচ্ছে– তুমিও তাদের সঙ্গে যাও। এতে করে তোমার উপস্থিতিতে এরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে না।'

নির্মলা বললো– 'ঠিক আছে। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো। কে নিতে এসেছে?'

রামু বাবা বললেন– 'ক'জন সিপাহির সাথে আসাম সেনার একজন নেতা বন্দীখানায় অপেক্ষা করছে।'

www.nagorikpathagar.org

নির্মলা বললো– 'আমি তৈরি হওয়ার আগেই তুমি তাদের সবাইকে এখানে নিয়ে আসো। এখান থেকেই আমরা বাগানের উদ্দেশে বের হবো।'

রামু বাবা শিব দেবতা ও নির্মলা দেবীর পায়ে পর্যায়ক্রমে চুমু খেয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

তিনি চলে যাওয়ার পর নিলম কুমার মৃদুস্বরে বললো– 'আমিও চলে যাচ্ছি। এই সময়ে মহারাজা হয়তো প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়েছে। সে সবার আগে আমাকে তলব করবে।'

শিব দেবতা বললেন– 'ঠিক আছে। তুমি যাও। আমিও আসছি। একটু পরেই আখড়ায় সাক্ষাৎ হবে।'

নিলম কুমার চলে গেলে শিব দেবতা বললেন– 'এখন সকল তীর্থযাত্রী, পূজারি ও দেবদাসীদের দর্শনের জন্য অনুমতি দেয়া হলো।'

কিছুক্ষণের মধ্যে কক্ষ টইটম্বুর হয়ে গেলো। শোরগোল বেড়েই চলেছে। বেশ কিছুক্ষণ জোরেশোরে পূজা চললো। শিব দেবতা আগতদের আশীর্বাদ দিচ্ছেন। অল্প সময় পর যখন বন্দীখানার সাপুড়েরা বীণা বাজিয়ে আসছিলো, তখন লোকজন নিজ থেকে কক্ষ হতে বেরিয়ে যায়। মধুমতি বেশ ভাবগম্ভীর ভঙ্গিতে সাপুড়েদের বহরে কক্ষে প্রবেশ করে। সে মাথা ঝুঁকিয়ে শিব দেবতা ও নির্মলা দেবীর চরণ ছোঁয়। এরপর হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে।

শিব দেবতা খুবই মহব্বতের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'মধুমতি! তুমি কেমন আছো?'

'আমি ভালো আছি, দেবতা মহারাজ!'

শিব দেবতা আশীর্বাদ দিয়ে বললেন– 'ভগবান তোমাকে সব সময় সুখে রাখুন।'

মধুমতির মধুভরা চোখে প্রত্যয়ের আলো। তার মাথায় লাল রঙের বিন্দিয়া চিকচিক করছে। তার সুদৃশ্য নাগে সাপুড়েদের মতো নাকফুল। ডান কাঁধে ঝোলানো আছে বিশাল এক বেতের ঝুড়ি।

নির্মলা বললো– 'মধুমতি! শাহনাগ কি তোমার কাছে?'

'জি, দেবীজি!'

নির্মলা মৃদু হেসে বললো– 'মনে হচ্ছে, নাগরাজা তোমার অনুগত হয়ে গেছে!'

মধুমতি মাথা ঝুঁকিয়ে হাত জোড় করে বললো– 'এ তো দেবী-দেবতার অশেষ কৃপার বিচ্ছুরণ। নইলে কোথায় আমি, আর কোথায় শাহনাগ!'

www.nagorikpathagar.org

নির্মলা মধুমতির কাঁধ থেকে বড় ঝুড়িটি নামিয়ে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে বলে– 'আজ শাহনাগকে দেখতে খুব মন চাচ্ছে।'

কক্ষের অভ্যন্তরে সাপুড়ে ছাড়াও রয়েছে মহারাজার সৈনিকেরা। নির্মলা মহারাজার অনুগত এই লোকদের কিছুটা ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখতে চাচ্ছে। মন্দিরের লোক কক্ষের বাইরেই অবস্থান করছে। হঠাৎ নির্মলা ঝুড়িটির ঢাকনা খুলে দেয়। মুহূর্তেই বেরিয়ে আসে সাদা রঙের মারাত্মক বিষাক্ত বিশাল এক সাপ। খুবই ভয়ংকর ভঙ্গিতে সে ফণা তুলে ঘুরতে থাকে। সাপটির শ্বাস-প্রশ্বাসের গমনাগমনে আগুনে ফুলকি দেখা যাচ্ছে। কক্ষে অবস্থানরত সবার চেহারা হতে ঘামের ফোঁটা ঝরে পড়ছে ভয়ে। মহারাজা সিপাহিদের সন্ত্রস্ততা তো এক ধাপ এগিয়ে। ওরা কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়। চারদিকে আগুনে তাপ অনুভূত হচ্ছে। শাহনাগের লাল লাল চোখ নির্মলার চেহারায় স্থির। নির্মলা খুব আদরের সাথে সাপের ফণা হাত দিয়ে ধরে চুমু খেতে আরম্ভ করে। কিছুক্ষণের মধ্যে শাহনাগ শান্ত হয়ে পড়ে। ফণা ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়। নির্মলা দীর্ঘক্ষণ তার মুখে চুমু খায়। মহারাজার সৈনিকেরা এবং তাদের নেতা আশ্চর্য ভীতিভরা ভঙ্গিতে এই তামাশা দেখে যাচ্ছে। নির্মলা কোনা চোখে তাদের এই কীর্তিকাণ্ড দেখে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ পর সে শিব দেবতার পায়ে চুমু খেয়ে বলতে লাগলো– 'দেবতা মহারাজ! এখন আজ্ঞা দিন। মহারাজার লোকজন দীর্ঘক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে।'

শিব দেবতা বললেন– 'অনুমতি দেয়া হলো। ভগবান তোমায় সফলকাম করুন। একে অন্যের থেকে পৃথক হবে না। সজাগ দৃষ্টিতে সবার প্রতি খেয়াল রাখবে। সময় খুব খারাপ।'

নির্মলা হাত জোড় করে বললো– 'দেবতা মহারাজের চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। বিচক্ষণতার সাথে আমি কাজ করে যাবো।'

শিব দেবতা মৃদুস্বরে নির্মলার কানে কানে বললেন– 'মাতা মহারানির শয়নকক্ষের সাথে লাগোয়া কক্ষের সুড়ঙ্গে একটি গোপন দরজা আছে। যেখান দিয়ে বেরিয়ে দূরের পাহাড়ে চলে যাওয়া যায়। আগামীকাল এই সুড়ঙ্গ আমাদের খুব কাজে আসবে। বুঝে আসছে তোমার! এই সুড়ঙ্গের নিয়ন্ত্রণ নেয়া খুবই জরুরি।'

নির্মলা তার চমকিত চোখে মধুমতির দিকে তাকিয়ে বললো– 'আমার ধারণা– মধুমতি এ ব্যাপারে আমাকে নির্দেশনা দেবে।'

www.nagorikpathagar.org

মধুমতি দুঃখী মনে বললো– 'হ্যাঁ, আমি এই দুর্গের সব গোপন রহস্য সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত।'

'ঠিক আছে।' শিব দেবতা বললেন– 'এখন তোমরা যাও। ভগবান তোমাদের সবাইকে রক্ষা করবেন। প্রয়োজন হলে সুজনের ওপর ভরসা রাখতে পারবে। সে তোমাদের কাজে আসবে।'

ছোট্ট এই বহর মন্দির থেকে বেরিয়ে যায়। সূর্যের তেজস্বী কিরণ ইতোমধ্যে সবদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে এই কাফেলা দুর্গের পথে পথে বাগানের দিকে অগ্রসর হয়। বাগানটি ফুলে-ফলে সেজে আছে। গাছের শাখায় শাখায় বিভিন্ন প্রজাতির পাখপাখালি কিচিরমিচির করছে। সিংরামের লাশ ঘাসের ওপর পড়ে আছে। তার সারা শরীর নীল রঙ ধারণ করেছে। মহারাজা কৃষ্ণকুমার এবং সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুর ছাড়াও মাতা মহারানি এবং রাজ্যের বড় বড় অনেক নেতা লাশের আশপাশে চরম উদ্বিগ্ন মনে দাঁড়িয়ে আছেন। রামু বাবা ও নির্মলা সামনে এগিয়ে মহারাজার সামনে হাত জোড় করে মাথা ঝুঁকালো।

মহারাজা বলে উঠলো– 'নাগ মাতাজি! আমাদের একজন বিশ্বস্ত সঙ্গীকে সাপ দংশন করে মেরে ফেলেছে। আমার ধারণা– ওই বিষধর সাপ এখানে কোথাও লুকিয়ে আছে। এটাকে ধরতে হবে। এই বিষধর সাপ যে কাউকে দংশন করতে পারে!'

সিংরামের লাশ গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে রামু বাবা বলে উঠলেন– 'নাগমাতাজি! এখন কী হবে? শাহনাগের রানি তো সবকিছু জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে!'

'ঠিকই বলছো তুমি, বাবা! রানি তার পতি মহারাজের খোঁজে এখানে এসে পৌঁছে গেছে। সে মনে হয় ভীষণ রেগে আছে। ভেতরের সব বিষ উগরে ঢেলে দিয়েছে সিংরামের অস্থি-মজ্জায়।'

মহারাজা, মাতা মহারানি, ঘনশ্যাম ঠাকুর ও অন্য লোকেরা ভয়ে ভয়ে কাঁপছে।

মহারাজা বলে– 'নাগমাতা দেবীজি! কিছু একটা বিহিত করুন। যে করেই সম্ভব শাহনাগের রানিকে কবজা করুন। যদি সেনার দরকার হয়, তাহলে এখানে হাজার হাজার সেনা মোতায়েন করা হবে।'

'না।' নির্মলা এক রহস্যপূর্ণ ভঙ্গিতে বললো– 'শক্তি দিয়ে নাগ-নাগিনীদের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। মহারাজ! এই কাজ করতে হবে কৌশলে। শাহনাগকে ছেড়ে আমি এখনই জেনে নেবো এই মুহূর্তে রানি

www.nagorikpathagar.org

কোথায় আছে। তোমরা সবাই সাবধানে থেকো। আমি এখন শাহনাগ বের করছি!'

নির্মলা ইশারা করলে সাপুড়ের দল বীণা বাজাতে আরম্ভ করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মধুমতির কাঁধ থেকে ঝুড়িটি বের করে সে ঘাসের ওপর রাখে। নির্মলা ঢাকনা ওঠালে সাদা রঙের শাহনাগটি এক ভয়ংকর ফণা তুলে বেরিয়ে আসে। তার মুখ দিয়ে আগুনের ফুলকি বের হচ্ছে। মধুমতি খুবই অভিজ্ঞ ভঙ্গিতে তার সামনে বীণা বাজিয়ে যাচ্ছে। ঘাসের ওপর আগুনে শিখা দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে। মহারাজা এবং অন্য লোকেরা ধীরে ধীরে পেছনে হটতে শুরু করে। শাহনাগ ঘুরতে ঘুরতে সিংরামের লাশের কাছে পৌঁছে যায়। সিংরামের গলায় মুখ রেখে দেয় এবং আগের চেয়ে অধিক ক্রোধে ফণা তুলতে থাকে। মুহূর্তেই সিংরামের গোটা শরীর আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। এমন সময়ে সাপুড়েরা নিজ নিজ ঝুড়ির মুখ খুলে দিলে অসংখ্য রঙ-বেরঙের ভয়ংকর বিষাক্ত সাপ ফণা তুলে তুলে শাহনাগের আশপাশে জড়ো হয়। নির্মলার ভাব-ভঙ্গিমায় বিচিত্র রূপ। সে রহস্যপূর্ণ ভঙ্গিতে শাহনাগের সাথে কথা বলছে– 'নাগরাজা! আমাকে তুমি চিনে নাও! আমি তোমার মাতা। তোমাকে আমি নিজের দুধ পান করিয়েছি। আমি তোমার রানিকে সম্মান করি। আমাকে পর ভেবো না...'

শাহনাগের রাগ ধীরে ধীরে প্রশমিত হতে থাকে। কিছুক্ষণ পর সে নির্মলার পায়ের কাছে মাথা ঠেকায়। অন্যান্য সাপও শাহনাগের সামনে মাথা নুইয়ে পড়ে থাকে। মহারাজা, মাতা মহারানি এবং অন্য লোকজন সরতে সরতে বহু দূরের প্রাচীরের নিকটে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

নির্মলা মাথা তুলে তাদের দিকে তাকিয়ে বললো– 'মহারাজ! এখন আমি রানি নাগের সন্ধান শুরু করে দিতে চাই। তোমরা যদি যেতে চাও, তবে আসতে পারো। নিজেদের একজন বিশ্বস্ত লোককে আমার কাছে রেখে যাও। মুহূর্তে মুহূর্তে আমি খবর পাঠাতে থাকবো।'

মহারাজা এদিক-ওদিক তাকিয়ে সুজনকে উদ্দেশ করে বললো– 'সুজন, তুমি এখানে অবস্থান করো।'

সুজন ভীতিভরা কণ্ঠে বললো– 'কিন্তু মহারাজ! আমি তো ভীষণ ভীত!'

মহারাজা রাগতস্বরে বলে উঠলো– 'অপদার্থ কোথাকার! জানা আছে, কার মুখে মুখে তুমি কথা বলছো?'

সুজন হাত জোড় করে বলে– 'সৌম্য করুন, মহারাজ! ভুল হয়ে গেছে।'

www.nagorikpathagar.org

মহারাজা একদিকে পা বাড়িয়ে বললো– 'এখন তুমি যাও। নাগমাতা যা বলবে, তা-ই করবে।'

মহারাজা দ্রুত পায়ে তার সাথিদের নিয়ে বাগান ছেড়ে চলে যায়।

সুজন কাঁপা কাঁপা কদম তুলে নির্মলার কাছে পৌঁছে গিয়ে বলে– 'দেবীজির কী নির্দেশ?'

নির্মলা বললো– 'সুজন! আমি জানি– ভগবান তোমার মন ভালোবাসার আলো দিয়ে আলোকিত করেছেন। আমাদের সংগ্রাম-সাধনা শেষ পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। গন্তব্য খুবই সন্নিকটে। মাত্র কয়েক কদম দূর।'

সুজন মৃদু হেসে বললো– 'আমি জানি, মাতা দেবী! আমি মনেপ্রাণে উপস্থিত আছি।'

মধুমতি গভীর দৃষ্টিতে সুজনের দিকে তাকিয়ে আছে। নির্মলা একটি নাগ সুজনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো– 'এটাকে ভয় পাবে না। তোমার জন্য এটি একটি অক্ষতিকর কীটের চেয়ে অধিক কিছু নয়। এটাকে যেকোনো প্রকারে মাতা মহারানির শয়নকক্ষে ছেড়ে আসবে। তোমার বুঝে আসছে তো, নাকি? ওই কক্ষের ওপর আমি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, যেখানে সুড়ঙ্গের দরজা রয়েছে।'

সুজন ভয়ে ভয়ে নির্মলার হাতে ঝুলতে থাকা নাগটি ধরে।

মধুমতি বলে– 'সুজন! ভয়ের কোনো কারণ নেই। এ তোমার বন্ধু!'

সুজন অবাক হয়ে মধুমতির দিকে তাকালো।

'মধুমতিজি!' সুজন বললো– 'আপনার কণ্ঠস্বর ওই দুঃখিনীর সাথে খুবই মিল।'

'কোন দুঃখিনী?'

মধুমতি জানতে চাইলে সুজন কান্নাভরা কণ্ঠে বলে– 'এখনো তার নাম নেয়ার যথাযথ সময় আসেনি। তুমি জেনে রেখো! তোমার কণ্ঠস্বরে রয়েছে জাদুময়তা। বাতাসে কাঁপন ধরে যায় তোমার শব্দে।'

'ধন্যবাদ, সুজন ভাই!' মধুমতি জবাব দেয়– 'এখন তুমি এটাকে জামার প্রান্ত দিয়ে লুকিয়ে দ্রুত মাতা মহারানির শয়নকক্ষে ছেড়ে আসো।'

সুজনের ভয় অনেকটাই কমে গেছে। সে জামার প্রান্ত দিয়ে সাপটি লুকিয়ে দ্রুত পায়ে দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। সাপুড়েরা বীণা বাজাতে বাগানের এদিক-ওদিক ঘুরছে-ফিরছে।

কিছুক্ষণ পর সুজন ফিরে এসে বললো– 'আমি অতি সঙ্গোপনে মাতা মহারানির শয়নকক্ষে নাগ ছেড়ে এসেছি।'

www.nagorikpathagar.org

নির্মলা বললো– 'সাথিরা! আমরা যুদ্ধে জিতে গেছি। এখন সাপগুলো নিয়ে বেশ বিন্যস্তভাবে এগিয়ে চলো এবং প্রাসাদের ওই অংশে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নাও, যেখানে সুড়ঙ্গের দরজা আছে।'

নির্মলা সাপুড়েদের খুবই নিয়মতান্ত্রিকভাবে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চললো। মধুমতি ও রামু বাবা খুবই পাণ্ডিত্যের সাথে বীণা বাজিয়ে পরিবেশ জাদুগ্রস্ত করে তুলছেন। শাহনাগ নির্মলার আগে আগে খুশির ভঙ্গিতে এগিয়ে চলছে। মধুমতি এবং অন্য সাপুড়ে মহিলাদের গলাতেও নানা রঙের বিশালাকায় সাপ।

অন্যদিকে দুর্গের অভ্যন্তরে লোকজনের মাঝে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে। সিপাহিরা নিম্নবর্গের অচ্ছুতদের খুবই নির্দয়ভাবে পিটিয়ে পিটিয়ে আখড়ার বন্দীখানার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেউই নেই তাদের আর্তনাদে কান দেয়ার। তাদের আর্তচিৎকারের জবাবে অট্টহাসির শব্দ ইথার-পাথার প্রকম্পিত করে তুলছে। সুজন ইতোপূর্বে বেশ দক্ষতার সাথে গোপনে মাতা মহারানির শয়নকক্ষে নাগ ছেড়ে এসেছে। দ্রুত বিষয়টি নির্মলার কাছে নিশ্চিত করে সে পৌঁছে গেলো মহারাজার কাছে। মহারাজা ওই সময়ে দুর্গের প্রাচীরের ওপর দাঁড়ানো ছিলো। গভীর দৃষ্টিতে সে দূরের মাঠে মুসলিম বাহিনীর চলাফেরা পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে।

সুজনকে দেখে মাতা মহারানি জিজ্ঞেস করলেন– 'কী বার্তা নিয়ে এলে?'

সুজন হাত জোড় করে বললো– 'এ এক ভয়ংকর মসিবত, মহারাজ! অবিশ্বাস্য কাণ্ড...! ভগবান মাতা মহারানির ওপর বড় অনুগ্রহ করেছেন।'

মাতা মহারানি আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলেন– 'কী মানে? কী বলতে চাচ্ছো তুমি?'

সুজন বললো– 'শাহনাগের রানি মাতা মহারানির শয়নকক্ষে...।'

মহারাজা বললো– 'কী বলছো তুমি এসব?'

'সত্যি বলছি, মহারাজ!' সুজন বলে উঠলো– 'সাপুড়েরা শয়নকক্ষ ঘেরাও করে রেখেছে। নিজ চোখে আমি ভয়ংকর ওই বিষধর সাপকে মহারানির শয়নকক্ষে ফণা তুলে থাকতে দেখেছি। শাহনাগকে ওখানে ছেড়ে দেয়া হলে সে রানি নাগিনীকে শান্ত করতে চাচ্ছে, কিন্তু রানির রাগ কিছুতেই থামছে না। সে শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে না।'

www.nagorikpathagar.org

মাতা মহারানির চেহারায় গভীর উদ্বেগের ছাপ। শরীর বেয়ে ঘাম ঝরছে। তা মুছতে মুছতে তিনি বললেন– 'না জানি ওই খুনি সাপ কখন থেকে ওই কক্ষে ঢুকে আছে।'

মহারাজা বললো– 'প্রহরী ও দারোয়ানরাও কি কোনো সংকেত পেলো না?'

ঘনশ্যাম হাত জোড় করে বলে উঠলো– 'মাতারানি! চিন্তার কোনো কারণ নেই। খুব দ্রুতই সাপুড়েরা ওই ভয়ংকর নাগিনীকে কাবু করতে সক্ষম হয়ে যাবে।'

মাতা মহারানি সুজনের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'তুমি যাও এবং আমাকে সাপুড়েদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করবে।'

মহারাজা ঘনশ্যাম ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বললো– 'যতোক্ষণ সাপুড়ে এবং নাগমাতা ওই নাগিন ধরার কাজে ব্যস্ত থাকবে, ততোক্ষণে তুমি নাগ দেবতা এবং চন্দ্রকান্তের বান্ধবীদের বন্দীখানা থেকে বের করে আখড়ায় পৌঁছে দাও।'

ঘনশ্যাম ঠাকুর বললো– 'সুযোগটা ভালোই। মহারাজ! পুরোপুরিভাবে সফল হওয়া যাবে।'

মহারাজা বললো– 'তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছো...। নির্মলা অত্যন্ত শক্তিশালী দেবী। তার উপস্থিতি মারাত্মক কোনো পরিণতি বয়ে আনতে পারে।'

অন্য দিক দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নিলম কুমার চলে আসেন। মহারাজা ঘনশ্যাম ঠাকুরকে লক্ষ করে বললো– 'বিশ্বস্ত লোকদের বন্দীখানায় পাঠিয়ে দাও।'

নিলম কুমার কাছে এসে মহারাজা এবং মাতা মহারানিকে পর্যায়ক্রমের মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার জানায়।

মহারাজা জিজ্ঞেস করে– 'মন্ত্রীজি! পরিস্থিতি কেমন?...'

জবাবে নিলম কুমার বলে– 'মহারাজ! দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমাদের সেনাপ্রাচীরের ওপর চৌকস ও সাবধানে অবস্থান করছে। কামানে পাথর পুরে রাখা হয়েছে। যখনই মুসলমানরা এগোবার চেষ্টা করবে, তখনই বড় বড় পাথরের আঘাতে তাদের খণ্ড-বিখণ্ড করে দেয়া হবে।'

মহারাজা এরপর জিজ্ঞেস করলো– 'তুমি কি মনে করো মুসলমানরা চারদিক থেকেই দুর্গকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে?'

www.nagorikpathagar.org

নিলম কুমার এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললো– 'মনে হচ্ছে– বাংলার হাকিম এখানো এসে পৌঁছায়নি। হয়তো মুসলিম সেনারা দ্বিতীয় নির্দেশের অপেক্ষা করছে। তারা ধীরে ধীরে যথেষ্ট সুশৃঙ্খলভাবে ঘেরাও দৃঢ়করণের কাজে ব্যস্ত থাকতে পারে। তবে এখনো দুর্গের প্রধান ফটক থেকে তারা বহুদূরে অবস্থান করছে।'

মহারাজা বললো– 'তাহলে তো বোঝা যাচ্ছে রাজা সুভাষ চন্দ্র এখানে এসে পৌঁছার সম্ভাবনা এখনো আছে।'

দুপুরের পূর্বে দুর্গের অধিকাংশ অধিবাসী আখড়ায় সমবেত হয়ে গেছে। হাজার খানেক শিশু, বৃদ্ধ, যুবক ও নারী অন্যায় বর্বরতা ও জঘন্য হিংস্রতার এই রক্তাক্ত হোলিখেলা দেখার জন্য অধীর অপেক্ষায়। এদের অন্তর মানবতার আলো থেকে বহু ক্রোশ দূরে। খুবই আগ্রহভরে এরা অমানবিক অত্যাচারযজ্ঞ শুরু হবার অপেক্ষা করছে। আখড়ার ভেতরে-বাইরে এক অদ্ভুত পরিবেশ ছেয়ে আছে। রঙ-তামাশা দেখার নামে মানবতাকে এরা জীবন্ত পুড়ে ফেলতে উদ্গ্রীব। এক প্রান্তে ভয়ানক চিৎকার-চেঁচামেচি। মহারাজা, মহারানি ও সেনাপতির জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। আখড়ার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সর্বত্র বালি বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। আখড়ার ভেতরকার ছোট্ট ছোট্ট কুঠরিগুলোতে অসংখ্য নিম্নবর্ণের অচ্ছুত নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোর মৃত্যুর ভয়ে চিৎকার দিয়ে যাচ্ছে। তাদের সাথে সাথে দুর্গের অন্য কয়েদিরাও আছে। অপর প্রান্তে চতুষ্পদ হিংস্র জন্তুদের গর্জনে দরজা-দেয়াল কেঁপে কেঁপে উঠছে। মানুষজনের চিৎকার-চেঁচামেচিতে পশুগুলো আরো উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। ক্ষমতাবানদের নিষ্প্রভতা এবং অক্ষমদের অসহায়ত্বে সৃষ্টিকর্তা এক বিচিত্র লীলাখেলা দেখিয়ে যাচ্ছেন। পূর্ণতাপে সূর্য মাথার ওপর দণ্ডায়মান। দুর্গের প্রাচীরের অপর প্রান্ত থেকে মুসলমানদের উদ্যমী স্লোগানও ভেসে আসছে কানে। একসময় হঠাৎ একটি দরজা দিয়ে মহারাজা, মাতা মহারানি, সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুর ও প্রধানমন্ত্রী আখড়ায় প্রবেশ করলে লোকজন দাঁড়িয়ে তালি বাজাতে আরম্ভ করে। তারা বেশ উচ্ছ্বাসভরা স্লোগানে মহারাজাকে অভ্যর্থনা জানায়। নির্মম অত্যাচারী মহারাজা মুচকি হেসে চারদিকে তাকায়। নিপীড়নবান্ধব প্রজারা আরো জোরে স্লোগান দিতে থাকে। মহারাজা রাজ্যের অন্য নেতাদের সামনে নিজের আসনে বসে।

ঘনশ্যাম ঠাকুর দাঁড়িয়ে বলে– 'প্রজাদের আনন্দের প্রতি সজাগ থাকা মহারাজার দায়িত্ব। লোকসকল! আমাদের মহারাজা কতোই মহান! তিনি কী পরিমাণ প্রজাবান্ধব! এই সময়ে আসামের ইতিহাসে দুর্যোগের ঘনঘটা

www.nagorikpathagar.org

বাজছে। দুর্গের প্রাচীরের ওপ্রান্তে শত্রুসেনা উপস্থিত। তা সত্ত্বেও মহারাজা তোমাদের জন্য একটি আনন্দের উপলক্ষ তৈরি করেছেন। আমরা চোখ-কান খোলা রাখছি। ভয়ে ভেঙে পড়িনি। আমরা ভগবান ও দেবতাদের কৃপায় শত্রুকে দৃষ্টান্তমূলক শায়েস্তা করবোই। উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো তাদের। এই দুর্গ দেবতা এবং অবতারদের অবস্থানকেন্দ্র। ঋষি, মুনি আর দেবতারাই এই দুর্গ নির্মাণ করেছেন। এটা এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। উচ্চতায় এটি আকাশের গায়ে চুমু খায়। কিছুতেই দেয়াল টপকানো সম্ভব নয়। আমাদের এখানে প্রাত্যহিক পানাহারের সবকিছু পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। মাসব্যাপী অবরুদ্ধ থেকে আমরা শত্রুদের মোকাবেলা করতে সক্ষম। আমি এই মুহূর্তে ওই প্রকৃত ঘটনা তোমাদের অবহিত করতে চাই যে, আমরা বাংলা থেকে পরাজিত হয়ে পালিয়ে আসিনি। বরং এটি ছিলো আমাদের কৌশল। আমরা আমাদের পরিকল্পনামতে এখনো সফল আছি। আমরা চাই– বাংলার বাদশা পেছনে পেছনে আমাদের ধাওয়া করে করে প্রাচীরের নিকটে এসে পৌঁছাবে, আর আমরা তাদের ইঁদুরের মতো মারবো। এই মুহূর্তে এরা তাদের সমুদয় সৈন্যসামন্ত নিয়ে দূরের ওই মাঠে ভীষণ মসিবতে আছে। আমরা তাদের কিছুতেই পালিয়ে যেতে দেবো না। আগামীকাল যখন আমাদের বড় বড় কামান থেকে বিশাল পাথরের গোলা বর্ষণ করা হবে, তখন তাদের পালাবার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে।'

একটু থেমে সে আবার বলতে লাগলো– 'আসামের সাবেক অবিবেচক মহারাজা জয়ধ্বজ সিংয়ের একমাত্র মেয়ে নির্লজ্জ চন্দ্রকান্ত আসামের লাখ লাখ অধিবাসীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। তোমাদের অধিকাংশ লোক চন্দ্রকান্তের অসৎ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত আছো। এই হচ্ছে একজন চরিত্রহীনা ডাইনি রাজকুমারী। বাংলার বাদশা আলি কুলি খান আসামের স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত করে এখানে তার দখলদারত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বাহ্যত সে চন্দ্রকান্তের সহযোগিতা করছে বলে দাবি করছে। কিন্তু যতোক্ষণ পর্যন্ত আমি জীবিত থাকবো, ততোক্ষণ আলি কুলি খান আর রাজকুমারী চন্দ্রকান্তকে দেবতাদের এই সংসারে কিছুতেই ঠাঁই দেবো না। হিন্দুধর্মের বিজয় কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না!'

এক বৃদ্ধ আসাম নাগরিক দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করলো– 'সেনাপতিজি! রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত কি মুসলমানদের কাছে আছে?'

www.nagorikpathagar.org

সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুর আড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললো– 'আপাতদৃষ্টিতে সে যদিও মুসলমানদের কবজায় আছে, কিন্তু আগামীকাল সে থাকবে আমাদের কবজায়। মৃত্যু তার জন্য অপেক্ষা করছে। আসামের মাটিতে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে।'

এমন সময় হঠাৎ এক নেতা ভয়ে ভয়ে মহারাজার পা ছুঁয়ে বললো– 'মহারাজা! এখনই রাজা সুভাষ চন্দ্র দুর্গে প্রবেশ করেছেন। তিনি আহত।'

মহারাজা বললো– 'মাঢ়ির দুর্গে মুসলমানদের আধিপত্য নেই তো?'

আসাম নেতা বললো– 'মুসলিম বাহিনী রাজা সুভাষ চন্দ্রের পেছনে পেছনে ধাওয়া করতে করতে দুর্গের প্রধান ফটক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ফটকের বাইরে তুমুল যুদ্ধ চলছে।'

মহারাজা সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে বললো– 'ঠাকুর! তুমি যাও। দুর্গের ফটক ভালো করে আটকে রাখার ব্যবস্থা করো। মুসলমানরা যদি দুর্গে ঢুকে যায়, তবে পরিণতি খুব খারাপ হবে।'

এমন সময় রাজা সুভাষ চন্দ্র রক্তাক্ত শরীর নিয়ে আখড়ার পেছনের সিঁড়ি দিয়ে প্রবেশ করে। মহারাজা, মাতা মহারানি এবং অন্য নেতারা দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানায়।

মহারাজা তাকে পাশের একটি চেয়ারে বসতে দিয়ে বলে– 'সুভাষজি! তুমি তো মারাত্মক আহত!প্রাসাদে গিয়ে বিশ্রাম নাও!'

এরপর সে নিলম কুমারের দিকে তাকিয়ে বললো– 'প্রধানমন্ত্রীজি! রাজাকে প্রাসাদে নিয়ে যাও এবং হাকিম ডেকে ব্যান্ডেজ করার ব্যবস্থা করো।'

রাজা সুভাষ চন্দ্র ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললো– 'মহারাজাজি! এ কী হচ্ছে? মুসলমানরা গোটা আসামের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। ওরা সমুদ্রের বুকে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের মতো মারাত্মক বিধ্বংসীরূপে সর্বত্র ছেয়ে আছে। মাঢ়ি তাদের নিয়ন্ত্রণে। এই মুহূর্তে আমাদের খান্দানও তাদের হাতে বন্দী। আর এখানে অবিবেচনার এ কী কাণ্ড! মানুষকে তামাশা দেখানো হচ্ছে! আমার সেনারা রক্তনদীতে হাবুডুবু খাচ্ছে। ভগবানের দোহাই লাগে, একটা বিহিত ব্যবস্থা নিন। এটা খেল-তামাশার সময় নয়! কাজের সময়। ভগবানের দিব্যি দিয়ে বলছি– আমি খুবই মারাত্মক অবস্থা স্বচক্ষে দেখে এসেছি!'

www.nagorikpathagar.org

'কিন্তু রাজাজি! এটা মাঢ়ি বা ধামিনির মতো দুর্গ নয়। এই দুর্গের প্রাচীরের পাথরের সাথে মোকাবেলা করতে আসা লোকেরা মৃত্যুনদীতে ডুবে মরবে!'

রাজা সুভাষ চন্দ্র দাঁড়িয়ে বললো– 'আমিও এটাই মনে করতাম। কিন্তু যখন মুসলমানদের কাছ থেকে দেখলাম, ভগবানের দিব্যি! তারা পা বাড়ালেই উঁচু উঁচু পাহাড়-পর্বত ঝুঁকে ঝুঁকে তাদের পদচুম্বন করতে থাকে। তাদের তরবারিগুলো বিজলির মতো সুতীব্র তেজে চমকাতে থাকে।'

মহারাজা বিরক্তির সুরে রাগত কণ্ঠে বলে উঠলো– 'সুভাষ চন্দ্র! তুমি বাস্তব চিত্র তুলে ধরার পরিবর্তে শত্রুর এতো অধিক প্রশংসা করে চলেছো। তোমার জানা থাকা দরকার– আমি শত্রুর এতো প্রশংসা শুনতে পছন্দ করি না।'

রাজা সুভাষ চন্দ্র বললো– 'আমি কারও প্রশংসা করছি না। কেবল চোখে দেখা ঘটনারই বর্ণনা দিচ্ছি। তাদের সাহস অসামান্য, দৃঢ়তার কোনো তুলনা হয় না। আমি যদি বাইরে গিয়ে তাদের মোকাবেলা করে না আসতাম, তাহলে এতোক্ষণে ওরা প্রাচীর ভেঙে ভেতরে এসে দুর্গের অবস্থা তছনছ করে দিতো। মহারাজাকে সম্ভবত এটা বলা হয়নি যে, এই মুহূর্তে আসামের লাখ লাখ অধিবাসী বাংলার হাকিমের সঙ্গে মিলিত হয়ে গেছে। যুদ্ধকালে আমি নিজ চোখে আসাম নাগরিকদের লড়তে দেখেছি। আমি দেখেছি– আসামের বিদ্রোহীরা মুসলমানদের চেয়ে অধিক তেজস্বী মনোভাব নিয়ে লড়াই করছে।'

মহারাজা ক্রোধান্বিত হয়ে বললো– 'সুভাষ! তোমার ঠোঁট ও কণ্ঠে বিদ্রোহের ঘ্রাণ পাচ্ছি।'

রাজা সুভাষ চন্দ্র মাথা ঝুঁকিয়ে একটু ভেবে নিলো। এরপর তরবারি কোষবদ্ধ করে মহারাজার পায়ের সামনে রেখে বললো– 'সুভাষ চন্দ্র তো কেবল মহারাজার একজন সেবক। মহারাজার যদি নিজের সেবকের বিশ্বস্ততার ওপর আস্থা না থাকে, তবে তার বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। নিন, এই তরবারির আঘাতে আমার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে দিন। জীবন দিয়ে আমি বিশ্বস্ততার প্রমাণ এই পৃথিবীর বুকে এঁকে যাবো।'

মহারাজা নীরব থাকলে মহারানি তরবারি উঠিয়ে রাজা সুভাষ চন্দ্রের হাতে দিয়ে বললেন– 'সুভাষ! তোমার বিশ্বস্ততার ব্যাপারে আমার পূর্ণ ভরসা আছে। মহারাজার আবেগপ্রবণ কথাবার্তার সামনে তোমাকে আরো বাস্তববাদী পরিচয় দিতে হবে।'

www.nagorikpathagar.org

মহারাজা বললো– 'মাতাজি! সুভাষকে আমি খুবই সম্মান করি। আমি তো ভাবতেই পারছি না যে, কোনো অবস্থাতেই সে আমার থেকে পৃথক হবার কথা চিন্তা করতে পারে! কিন্তু তার কথাবার্তার ভঙ্গিতে পরাজয়ের শঙ্কা আমাকে উত্তেজিত করে তুলেছে।'

রাজা সুভাষ চন্দ্রের চোখের পলকে অশ্রু তারার মতো চিকচিক করছে।

সে তরবারি নিয়ে পেছনে সরে এসে বললো– 'মহারাজ! সময়ের স্রোত ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। খেলা শুরু করে দেয়া হোক এবং সন্ধ্যার পূর্বেই শেষ করে দিলে ভালো হয়।'

তামাশায় আরেকবার শোরগোল শুরু হলো। পুনরায় উন্মাদের মতো অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো সবাই।

'দ্রুত কোনো কাজের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়! নিজেদের অসহায় এবং নিম্নবর্ণের প্রজাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে এমন নির্মম রক্তের হোলিখেলায় মেতে ওঠার আগে ভেবে নেয়ার দরকার– ভগবান তার বান্দাদের দরদভরা আর্তচিৎকার শুনে যাচ্ছেন! তাঁর ঘরে কেবল আলোই আছে, অন্ধকার নেই! যেই সব লোককে মহারাজা মৃত্যুর মুখে জোর করে ফেলে দিতে চাচ্ছো, তোমার জানা থাকা দরকার– এটা তোমার শক্তির বাহাদুরি। তুমি এই শক্তিকে উন্মাদের মতো বেকার করে রাখছো! খুব পস্তাবে তুমি!'

মহারাজা অবাক বিস্ময়ে শিব দেবতার দিকে তাকালো। তিনি ফৌজি পোশাক পরে আছেন। তাঁর মাথায় সোনালি রঙের শিরস্ত্রাণ সূর্যের আলোতে চিকচিক করছে। তাঁর কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য ধরনের এক গাম্ভীর্য। তিনি প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে আরো বলে যাচ্ছেন– 'আজ এই মুহূর্তে আমি মহারাজাকে শেষ উপদেশ দিচ্ছি। অন্যায়-অবিচারের এই হিংস্র রঙ-তামাশা এখনই বন্ধ করে দাও! খুব পস্তাতে হবে তোমায়। যদি তোমার এই অভিরুচি থেকে ফিরে না আসো, তবে...!'

মহারাজা ক্রোধে চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো– 'তাহলে তুমি কী করবে?'

শিব দেবতা বললেন– 'তাহলে আমি এই অসহায়দের পক্ষ নিয়ে এই দুর্বলদের শক্তিশালী করে তোমার অপবিত্র মনোবাসনার মোকাবেলায় আমার দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য হবো! কোনো দেবতা যখন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ময়দানে এসে দাঁড়ায়, তখন পৃথিবীর কোনো শক্তি তাকে টলাতে পারে না। তুমি আজই প্রথম আমার সাথে কর্কশ কথা বলোনি; ইতোপূর্বে কয়েকবার তুমি আমার সাথে বিরোধে জড়াবার ব্যর্থ কসরত করেছো। আমার ক্ষোভ, রাগ

www.nagorikpathagar.org

তোমার মাতা মহারানির ভালোবাসার কল্যাণে শীতল হয়েছিলো। কিন্তু আজ সবকিছু পূর্বের চেয়ে অনেক ভিন্ন!'

মহারাজা বললো– 'শিব দেবতা! আমিও আজ শেষবারের মতো তোমাকে অবহিত করছি যে, আমার ইচ্ছের আগুন নিয়ে খেলবার ধৃষ্টতা দেখাবে না...! নিজের শক্তির ব্যাপারে তোমার বেশ উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে। আমিও আমার শক্তি নিয়ে গর্বিত।'

এরপর সে বললো– 'তুমি শিষ্টাচার লঙ্ঘন করে চলেছো!'

মাতা মহারানির চোখে আতঙ্কের ছাপ। তিনি ধমক দিয়ে বললেন– 'কৃষ্ণকুমার! তোমার কী হয়ে গেলো, তুমি কি পাগলা কুকুর হয়ে গিয়েছো!দেবতার সাথে বিরোধে জড়িয়ে তুমি তো রাজসিংহাসন হুমকির মুখে ফেলতে চাচ্ছো!'

মহারাজা বললো– 'কিছুই হবে না, মাতাজি! আমি আমার পথের সমুদয় কাঁটা দূর করার পরিকল্পনা করে রেখেছি। আমাদের দুর্বলতার কারণে দেব-দেবী, ঋষি-মনিদের কল্পকাহিনি টিকে আছে। শক্তির সামনে সবাই মাথা নোয়াতে বাধ্য।'

শিব দেবতা বললেন– 'ঠিকই বলছো তুমি! শক্তির সামনে সবাই মাথা নোয়াতে বাধ্য, কিন্তু শক্তি তোমার নেই, যার সামনে সবাই মাথা নোয়াতে বাধ্য। খুব দ্রুতই তোমাকে পরাজয়ের গ্লানি সইতে হবে। আমি যাচ্ছি। তুমি তোমার অনাচারি খেল-তামাশা দেখে নাওআজ থেকে আমি তোমার বিপক্ষে।'

শিব দেবতা চলে যাওয়ার পর তামাশার বাঁশি বাজানো হয়। অধিকাংশ লোকই ভীতসন্ত্রস্ত।

মাতা মহারানি উঠে যাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মহারাজা রাগতস্বরে তাঁকে বললো– 'মাতাজি! আরাম করে বসো তো!'

সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুর এসে বললো– 'মহারাজা! দুর্গের প্রধান ফটক ভালো করে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু রাজা সুভাষ চন্দ্রের সেনাদের বড় একটি অংশ এখনো বাইরে রয়ে গেছে।'

মহারাজা রাজা সুভাষ চন্দ্রের মানসিক অবস্থার দিকে খেয়াল না করেই বলে উঠলো– 'কোনো পরোয়া নেই! কয়েক হাজার সেনার জন্য গোটা দুর্গকে আশঙ্কার মুখে ফেলার ধৃষ্টতা আমি বরদাশত করবো না!'

মাতা মহারানি রাগে পা দাবিয়ে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন– 'এটা শিব দেবতার ক্রোধের প্রথম পর্ব বুঝে নাও। কৃষ্ণ মহারাজা এখনো

www.nagorikpathagar.org

সময় আছে, গিয়ে দেবতার চরণে পড়ো! দেবতা ক্ষমা করে দেবেন। দেবতাদের চরণে মাথা নোয়ানো দ্বারা মহারাজাদের অপমান হয় না; বরং সম্মান আরো বৃদ্ধি পায়। আমার কথা মান্য করো। গিয়ে দেবতাকে ঠান্ডা করো। তিনি খুবই দয়ালু। মেনে নেবেন।'

মহারাজা বললো– 'মাতাজি! তোমাকে এ ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে না। প্রয়োজন হলে আমি তাঁর চরণ ছুঁয়ে মানিয়ে নেবো। অকারণে তিনি খেপেছেন। আশা করি, দেবতার ক্রোধ সত্বর ঠান্ডা হয়ে যাবে এবং আগের মতো তিনি আমাদের রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। এখন এমন বিস্বাদের কথা বলো না। আমার ওপর কোনো আকাশ ভেঙে পড়ছে না।'

খেলা শুরু হয়ে গেছে। প্রথমে সালামির জন্য অসংখ্য জীবজন্তু আখড়ার মাঠে আনা হয়েছে। গোটা তামাশাজুড়ে হইহুল্লোড়। সবার মনোযোগ মাঠে দৌড়তে থাকা জন্তুগুলোর দিকে। মহারাজা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে। সে তার সামনে একজনকে খঞ্জর দিয়ে হত্যা করলো। এরপর একজনকে নির্দেশ দিলে বিশাল বাঁশে বেঁধে মৃতদেহটি মাঠের মাঝখানে ঘোরানো হয়। এরপর বুনো জন্তুগুলোকে পুনরায় খোঁয়াড়ে পৌঁছে দেয়া হয়। এখন মহারাজার প্রিয় খেলা শুরু হচ্ছে। যা বর্ণনা করা কোনো সভ্য মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আখড়ার মাঠে অনেকগুলো গাছ পুঁতে দেয়া হয়। সেগুলোর সাথে রাজকুমারী চন্দ্রকান্তের বান্ধবীদের উলঙ্গ করে বেঁধে দেয়া হয়। দীর্ঘদিন এরা ছিল জেলখানায় বন্দী। আগত মুহূর্তগুলো কল্পনা করে তাদের দেহমন কেঁপে কেঁপে উঠছে। এরা চিৎকার করে করে বলতে থাকে– দয়া করো! দয়া করো! কিন্তু পাষণ্ড মহারাজা তাদের অসহায়ত্ব দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। শিশু, বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এই হিংস্র খেলা দেখছে। মানবতাকে রক্তে রঞ্জিত করা হচ্ছে। নিঃস্ব, নিরপরাধ মানুষগুলোর আর্তচিৎকারে আকাশে-বাতাসে কান্নার রোল বইছে। বহুদূর শোনা যাচ্ছে তাদের কান্নার আওয়াজ। এখন মানুষনামীয় রাক্ষসগুলোকে মাঠে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। সম্ভবত এই জানোয়ারদের মদ পান করিয়ে মাতাল করিয়ে তোলা হয়েছে। রাক্ষসগুলো ওই মেয়েদের সাথে যে অনাচার আরম্ভ করেছে, তা লেখার ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব নয়, তবে তা খুবই দুরূহ ব্যাপার। মানবতার মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। কিন্তু পাষণ্ড শাসক বেশ খুশি। রাক্ষসগুলো মেয়েদের রক্তাক্ত করে ছেড়েছে। তাদের চিৎকার প্রাচীরকে কাঁপিয়ে তুলছে। এই দৃশ্য এতোটাই লজ্জাজনক যে, তা কল্পনা করতেও মানুষ ভয় পাবার কথা। কিন্তু এই মুহূর্তে আসামের নির্দয় সমাজ আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছে। তারা

www.nagorikpathagar.org

পাগলের মতো অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে। তামাশার আনন্দে ওরা পাগলের মতো নৃত্য করে চলেছে। মহারাজার দুই চোখে শয়তানি খেলা করছে। সে বারবার মদ পান করেই যাচ্ছে। বেশ কিছু যুবক খুশির আধিক্যে নিজেদের কাপড় দূরে ছুড়ে ফেলে উলঙ্গ হয়ে নেচে চলেছে। মানুষ তাদের ইজ্জত সম্মান ধুলোয় ভূলুণ্ঠিত হওয়ার শোকে কাতর হওয়ার পরিবর্তে আনন্দ উদ্‌যাপন করছে বিচিত্রভাবে। মেয়েগুলোর চিৎকার শুনে মনে হচ্ছে, এখনই তাদের দম বেরিয়ে যাবে। রাক্ষসগুলো তাদের নখ দিয়ে মেয়েদের গোটা শরীরে আঁচড় কাটছে।

অতর্কিত কয়েদখানার দিক থেকে একটি চিৎকার উচ্চকিত হতে থাকলো। কয়েকশো কয়েদি খঞ্জর হাতে নিয়ে সিংহের মতো গর্জন দিয়ে প্রবেশ করলো মাঠে। এসেই মুহূর্তের মধ্যে রাক্ষসগুলোর জীবন সাঙ্গ করে দিলো। কিছু লোক এটাকে খেলার একটি অংশ মনে করে উচ্চস্বরে স্লোগান দিতে আরম্ভ করলো। কিন্তু মহারাজা সন্দেহভরা দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিলম কুমারকে জিজ্ঞেস করলো– 'প্রধানমন্ত্রীজি! এই লোক কারা? কে তাদের রাক্ষসগুলোকে মেরে ফেলার নির্দেশ দিলো?'

নিলম কুমার না জানার কথা প্রকাশ করে বললো– 'কিছুই বুঝে আসছে না আমার, মহারাজ! মনে হচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধে বড় কোনো ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে।'

মহারাজা রাগে চিৎকার দিয়ে বললো– 'এই বিদ্রোহীদের ওপর ক্ষুধার্ত সিংহ ছেড়ে দেয়া হোক!'

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঠে পনেরো-বিশটি সিংহ পৌঁছে দেয়া হয়। আক্রমণকারীরা ইতোমধ্যে রাক্ষসগুলোকে মেরে শুইয়ে রেখেছে। কিছু সময় সিংহগুলো আশ্চর্য ভঙ্গিতে লোকগুলোর দিকে তাকালো। এরপর লম্বা লম্বা হাঁ করে রাক্ষসগুলোকে ছিঁড়ে খেতে লাগলো। কয়েদিরা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে দাঁড়িয়ে রইলো।

মহারাজা বললো– 'মনে হচ্ছে এরা মুসলিম কয়েদি।'

সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুর বললো– 'হ্যাঁ, এরা তো বাস্তবেই ওইসব মুসলিম কয়েদি, যাদের আমি বন্দী করে নিয়ে এসেছিলাম! কিন্তু তারা এসব অস্ত্রশস্ত্র পেলো কোত্থেকে?'

এখনই সিংহগুলো কয়েদিদের ওপর আক্রমণ করবে, এমন সময় অতর্কিত পেছন থেকে বর্শাধারী সিপাহিরা একযোগে সিংহগুলোর ওপর আক্রমণ করে বসলো। সিংহে-মানুষে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভয়ংকর যুদ্ধ

www.nagorikpathagar.org

চললো। সিংহরা অল্প কজন যুবককে সামান্য আহত করেছে, কিন্তু দৃঢ়চেতা কয়েদিরা নিমেষেই সিংহগুলোকে কুপোকাত করে ছাড়ে।

মহারাজা দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো– 'সেনাপতিজি! এদের বিদ্রোহী মনে হচ্ছে। চারদিক থেকে এদের ঘেরাও করে এখনই মেরে ফেলা হোক!'

ঘনশ্যাম ঠাকুর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের দিকে তাকিয়ে বললো– 'কী দেখছো দাঁড়িয়ে! বৃষ্টির মতো তির বর্ষণ করে এদের এখনই মিটিয়ে দাও! এটা খেলার অংশ নয়; স্পষ্ট দ্রোহিতা...!'

নিরাপত্তারক্ষীদের মাঝে নড়াচড়া আরম্ভ হয়। এরা কড়কড় করে ধনুকে তির ভরতে থাকে। একযোগে সবাই তিরের বৃষ্টি বর্ষণ করে। কিন্তু সবগুলো তির লক্ষ্যচ্যুত হয়ে প্রাচীরে প্রত্যাঘাত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

মহারাজা ক্রোধে ফেটে পড়া কণ্ঠে বলে উঠলো– 'সুজন! তোমার সঙ্গীদের আবার কী হয়ে গেলো!'

এমন সময়ে শিব দেবতার গগনস্পর্শী আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো। তিনি বলে উঠলেন– 'মহারাজা কৃষ্ণকুমারজি! এই সৈনিকদের কোনো দোষ নেই। তুমি আমার অবাধ্যতার শাস্তি ভোগ করছো। এই মুহূর্তে ময়দানে কোনো বিদ্রোহী নেই। দেবতা আর অবতাররা দাঁড়িয়ে আছে। এখনো সময় আছে, নিজের অপবিত্র ও বিদ্রোহী মনোভাব থেকে ফিরে এসো। তোমাকে আমি আরো একবার সুযোগ দিচ্ছি।'

মহারাজার মাথা হতে টপকে টপকে ঘাম ঝরছে। নিচের মাঠে হিংস্র সিংহদের দম ফুরাবার সময় ঘনিয়ে আসছে। আসামের মহারাজার বিদ্রোহীরা রক্তে রঞ্জিত তরবারি উচ্চকিত করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মহারাজার অসহায়ত্বের সাথে উপহাস করছে। মাতা মহারানি তো বহু আগ থেকেই ভয়ে কাঁপছেন। তামাশায় মত্ত সবার চোখেমুখে অন্ধকার। তারা একে অন্যের দিকে চেয়ে চেয়ে পালাবার পথ খুঁজছে।

মহারাজা ঘনশ্যাম ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বললো– 'সেনাপতিজি! কীভাবে শিব দেবতার ক্রোধ ঠান্ডা করা যায়?'

ঘনশ্যাম তার মসনদ ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। দ্রুত পায়ে সে দেয়ালের কাছে চলে যায়, যেখানে শিব দেবতা দাঁড়িয়ে আছেন।

সেনাপতি কাছে গিয়ে শিব দেবতার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বলতে লাগলো– 'সৌম্য করুন, দেবতা! আমরা বড় ভুল করে ফেলেছি। দেবতারা তো বড়ই দয়াবান হয়ে থাকেন।'

www.nagorikpathagar.org

শিব দেবতা তাঁর তরবারি ঘুরিয়ে বললেন– 'আমি অপারগ হয়েই আমার সেবকদের বিপক্ষে এই তরবারি কোষমুক্ত করতে বাধ্য হয়েছি। আমি কিছুতেই হিন্দুধর্মের ধ্বংস সহ্য করতে পারবো না। হিন্দু জাতিকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য। কিন্তু তোমরা তো আমার কথাকে অবজ্ঞা করে চলেছো। নিজেই নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছো। এখন থেকে ভতোক্ষণ পর্যন্ত আমার এই তরবারি কোষমুক্ত থাকবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত মহারাজা নিজে এসে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা না করবে!'

মাতা মহারানি কৃষ্ণকুমারের বাহু ধরে বললো– 'ওঠো, মহারাজা! ভগবান তোমাকে বাঁচার আরো একটি সুযোগ দিয়েছেন। গিয়ে দ্রুত দেবতার চরণে মাথা ঠেকাও!'

মহারাজা এক ঝটকায় দাঁড়িয়ে আনমনে সোজা চলে যায় শিব দেবতার কাছে। তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বলে– 'আমাকে ক্ষমা করে দাও, দেবতা! অধমের ভুল হয়ে গেছে।'

মাতা মহারানিও তার পেছনে পেছনে চলে এসেছেন। তিনি কেঁদে কেঁদে শিব দেবতার হাতে চুমু খেয়ে বলতে লাগলেন– 'ভগবানের দোহাই! আমার এই নাদান ছেলেটির ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিন, দেবতা!'

শিব দেবতা মাথা ঝুঁকিয়ে রাখা মহারাজার মাথার ওপর হাত রেখে বললেন– 'যাও, কৃষ্ণকুমার! নিজের মনের সব আশা পূরণ করে নাও! হয়তো ভবিষ্যতে তোমাকে আর এই সুযোগ দেয়া হবে না।'

'না, দেবতা মহারাজ! না!' মাতা মহারানি শিব দেবতার পায়ে মাথা রেখে বললেন– 'মহারাজাকে অভিশাপ দেবেন না! আমার একটাই সন্তান। আমি তার জীবন ভিক্ষা চাই আপনার কাছে।'

শিব দেবতা দেয়ালের ওপর থেকে নেমে বললেন– 'জানি না তোমার অশ্রুতে কী জাদু আছে! যা আমাকে বারবার থেমে যেতে বাধ্য করে। যাও, আরেকবার আমি মহারাজা কৃষ্ণকুমারকে মহারাজা থাকতে দিলাম। কিন্তু তাকে আজ নিজের পক্ষ থেকে বলে দাও– সে যেন আমার সামনে কখনো ক্ষমতার শক্তি না দেখায়। সময় দ্রুত তার মোড় ফিরিয়ে নিচ্ছিলো। তোমাদের এই দৃঢ় প্রাচীর ভেদ করে মৃত্যুদূত ধেয়ে আসছিলো। আমার এই উপদেশ খুব ভালো করে মনে গেঁথে রেখো যে, এই জগতের যতো বড় প্রাচীরই হোক, কোনোটাই অজেয়, দুর্ভেদ্য নয়। নিজ চোখেই তুমি দেখলে কীভাবে আমার নীরব সেনাদের কয়েকজন সদস্য তোমাদের বড় গর্বের সিংহকে নিমেষেই ধ্বংস করে রেখেছে। মহারাজা যদি তার দম্ভের

www.nagorikpathagar.org

ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখে, তাহলে আমি এই উঁচু উঁচু প্রাচীরগুলোতে আক্রমণকারীদের জন্য সুড়ঙ্গ করে দেবো।'

তামাশার দর্শকদের মাঝে নীরবতা ছেয়ে যায়। তারা ধীরে ধীরে বেরিয়ে যেতে থাকে আখড়া থেকে। শিব দেবতা তরবারি কোষবদ্ধ করে বলতে লাগলেন– তোমরা শান্ত হয়ে যাও। আমি তোমাদের দেবতা। তোমাদের আমি রক্ষা করবো।'

এরপর শিব দেবতা প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ করে বললেন– 'মন্ত্রীজি! এখন এবং এই মুহূর্তে মুসলিম কয়েদি ছাড়া অন্য সব কয়েদিকে মুক্ত করে দাও। মুসলিম কয়েদিদের দ্বিতীয় নির্দেশ দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত বন্দীখানায় পাঠিয়ে দাও। তাদের ভাগ্যের বিচার আমি নিজ হাতে করবো...।'

এভাবেই শিব দেবতা ও প্রধানমন্ত্রী নিলম কুমারের বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনায় বেঁচে যায় অসংখ্য বনি আদম। থেমে যায় বর্বরতার এক কালো অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

ভালোবাসার ফল্গুধারা

বাদশা আলি কুলি খান আরেকবার সাইয়েদ হায়দার ইমামকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন– 'আমি এই রহস্যপূর্ণ নীরব মুরব্বির ব্যাপারে জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি। তাঁর চোখে দেখছি মায়াবী জাদু খেলা করছে। এই জাদুতে তো তিনি আমাকে অনেকক্ষণ ধরে চুম্বকের মতো ধরে রেখেছেন!'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম মৃদু হেসে বিষ্ণুর দিকে তাকিয়ে বললেন– 'বাদশা নামদার! এ ব্যাপারে কোনো বেয়াদবি হয়ে থাকলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে তাঁকে ভালো করে বুঝতে পারা বড়ই দুষ্কর। তিনি আল্লাহর রহমতের এক অপূর্ব ক্যারিশমা। ভোরের নক্ষত্রের মতো আলোর প্রচ্ছদপট। অন্ধকারের ভয়ংকর কোল থেকে থেকে উদিত এক আলোকোজ্জ্বল চাঁদ, যাঁর চাঁদনির আলোতে রয়েছে জীবনের মনোলোভা সৌন্দর্য। গতকাল পর্যন্ত আসাম ভূখণ্ডের একজন বর্বর অত্যাচারী সরদার হিসেবে তাঁর যশ-খ্যাতি ছিলো তুঙ্গে। তাঁর নাম বিষ্ণু মহারাজ। তিনি বৌদ্ধ গোত্রের নেতা।'

বৌদ্ধ গোত্রের নাম শুনে প্রথমে হাকিমের চেহারায় ক্ষোভের কালো মেঘের ছায়া নেমে আসে, কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর চেহারায় খেলা করে মুচকি হাসির রেশ।

তিনি বলেন– 'বিষ্ণু মহারাজ! তুমি যদি আমার মোলাকাতে না আসো, তাহলে আমি স্বয়ং তোমার সাথে কোলাকুলি করতে প্রস্তুত।'

বিষ্ণু চিৎকার করে উঠে বললেন– 'না, মহারাজ! না! ভগবান! এমন করবেন না। দীর্ঘক্ষণ ধরে আমি ভাবছি– কীভাবে আমি আমার ভগবানের সামনে পাপী মাথাটুকু ঠেকাবো! যাতে করে পাপের সমুদয় কলঙ্ক এক নিমেষে ধুয়েমুছে যায়!'

বাদশা মৃদু হেসে বললেন– 'তোমার কপাল চাঁদের মতো উজ্জ্বল।'

বিষ্ণু বলে উঠলেন– 'হতে পারে কিন্তু যেমন উজ্জ্বলতা আমি কামনা করি, তেমন তো নয়!'

www.nagorikpathagar.org

বিষ্ণু ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে যেতে ভাবতে লাগলেন– জানি না কতোকাল ধরে আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমার আজীবনের পিপাসার্ত আত্মা না জানি কতো শতাব্দী ধরে আপনার সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল!আপনি তো এই বিশ্বজগতের বুকে ওই গোপন রহস্য– যার প্রকৃতি ও বাস্তবতা সম্পর্কে আমি সম্যক জ্ঞাত। আপনি তো এমন সাগর– যার থেকে পৃথক হয়ে আমরা একটি ফোঁটা হয়ে আছি। নিজ প্রকৃতির দিকে ফিরে যেতে আমার অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। আমি আমার মনের মতো করে আপনার পদচুম্বন করবো। আমাকে বাধা দেবেন না!

বিষ্ণুর মাঝে এক আশ্চর্য অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়। মাতাল ভালোবাসার আধিক্য তাঁকে আদব শিষ্টাচারের সব নিয়মপন্থা ভুলিয়ে দিয়েছে। ভক্তির চরম অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হয়ে তিনি বাদশার পায়ে মাথা রেখে শিশুর মতো কান্না শুরু করে দিলেন।

বাদশা তাঁকে দাঁড় করিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন– 'বিষ্ণু! কোনো এক পুণ্যাত্মার সুদৃষ্টি তোমাকে বিন্দু থেকে সূর্যে রূপান্তর করেছে। তোমার আত্মা এখন এক শ্বাশত চেতনার অতল আধার। তাই তোমার চোখজুড়ে এমন আবেগ-উচ্ছ্বাসের ঢেউ খেলা করছে। তোমার সাক্ষাতে আমি ভীষণ খুশি। এ মুহূর্তে তোমার আশীর্বাদ আমাদের খুব দরকার। আমাদের জন্য আশীর্বাদ করো।'

বিষ্ণু আরেকবার বাদশার পায়ে ঝুঁকে বললেন– 'আমি তো আপাদমস্তক আপনারই। আপনার তরেই আমার জীবন-মরণ।'

বাদশা ভালোবাসার আতিশয্যে বিষ্ণুর কপালে চুমু খেয়ে বলতে লাগলেন– 'সাইয়েদ হায়দার ইমাম সত্যি বলেছেন– ইশকের বেহালার কাঠির স্পর্শে তোমার মনের ভেতর যে রিনিঝিনি ঝংকার বেজে উঠেছে, তার অন্তর্জ্বলনের মর্ম উদ্ঘাটন করা বড় মুশকিল। আত্মদর্শন আর চেতনার আলিন্দে গড়া মর্যাদার এক সুউচ্চ মিনারে আরোহণ করে আছো তুমি।'

'না! দেবতা, না!' বিষ্ণু কান্নাস্বরে বললেন– 'আমি তো কিছুই নই...। আপনার পায়ের চিহ্ন আমাকে কিছু বানিয়ে দিয়েছে। যতোদিন নিজেকে অনেক কিছু মনে করেছিলাম, ততোকাল অন্ধকারে পাপের সয়লাব বয়ে দিয়েছিলাম। এখন আমি বুঝতে পেরেছি– আসলে আমি তো কিছুই নই। কেউ কিছু হতে পারলে তা তো আপনারাই। আপনাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে গুঞ্জরিত হয় জীবনের জয়গান। আমি তো ছিলাম এই জীবনের অজাতশত্রু! খুনি ছিলাম। হিংস্র হায়েনা ছিলাম আমি...।'

www.nagorikpathagar.org

বাদশা দাঁড়িয়ে বললেন– 'আমি ধরতে পেরেছি এটা কার দৃষ্টির ফল। কার প্রখর দৃষ্টির ভুবনপ্লাবী প্রভাব তোমার ভাগ্য বদলে দিয়েছে। এই আদব, এই শিষ্টাচার, বদলে যাওয়ার এই নিদর্শন কার কারামত! বড়ই ভাগ্যবান তুমি হে বিষ্ণু! সাইয়েদ হায়দার ইমামের মতো বন্ধু জুটেছে তোমার!'

বস্তুত, যেই ইসলাম মানুষের কল্যাণের জন্য এসেছে, সেই ইসলামের কারণে মানুষের কোনোরূপ অকল্যাণ করা, অত্যাচার-অবিচার বা জুলুম করা চলে না। কেননা, এতে ইসলামেরই মানহানি ঘটবে। কিন্তু তারপরও মানুষ জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের অত্যাচার-অবিচারে নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে; নিরাশার অন্ধকারে হাবুডুবু খায়। সে ভুলে যায় যে সে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আশরাফুল মাখলুকাত। আল্লাহ পাক তাঁর নিখিল সৃষ্টির বুকে তাঁর প্রতিনিধি দ্বারা সত্য, সুন্দর, শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন ও সর্বশেষে সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হজরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর সঙ্গে ইসলাম ধর্মকে পাঠিয়েছেন। তাই সে যুগে অনেকেই মহানবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আদর্শে আদর্শবান হয়ে তাঁদের আত্ম সাধনার দ্বারা ফেরেশতার চাইতেও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে সাহাবি নামে খ্যাতি লাভ করেছেন। তারপর সাহাবিদের অনুসরণ ও অনুকরণ করে অনেকেই তাবেয়ি হয়েছেন এবং তাবেয়িদের অনুসরণ ও অনুকরণ করে কেউ কেউ তাবে-তাবেয়ি নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। এসব মহামনীষীদের সান্নিধ্যে থেকে মানুষ তার আত্মসাধনার দ্বারা মহান আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়ে আউলিয়া-দরবেশ বা পীররূপে খ্যাতি লাভ করেছেন এবং মহান আল্লাহ পাক সমগ্র সৃষ্টিজীবের অন্তরে আউলিয়া-দরবেশ বা পীরগণের জন্য অশেষ ও অফুরন্ত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ দান করেছেন। কোনো লোক ওলি হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্ট মানবজাতির মুখ দিয়ে অনায়াসেই এ বাক্য পাঠ করিয়ে থাকেন যে, তিনি আল্লাহর ওলি। সাইয়েদ হায়দার ইমামকে সেই সব ওলির মধ্য হতে গণ্য করা হয়ে থাকে।

যা-ই হোক, এরপর বাদশা আলি কুলি খান অন্যদিকে ফিরে বললেন– 'আমি সেনাক্যাম্পে আসছি। আমার জন্য অপেক্ষা করো।'

উপস্থিতিরা বেরিয়ে গেলে রমা রায় সাইয়েদ হায়দার ইমামকে লক্ষ করে জিজ্ঞেস করলেন– 'সাইয়েদ সাহেব! তুমি কি জানো বাংলার হাকিমের ডান দিকে কে মুখোশ পরে বসে আছে?'

www.nagorikpathagar.org

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বললেন– 'এটা এক গোপন ভেদ। এ ব্যাপারে কেউ কিছু জানে না।'

রমা রায় কিছু ভাবতে গিয়ে বললেন– 'তার আওয়াজ তো অনেকটা চেনাজানা মনে হচ্ছে!'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম অবাক দৃষ্টিতে রমা রায়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'বাবা! আপনি তাকে কে বলে সন্দেহ করছেন?'

রমা রায় উপরের আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন– 'এটা এমন এক মানুষের শব্দ– যা বহু বছর ধরে খুব কাছ থেকে আমি শুনেছি। চোখজুড়ে তাঁর স্মৃতিগুলো ভাসছে। কিন্তু বহুদিন আগেই তো মৃত্যু তাঁকে থামিয়ে দিয়েছে। মৃত্যু যাকে পাকড়াও করে নিয়েছে, সে আবার কীভাবে ফিরে আসতে পারে?'

সব নেতা নিজ নিজ ঘোড়ায় আরোহণ করে নিজেদের সেনাক্যাম্পে রওনা হন। রাতের তারাদের ঝিলিমিলি রূপ এবং ঘোড়ার হ্রেষা খুবই চিত্তাকর্ষক মনে হচ্ছে।

বাদশা আলি কুলি খান তাঁর মুখোশপরা সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন– 'আমি এই গোপন ভেদকে একটি উপযুক্ত সময় পর্যন্ত যেকোনো মূল্যে মানুষের কাছ থেকে গোপন রাখতে চাই। আমি জানি– মানবপ্রকৃতি যথেষ্ট দুর্বল। কখনো কখনো মানুষ সেই দুর্বলতার কারণে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। আমার ধারণা– খণ্ডরায় এবং রমা রায় তোমার কথা দ্বারা সন্দেহ করে ফেলেছে। সুতরাং নিজের আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে রেখো। মাত্র কদিনের ব্যাপার। এরপর আল্লাহর হুকুমে এক মুহূর্তেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তখন তোমাকে আর মুখোশের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকতে হবে না। চুপে চুপে কিছু বলার বন্দীত্ব থেকে চিরদিনের জন্য তুমি মুক্তি পাবে।'

মুখোশ পরিহিত বললেন– 'আমি দুঃখিত। চন্দ্রকান্ত এবং তার বান্ধবীর আলোচনা আমাকে নিরুপায় করে দিয়েছিলো।'

বাদশা আলি কুলি খান বললেন– 'আমি তোমার দুঃখ-বেদনার গভীরতা খুব ভালোভাবে আঁচ করতে পারছি। সন্তানের দুঃখ কখনো সহ্য করা যায় না। তারপরও সময়ের স্পর্শকাতরতা মুখে তোমাকে নিজের মন পাষাণ করে রাখতে হবে।'

মুখোশ পরিহিত মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন– 'যেকোনো পরিস্থিতিতে আমি চুপ থাকবো; এটা আমার অঙ্গীকার।'

www.nagorikpathagar.org

বাদশা তাঁকে মমতায় গলায় জড়িয়ে ধরে বলতে থাকেন– 'চন্দ্রকান্ত খুব দ্রুত আমাদের কাছে চলে আসবে। তখন সব আলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। অন্ধকার টুটে যাবে চিরদিনের তরে। এরপর আমরা সবাই মুক্ত হবো। ফুরিয়ে যাবে পাপিষ্ঠদের সব কাণ্ড।'

মুখোশ পরিহিত জিজ্ঞেস করলেন– 'নবাব সাহেব! চন্দ্রকান্ত জীবিত আছে কি?'

নবাব সাহেব বললেন– 'তোমার মন কী বলছে?'

নবাব সাহেব এ কথা জানতে চাইলে মুখোশধারী বললেন– 'আমার মনপ্রাণজুড়ে তো কেবল তার পদধ্বনিই শুনতে পাচ্ছি। মনে হয়, সে আমার খুব কাছেই অবস্থান করছে।'

বাদশা বললেন– 'এ এক পরম সত্য কথা। আমার সেই অদেখা কন্যা আমাদের ভেতরই অবস্থান করছে। সে এমন এক রহস্যাবৃত গাজির সজাগ দৃষ্টির মাঝে নিরাপদে অবস্থান করছে– যার জীবন নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা।'

সব নেতা নিজ নিজ সেনাক্যাম্পে চলে গেছেন। সবদিকে আনন্দ-উল্লাসের বাঁধভাঙা ঢেউ। সানাইয়ের সুরে সুরে বেজে চলেছে নতুন জীবনের জয়গান। সিপাহিদের সারিতে সারিতে আল্লাহু আকবার তাকবিরধ্বনি। তাদের আবেগ-উচ্ছ্বাস দেখার মতো। সকলেই নিজ নিজ স্থানে বিশেষ ভঙ্গিতে হাকিমের অপেক্ষায় অপলক চেয়ে আছে।

আলি কুলি খান তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে তাঁবু থেকে বেরোলেন। বেরিয়েই বিজলির গতিতে রওনা হয়ে গেলেন সেনাক্যাম্প পরিদর্শনে। তাঁর আগে আগে মশালধারীরা ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে চলছে। সবার আগে তিনি সাইয়েদ হায়দার ইমামের বহরে পৌঁছান। সাইয়েদ হায়দার ইমামের সঙ্গে রয়েছেন বিষ্ণু মহারাজও। তাঁরা অত্যন্ত ভক্তিসহকারে হাকিমকে অভ্যর্থনা জানান। সাইয়েদ হায়দার ইমাম নিজের পক্ষ থেকে নেয়া রণকৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করে বলেন– 'বহুসংখ্যক তিরন্দাজকে কোনো না কোনোভাবে পাহাড়ের চূড়ায় বসিয়ে দেয়া হয়েছে।'

তিনি আরো বললেন– 'আমাদের এই পরিকল্পনা দ্বারা দুর্গের অভ্যন্তরে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তির নিক্ষেপ করা সহজ হবে।'

আলি কুলি খান উঁচু উঁচু গগনচুম্বী পাহাড়চূড়ার দিকে তাকালেন। রাতের অন্ধকারে জ্বলন্ত মশালগুলো আকাশের তারার মতো মিটিমিটি করছে।

www.nagorikpathagar.org

বাদশা আলি কুলি খান খুশি হয়ে বললেন– 'সাইয়েদ সাহেব! বরাবরের মতোই তুমি অনেক বড় দায়িত্ব আঞ্জাম দিলে। তোমার বিচক্ষণতা, তোমার পরিকল্পনা এবং তোমার বীরত্বের ওপর আমার গর্ব হয়।'

সাইয়েদ হায়দার ইমাম বিষ্ণু মহারাজের কাঁধের ওপর হাত রেখে বললেন– 'কিন্তু এবার বিষ্ণু মহারাজের বিচক্ষণতা আর বীরত্বেই এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। বিষ্ণু মহারাজ যদি আমাদের সঙ্গে না থাকতেন, তাহলে হয়তো এই কারিশমা দেখা যেতো না।'

'খুব ভালো করেছো, বিষ্ণু মহারাজ! খুব ভালো করেছো! আমি তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাই।'

বিষ্ণু হাত জোড় করে অবনত মস্তকে বললেন– 'এটা তো দেবতার ভালোবাসার দান। নইলে আমার কীই-বা কৃতিত্ব আছে!'

'এ এক মহৎ কৃতিত্ব।' বাদশা আলি কুলি খান নিজের গলা থেকে মূলবান মুক্তার মালাটি খুলে বিষ্ণু মহারাজের গলায় পরিয়ে বললেন– 'অসম্ভব বিষয়টি তুমি সহজেই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিলে। বিষ্ণু মহারাজ! আসামের ইতিহাস তোমাকে কখনো ভুলবে না। নিজের এলাকায় গিয়ে তোমার নামে আমি একটি বিশাল স্মৃতিস্মারক নির্মাণ করবো।'

বিষ্ণু বললেন– 'দেবতা কি তাহলে আমাকে একা রেখে নিজের বাসস্থানে ফিরে যাবেন?'

বাদশা আলি কুলি খান বললেন– 'বিষ্ণুজি! আমি তোমাদের মেহমান। এই দেশ তো তোমাদের। এই ভূমিতে জন্ম নেয়া প্রতিটি বস্তুই তোমাদের। এই উঁচু উঁচু পাহাড়, এই সবুজ-শ্যামল মাঠ-প্রান্তর, এই বয়ে চলা ঝরনাধরা এবং এসবের ওপর ছায়া দিয়ে রাখা নীল আকাশ, তার বুকে চিকচিক করতে থাকা তারা– এ সবই তোমাদের। আমরা এই দেশ দখল করে তোমাদের গলায় দাসত্বের জিঞ্জির পরাতে আসিনি। আমরা তো কেবল অন্ধকারের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছি। আমাদের সংগ্রাম-সাধনা কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। মানুষের সুখ-শান্তির এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এসব দুর্গম পথ পাড়ি দিচ্ছি আমরা। আমরা চাই– তোমরা এবং তোমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যেন স্বাধীনভাবে মানসম্মান নিয়ে জীবন কাটাতে পারো। এই দেশের নেতৃত্ব আমরা আগ্রাসী, অত্যাচারী ও পাষণ্ডদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে উপযুক্ত পাত্রে সোপর্দ করে ফিরে যাবো। অতিথি যতোদিনই থাকুক, একদিন তো তাকে ঘরে ফিরতেই হবে! নাকি?'

www.nagorikpathagar.org

বিষ্ণু বাংলার হাকিমের হাতে চুমু খেয়ে খুবই দুঃখের সাথে বললেন– 'ভগবান এই হিংস্রকে বহু চড়াই-উতরাইয়ের পর শান্তি দিয়েছেন।'

তাঁর চোখ থেকে তপ্তজল গড়িয়ে পড়ছে আলি কুলি খানের হাতের ওপর। এ দেখে তিনি বলতে লাগলেন– 'কী হলো? তুমি কাঁদছো যে!'

'কেউ কান্নার কথা বললে তো আমাকে কাঁদতেই হবে। আমি কাঁদবো। চোখের জল দিয়ে বন্যা বইয়ে দেবো এই প্রান্তর!'

বাদশা আলি কুলি খান বললেন– 'আমি তোমার শান্তিময় নিরাপত্তার জামিন হলাম। তুমি ভয় পেয়ো না। আমাদের অনুপস্থিতিতেও শত শত বছর ধরে এখানে আর অন্ধকার গা ঘেঁষতে পারবে না। আমরা ওইসব লোককে এখানকার শাসনক্ষমতায় বসাবো– যাঁদের অন্তর মানবিক বোধ, মায়া-মমতা ও ভালোবাসায় ভরা। মৃত্যুর অন্ধকারের সওদাগরদের আমরা চিরদিনের জন্য মিটিয়ে যাবো। আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রদীপ জ্বালিয়ে যাবো। নিজের রক্তের আলো দিয়ে আমরা এই দেশের নতুন ইতিহাস রচনা করবো– যা কেউ কখনো নেভাতে পারবে না।'

'ঠিক আছে।' বিষ্ণু প্রত্যয় ব্যক্ত করে বললেন– 'যার মন চাইবে তারাই এখানে থাকবে। আমি তো ছায়ার মতো আমার দেবতার পেছনে পেছনে চলে যাবো। ছায়া কী করে তার অস্তিত্ব থেকে পৃথক থাকতে পারে?'

বাংলার হাকিম মুচকি হেসে বললেন– 'খোদার কসম! তুমি যদি আমার সাথে বাংলায় যেতে চাও, তাহলে আমি খুবই খুশি হবো।'

নিয়মমাফিক এক ক্যাম্প থেকে আরেক ক্যাম্পে যাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী ক্যাম্পের নেতা হাকিমের সাথে চলতে আরম্ভ করেন। সাইয়েদ হায়দার ইমাম ও বিষ্ণু মহারাজ রাজা প্রেমচন্দ্রের বাহিনীর ক্যাম্প পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিলেন। রাজা প্রেমচন্দ্র এবং তার বাহিনীর বড় বড় নেতা বাদশার অপেক্ষায়।

বাদশা আলি কুলি খান রাজা প্রেমচন্দ্রকে দেখে ছোট্ট আওয়াজে বললেন– 'তুমি কোথায় গায়েব হয়ে গেলে? কেউই তোমার সম্পর্কে কিছু বলতে পারছে না। তুমি কি জানো না, তোমার জন্য আমার মন কী পরিমাণ জ্বলে! প্রেমচন্দ্র! তুমি তো এতোটা দায়িত্বে অসচেতন, বেপরোয়া ছিলে না!'

প্রেমচন্দ্র আলি কুলি খানের জুব্বায় চুমু দিয়ে বললো– 'সৌম্যের ভিক্ষায় নিজ সেবকের ঝুলি ভরে দিন, বাদশা! আমি অনেক বড় অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে ফেলেছি। আমি ইসমাইল ও শেখরকে খুঁজতে খুঁজতে বহুদূর চলে গিয়েছিলাম।'

www.nagorikpathagar.org

নাদের খান বললেন– 'বেটা প্রেমচন্দ্র! ইসমাইল আর শেখর তো ছোট্ট বাচ্চা নয়!'

'কিন্তু খান বাবা...! আমি তাদের নিজের ছোট্ট ছেলের মতোই মনে করি। আমার দৃষ্টিতে তারা এখনো অবুঝ শিশু। কিন্তু যখনই আমার জানা হলো যে, জগন্নাথ দেবতার মন্দিরের মহাদেবজি তাদের সঙ্গে আছে, তখনই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাই। মহাদেব তাদের যেকোনো ঘূর্ণিঝড়ের অতলে হারিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে পারে।'

হাকিম বললেন– 'তবে কি মহাদেবও গায়েব?'

প্রেমচন্দ্র বললো– 'সেটি পঞ্চাশ-ষাট জনের একটি কাফেলা, যারা বেশভূষা পাল্টে পুনমকে ওই হায়েনাদের বন্দীত্ব থেকে বাঁচাতে মহারাজার দুর্গে পৌঁছেছে।'

বাংলার বাদশা দোয়ার জন্য আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে বললেন– 'হে মাওলা! তুমিই তোমার গোপন ভেদ সম্পর্কে সম্যক অবগত। তুমিই তাদের সবার সাহায্যকারী। যেখানে মানুষের বুদ্ধি ও সাহসের দৌরাত্ম্য ফুরিয়ে যায়, সেখান থেকেই তোমার অসীম রহমতের বারিধারা বর্ষিত হতে থাকে।'

প্রেমচন্দ্র এগিয়ে এসে আরেকবার বাংলার হাকিমের জুব্বায় চুমু দিয়ে বলতে থাকে– 'আমি নিশ্চিত– আমাদের এই দল সফল হয়ে ফিরে আসবেই। যারা তাদের সবগুলো নৌকা জ্বালিয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেদের সমর্পণ করে, ভগবানই তো তাদের বিজয়ের জামিন হয়ে যান!'

উপস্থিতদের মনের মণিকোঠায় ভাসতে থাকে তারিক বিন জিয়াদের স্পেন বিজয়ের সেই কাহিনি। আসলে এটি কাহিনি নয়। এটি একটি রোমাঞ্চকর ও ইমান উদ্দীপক উপাখ্যানের পরিণাম। ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে যখন এক খ্রিষ্টান গভর্নর আফ্রিকা ও মিসরের আমির মুসা ইবনে নুসাইরের দরবারে এ ফরিয়াদ নিয়ে এসেছিলো যে, স্পেনের বাদশাহ রডারিক তার কুমারী কন্যার ইজ্জত হরণ করেছে আর সে এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে চায়, যা মুসলমানদের সহযোগিতা ছাড়া আদৌ সম্ভব নয়। মুসা ইবনে নুসাইর তখন তারেক ইবনে জিয়াদকে আহ্বান করলেন।

তারেক বিন জিয়াদ ছিল মুসা বিন নুসাইরের গোলাম। মুসা বিন নুসাইর তারিক বিন জিয়াদের বিচক্ষণতা, যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ে পারদর্শিতা, সততা, আরবি ভাষায় বাগ্মিতাসহ অন্য গুণাবলি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

তারিক বিন জিয়াদের ইসলাম গ্রহণের পর তার এই নাম রেখেছিলেন মুসা বিন নুসাইরই। তিনি তারিকের যোগ্যতা দেখে তাকে নায়েবে সালার পদে আসীন করলেন। অবশেষে এই গোলাম পেয়ে গেলেন স্পেন অভিযানে সেনাপতির দায়িত্ব।

তারিককে যে ফৌজ দেয়া হয়েছিলো, তার সংখ্যা ছিলো সাত হাজার। এর মাঝে কয়েকশ অশ্বারোহীও ছিলো। তাবত ফৌজ ছিলো বর্বর। তাদের তাঞ্জের থেকে স্পেনে পৌঁছানোর জন্য বড় চারটি জাহাজ ব্যবহার করা হয়েছিলো। যখন জাহাজ নোঙর তুলে নিলো, তখন তীরে সমবেত হাজার হাজার নর-নারী ও শিশু-কিশোর দুই হাত উপরে তুলে তাদের জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করছিলো। জাহাজের পালে হাওয়া লাগার পর তা দূরে চলে যেতে লাগলো। জাহাজে আরোহণ করার কিছুক্ষণ পর তারিক বিন জিয়াদ ঘুমিয়ে পড়েন এবং স্বপ্নে মহানবি সা.-এর জিয়ারত লাভ করেন। মহানবি সা. তাঁকে স্পেন বিজয়ের সুসংবাদ দেন। তিনি যখন ঘুম থেকে জেগে মুজাহিদদের এই সুসংবাদ দিলেন, তখন মুজাহিদদের সাহস ও জজবা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী স্পেন উপকূলে নামার পর তারিক বিন জিয়াদ জাহাজের মাল্লাদের নির্দেশ দিলেন– 'সব কটি জাহাজে আগুন লাগিয়ে দাও।' তাঁর নির্দেশের পর সব কটি জাহাজে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো। তাঁর এ নির্দেশ অনেকেই মেনে নিতে পারছিলো না, আর অনেকে এ চিন্তা করছিলো, এ নির্দেশ কেবল সেই সিপাহসালার করতে পারে, যার মেধা-বুদ্ধি বিকৃতি ঘটেছে। কারণ, তারা মনে করছিলো, তারা তো স্বদেশভূমি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে, এখন তারা কীভাবে দেশে ফিরবে। তখন তারিক বিন জিয়াদ স্বহস্তে তরবারি উত্তোলন করে সেই ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, যা আজো ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। সে ভাষণের সারমর্ম ছিলো– 'হে বাহাদুর যুবক ভাইয়েরা! এখন পিছু হটবার ও পলায়ন করার কোনো সুযোগ নেই। তোমাদের সম্মুখে দুশমন আর পশ্চাতে সমুদ্র। না পেছনে পলায়ন করতে পারবে, না সামনে। এখন তোমাদের সামনে বিজয়লাভ বা শাহাদাতবরণ ছাড়া আর তৃতীয় কোনো পথ অবশিষ্ট নেই। আর সব দেশই আমাদের দেশ, কারণ এ সবই আমাদের আল্লাহর দেশ।'

লাক্কা প্রান্তরে উভয় বাহিনী লড়াইয়ের জন্য মুখোমুখি হলে তারিক বিন জিয়াদ আরেক ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন, যে ভাষণের প্রতিটি শব্দ থেকে

www.nagorikpathagar.org

তারেক বিন যিয়াদের অবিচল সংকল্প, উচ্চ সাহসিকতা এবং আত্মনিবেদনের সুতীব্র আবেগ প্রকাশ পেয়েছিলো। তারিকের মুজাহিদ সঙ্গীরা পূর্ব থেকেই জিহাদি চেতনা ও শাহাদাতের বাসনায় উন্মত্ত ছিল। তারিকের জ্বালাময়ী এ ভাষণ তাদের অন্তরে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে। তারা দেহ-মনের কথা বিস্মৃত হয়ে লড়াই করে। শেষে মুসলমানগণ আল্লাহর সাহায্য লাভ করেন এবং বিজয় তাঁদের পদচুম্বন করে। বিজয়ের পর স্পেন আন্দালুসে পরিণত হয়, যেখানে মুসলমানগণ আটশ বছর পর্যন্ত শাসনকাজ চালায়। এ সময়ে তারা এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির অতুলনীয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে। তারা এ ভূখণ্ডকে পৃথিবীর সর্বাধিক উন্নত ভূখণ্ডে পরিণত করেন।

যা-ই হোক, রাজা প্রেমচন্দ্রের জাহাজ জ্বালিয়ে দেয়া-সংক্রান্ত বক্তব্যে সবার মাঝে এক অপার্থিব চেতনা ডানা মেলতে থাকে। এখান থেকে আলি কুলি খান দক্ষিণ দিকে রওনা হয়ে যান। দক্ষিণে হাকিমের যুবক পুত্র আদেল খানের তাঁবু রয়েছে। একটি খোলা মাঠ, দুর্গ থেকে যা খুব কাছে অবস্থিত। এখান থেকে হাকিম পুব দিকে ফিরে গেলেন। এদিকেই দুর্গের প্রধান ফটক। চারদিকে ঘন বন। এখানে খণ্ডরায়ের তাঁবু। খণ্ডরায়ের হাতির পালের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে দূর থেকে। এখনো রাতের প্রথম প্রহরই চলছিলো। আকাশে তারা ঝিলিমিলি করছে। খণ্ডরায় এবং রমা রায় এগিয়ে এসে বাংলার হাকিমকে অভ্যর্থনা জানালেন। খুবই চিত্তাকর্ষক সম্মানের সাথে তাঁরা হাকিমকে নিজেদের তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। তাঁবুর ভেতরে আট-দশ বছরের একটি শিশু সোনালি মসনদের ওপর উদাস ভঙ্গিতে বসে আছে। হাকিমকে দেখে শিশুটি খুবই অসহায় ভঙ্গিতে হাত জোড় করে নমস্কার বললো।

বাদশা আলি কুলি খান শিশুটির মাথার ওপর স্নেহের পরশ বুলিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন– 'বেটা! উদাস হয়ে আছো কেন তুমি? তোমার বাবা কি তোমাকে কিছু বলেছে? নাকি কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে তোমার?'

শিশুটি হাত জোড় করে বললো– 'ভগবানের দোহাই! আমাকে হত্যা করবেন না, মহারাজ! আমি নির্দোষ।'

বাদশা তাকে কোলে বসিয়ে খণ্ডরায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'খণ্ড! তোমার ছেলের এ কী হলো? সে কেন এমন করে কথা বলছে? তার এতো ভয় কিসের? কে খুনের ভয় এই নিষ্পাপ শিশুর মনে গেঁথে দিলো?'

www.nagorikpathagar.org

খণ্ডরায় হাত জোড় করে বললো– 'মহামান্য বাদশা! এ আমার ছেলে নয়। আমার তো এখনো বিয়েই হয়নি। এ হচ্ছে মাঢ়ির দুর্গপতি রাজা সুভাষের ছেলে। কীভাবে যেন সে তাদের দুর্গ থেকে পালিয়ে এসেছে। সে বলছে– মুসলিম বাহিনী তার মাতাকে খুন করে ফেলেছে।'

'না!' হাকিম ক্ষোভে ফেটে পড়ে বলতে লাগলেন– 'উদ্যম খান এমন জুলুম করতে পারে না! সে যদি এই নিষ্পাপ বাচ্চাটির মাকে খুন করে থাকে, তাহলে খোদার কসম! আমি তাকে জীবিত ছাড়বো না!'

এরপর একটু ভেবে তিনি বাচ্চাটির কপালে চুমু খেয়ে বললেন– 'কেন বেটা! তুমি কি নিজ চোখে তোমার মাকে খুন হতে দেখেছো?'

'না জি! লোকজন বলাবলি করছিলো যে, রানিজিকে খুন করা হয়েছে। আমি তখন প্রাসাদের বাইরে ছিলাম। ভয়ে আমি ওখান থেকে পালিয়ে বেরিয়েছি। আমি আমার পিতার কাছে যেতে চাই, যিনি এখন মহারাজার দুর্গে আছেন। আমাকে আমার পিতার কাছে পৌঁছে দিন। আমার খুব ভয় হচ্ছে।'

বাদশা আলি কুলি খান ছেলেটির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– 'আমি তোমাকে আগামীকাল ভোরেই তোমার পিতার কাছে পৌঁছে দেবো।'

এরপর তিনি খণ্ডরায়কে বললেন– 'খণ্ডরায়জি! এই মুহূর্তে একজন দূত উদ্যম খানের কাছে পাঠিয়ে দাও। ভোরের পূর্বেই আমি উদ্যমকে আমার সামনে দেখতে চাই। খোদার কসম! ততোক্ষণ পর্যন্ত আমি শান্ত হবে পারবো না, যতোক্ষণ এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত না হতে পারবো। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে, উদ্যম খান এতোটা পাষণ্ডতা দেখাতে পারে!'

এরপর তিনি বাচ্চাটিকে আদর করতে করতে বললেন– 'তুমি কোনো চিন্তা কোরো না, বাবা! আমার মন বলছে– তোমার মা বেঁচে আছেন। যাক, এ ব্যাপারে সকালেই নিশ্চিত হওয়া যাবে। তুমি এখন আমার সাথে চলো।'

ছেলেটি খণ্ডরায়ের দিকে তাকালে সে বললো– 'বেটা! ইনি অনেক বড় বাদশা!'

ছেলেটি নিষ্পাপ ভঙ্গিতে বলে উঠলো– 'এতো বড় মহারাজের সেনা আমার আম্মাকে খুন করতে পারলো!'

'না বেটা, না!' বাদশা গম্ভীরকণ্ঠে বললেন– 'তোমার মা বেঁচে আছেন। আগামীকালই তুমি তোমার মায়ের মমতার শীতল আশ্রয়ে যেতে পারবে। তোমার মাকে যদি আমি না পাই, তাহলে তোমার মায়ের খুনিকে আমি রক্তে রঞ্জিত করে তোমার পায়ের সামনে এনে দেবো। এটা আমার ওয়াদা!'

www.nagorikpathagar.org

এরপর তিনি বাচ্চাটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন– 'রায়জি! তোমাকে যা বলা হয়েছে তা সম্পন্ন করো। এখনই দূত পাঠিয়ে দাও। উদ্যম খানকে যেন দ্রুত চলে আসতে বলা হয়।'

ভোর ঘনিয়ে আসছে। বৃদ্ধ রমা রায় প্রাত্যহিক নিয়ম অনুসারে প্রভাতের পূজায় ব্যস্ত। তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে হাত জোড় করে বিড়বিড় করে ভজন গাচ্ছেন। সংগীতের মাধ্যমে দেবদেবী এবং ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তার উপাসনার মধ্য দিয়ে এ গানের সৃষ্টি। ভজন ভক্তিরসপ্রধান গান এবং অধ্যাত্মবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভজনের মূল প্রতিপাদ্য ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণ এবং মানুষে মানুষে বিভেদহীনতা প্রচার করা। এসব গানের উদার মর্মবাণী সমাজের লোকজনের মধ্য থেকে ধর্মীয় কুসংস্কার এবং ভেদজ্ঞান দূরীভূত করতে অনেকটা সাহায্য করেছে বলে মনে করেন রমা রায়। ভজন গানে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর ব্যবহার হলেও রাগসংগীতের মতো এতে রাগের নিয়মকানুন কঠোরভাবে মানা হয় না। তালের ক্ষেত্রেও খুব কঠিন তাল ব্যবহার করা হয় না, কারণ তাতে ভক্তিরসের ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কা থাকে। রমা রায় সেভাবেই ভজন গাওয়ার কসরত করে যাচ্ছেন। বাইর থেকে হাতির পালের উচ্চস্বরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

খণ্ডরায় বাবার চরণ স্পর্শ করে বললো– 'ভোর হয়ে যাচ্ছে। বাহিনী প্রস্তুত। আমাকে রওনা হবার আজ্ঞা দিন।'

রমা রায় তাঁর যুবক ছেলের পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন– 'তুমি রওনা হয়ে যাও। আমিও তোমার পেছনে পেছনে আসছি।'

খণ্ডরায় যেতে চাইলে রমা রায় বললেন– 'খণ্ড! তুমি মাঢ়িতে উদ্যম খানকে ডেকে আনার জন্য দূত পাঠিয়েছো তো?'

খণ্ডরায় একটি শীতল আহ্ শব্দ বের করে বললো– 'হ্যাঁ, পিতাজি! দূত তো পাঠানো হয়েছে, কিন্তু ভগবানের দিব্যি! এই মুহূর্তে আমার অন্তরাত্মা ভীষণ উদ্বিগ্ন। জানি না কী হতে চলেছে। উদ্যম খান যদি নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে না পারেন, তাহলে নিশ্চিত তিনি মারা পড়বেন। পিতাজি! উদ্যম খানের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে আমি বেশ অবগত। তিনি লোহার মতো কঠোর আবার মোমের চেয়েও নরম, রেশমের চেয়েও কোমল। পিতাজি! এই লোক কোনো নিরপরাধ, নির্দোষ ব্যক্তিকে খুন করতে পারেন না। আমার ধারণা– তাঁর বিরুদ্ধে গভীর কোনো চক্রান্ত কাজ করেছে। উদ্যম যদি মারা যান, তাহলে খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। খুব...'

www.nagorikpathagar.org

রমা রায় হতাশ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি কি মনে করো, সে কোনো ভুল বা অজ্ঞতার শিকার হয়ে খুন করেছে?'

'যে মুহূর্তে রাজা সুভাষের বাহিনী উদ্যম খানের ওপর রাতের বেলা অতর্কিত আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, সেই সময় কমলা দেবী বেশভূষা পাল্টে দুর্গের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে এবং রাতের অন্ধকারে হয়তো সে নিহত হয়ে থাকতে পারে। পিতাজি! অন্ধকারে নিজের ছায়াকেও বিশ্বাস করা যায় না। কমলা দেবী হয়তো পুরুষের পোশাক পরিহিত ছিলো...।'

'ঠিক বলেছো তুমি। নিশ্চয় এ-জাতীয় কোনো ঘটনা ঘটে থাকবে। এ ব্যাপারে আমি বাংলার হাকিমের কাছে সুপারিশ করতে যাবো। উদ্যম খানকে আমি উদ্ধার করবো। তুমি শঙ্কিত হয়ো না। ওই বীর সেনাকে আমি মরতে দেবো না।'

খণ্ডরায় তরবারির মুষ্টিতে হাত রেখে বললো– 'পিতাজি! আপনি বাদশা আলি কুলি খানের কোমলতা দেখেছেন, কঠোরতা দেখেননি। ন্যায়ের মসনদে যখন তিনি উপবিষ্ট হন, তখন তিনি কারো কথা শোনেন না।'

'না।' বৃদ্ধ রমা রায় বললেন– 'উদ্যমের স্থানে আমি আমার মস্তক জল্লাদের তরবারির নিচে রেখে দেবো। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। এখানে দাঁড়িয়ে আমি উদ্যম খানের অপেক্ষা করবো। এরপর তাঁর সঙ্গে গিয়ে বাদশার শাস্তির খড়্গ থেকে যেকোনো উপায়ে বাঁচিয়ে তুলবো।'

খণ্ডরায় ভারী পা তুলে তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায়। বাইরে তার বাহিনীর কয়েকজন নেতা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে-দূরের উচ্চতাজুড়ে পিদিম ও মশালের আলো। খণ্ডের দৃষ্টি এই আলোর মাঝে স্থির হয়ে আছে। সে উদাস ভঙ্গিতে দুর্গের আলোর দিকে চেয়ে আছে। এরপর সে তরবারির মুঠোয় হাত মেরে বললো– 'ভগবান চাইলে খুব দ্রুত আমরা ওই প্রাচীর জয় করতে পারবো।'

একজন সিপাহি ঘোড়া দৌড়িয়ে লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে খণ্ডরায়ের সামনে এসে হাত জোড় করে বলতে লাগলো– 'মহারাজ! ওনারা সহিসালামতে এসে পৌঁছেছেন।'

'কারা?'

খণ্ডরায় জানতে চাইলে সিপাহি বললো– 'মহাদেব এবং তাঁর সঙ্গীরা চলে এসেছেন।'

'ওনারা এখন কোথায়?'

www.nagorikpathagar.org

সিপাহি অন্ধকারে দুর্গের দিকে ইশারা করে বললো– 'মহারাজ! ঝিলিমিলি করতে থাকা আলো দেখা যাচ্ছে। এটা সেই কাফেলা। এদের মধ্যে একজন যুবক আহত, তাই এরা ধীরে ধীরে আসছে। মহারাজ! এখানেই দাঁড়ান, ওরা এদিকেই আসছে।'

'না!' খণ্ডরায় ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে বললো– 'আমি গিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানাতে চাই। ওরা আজকের দিনের খুবই সম্মানিত ব্যক্তি। আচ্ছা, আহত যুবকটি কে?'

সিপাহি হাত জোড় করে বললো– 'মহারাজ! এটা তো জানি না!'

খণ্ডরায়ের সাথে অন্য নেতারাও নিজ নিজ ঘোড়ায় আরোহণ করে আছে। প্রভাতের মাতাল হাওয়ায় ভুবন মাতোয়ারা।

কিছুক্ষণ পর খণ্ডরায় মহাদেবকে জিজ্ঞেস করলো– 'মহাদেবজি! ইসমাইল ও শেখর কোথায়? আহত কে?'

মহাদেব মৃদু হেসে তাঁর ডানে-বাঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সওয়ারির এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন– 'তুমি কি মনে করো আমি ইসমাইল আর শেখরকে ছাড়াই ফিরে এসেছি? এ হচ্ছে ইসমাইল, আর এ হচ্ছে শেখর।'

ইসমাইল সাধু পূজারির পোশাক পরে আছে। তার মাথায় চিকচিক করছে তিলকের লাল রঙ।

খণ্ডরায় দ্রুতপায়ে ঘোড়া থেকে নেমে ইসমাইলের ঘোড়ার লাগাম ধরে বললো– 'ইসমাইল ভাই! পুনম কোথায়?'

ইসমাইল কাঁধে হাত রেখে বলতে লাগলো– 'তুমি জিজ্ঞাসুনেত্রে কেন প্রশ্ন করছো? তুমি কি মনে করেছো পুনমকে আমরা শাস্তির মুখে ছেড়ে পালিয়ে এসেছি? আল্লাহর কসম! যদি আমি পুনমকে জালেমদের বন্দীত্ব থেকে সফলভাবে মুক্ত করে আনতে না পারতাম, তাহলে কখনো নিজের ব্যর্থ চেহারা নিয়ে এখানে আসতাম না। খণ্ড! পুনম মারাত্মক আহত।'

এরপর সে তার পেছনে তাকিয়ে ঘোড়ার গদিতে নুয়ে থাকা এক সিপাহির দিকে ইশারা করে বললো– 'এ হচ্ছে পুনম। বিশ্রামের প্রয়োজন তার। এখনই তাকে তাঁবুতে নিয়ে চলো।'

পুনম ঘোড়ার গদিতে মাথা ঝুঁকিয়ে আছে।

খণ্ডরায় পুনমের নিকটে গিয়ে কেঁদে কেঁদে বললো– 'পুনম! আমি অত্যন্ত লজ্জিত। কিন্তু আমি তোমার শরীর থেকে বয়ে যাওয়া রক্তের প্রতিটি ফোঁটার বদলা গুনে গুনে পরিশোধ করবো। দ্রুতই হিসাবের দিন ঘনিয়ে

www.nagorikpathagar.org

আসছে। অত্যাচারী মহারাজার জীবনের দিনগুলি ফুরিয়ে আসছে। মৃত্যুর ফণা তুলে থাকা অজগর তীব্রবেগে তার দিকে এগোচ্ছে।'

পুনম ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করলো– 'বাংলার হাকিম এখনো এসে পৌঁছাননি?'

খণ্ডরায় মমতাজড়ানো হাতে তার হাত নিজের ঠোঁটে লাগিয়ে বললো– 'বাদশা পৌঁছে গেছেন এবং তিনি তোমার জন্য ভীষণ উদ্বিগ্ন।'

মহাদেব অবাক দৃষ্টিতে বললেন– 'কী বললে রায়জি! বাংলার বাদশা এখানে পৌঁছে গেছেন?'

খণ্ডরায় দৃঢ়বিশ্বাসে বলে উঠলো– 'মহাদেবজি! আমি সত্যটুকুই বললাম। বাংলার বাদশা এখানে এসে পৌঁছেছেন। রাতের শুরুতে তিনি আমার সেনাক্যাম্পে ছিলেন।'

মহাদেব আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন– 'ভগবান! আমি বড়ই পাপী। তোমার বড়ই কৃপা– তুমি আমাদের পাপের হিসাব নেয়ার জন্য একজন ন্যায়বিচারক পরম সম্মানিত ব্যক্তিকে পাঠিয়েছো।'

খণ্ডরায় বললো– 'মহাদেবজি! এ তুমি কেমন কথা বলছো? বাদশা মন থেকেই তোমাদের সমুদয় অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তোমাদের কলঙ্কজনক অতীত পেরিয়ে আজকের প্রভাতের সূর্য উদয় হয়েছে। তুমি দেখবে– কীভাবে বাদশা তোমাকে সম্মানের উচ্চাসনে বসান!'

মহাদেব বললেন– 'কিন্তু আমি তো চাই ভিন্ন কিছু। আমার মনের একান্ত আশা– তিনি যেন আমাকে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি মনে করে আজীবনের জন্য অমর করে দেন!'

শেখর বললো– 'মহাদেবজি! আপনি তো বাংলার বাদশার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে বেশ ভালো অবগত আছেন। এই মুহূর্তে আপনি পরম সম্মানের উচ্চাসনে আসীন। অবশ্যই আপনি যথাযথ মান-মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য।'

ইসমাইল ঘোড়া থেকে নেমে পুনমকে নিজ হাতে দাঁড় করায়। এরপর কাঁধে ভর নিয়ে খণ্ডরায়ের তাঁবুর দিকে এগিয়ে যায়।

পুনম আহতকণ্ঠে বলে– 'ইসমাইল ভাই! আমি হাঁটতে পারবো। কষ্ট করবেন না। আমার ভেতর এখন অনেক শক্তি এসেছে।'

ইসমাইল কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো– 'পুনম, তুমি অনেক বাহাদুর মেয়ে। শাস্তির কঠিন পর্যায় তুমি পেরিয়ে এসেছো। তোমার স্থানে অন্য কেউ হলে টুকরো টুকরো হয়ে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো। আমি জানি– শত্রুরা তোমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রক্তে রঞ্জিত করে রেখেছে।'

www.nagorikpathagar.org

তাঁবুর নিকটে পৌঁছে খণ্ডরায় নিজ বাহিনীর এক নেতাকে উদ্দেশ করে বললো– 'এদের সবার জন্য তাঁবু নির্মাণ করা হোক। ইসমাইল, শেখর ও মহাদেবজি আমার তাঁবুতে বিশ্রাম নেবেন।'

ইসমাইল বললো– 'খণ্ড ভাই! আমার বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। তুমি পুনমের জন্য পালকির ব্যবস্থা করো। দ্রুত বাদশার কাছে পৌঁছা জরুরি। তুমি তো জানো– তিনি এ ব্যাপারে ভীষণ উদ্বেগে আছেন।'

ইসমাইল পুনমকে হাতে ধরে তাঁবুর ভেতরে নিয়ে গেলে বৃদ্ধ রমা রায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'মহাদেবজি! কে এই যুবক? তার কী হয়েছে?'

পুনম সেনা পোশাক পরিহিত ছিলো। মহাদেব কিছু বলার পূর্বেই খণ্ডরায় বলে উঠলো– 'পিতাজি মহারাজ! এ হচ্ছে পুনম...'

ইসমাইল পুনমকে নরম বিছানায় শুইয়ে দিলো। রমা রায় তার দিকে ঝুঁকে অত্যন্ত মর্মবেদনায় ভুগতে থাকেন। তিনি বলেন– 'পুনম মা! ধৈর্য দ্বারা পরিস্থিতি মোকাবেলা করো। অন্ধকার তার সর্বশেষ নিশ্বাস নিচ্ছে। অচিরেই দেখা দেবে সকালের শুভ্র আলো। আকাশে ডানা মেলবে সূর্যদেবতা। ভগবানের দিব্যি, তোমার আসামিদের পৃথিবী কক্ষনো ক্ষমা করবে না।'

এরপর তিনি একজন প্রহরীর দিকে তাকিয়ে বললেন– 'সেনা চিকিৎসককে এখনই উপস্থিত করো।'

পুনম বৃদ্ধ রমা রায়ের হাতে চুমু খেয়ে বলতে লাগলো– 'মহারাজ! আমি সুস্থ আছি। আপনাদের সবাইকে পাশে পেয়ে ওষুধ বিনেই আমি সুস্থ হয়ে উঠছি। খানিক দুর্বলতা অনুভব হচ্ছে। এমনিতেই তা সেরে যাবে। মহারাজ! মায়া-মমতা আর ভালোবাসায় রয়েছে ভীষণ রকম জাদু। আপনাদের ভালোবাসা জাদুর মতো কাজ দিচ্ছে। আমি পেরেশান নই। আমার সবকিছু ঠিক আছে।'

হলুদ বরণ ধারণ করেছে মশালের আলো।

ইসমাইল খণ্ডরায়ের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো– 'খণ্ড ভাই! ভোর হয়ে আসছে। পালকির ব্যবস্থা করো। আমাদের খুব তাড়া আছে। তুমি তো জানোই, বাদশা আমাদের জন্য কতোটা উদ্বিগ্ন! এছাড়া এ-ও তোমার জানা আছে যে, আমাদের খান বাবা কতো মহান ব্যক্তি। আমাকে নিয়ে তিনিও বেশ দুশ্চিন্তায় থাকবেন।'

বৃদ্ধ রমা রায়ও তার কথায় সম্মতি জানালেন।

বাংলার বাদশার বাহিনী পরস্পর সংযোগের জন্য চারদিকে বড় বড় সড়ক বানিয়ে রেখেছে। এক বাহিনী থেকে অন্য বাহিনী পর্যন্ত কোনো

www.nagorikpathagar.org

জটিলতা ছাড়া খুব সহজে লোকজন আসা-যাওয়া করছে। দুপুরের পূর্বেই পুনমকে নিয়ে এরা পৌঁছে গেছে বাদশার ক্যাম্পে। সব দিক হয়ে উঠেছে আনন্দমুখর। আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে ভূমণ্ডল কেঁপে কেঁপে উঠছে। বাদশা আলি কুলি খান যখন মহাদেব, ইসমাইল ও শেখরের এই শানদার সফলতার ব্যাপারে জানতে পারেন, তখন তিনি তার তাঁবুর দরজায় এসে দাঁড়ান। তাঁর চোখেমুখে তৃপ্তির আলো। নাদের খান এবং অন্য বড় বড় নেতারা তাঁর পেছনে পেছনে ডানে-বাঁয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মহাদেব ও ইসমাইল কাঁধে নিয়ে আছে পুনমের পালকি। খণ্ডরায় পালকির সামনে সামনে হেঁটে আসছে।

এই কাফেলা বাদশার নিকটে পৌঁছালে বাদশা রাজকীয় ভঙ্গিতে পালকি জমিনে রাখার নির্দেশ দেন। বৃদ্ধ মহাদেব ও ইসমাইল পালকি রেখে দিলে বাদশা তাঁর নিকটে দাঁড়িয়ে থাকা সশস্ত্র মুখোশ পরিহিতের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'মহিপাল! তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

বাদশা মহাদেবের হাত নিজের হাতে নিয়ে বলতে লাগলেন– 'মহাদেবজি! আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। তোমার এই মহান কৃতিত্ব দীর্ঘদিন আমি মনে রাখবো। আল্লাহ তোমাকে সৎপথে চলার বেশ বড় সুযোগ করে দিলেন।'

এরপর তিনি এগিয়ে ইসমাইলের কাঁধে হাত রেখে বললেন– 'ইসমাইল! তুমি অনেক বড় দায়িত্ব আঞ্জাম দিলে। তোমার কৃতিত্ব অতুলনীয়। তোমাকে নিয়ে আমার গর্ব হয়, বেটা!'

ইসমাইল ঝুঁকে বাদশার জুব্বার পাড়ে চুমু খেয়ে বললো– 'আমি তো কিছুই নই, মহামান্য বাদশা! এই সকল কৃতিত্ব তো ওই রহস্যময় বিপ্লবীই আঞ্জাম দিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড়ের কোলে বসে যিনি খেলা করে থাকেন।'

বাদশা অবাক দৃষ্টিতে বললেন– 'খোদার কসম! দীর্ঘক্ষণ ধরে এই রহস্যময় বান্দার সাক্ষাৎ পাবার জন্য আমি অধীর হয়ে আছি। তাঁকে খুব কাছ থেকে আমি দেখতে চাই। তুমি ঠিকই বলেছো, তিনি কালের এক মহান নায়ক।'

মহাদেব আশ্চর্য দৃষ্টিতে হাকিমের দিকে চেয়ে আছেন। অতঃপর হঠাৎ একটি চিৎকার দিয়ে তিনি লুটে পড়েন বাদশার পায়ের নিচে। বলেন– 'বাদশা কি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন!'

বাংলার হাকিম তাঁকে দাঁড় করিয়ে গলায় জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন– 'আল্লাহ যখন তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে, সেখানে আমার কি অধিকার আছে তোমাকে শাস্তি দেয়ার? খোদার কসম! মহদেব! তোমার গৌরবমণ্ডিত কৃতিত্ব তোমার ভুলভ্রান্তির তুলনায় হাজার গুণ ভারী।'

www.nagorikpathagar.org

পুনম আহ্ আহ্ করে পালকি থেকে বের হতে চাইলে বাদশা নুয়ে তার কপালে চুমুর পরশ বুলিয়ে বলেন– 'সিংহপ্রাণ কন্যা! আমি তোমাকে সালাম জানাই!'

আবেগের আধিক্যে বাদশার চোখজোড়া ছলছল করছে। এই দৃশ্য দেখে উপস্থিত সকলের মাঝে বয়ে যায় কান্নার রোল। দুঃখের সাগরে হঠাৎ দমকা হাওয়া চলে আসে। পুনম শিশু বাচ্চার মতো বাদশার পায়ে পড়ে কেঁদে চলেছে।

বাদশা তাকে উঠিয়ে বুকে জড়িয়ে বলতে লাগলেন– 'পুনম! তোমার কাছে আমি ভীষণ লজ্জিত। আমাদের উপস্থিতিতে তোমাকে একটি দুর্গম প্রান্তর পাড়ি দিয়ে আসতে হয়েছে।'

এরপর তিনি পুনমকে হাতে উঠিয়ে পালকিতে শুইয়ে দিয়ে বললেন– 'মহিপাল! একদিকে এসে নিজের মেয়ের পালকি কাঁধে নাও।'

সামনে এগিয়ে এসে বাদশা স্বয়ং পালকি ওঠাতে লাগলে পুনম উচ্চস্বরে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো– 'মহারাজদের মহারাজ! দেবতাদের দেবতা! অবতারগণের অবতার! এভাবে আমাকে অপরাধী বানাবেন না! আমি আপনার কাঁধে সওয়ার হওয়ার উপযুক্ত নই! আমাকে পাপী করবেন না। নিজ পায়ে হেঁটেই আমি বাদশার তাঁবুতে পৌঁছাতে পারবো।'

মুখোশ পরিহিতের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে তার বুক বেয়ে বেয়ে ঝরছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে তার শরীর। আবেগের আতিশয্যে তার ভেতরটা চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

বাদশা পুনমের কথার দিকে কান না দিয়ে পালকি কাঁধে তুলে বললেন– 'মা! এটা আমার আকাঙ্ক্ষা। আমার এই আকাঙ্ক্ষা আমি অবশ্যই পূরণ করবো। খোদার কসম! আমার এই কাঁধ হৃদ্যতার ফুলেল ভার উঠিয়ে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছাবে। আমার পা এক আলোকোজ্জ্বল পথে এগিয়ে চলেছে।'

না জানি কী মনে করে বা কোন ধরনের আবেগের বশবর্তী হয়ে মহাদেব সামনে এগিয়ে বাদশার সামনে মাথা ঠেকিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে বলতে থাকেন– 'ভগবানের দোহাই! আমাকে ক্ষমা করবেন না। আমার শিরা-উপশিরায় চলমান এই রক্তকণিকা আপনি নিজ হাতে ভাসিয়ে দিন। আমি ভগবানের আসামি নই; আপনার আসামি। আমি পরম সত্যের চরম দুশমন। আমার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য!'

www.nagorikpathagar.org

এরপর তিনি হাত তুলে উচ্চস্বরে কাঁদতে কাঁদতে বলেন– 'আমি কতোই না দুর্ভাগা বিশ্বাসের সঙ্গে নিমকহারামি করেছি আমি। আপনার মতো মহৎপ্রাণ ব্যক্তিকে আমি ধোঁকা দিতে চেয়েছিলাম!'

বাদশা মৃদু হেসে বললেন– 'মহাদেবজি! আমার সামনে থেকে সরে যাও। আমি আমার কন্যাকে তার যথাযথ মর্যাদায় সম্মানিত করতে চাই।'

এমন সময়ে বিষ্ণু মহারাজ পেছন থেকে দৌড়ে এসে বাদশার পায়ে পড়ে বলতে থাকেন– 'হে ইতিহাসের উজ্জ্বল নক্ষত্র! হে আসামের ত্রাণকর্তা! আপনাকে আপনার খোদার দিব্যি দিয়ে বলছি– আমাকে এই পুণ্যের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত করবেন না। এই ভারটি আমি নিজ কাঁধে বহন করতে পারলে নিজেকে অনেক ভারমুক্ত মনে করবো। এতে আমার আত্মায় পড়ে থাকা সকল অশুভ কালো ছায়া নিমেষেই সরে যাবে।'

বাদশা মহব্বতভরা দৃষ্টিতে বিষ্ণু মহারাজের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'তুমি বড়ই ঈর্ষাকাতর লোক। তুমি চাচ্ছো না, তুমি ভিন্ন অন্য কেউ পুণ্যের কাজে এগিয়ে যাক। দ্রুতই তুমি সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে গেছো। আমি তোমাকে অভিবাদনের যোগ্য মনে করছি। এসো, পালকি ওঠাও তোমার আকাঙ্ক্ষাকে আমি সম্মান জানাই। তুমি নিজেও অবশ্যই সম্মানের পাত্র।'

বিষ্ণু বাদশা আলি কুলি খানের চরণে চুমু খেয়ে বললেন– 'আমার সৌভাগ্য সর্বোচ্চ শৃঙ্গে পৌঁছে গেছে। মাটি থেকে আমি আকাশে আরোহণ করে আছি!'

বিষ্ণু পুনমের পালকি কাঁধে নিয়ে আরো বলতে থাকেন– 'অতি দ্রুতই তুমি অত্যাচারীদের রক্তনদী মাছের মতো সাঁতরাতে দেখতে পাবে। তোমার দুঃখভরা আখ্যানের এক-একটি শব্দ প্রতিশোধের ঘূর্ণিঝড় হয়ে আমার অন্তর লন্ডভন্ড করে রেখেছে।'

পুনম হাত জোড় করে বললো– 'আপনাদের সবাইকে ভগবানের দিব্যি দিয়ে বলছি– আমাকে এতো আনন্দ দেবেন না, নইলে আমি মরে যাবো। উচ্ছ্বাসের ভিড়ে আমার দম আটকে যাচ্ছে। খুশি আর আনন্দের ফুলেল ভারে আমি ধসে যাচ্ছি!'

বাদশা আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে বলতে লাগলেন– 'হে খোদা! আমার মেয়েকে আজীবন আনন্দের মাঝে রেখো।'

পুনমের পালকি যখন বাদশা আলি কুলি খানের তাঁবুর ওই অংশে পৌঁছায়, যেটাকে অন্দরমহল বলে, তখন বাদশা সকল নেতৃবর্গকে লক্ষ করে বলেন– তোমরা সবাই বাইরে থাকো। আমি আসছি।'

www.nagorikpathagar.org

সবাই বেরিয়ে গেলে বাদশা বিষ্ণুকে ডেকে বললেন– 'বিষ্ণু! হাকিম হোসাইনী বেগকে নিয়ে এসো।'

রাজা সুভাষ চন্দ্রের ছেলে দীপক কুমারও তাঁবুর এই অংশটিতে অবস্থান করছে। পুনমের অবস্থা দেখে সে অস্থির, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। বাদশার সামনে গিয়ে সে হাত জোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'মহারাজ! এ কে? তার কী হয়েছে?'

বাদশা আলি কুলি খান স্নেহভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে জবাব দেন– 'এ হচ্ছে আমার মেয়ে। যেমন তুমি আমার সন্তান এবং অত্যন্ত প্রিয় হও, তেমনই সে-ও আমার খুবই প্রিয় সন্তান।'

দীপক কুমার পুনরায় জিজ্ঞেস করলো– 'তার ওপর কে অত্যাচার করলো?'

বাদশার চেহারার ক্ষোভ ও ক্রোধের নমুনা দেখা যাচ্ছে। তিনি বললেন– 'তার ওপর মানবতার নিকৃষ্ট দুশমন মহারাজা কৃষ্ণকুমার নিপীড়ন চালিয়েছে।'

দীপক পুনমের কাছে এসে বললো– 'তোমার ওপর মহারাজা কৃষ্ণকুমার নিপীড়ন চালিয়েছে? কিন্তু কেন...? আমাদের মহারাজা কি এতোটাই নির্মম?

পুনম ব্যথায় কুঁকড়ে উঠে বললো– 'সে কী রকম ভয়ংকর রাক্ষস খুনি হিংস্র– তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। সে ভগবানের শত্রু।'

দীপক কুমার তার হাতের ওপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো– 'তুমি কি হিন্দু?'

পুনম জবাব দিলো– 'হ্যাঁ, আমি হিন্দু।'

এমন সময়ে একজন প্রহরী হাকিম হোসাইনী বেগের আগমন সম্পর্কে অবহিত করলে বাদশা বললেন– 'তাকে ভেতরে পৌঁছে দেয়া হোক।'

একজন সেবক গরম দুধ নিয়ে এসেছে। বাদশা আলি কুলি খান তার হাত থেকে দুধের বাটিটি নিয়ে পুনমকে বসাতে গিয়ে বললেন– 'ওঠো মা, এই দুধটুকু পান করে নাও। এতে আমি মধু মিশিয়ে দিয়েছি।'

পুনম হাত জোড় করে বললো– 'ভগবানের দোহাই! আমাকে এভাবে অপরাধী বানাবেন না, মহারাজ!'

আলি কুলি খান মুচকি হাসলেন এবং বাটি তার ঠোঁটে লাগিয়ে বললেন– 'মা, তুমি একজন সম্ভ্রান্ত মেয়ে। নাও, আরামে দুধটুকু পান করে নাও।'

www.nagorikpathagar.org

দীপক কুমার বলে উঠলো– 'হাকিম মহারাজ! সে তো হিন্দু মাতার কন্যা। সে কী করে আপনার মেয়ে হতে পারে? আপনি তো মুসলমান।'

বাদশা দীপকের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'দীপক কুমারজি! কন্যা কেবলই কন্যা। কন্যা শব্দটির মর্ম তো দীন-ধর্মের ভিন্নতার অনেক ঊর্ধ্বে। মানুষ হিসেবে সব মানুষ যেমন সম্মানের পাত্র, কন্যাও সবার প্রিয়পাত্র। সুতরাং, রাজা-মহারাজা বা হাকিম বাদশারা সকল প্রজার কন্যাদের পিতা হয়ে থাকেন।'

তিনি তাকে মনে করিয়ে দেন– আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা ভারতবর্ষীয় সমাজ ও সভ্যতার কেন্দ্রীয় ভিত্তি। এই ভূখণ্ডে একত্র হয়েছে বহু ধর্ম, এখানে পাশাপাশি বাস করেন নানা ধর্মাবলম্বী মানুষ। একের মধ্যে বহুর অস্তিত্ব ভারতবর্ষীয় সমাজের মতো পৃথিবীর আর কোনো অঞ্চলে আছে? হিন্দুধর্মের মৌল ভিত্তিতে ক্রিয়াশীল আছে সম্প্রীতির বাণী; সব ধর্মের দর্শনে আছে মানবমৈত্রীর কথা। ইসলাম ধর্মের 'লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন', হিন্দুধর্মের 'সর্বে ভবন্তু সুখিন, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রানি পশ্যান্তি, মা কস্ফচিৎ দুঃখভাগভবেত'; বৌদ্ধধর্মের 'সব্বে সত্তা সুখিতা ভবন্তু'র মৌল বাণী যে অভিন্ন, তা সহজেই অনুধাবনীয়। খ্রিষ্টধর্মেও আছে প্রায় অভিন্ন কথা– 'পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়।' এ কথাও তো মানবপ্রীতিরই স্মারক। সন্দেহ নেই, উপর্যুক্ত ধর্মীয় বাণীসমূহই উপমহাদেশীয় সংস্কৃতির সম্প্রীতিচেতনার অন্তহীন শক্তি-উৎস হিসেবে অনাদিকাল থেকে ক্রিয়াশীল। অসাম্প্রদায়িকতা ধর্মহীনতা নয়; বরং তা সকল সম্প্রদায়ের ধর্মমতকে শ্রদ্ধা করার এক পরম অভিজ্ঞান। যেহেতু এখানকার সমাজে বিরাজমান আছে একাধিক ধর্ম, তাই এখানে পরমতসহিষ্ণুতার ধারণাটি শতাব্দী পরম্পরায় গুরুত্ব পেয়ে আসছে। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় প্রচলিত ধর্মের চেয়ে আরেক ধর্ম বড় হয়ে ওঠে- যার নাম মানবধর্ম বা মনুষ্যত্ববোধ। আলি কুলি খান তাকে সেই সম্পর্কেও ধারণা দেন এবং তার মনে চিন্তার নতুন বীজ বুনে দেন।

এমন সময় হাকিম হোসাইনী বেগ তাঁবুতে প্রবেশ করেন। তিনি নুয়ে বাদশার জামায় চুমু খেয়ে বললেন– 'উপস্থিত আছি, হে পরম সম্মানিত বাদশা!'

বাদশা বললেন– 'হাকিমজি! আমার এই কন্যা খুবই পীড়িত, মারাত্মক আহত। পরিপূর্ণ মনোযোগের সাথে তার চিকিৎসা করো। আমি চাই– আগামীকালের মধ্যেই যেন সে সুস্থ হয়ে ওঠে এবং হাঁটাচলা করতে সক্ষম হয়।'

www.nagorikpathagar.org

হাকিম সাহেব স্নেহভরা দৃষ্টিতে পুনমের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'আল্লাহ কারিমের ইচ্ছায় আমার মেয়ে খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে।'

বাদশা পুনমকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বললেন– 'তার বোনেরা তার বিচ্ছেদে কাঁদছে। দ্রুত তাকে আমি ওদের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।'

হাকিম সাহেব পুনমের কবজির শিরায় হাত রেখে বলতে লাগলেন– 'তবে কি এ পুনম মা?'

'হ্যাঁ, হাকিম সাহেব!' বাদশা আলি কুলি খান বললেন– 'এ পুনমই। পাষণ্ডদের বন্দীত্বে সে মারাত্মক যন্ত্রণা ভোগ করেছে।'

পুনমের চোখ বেয়ে অশ্রুবন্যা বইতে থাকে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে সে বলতে লাগলো– 'হাকিম মহারাজা! অত্যন্ত সৌভাগ্য আমার। সাময়িক যন্ত্রণার পর আমি পরম শান্তি ও নির্ভরতা লাভ করেছি।'

'কেমন করে মা!'

বাদশা জানতে চাইলে পুনম তাঁর হাতে চুমু খেয়ে বলে– 'মহারাজার বন্দী হয়ে ওখানে যদি শাস্তির নির্মম যন্ত্রণা আমি সহ্য না করতাম, তাহলে হয়তো এই হৃদ্যতা, এই ভালোবাসা, এই নিষ্ঠাপূর্ণ স্নেহ মায়া-মমতা আমার ললাটে জুটতো না।'

বাদশা বিস্বাদ কণ্ঠে বললেন– 'মা, পুনম! তুমি ভুল বুঝেছো। সব অবস্থাতেই তুমি আমার কন্যা। তোমার সাথে আমি সহমর্মিতা প্রদর্শন করছি না; বরং নিজ কর্তব্য পালন করে যাচ্ছি এবং তোমাকে তোমার প্রাপ্য অধিকার দিয়ে যাচ্ছি।'

এমন সময়ে একজন প্রহরী এলো এবং তাঁকে বললো– 'আসাম মহারাজার একজন দূত এসেছে। সে আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।'

বাদশা আশ্চর্য হয়ে প্রহরীর দিকে তাকালে প্রহরী মাথা নুয়ে রাখে।

বাদশা আলি কুলি খান তাকে বললেন– 'আমি আসছি।'

দাঁড়িয়ে তিনি বললেন– 'হাকিম সাহেব! পূর্ণ মনোযোগের সাথে চিকিৎসাকাজ সারতে হবে।'

হাকিম সাহেব বাদশার জুব্বায় চুমু খেয়ে বললেন– 'হুজুর! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আল্লাহর হুকুমে পুনম মা খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে।'

বাদশা বেরিয়ে গেলে হাকিম সাহেব বললেন– 'মা! এখনই আমি তোমার জন্য ভালো ভালো ওষুধ বানিয়ে নিয়ে আসছি। কোনো চিন্তা কোরো না তুমি। দ্রুতই সেরে উঠবে।'

www.nagorikpathagar.org

পুনম হাত জোড় করে বললো– 'হাকিম সাহেবজি! আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। কিছুটা ব্যথা আর দুর্বলতা আছে কেবল। তা এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে।'

হাকিম হোসাইনী বললেন– 'তুমি ঠিক আছো, মা! সম্পূর্ণ ঠিক আছো।'

হাকিম হোসাইনী বেগ বাইরে বেরিয়ে গেলে দীপক কুমার পুনমের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো– 'এ কেমন বাদশা! প্রজাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণির লোকদের খাতিরে তিনি কী পরিমাণ পেরেশান!'

পুনম দীপকের হাত ধরে জিজ্ঞেস করলো– 'ছোট ভাই, কোথা হতে এসেছো তুমি?'

দীপক তাকে আদ্যোপান্ত ঘটনা খুলে বললে পুনম বলতে থাকে– 'না! উদ্যম খান কিছুতেই তোমার মায়ের খুনি হতে পারেন না! কোনো নির্দোষ মানুষকে খুন করা তাঁদের অভ্যাস নয়। তোমাকে হয়তো ভুল বোঝানো হয়েছে। আমার ধারণা– তোমার মা আদৌ মারা যাননি।'

বাদশা আলি কুলি খান একটি উঁচু স্থানে সোনালি মসনদে বসে আছেন। প্রশস্ত তাঁবুতে বড় বড় নেতৃবর্গ যথাস্থানে বসা। বাদশার চেহারায় তৃপ্তির আলো। পেছনের চোখে প্রত্যয়দীপ্ত চমক। মাথায় শুভ্র শিরস্ত্রাণ। যার সম্মুখ প্রান্তের মাঝ বরাবর সোনার কুলফিতে রয়েছে একটি সুন্দর হীরা। তাঁর সামনের আসনে পড়ে আছে তরবারি। চারদিকে মুজাহিদসুলভ উদ্দীপনা। এই মুহূর্তে খণ্ডরায়, প্রেমচন্দ্র, হায়দার ইমাম, বিষ্ণু মহারাজ, ফিরোজ খান, সাইয়েদ সাইফুদ্দিন এবং নাদের খান ছাড়াও রয়েছে শ্যাম, সুন্দর, রাজেন্দ্র ও মহিপাল। আসাম নেতা নিজের চেহারায় মুখোশ পরে আছেন।

বাংলার বাদশা নিকটে দাঁড়িয়ে থাকা সশস্ত্র এক প্রহরীকে বললেন– 'কৃষ্ণকুমারের রাজদূতকে উপস্থিত করা হোক।'

প্রহরী বাইরে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর একজন যুবক বিশ্বাসদীপ্ত কদমে প্রবেশ করে দরবারে। তার পেছনে পেছনে বর্শাধারী মুসলিম সিপাহি। আসামের যুবক তার প্রথাসিদ্ধ নিয়মে মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার বলে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাদশা গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ঐশ্বর্যপূর্ণ ভঙ্গিতে বললেন– 'যুবক! বলো, কী বার্তা নিয়ে এসেছো? আমি তোমার কথা মনোযোগ

www.nagorikpathagar.org

সহকারে শুনবো। নিশ্চিন্তে তোমার কথা বলো। এখানে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। আমরা দূতদের নিরাপদ পাখি বলে অভিহিত করে থাকি।'

যুবক বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে তার মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ খুলে দিয়ে বললো– 'আমি কোনো রাজা-মহারাজার দূত নই। আমি তো কেবল এক দুঃখী মাতার ফরিয়াদ নিয়ে এসেছি।'

বাদশা বেশ উদ্বিগ্নচিত্তে তার দিকে তাকালেন। দীর্ঘ কালো চুল তার দুই কাঁধ এবং চেহারায় ছড়িয়ে আছে। দরবারের সবাই আশ্চর্য ভঙ্গিতে তার দিকে চেয়ে আছে।

বাদশা নিজ আসন থেকে দাঁড়িয়ে তার নিকটে এসে নিজের কাঁধের চাদর তার মাথায় দিয়ে বলতে লাগলেন– 'তুমি যে-ই হও, তবে এই মুহূর্তে তুমি আমার মেয়ে। আমরা আমাদের কন্যাকে অনাচ্ছাদিতরূপে দরবারে দেখতে চাই না।'

সে দ্রুত বাদশার পায়ে পড়ে যায়। বলে– 'আমি মাতৃত্বের ব্যথার দূত হয়ে একটি আরজি নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। মাতৃত্বের বন্ধনকে সাম্প্রদায়িকতার পাল্লায় তুলে মাপা যায় না। কোনো ভৌগোলিক সীমানায় বন্দী থাকতে পারে না সেই মমতার বন্ধন। এই বিশ্বজগতের প্রতিটি ধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের মাঝে এই মায়ার বন্ধন সমভাবে বিদ্যমান।'

বাদশা তাকে ডান দিকের মসনদে বসিয়ে বললেন– 'মা, তুমি নিশ্চিন্ত থেকে নিজের দুঃখের কথা বলে যাও। আমি আমার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তোমার সাহায্যে এগিয়ে যাবো। মাতৃত্বের বন্ধনকে আমি ভালোভাবেই অনুভব করি। কে তোমাকে এমন দুঃখ দিলো? কে সেই পাষণ্ড? কে একজন মায়ের কাছ থেকে তার কলিজার টুকরোকে কেড়ে নেয়ার স্পর্ধা দেখালো? সে যদি আমার ছেলেও হয়, তবু তাকে আমি ক্ষমা করবো না।'

খণ্ডরায় তার আসন থেকে উঠে জানালো– 'মহামান্য বাদশা! এই মহিলা মাঢ়ির দুর্গপতি রাজা সুভাষচন্দ্রের স্ত্রী কমলা দেবী।'

এক আত্মিক আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায় খণ্ডরায়ের চোখেমুখে। সে বললো– 'ইনি হচ্ছেন ওই রানি– যার খুন হওয়ার সংবাদের ভিত্তিতে বাদশা ভীষণ উদ্বেগে রয়েছেন।'

অন্যদিক থেকে মুখোশ পরিহিত বাদশার কানে কানে কী যেন বললেন। এতে করে এক আবেগঘন পরিস্থিতি ছেয়ে গেলো গোটা দরবারে। বাদশার চোখে পানি এসে যায় আনন্দে। তিনি আকাশের দিকে হাত প্রসারিত করে বলতে লাগলেন– 'হে খোদা! তোমার লাখ লাখ শুকরিয়া। তোমার পরম

www.nagorikpathagar.org

রহস্যাবৃত কুদরতের মহিমা উদ্ঘাটন করা আমাদের মতো অযোগ্য দুর্বলদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তোমার অশেষ রহমতে ভয়ংকর একটি পরিস্থিতি থেকে আমরা মুক্তি পেলাম।'

এরপর তিনি কমলা দেবীর দিকে তাকালেন। তার চোখ খণ্ডরায়ের চেহারায় জমে আছে। বাদশা বললেন– 'কমলা দেবী! এখন বলো– তোমার মাতৃত্বকে কে কষ্ট দিয়েছে?'

কমলা দেবী আরেকবার বাদশার পায়ে চুমু খেয়ে হাত জোড় করে বললো– 'আমার একমাত্র ছেলে ভয়াবহ পরিস্থিতির মাঝে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তাকে হারিয়ে আমি অশান্ত হয়ে আছি। পাগল হয়ে পড়েছি। সে নির্দোষ। অল্প বয়সী। তরবারি হাতে নেবার এখনো সে উপযুক্ত হয়নি। আমি নিশ্চিত, সে এখানে কোথাও কোনো সরদারের কাছে বন্দী হয়ে আছে। মা হিসেবে এটা আমার কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না। যতোক্ষণ আমার ছেলেকে আমি না পাবো, ততোক্ষণ এভাবে আমি কাঁপতে থাকবো।'

বাদশার চেহারায় সন্তুষ্টির ছাপ। তাঁকে মুচকি হাসতে দেখে কমলা দেবী দুঃখভরা কণ্ঠে বলে উঠলো– 'বাদশা! হয়তো একজন শত্রুর স্ত্রীর অসহায় পরিস্থিতি আপনাকে বেশ আনন্দ দিয়েছে!'

'না!' বাদশা আলি কুলি খান বললেন– 'আমি তোমার অসহায়ত্বের ওপর মোটেই খুশি নই। এছাড়া তুমি তো অসহায় নও। আমি তোমাকে নিজের কন্যা বলে সম্বোধন করেছি। কোনো পিতা তার কন্যার দুঃখে কিছুতেই খুশি হতে পারে না। আমার খুশির হেতু অন্য কিছু। কমলা মা! তোমার ছেলে দীপক কারও বন্দী নয়; সে তো আমারই ছেলে। আর আমার খুবই সৌভাগ্য যে, এই মুহূর্তে আমার ছেলে এই তাঁবুতেই আছে।'

কমলা দেবী চিৎকার দিয়ে উঠলো। সে বাদশার চরণে চুমু খেয়ে বলতে লাগলো– 'আমাকে দীপকের কাছে পৌঁছিয়ে দিন। তার বিরহে আমি ভীষণ পেরেশান। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।'

বাদশা আলি কুলি খান তার মাথায় মমতার হাত বুলিয়ে বললেন– 'মা! তোমার সাথে আমি কোনো ধরনের ঠাট্টা করছি না। তোমার দীপক আমার কাছেই আছে এবং সে আমার সন্তান হিসেবেই এখানে অবস্থান করছে। সে তো আমাকে বেশ দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহর শোকর! তোমাকে পেয়ে আমার মস্তিষ্কের ভার অনেকটা হালকা হয়ে গেছে।'

খণ্ডরায় দাঁড়িয়ে বললো– 'কমলা বোন! আমি খণ্ডরায়। আমি মহারাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। তার পরিকল্পনার ব্যাপারে আমার

www.nagorikpathagar.org

মতবিরোধ ছিলো। যাক, সে এক ভিন্ন প্রসঙ্গ। দীপক আমাকে তোমার মৃত্যুর ব্যাপারে ভুল তথ্য দিয়েছিলো। সে বলেছিলো– উদ্যম খান তোমাকে মেরে ফেলেছে।'

কমলা দেবী হাত জোড় করে বললো– 'না, মহারাজ! একেবারেই না! উদ্যম খান তো একজন ফেরেশতা। তিনি নিজেই তো আমার দীপকের জন্য আমার চেয়ে অধিক উদ্বিগ্ন। বনে-জঙ্গলে তিনি সেনা পাঠিয়ে দীপককে খুঁজেছেন।'

বাদশা মসনদ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন– 'আচ্ছা কমলা মা! বলো তো তুমি কি আমাদের সাথে থাকতে পছন্দ করো নাকি মাড়ির দুর্গে ফিরে যেতে চাও? যদি তুমি চাও তাহলে তোমাকে তোমার স্বামীর কাছে রাজদুর্গে পাঠানোর ব্যবস্থাও আমরা গ্রহণ করবো।'

কমলা দেবী বললো– 'অসন্তুষ্ট হবেন না, মহারাজ! আমাকে যদি আমার পতি মহারাজের কাছে পৌঁছে দেয়া যায়, তাহলে বড়ই কৃপা হবে। আমি আমার পতি দেবতাকে দেখতে চাই। তার অসংখ্য সৈনিক যুদ্ধে নিহত হয়েছে। জানি না তিনি কী অবস্থায় আছেন।'

বাদশা বললেন– 'তোমার উত্তরে আমি অত্যন্ত খুশি হলাম। একজন ভালো স্ত্রীর তার স্বামীর জন্য ঠিক এ ধরনের পেরেশান হওয়া উচিত, যেমন পেরেশান তুমি। মা! আজই তোমাকে আমি দুর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করবো।'

এরপর তিনি ফিরোজ খানের দিকে তাকালে ফিরোজ খান মাথা ঝুঁকিয়ে বললো– 'আমি এখনই প্রস্তুত হচ্ছি।'

এরপর বাদশা কমলা দেবীর মাথায় শিরস্ত্রাণ পরিয়ে বললেন– 'আমি দীপক কুমারের ধীশক্তির পরীক্ষা নিতে চাই।'

কমলা দেবীর মন আবেগের আধিক্যে ধড়ফড় করে কাঁপছে। কখনো সে হাসছে, আবার কখনো কাঁদছে। বাদশা আলি কুলি খান মহব্বতের এই নিষ্পাপ আবেগঘন পরিস্থিতিতে প্রভাবিত। তিনি তাঁবুর অন্য প্রান্তের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন– 'আমার সাথে এসো।'

দারোয়ান 'হুঁশিয়ার সাবধান' স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘদেহী আলি কুলি খান এক রাজকীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভঙ্গিতে এগোতে লাগলেন। রানি আরেকবার পুরুষের বেশ ধারণ করে তাঁর পেছনে পেছনে চলছে। আবেগ-উদ্যমের আধিক্যে সে কেঁপে চলেছে। তাঁবুর অন্য প্রান্তে সবুজরঙা রেশমি পর্দা ওঠানো ছিলো। সশস্ত্র প্রহরীরা দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। বাদশা মাথার ইশারায় তাদের সালামের জবাব দিয়ে পৌঁছে গেলেন তাঁবুর অপর প্রান্তে। দীপক কুমার ও পুনম দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বাদশাকে অভ্যর্থনা জানায়।

www.nagorikpathagar.org

বাদশা পুনমকে শুইয়ে দিয়ে বললেন– 'মা পুনম! শুয়ে থাকো। তোমার শরীরের এখন কী অবস্থা?'

'ভালো, মহারাজ! একদম সুস্থ আছি আমি।'

হাকিম হোসাইনী বেগ বললেন– 'মহামান্য বাদশা! আগামীকালের মধ্যেই মা পুনম হাঁটাচলা করতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।'

কমলা দেবীর আবেগের মাত্রা বেড়েই চলেছে। বাদশা তা অনুভব করতে পেরেছেন। তিনি দীপক কুমারকে নিজ কোলে বসিয়ে বললেন– 'বেটা দীপক! এই সিপাহিকে চিনতে পারো কি না দেখো তো!'

দীপক কুমার তার দিকে তাকালো। কমলা দেবীর হাত কেঁপে কেঁপে উঠছে।

দীর্ঘক্ষণ দীপক তার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বললো– 'না, আমি তাকে চিনতে পারছি না।'

বাদশা বললেন– 'ইনি তোমাদের দুর্গ থেকে এসেছেন। উদ্যম খান তাকে পাঠিয়েছেন। তুমি তো আমাকে বলেছিলে উদ্যম খান তোমার মাতাকে খুন করেছে।'

'তবে কি আমার মা বেঁচে আছেন?'

দীপক আনন্দ প্রকাশ করলে আলি কুলি খান বললেন– 'তোমার মা জীবিত আছেন এবং তোমার সামনেই উপস্থিত আছেন।'

'মা, কোথায় আছো তুমি, মা!'

দীপক ডাকতে শুরু করলে কমলা দেবী মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ ফেলে দিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে দীপককে গলায় জড়িয়ে ধরলেন। 'দীপক! কোথায় তুমি হারিয়ে গেলে?'

দীর্ঘ সময় কমলা দেবী ছেলেকে গলায় জড়িয়ে মুখে চুমু দিতে থাকেন। আনন্দে তার দুচোখ চিকচিক করছে। কেঁপে উঠছে ঠোঁট দুটো।

বাদশা দাঁড়িয়ে বললেন– 'কমলা মা! দিনের পড়ন্ত বেলায় তোমাকে দুর্গের দিকে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।'

কমলা দেবী দীপককে একদিকে সরিয়ে আলি কুলি খানের চরণে চুমু খেয়ে বললো– 'মহারাজ! ফেরেশতাদের কাছ থেকে পৃথক হতে মন চাচ্ছে না। কিন্তু অপারগতা রয়েছে। এছাড়া অনুমতিও প্রাপ্ত হয়েছি।'

'দেখো মা! খুব দ্রুতই আমরা দুর্গে আক্রমণ করবো। যদি সম্ভব হয় তোমার স্বামীকে বোঝাতে চেষ্টা করবে। একজন বাস্তববাদী আসাম নাগরিক হিসেবে তাকে ভাবতে বলবে। শুনেছি– সে মহারাজা কৃষ্ণকুমারের খুবই আস্থাভাজন। মহারাজার আস্থাভাজন হওয়া কোনো অপরাধ নয়। কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

কোনো জালেমের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া মানে তার অত্যাচারী কর্মকাণ্ডকে আরও বেগবান করা। আমরা আসামের রাজসিংহাসন দখল করতে এখানে আসিনি; বরং আমরা আসামের লাখ লাখ অসহায় নিঃস্ব নিপীড়িত অধিবাসীকে কৃষ্ণকুমারের বর্বরতা ও হিংস্রতা থেকে উদ্ধার করতে সংগ্রাম করে যাচ্ছি। আমি আসামের রাজসিংহাসনের ন্যায্য হকদারের হাতে ক্ষমতা বুঝিয়ে দেয়ার পর ফিরে যাবো। কৃষ্ণকুমারকে আমি নিজ হাতে খুন করার কসম খেয়ে রেখেছি। সে মনুষ্যভূমিতে আবাস নেয়া এক হিংস্র হায়েনা। তার হিংস্রতার শক্তিবর্ধনে যদি তোমার পতি আমাদের তরবারির সামনে এসে যায়, তখন আমরা তার সাথে কোনো ধরনের আপস বা খাতির করতে পারবো না। তোমার স্বামীর রক্ত ঝরানোর সময় আমি ভীষণ দুঃখ পাবো।'

কমলা দেবী এবং দীপক উভয়ের মাঝে কম্পন সৃষ্টি হয়েছে।

দীপক তার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলে– 'মাতাজি! পিতা মহারাজকে বোঝাবেন– তিনি যেন বাদশার সাথে মোকাবেলা করতে না আসেন।'

কমলা দেবী বললেন– 'মহারাজ! আপনাকে আমি পিতার মতো মান্য করি। ভগবানের দিব্যি! সুভাষ যদি আমার কথা মেনে না নেয়, তাহলে দীপককে নিয়ে আমি আবার ফিরে আসবো। আমি সুভাষকে মহারাজার সাহায্য করা থেকে বিরত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করবো।'

বাদশা আলি কুলি খান তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– 'এখন তোমরা তাঁবুর অন্য প্রান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নাও। দিনের শেষ বেলায় আমি তোমাকে এবং দীপককে এখান থেকে রওনা করিয়ে দেবো।'

কমলা দেবী গভীর দৃষ্টিতে পুনমের দিকে তাকিয়ে বললো– 'তোমাকে আমার কিছু চেনাজানা মনে হচ্ছে! কোথায় যেন তোমাকে দেখেছি!'

পুনম মৃদু হেসে জবাব দিলো– 'রানি! এই প্রথম তুমি আমাকে দেখছো।'

'না।' রানি কমলা দেবী বলে উঠলো– 'আমি তোমাকে কোথায় যেন ইতোপূর্বে দেখেছি এবং সম্ভবত কয়েকবারই দেখেছি।'

বাদশা বললেন– 'ঠিক আছে, হয়তো তুমি তাকে দেখে থাকবে। এই আলোচনা বাদ দিয়ে এসো আমার সাথে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নাও।'

***

www.nagorikpathagar.org

রাজার দরবারে

মহারাজা কৃষ্ণকুমার নতুন কুমারীকে অতিরিক্ত মদ সেবন করিয়ে মাতাল করে একান্তে যৌনতৃষ্ণা নিবারণ করে যাচ্ছে। উষা ও রাধা তাকে একের পর এক মদের পেয়ালা পরিবেশন করেই যাচ্ছে। এমন সময়ে সুজন মহারাজার শয়নকক্ষে প্রবেশ করে হাত জোড় করে বললো– 'সৌম্য করুন মহারাজ! সেনাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী উপস্থিতির আজ্ঞা চাচ্ছেন।'

মহারাজা নিচে পড়ে থাকা খঞ্জর তুলে নিয়ে বললো– 'অনুমতি দেয়া হলো।'

পেছনের পায়ে ফিরে গেলো সুজন। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিলম কুমার ও ঘনশ্যাম ঠাকুর উভয়ে একসঙ্গে প্রবেশ করলো শয়নকক্ষে। উভয়ে অবনত মস্তকে হাত জোড় করে মহারাজার সামনে দাঁড়িয়ে গেলো। এরপর মহারাজা নির্দেশ দিলে উভয়ে পৃথক আসনে বসে যায়।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর মহারাজা বলতে আরম্ভ করে– 'কোনো এক বিশাল জাহাজ বা নৌকার ডুবে যাওয়া থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না, যার নিচ দিয়ে কেউ ছোট্ট একটি ছিদ্র করে দেয়...।'

ঘনশ্যাম হাত জোড় করে বললো– 'মহারাজ ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমরা আমাদের জাহাজে কোনো অপদার্থকে ছিদ্র করার সুযোগ কখনো দেবো না। আমি গভীর দৃষ্টিতে সব দিককার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছি।'

মহারাজা সোজা হয়ে বসে বললো– 'ঘনশ্যামজি! এখন পর্যবেক্ষণের সময় নয়; কাজের সময়। কেবল দেখে যাওয়াই যথেষ্ট নয়। সব ছিদ্র একই সময়ে বন্ধ করে দেয়া চাই। আগামীকালের মধ্যে এই দুর্গকে আমি ওইসব লোকের থেকে পবিত্র দেখতে চাই, যাদের ওপর বিন্দু পরিমাণ গাদ্দারির আশঙ্কা রয়েছে।'

নিলম কুমার বললো– 'মহারাজ! খণ্ডরায় ছাড়া এখানে আর কোনো গাদ্দার নেই। মহারাজার তো ভালোই জানা আছে যে, খণ্ডরায় তার পঙ্কিল পরিকল্পনার শাস্তিস্বরূপ এখন পর্বতের গহিন খাদে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। সে

www.nagorikpathagar.org

ছাড়া মহারাজার দৃষ্টিতে যদি অন্য কোনো গাদ্দার থেকে থাকে, তাহলে তার ইশারা দিন। ভোরের পূর্বেই তাকে মৃত্যুর ঘাট পার করিয়ে দেবো।'

মহারাজা সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বললো– 'সেনাপতিজি! তোমার কী অভিমত?'

সেনাপতি তরবারির মুঠোয় হাত রেখে বললো– 'আমি আদেশের দাস। যেদিকে যেদিকে মহারাজার আদেশ হবে, সেখানেই রক্তনদী বইয়ে দেয়ার জন্য আমার তরবারি সদা উন্মুখ থাকবে।'

মহারাজা কিছু ভাবতে গিয়ে বললো– 'তুমি তো জানো, নারীরা সাধারণত দুর্বল চিত্তের অধিকারী হয়ে থাকে। আমার মাতাজি মাতা মহারানির বাইরেও একজন নারী। তিনি তাঁর নারীসুলভ দুর্বলতা দ্বারা আমাকে জাদুর এক ভয়ংকর জালের নিচে নিঃস্ব করে রাখতে চান। তিনি শিব দেবতার ভেল্কিবাজিকে আমার চারদিকে সাজিয়ে রেখেছেন। আজকের দিনে মল্লভূমির আখড়ায় যা কিছু হলো, তা আমি নিজের জন্য অনেক বড় লজ্জাজনক এবং আশঙ্কাজনক বলে মনে করি। শিব দেবতা দিন দিন রহস্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তার চালাকি আমার সহ্যসীমার বাইরে চলে যাচ্ছে। সে আমার বড় ভাই অজয় কুমারের খুনিকে নাগ দেবতা বানিয়ে প্রজাদের সামনে আমাকে অপদস্থ হতে বাধ্য করেছে। আজকের দিনে আখড়ায় মুসলিম বন্দীদের নিজের শক্তির দুর্গম্য জোয়ার বলে সে তার দাম্ভিকতার আরো দৃঢ় প্রমাণ দিয়েছে।'

নিলম কুমার মহারাজার কথা কেটে বললো– 'তবে কি মহারাজার দৃষ্টিতে শিব দেবতা সন্দেহভাজন?'

মহারাজা শরাবের পাত্রে চুমুক দিয়ে বললো– 'শিব দেবতা সন্দেহজনক হতে পারে না। কিন্তু তার চালাকি খুবই সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। আগামীকালের মধ্যে সকল মুসলিম বন্দীকে সাফ করে দেয়া চাই। এটা আমার নির্দেশ। এই কাজের মধ্যে যদি কোনো ক্ষেত্রে শিব দেবতা বাধা দিতে চেষ্টা করে, তাহলে তার কোনো পরোয়া করা হবে না। বরং আমি তো চাই সকল কয়েদিকে মেরে ফেলা হোক। জানা নেই, এই যুদ্ধ কতোদূর গড়ায়। অবরোধ যদি দীর্ঘতর হয়ে দাঁড়ায়, তখন খাদ্যসামগ্রীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। একজন জীবিত মানুষ– চাই সে বন্দীখানায় আটকে থাকুক, তারও তো খাওয়ার মতো রুটি আর পান করার মতো পানির প্রয়োজন আছে।'

www.nagorikpathagar.org

ঘনশ্যাম ঠাকুর বললো– 'মহারাজের বিবেচনা খুবই উন্নত। কিন্তু বন্দীদের খাওয়ানো ও পান করানো তো আমাদের জন্য জরুরি নয়। ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে তারা নিজে নিজেই মরে যাক...!'

মহারাজা একটি অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'তোমার মতামতও কম উন্নত নয়।'

অনেকক্ষণ ধরে তিনজনের অট্টহাসি চলতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর মহারাজা বললো– 'সাপ ও সাপুড়ে দল অনেকক্ষণ ধরে মাতা মহারানির শয়নকক্ষ এবং তাঁর পার্শ্ববর্তী প্রাসাদে অবস্থান করে আছে। এ ব্যাপারটিও আমাকে সন্দেহে ফেলেছে। এখনো পর্যন্ত একটি নাগিন কেন ধরা যাচ্ছে না!'

নিলম কুমার দ্রুত বললো– 'মাতা মহারানি অন্য শয়নকক্ষে সরে গেছেন। সন্দেহের আর কী কারণ?'

মহারাজা বললো– 'বোকা লোক! এটা খুবই আশঙ্কার কথা। তোমার কি জানা আছে যে, মাতা মহারানির শয়নকক্ষের পাশের কক্ষে যে সুড়ঙ্গপথ আছে, সেটা দিয়ে অন্য প্রান্তের বনে চলে যাওয়া যায়!'

ঘনশ্যাম অবাক হয়ে বলে উঠলো– 'হায় ভগবান! এ ব্যাপারটি তো কারোই জানা ছিলো না। এটা তো খুবই আশঙ্কার কথা! দ্রুত সময়ে সাপুড়ের কাছ থেকে ওই জায়গাটি খালি করা চাই।'

নিলম কুমার মাথায় আঙুল বোলাতে বোলাতে বলতে লাগলো– 'শাহনাগ এবং অন্য নাগটি মুক্তভাবে ঘোরাফেরা করছে। শাহনাগের ভেতর আগুন লাগিয়ে দেয়ার শক্তি রয়েছে। সে নারাজ হয়ে গেলে সবকিছু জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে। এছাড়া আমি মনে করি– সাপুড়েদের ওই সুড়ঙ্গের ব্যাপারে কোনো ধারণা থাকার কথা নয়। এরপরও ওই এলাকা সাপুড়েদের দখল থেকে মুক্ত করে তোলা অত্যন্ত জরুরি।'

এরপর মহারাজা সুজনকে ডেকে সাপুড়েদের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে জানালো– আগামীকাল সকালের মধ্যেই যেন সাপুড়েরা কোনো ব্যবস্থা নেয়। নইলে ভিন্ন উপায় প্রয়োগ করা হবে। এরপর সে মুসলিম কয়েদিদের ভোরের সূর্য উদয়ের পূর্বেই মেরে ফেলার জন্য নিলম কুমারকে নির্দেশ দেয় এবং তাদের লাশ নদীতে ভাসিয়ে দিতে বলে। এরপর সে বলে– 'নিলম কুমার, তুমি যেতে পারো। ঘনশ্যাম, তুমি থাকো।'

নিলম কুমার বাইরে চলে যায়।

www.nagorikpathagar.org

মহারাজা ঘনশ্যাম ঠাকুরকে লক্ষ করে বলে– 'সেনাপতিজি! আমি নিলম কুমারের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিনি। আমি এই ওঝাকে সাপ হয়ে দংশন করার পূর্বেই খতম করে দিতে চাই।'

ঘনশ্যাম মৃদু হেসে মহারাজার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে বললো– 'মহারাজ খুবই সতর্ক প্রকৃতির লোক। অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি আপনি।'

মহারাজ বললো– 'ঠাকুরজি! আমি মনে করি, সফল শাসকদের সতর্ক ও সচেতন থাকতে হয়। খুবই গোপনে তার কার্য সমাধা করতে হয়।'

এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে মহারাজা কানে কানে বলতে লাগলো– 'শিব দেবতার চালাকির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। হাশিমকে গ্রেফতার করার পর তার বিরোধিতা চরম মাত্রায় পৌঁছেছে। এ ব্যাপারে আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে। ভুল পথে পা বাড়াবার কোনো সুযোগই তাকে আর দেয়া যাবে না। তুমি আমার কথা বুঝছো তো, নাকি? আমি মাতাজির অসন্তুষ্টিকে পুষিয়ে নেবো। কারও কোনো পরোয়া আমার নেই। সিংহাসনই আমার কাছে সবার চেয়ে দামি এবং প্রিয়। এই রাজসিংহাসন রক্ষায় যেকোনো সম্পর্ক ত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত।'

ঘনশ্যাম বললো– 'এটাই তো রাজা-মহারাজাদের বড় বড় সফলতার মূলমন্ত্র। ইতিহাস এটাই সাক্ষী দেয়।'

রাধার চেহারায় উদ্বেগের আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। সে আজকের মহারাজার অভিব্যক্তির সাথে গতকালের আখড়ার মানুষ-পশু লড়াইয়ের ব্যাপারটি নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে থাকে। সে ভাবে– গরিবেরা যেন ধনীদের আনন্দ দেওয়ার খেলার গুটি। এই ঘটনা বুঝিয়ে দেয় মানুষ দিয়ে মানুষকে হত্যার দৃশ্যও অদ্ভুত আনন্দের– শিকার কৌশল থেকে অর্জিত এক উপজাত! কেমন স্বার্থপর এই মহারাজা! নিজের মায়েরও কোনো তোয়াক্কা করছে না সে ক্ষমতার নেশায়!

ঘনশ্যাম চলে গেলে মহারাজা মদের পাত্রে মুখ দিয়ে নতুন কুমারীকে উভয় বাহুতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো– 'জান! আমি আমার পথের সমুদয় কাঁটা উপড়ে ফেলার বন্দোবস্ত করছি।'

এরপর রাতভর চলতে থাকে তার নিষিদ্ধ কর্ম। দীর্ঘক্ষণ একত্রে ঘুমিয়ে থাকে মহারাজা ও নতুন কুমারী।

এদিকে ভোরের আগেই নিলম কুমার ও সুজনের পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন অনেক দূর এগিয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

নিলম কুমার মুসলিম কয়েদিদের কাছে গিয়ে বললো– 'বন্ধুরা! আমি তোমাদের এখান থেকে বের হবার ব্যবস্থা করে এসেছি। এই মুহূর্তে দুর্গের সুড়ঙ্গ আমাদের নিয়ন্ত্রণে। এই সুড়ঙ্গের পথ ধরে তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাও। মহারাজা তোমাদের খুন করার নির্দেশ দিয়ে রেখেছে। তোমাদের পর আমার সাথে যা হবার হবে, তাতে আমার কোনো পরোয়া নেই।'

একজন মুসলিম কয়েদি বললো– 'নিলম ভাই! আমরা মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার মতো লোক নই। আমরা আমাদের ওপর অনুগ্রহকারীকে মৃত্যুর হাতে সোপর্দ করে কোথাও যেতে পারি না। আমরা তোমার সঙ্গেই বাঁচবো, তোমার সঙ্গেই মরবো।'

আরেক মুসলিম কয়েদি বলে উঠলো– 'রাতের অন্ধকারে আমাদের অন্য কোনো জায়গায় পাঠিয়ে দেয়া হোক। সেনা পোশাক পরে নিলে আমাদের আর কয়েদির মতো লাগবে না।'

নিলম কুমার কিছু ভাবতে গিয়ে বললো– 'হয়তো তুমি ঠিকই বলেছো।'

এরপর সে তার এক সাথিকে নির্দেশ দিলো– 'এদের সবার জন্য এই মুহূর্তে সেনা পোশাকের ব্যবস্থা করে নিয়ে এসো। ভোরের পূর্বেই এদের সীমানাপ্রাচীরে পৌঁছে দাও।'

এমন সময়ে শিব দেবতা এসে নিলম কুমারের সামনে উপস্থিত হন। নিলম কুমার তাঁকে মহারাজার সব ইচ্ছা ও অভিরুচি সম্পর্কে অবহিত করে বলে– 'দেবতা মহারাজ! সময় খুব দ্রুত এগোচ্ছে। এই মুহূর্তে আপনার পরামর্শ ও নির্দেশনা আমার জন্য পূর্বের চেয়েও অধিক প্রয়োজন।'

শিব দেবতা তার কাঁধে হাত রেখে বললেন– 'চিন্তা করো না, নিলম কুমার! আমি সময়ের নির্মমতা সম্পর্কে বেখবর নই।'

এরপর তিনি মুসলিম সৈনিকদের উদ্দেশ করে বললেন– 'তোমরা সবাই দুর্গের ভেতরকার প্রাচীরের ওপর দূর দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ো। নিজেদের নড়াচড়া ও চলাফেরার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। কারও সন্দেহে পড়া যাবে না!'

একজন সৈনিক হাত জোড় করে বললো– 'চিন্তা করবেন না, মহারাজ! আমরা সন্দেহের কোনো অবকাশই দেবো না।'

***

www.nagorikpathagar.org

দিনের অনেক বেলা গড়িয়ে গেলে মহারাজা ও মাতা মহারানির ঘুম ভাঙে। এমন সময়ে একজন সিপাহি রাজপ্রাসাদে এসে বললো– 'মহারাজ! দুর্গের ফটকে বাংলার বাদশার দূত এসেছে। সে দুর্গে প্রবেশের আজ্ঞা চাচ্ছে।'

মহারাজা দুর্গের ফটকের দিকে তাকিয়ে বললো– 'ওরা কজন এসেছে?'

সিপাহি বললো– 'দশ-বারো জনের বেশি হবে না।'

মহারাজা নিলম কুমার ও ঘনশ্যাম ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো– 'দরবার ডাকা হোক। মুসলমানদের দূতের ওপর আমাদের ভীতি ও শক্তির প্রভাব ফেলা চাই। সবদিকে জাঁকজমকপূর্ণ শক্তিমত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হোক। এই দূত ফিরে যাওয়ার সময় যেন তার পা থমকে যায়।'

নিলম কুমার মাথা ঝুঁকিয়ে বললো– 'মহারাজের নির্দেশমতো সব কার্য সম্পন্ন করা হবে।'

মহারাজা আরেক দিকে এগোতে গিয়ে বললো– 'তাদের ভীতসন্ত্রস্ত করে সন্ধ্যানাগাদ দরবারে নিয়ে আসবে।'

নিলম কুমার ও ঘনশ্যাম ঠাকুর দুর্গের ফটকের দিকে এগোলো। রাস্তার এক জায়গায় নিলম কুমার বললো– 'ঠাকুরজি! মনে হচ্ছে, মুসলিম নেতাদের দুঃসাহস সংকীর্ণ হয়ে আসছে। হয়তো তারা কোনো সন্ধি প্রস্তাবে দূত পাঠিয়েছে।'

ঘনশ্যাম একটি অট্টহাসি দিয়ে বলতে লাগলো– 'ইঁদুর তার জালে ভালোভাবেই আটকা পড়েছে। এছাড়া তাদের কি আর কোনো উপায় আছে?'

ফিরোজ খান ঘোড়ার জিনের ওপর বসে আছেন মুজাহিদসুলভ ভঙ্গিতে। তাঁর মাথায় সোনালিরঙা শিরস্ত্রাণ সূর্যের রশ্মিতে চিকচিক করছে। তাঁর ডান দিকে কমলা রানি সেনা পোশাক পরিহিত অবস্থায় ঘোড়ায় বসে আছে। দীপক কুমারও শিরস্ত্রাণ দিয়ে ঢেকে রেখেছে তার নিষ্পাপ মুখটি। ফিরোজ খানের সঙ্গে রয়েছে আরও দশ-বারো জন জানবাজ সিপাহি। ক্ষুদ্র এই কাফেলাটি এক নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে বিচিত্র মান-মর্যাদার সাথে ফটক খোলার অপেক্ষায়।

ঘনশ্যাম ঠাকুর ফটকের ওপর থেকে জিজ্ঞেস করলো– 'তোমরা কারা? কী উদ্দেশ্যে এসেছো?'

www.nagorikpathagar.org

নিচ থেকে ফিরোজ খান উচ্চস্বরে জবাব দিলেন– 'আমরা বাংলার হাকিম আলি কুলি খানের সিপাহি এবং তোমাদের মহারাজার কাছে আমাদের বাদশার বার্তা নিয়ে এসেছি।'

ঘনশ্যাম অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে আরম্ভ করলো। দীর্ঘক্ষণ এমন অদ্ভুত হাসি হাসার পর বলতে লাগলো– 'বার্তা নিয়ে এসেছো, নাকি প্রাণভিক্ষার আবেদন নিয়ে এসেছো?'

ফিরোজ খান জবাবে বললেন– 'আমাদের এখানে মেহমানদের সাথে এমন অনর্থক ঠাট্টা করা হয় না।'

সেনাপতি ঘনশ্যাম ধমকের সুরে বললো– 'আমরা আমাদের শত্রুদের সাথে এর চেয়েও নিকৃষ্ট আচরণ করে থাকি।'

ফিরোজ খান বললেন– 'আমাদের শত্রুতা যুদ্ধের মাঠ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।'

ঘনশ্যাম বললো– 'কিন্তু আমরা আমাদের শত্রুদের সাথে সবখানে মন্দ আচরণ করতে অভ্যস্ত।'

ফিরোজ খান জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি কে? তোমার পদমর্যাদা কী?'

ঘনশ্যাম বেশ দম্ভভরে জবাব দিলো– 'আমার নাম ঘনশ্যাম ঠাকুর এবং আমি আসামের সেনাপতি।'

ফিরোজ খান বললেন– 'সেনাপতিজি! তোমার সাথে কথা বলে আমার বেশ ভালো লাগছে। তোমাকে কাছ থেকে দেখার খুব আগ্রহ ছিলো আমার। তুমি তো আমাকে খুব ভালো করেই চেনো। তোমার সাথে দু-তিনটি রণাঙ্গনে বেশ দীর্ঘক্ষণ আমরা মুখোমুখি হয়েছিলাম। ন্যূনতম এমন উদ্ভট অট্টহাসিতে ফেটে পড়ার আগে তো তোমার লজ্জা থাকা উচিত ছিলো।'

ঘনশ্যাম বলে উঠলো– 'তুমি একজন দূত। এছাড়া মহারাজা কৃষ্ণকুমার তোমার সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা পোষণ করেছেন। নইলে আমি তোমার দুর্গন্ধযুক্ত জিহ্বাটি কেটে কুকুরকে খাওয়াতাম।'

ফিরোজ খান বললেন– 'আমার নাম ফিরোজ খান। আমি গোহাটির দুর্গপতি। দুর্গন্ধময় কথা বলার চিন্তা আমার মাথায় কখনো আসেনি। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত আমরা পদমর্যাদাধারী লোকদের সাথে সম্মান বজায় রেখে কথা বলায় অভ্যস্ত।'

ঘনশ্যাম কিছুক্ষণ চুপ থেকে জিজ্ঞেস করলো– 'তুমি কি হাশিমের পিতা?'

www.nagorikpathagar.org

ফিরোজ খান বললেন– 'ঠাকুরজি! তোমার স্মরণশক্তি খুব ভালো। হ্যাঁ, আমি হাশিমের পিতা।'

ঘনশ্যাম সিঁড়ির পথ দিয়ে নিচে নেমে এসে নিলম কুমারকে উদ্দেশ করে বললো– 'তুমি এদের অতিথিশালায় নিয়ে যাও। আমি মহারাজাকে এই সুসংবাদটুকু দিয়ে আসি যে, বড় কাজের লোক এসে গেছে এখানে। মহারাজা তার জন্য অধীর অপেক্ষায় ছিলেন। আশা করা যায়– তার সাথে সওদাবাজি করে আমরা সফল হতে পারবো। হাশিমের বদলায় চন্দ্রকান্ত খুবই সস্তা বিনিময়!'

নিলম কুমার মৃদু হেসে বললো– 'খুবই উত্তম চিন্তা। হাশিমের বিনিময়ে চন্দ্রকান্ত– হাশিমের পিতার জন্য এটা খুবই সস্তা দাম।'

ঘনশ্যাম ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এগিয়ে গেলো।

নিলম কুমার প্রহরীকে বললো– 'জানালা খুলে দেয়া হোক।'

কিছুক্ষণ পরই ছোট্ট একটি জানালা খোলা হলে ফিরোজ খান এবং তাঁর সঙ্গীরা এক এক করে দুর্গে প্রবেশ করেন।

নিলম কুমার ফিরোজ খানের সামনে হাত বাড়িয়ে বললো– 'আমরা নেতাকে স্বাগত জানাচ্ছি।'

ফিরোজ খান হাতে হাত রেখে বললেন– 'তোমাকে তো তার মতো মনে হচ্ছে না, যে প্রাচীরে দাঁড়িয়ে আমাকে উদ্দেশ করে কথা বলেছিলো!'

নিলম কুমার মুচকি হেসে জবাব দিলো– 'আমার নাম নিলম কুমার।'

নিলম তার ঘোড়ার লাগাম টেনে বললো– 'আমার সঙ্গে আসুন। কিছুক্ষণ অতিথিশালায় বিশ্রাম নিন। সন্ধ্যায় মহারাজার সাথে আপনাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হবে।'

ফিরোজ খান নিলম কুমারের আচার-ব্যবহারে যথেষ্ট প্রভাবিত হলেন। এরা সবাই রাজকীয় অতিথিশালার নিকটে পৌঁছালে একদিক থেকে রাধা এগিয়ে এসে নিলম কুমারকে আরেক দিকে ডেকে বললো– 'প্রধানমন্ত্রীজি! আপনার সাথে অত্যন্ত জরুরি কথা আছে।'

নিলম কুমার দুই পা পৃথক হয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'রাধা! কী কথা! অল্প শব্দে বলে ফেলো। কথা বলার জন্য এটা উপযুক্ত সময় নয়। কেউ দেখে ফেললে পরিণতি ভালো হবে না।'

রাধা বললো– 'সেটা আমার জানা আছে। কিন্তু ব্যাপারটা খুবই গুরুতর! নিলম কুমারজি! সাবধানে থাকবেন। মহারাজা তার সেনাপতিকে আপনাকে খুন করার নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন।'

www.nagorikpathagar.org

নিলম কুমার মৃদু হেসে বললো– 'এই ফয়সালা রাতে আমি চলে আসার পর হয়েছে, তাই না?'

রাধা দ্রুতপায়ে একদিকে সরে গিয়ে জবাব দিলো– 'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরতে পেরেছেন।'

নিলম কুমার ফিরোজ খান এবং তাঁর সাথিদের কাছে এলো। ফিরোজ খান তার চেহারার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন– 'বেটা নিলম কুমার! কী ব্যাপার, মেয়েটি তোমাকে কী বললো? তোমাকে ভীষণ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে যে!'

'না'। নিলম কুমার উত্তরে বললো– 'তেমন কোনো বিষয় নয়।'

ফিরোজ খান বললেন– 'বাবা নিলম! খণ্ডরায়ের ক্যাম্পে তোমার ব্যাপারে আমি সবকিছু জানতে পেরেছি।'

নিলম কুমার অবাক বিস্ময়ে তাকালো।

সূর্য তখন ডুবে যাওয়ার উপক্রম। সে তার সবটুকু আলো গুটিয়ে নিচ্ছে ধীরে ধীরে। গাছে গাছে তখনো উড়ে বেড়াচ্ছে কিছু রঙ-বেরঙের পাখপাখালি। সারি বাঁধা মশালগুলো জ্বালানো হচ্ছে। দরবারের প্রাসাদটি আজ সাজানো হয়েছে খুবই চিত্তাকর্ষকরূপে। অতিথিশালা হতে দরবার পর্যন্ত যাতায়াতের রাস্তাটির ওপর লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে ভয়ংকর আকৃতির সৈনিকেরা। ওইসব সৈনিকের হাতে বিশালাকায় উন্মুক্ত তরবারি। দরবারের অভ্যন্তরেও চারদিকের দেয়ালের সাথে সশস্ত্র সিপাহিরা দাঁড়ানো। তাদের হাতে লম্বা লম্বা বর্শা, যার ডগাগুলো মশালের আলোতে চিকচিক করছে। সবদিকে চন্দনের সুবাস। দরবারকে নানাবিদ উপকরণের সমন্বয়ে খুব ভালোভাবে সাজানো হয়েছে। প্রাসাদের ওপরের অংশে মহারাজার জন্য সোনার তৈরি সিংহাসন। তার সামনে কিছুটা নিচের দিকে রুপার আসনের সারি। এখানে রাজা ও নেতৃস্থানীয় সৈনিকেরা চাকচিক্যময় পোশাক পরে উপবিষ্ট। এসব কিছুই করা হয়েছে ফিরোজ খান এবং তাঁর সাথিদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলার জন্য। সন্ধ্যার সময় মহারাজা মাতা মহারানি, সেনাপতি, প্রধানমন্ত্রী ও শিব দেবতাকে সঙ্গে নিয়ে একসাথে দরবারে প্রবেশ করে। তাদের পেছনে পেছনে সুন্দরী সেবিকার দল এবং সশস্ত্র দেহরক্ষীরাও প্রাসাদে পৌঁছে যায়। দরবারের লোকজন দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে মহারাজাকে অভ্যর্থনা জানায়।

মহারাজা সিংহাসনে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সবার দিকে একবার তাকিয়ে বেশ দম্ভভরে বলতে আরম্ভ করলো– 'আমি বেশ খুশি হলাম। দরবারকে

www.nagorikpathagar.org

আমার মনের মতো করে সাজানো হয়েছে। গাম্ভীর্য ও শান-শওকতময় করে তোলা হয়েছে।'

সবাই নিজ নিজ আসনে বসে গেলে মহারাজা সুভাষ চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো– 'রাজা সুভাষ চন্দ্রজি! কেমন আছো তুমি?'

রাজা সুভাষ চন্দ্র তার শরীরকে মোটা একটি চাদরে ঢেকে রেখেছে। সে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে জবাব দিলো– 'ভগবানের কৃপায় আগের চেয়ে এখন কিছুটা ভালো লাগছে।'

মহারাজা নির্ভয় দিতে গিয়ে বললো– 'দুর্গের রাজবৈদ্যকে আমি ভালো চিকিৎসার নির্দেশ দিয়ে রেখেছি। সুভাষ! তোমার কণ্ঠে আগের মতো সেই তেজ নেই কেন? আঘাত কি বেশি অনুভূত হচ্ছে? রক্ত হয়তো বেশি ঝরেছে। আঘাতটা বেশি পেয়েছো কি?'

রাজা সুভাষ চন্দ্র বললো– 'না, মহারাজ! আমি আঘাতের পরোয়া করি না। আমি খান্দানি সৈনিক এবং লড়াকু। আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া তো একজন সৈনিকের জন্য অলংকারস্বরূপ।'

'খুব ভালো। আমি তোমার সাহসী উচ্চারণে খুব আপ্লুতবোধ করছি। তারপরও কেন তোমাকে এতোটা উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে? মনমরা মনমরা লাগছে যে!'

রাজা সুভাষ চন্দ্র হাত জোড় করে নুয়ে নুয়ে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ কণ্ঠে বলতে লাগলো– 'মহারাজা! আমি দীপক কুমার আর কমলা রানির জন্য খুবই শঙ্কিত আছি। তাদের দুশ্চিন্তা আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। জানি না, শত্রুরা তাদের সাথে কেমন নির্দয় আচরণ করে চলেছে!'

মহারাজা অট্টহাসি দিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলো। এরপর বললো– 'একজন ভালো সৈনিকের উচিত– সব সময় এ ধরনের শোক-তাপ থেকে দূরে থাকা এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাকে সহজে সহ্য করে নেয়া। উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। মাত্র দুয়েক দিনের ব্যাপার। সবকিছু আমাদের মর্জিমাফিকই হবে। আজকের সন্ধ্যাটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। যদি আমি মুসলিম সরদার ফিরোজ খানকে বাংলার হাকিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলতে সক্ষম হই, তাহলে নিশ্চিত থেকো– মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমাদের আর লড়াইয়ের প্রয়োজন পড়বে না। নিজেদের মধ্যেই তারা রক্তাক্ত হয়ে মারা পড়বে। আমি নিশ্চিত– আমার পরিকল্পনায় আমি সফল হবোই।'

www.nagorikpathagar.org

কিছুক্ষণ পর মহারাজা বলে উঠলো– 'নিশ্চিন্ত মনে শরাব পান করো এবং আনন্দ উদ্‌যাপন করতে থাকো। মুসলিম সরদারের মনে বিশেষ ধরনের এক ভীতি সঞ্চার করে দেয়া হোক।'

সাথে সাথে পেছনের দরজা দিয়ে অসংখ্য সুন্দরী ললনা মদের পাত্র নিয়ে পৌঁছে যায় দরবারে। দরবারিরা ঝাঁকে ঝাঁকে মগ্ন হয়ে পড়ে মদপানে। মহারাজা ও মাতা মহারানিও মদপান করে চলেছে।

মদের নেশায় মাতাল হয়ে মহারাজা বলতে থাকে– 'মুসলিম দূতকে উপস্থিত করা হোক।'

একটু পরই ফিরোজ খান তাঁর সাথিদের নিয়ে দরবারে প্রবেশ করেন। তাঁর শুভ্র-রক্তিম চেহারায় প্রশান্তির ছাপ। তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বমণ্ডিত ভঙ্গিতে পা ফেলে ফেলে মহারাজার সিংহাসনের নিকট গিয়ে দাঁড়ালেন।

একজন প্রহরী রাগতস্বরে বলে উঠলো– 'এখানে বেয়াদবি সহ্য করা হয় না। মহারাজার সামনে মাথা ঝুঁকাও; নইলে চিরদিনের জন্য মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়া হবে...!'

ফিরোজ খান ক্ষোভের দৃষ্টিতে প্রহরীর দিকে তাকিয়ে বললেন– 'আমি মুসলমান! আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সামনে মাথা ঝুঁকাই না। তোমার এই মহারাজাও একজন মানুষ; খোদা নয়!'

অন্য এক প্রহরী বর্শা হেলিয়ে বলতে লাগলো– 'তুমি শিষ্টাচারের বাইরে যাবার স্পর্ধা দেখাবে না। হুঁশ ঠিক রেখে মহারাজার মর্যাদার দিকে তাকাও। সময়ের স্পর্শকাতরতাকে সামনে রেখে মাথা ঝুঁকাও! নইলে তোমার এই দীর্ঘ গর্দান কেটে মহারাজার পায়ের সামনে ফেলে দেবো!'

ফিরোজ খান তাঁর রক্তচক্ষু ফেরালেন মহারাজার দিকে। এরপর বললেন– 'ঘরে আসা মেহমানদের সাথে এ ধরনের উত্তম আচরণ হয়তো মহারাজা কৃষ্ণকুমারের মর্যাদার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের আচরণ সম্পর্কে আমার ধারণা ছিলো না।'

মহারাজা মদের পাত্র থেকে এক ঢোঁক মদ গিলে বললো– 'তুমি তো বিনা দাওয়াতের মেহমান।'

ফিরোজ খান বললেন– 'তা হতে পারে, কিন্তু এক দৃষ্টিতে আমি তো মুসলমান!'

মহারাজা ক্রোধান্ধ হয়ে বললো– 'আমাদের গ্রামের পর গ্রামে, শহরের পর শহরে এবং প্রত্যন্ত এলাকা যারা আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে

www.nagorikpathagar.org

দেয়, তারা তো কিছুতেই আমাদের মেহমান হতে পারে না! আমরা তোমাদের বাদশাকে নিজেদের অত্যন্ত নিকৃষ্ট শত্রু হিসেবে জানি।'

ফিরোজ খান মৃদু হেসে বলতে লাগলেন– 'মহারাজা বাইরে গিয়ে হয়তো দেখোনি। আমরা এই দেশের কোনো গ্রাম, কোনো শহর বা কোনো এলাকায় আগুন লাগাইনি। নিজ নিজ স্থানে প্রতিটি বস্তুই স্থির আছে। সর্বত্র হৃদ্যতার আমেজ বইছে। চারদিক আলোকিত হয়ে উঠছে। জীবনের জয়গান আগের চাইতে অনেক গুণ বেশি গুঞ্জরিত হচ্ছে। অবশ্য তোমাদের অন্যায় ও হিংস্র তাণ্ডবে আমাদের দেশের বেশ কিছু এলাকা বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছে। তাদের ক্ষতস্থান থেকে এখনো ঝরছে রক্ত। তোমরা আমাদের নিষ্পাপ জনসাধারণের ওপর নির্মম নির্যাতন চালিয়েছো। আমাদের গ্রামে এখনো তোমাদের লাগানো আগুনের কুণ্ডলী হতে ধোঁয়া উড়ছে।'

সেনাপতি ঘনশ্যাম ঠাকুর তার সামনের তরবারিটি হাতে নিয়ে বলতে লাগলো– 'তোমার স্পর্ধা সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে। নিজের এবং আমাদের মর্যাদার দিকে তাকিয়ে কথা বলো!'

মহারাজা কথা কেটে বললো– 'তোমার নাম ফিরোজ খান এবং তুমি গোহাটির দুর্গপতি, তাই না?'

ফিরোজ খান বললেন– 'মহারাজার ধারণা শতভাগ সত্য।'

শিব দেবতার দৃষ্টি ফিরোজ খানের চেহারায় জমে আছে। শিব দেবতার চোখেমুখে এক অদ্ভুত চমক খেলা করছে। তাঁর প্রশস্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ ললাটে এক বিচিত্র রঙের ফল্গুধারা।

মহারাজা খানিকক্ষণ চুপ থেকে পরে বলতে লাগলো– 'ফিরোজ খান! আমি তোমাকে পুরস্কৃত করতে চাই। তোমার কপালে আমি এক শুভ লক্ষণ দেখছে পাচ্ছি। তুমি কি জানো, ভাগ্যদেবী তোমার ওপর নিজের কৃপার বৃষ্টি বর্ষণ করতে চাচ্ছে?'

ফিরোজ খান জবাবে বললেন– 'আমি মহারাজার কথার মর্মোদ্ঘাটনে ব্যর্থ।'

মাতা মহারানি এক বিশেষ ভঙ্গিতে তার জুলফি ঝুলিয়ে বললেন– 'মহারাজা একজন বালক ছেলে। আমাদের সম্মানিত মেহমান একজন কঠিন প্রাণের পুরুষ। এমন লোকদের আতিথেয়তায় মন খুশিতে ভরে যায়।'

ফিরোজ খান বললেন– 'এখনো আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি।'

মহারাজা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলো– 'তুমি হাশিমের পিতা নও?'

www.nagorikpathagar.org

হাশিমের নাম শুনে এক মুহূর্তের জন্য ফিরোজ খানের অস্তিত্বে কাঁপন ধরে যায়। তাঁর চোখে একধরনের মায়া খেলা করে।

তিনি বিড়বিড় করে বলে ওঠেন– 'হ্যাঁ, আমি হাশিমের পিতা।'

মহারাজার চেহারায় খুশির আমেজ। তার চোখে সৃষ্টি হয় শয়তানি চমক। সে বলে ওঠে– 'হাশিম একজন যুবক, সুদর্শন এবং বাহাদুর সৈনিক। একজন বৃদ্ধ পিতার জন্য সে অনেক বড় আশ্রয়।'

ফিরোজ খান আক্ষেপের সুরে বলতে লাগলেন– 'মহারাজা একজন বৃদ্ধ পিতার আবেগের ভালোই মূল্য বুঝতে পেরেছে!'

মাতারানি বললেন– 'ফিরোজ খান! নিশ্চয় তুমি হাশিমকে কাছে পেতে চাও!'

ফিরোজ খান মাতা মহারানির দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন– 'সন্তানকে দেখে মাতা-পিতার অন্তর শান্ত হয়ে যায়।'

মহারাজা বললো– 'আমাদের সম্মানিত অতিথির জন্য মসনদ পেশ করা হোক। আমি আমাদের মেহমানের মাথায় বাংলার শাসনক্ষমতার তাজ রাখতে চাই।'

সুদৃশ্য একটি মসনদ ফিরোজ খানের সামনে রাখা হয়।

ফিরোজ খান মসনদের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'মহারাজার অনিশ্চিত কথাবার্তা আমার কিছুই বুঝে আসছে না।'

মহারাজা একটি অট্টহাসি দিয়ে বলতে লাগলো– 'তুমি আরামে মসনদে বসো। সব কথা আমি খুলে বলবো।'

ফিরোজ খান মসনদে বসে পড়লে মহারাজা বলে– 'আমি হাশিমের সাথে সাথে বাংলার শাসনভারও তোমাকে উপহার দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি। এতো মূল্যবান পুরস্কারের বিনিময়ে তোমাকে কেবল ছোট্ট একটি কাজ করতে হবে।'

ফিরোজ খান বলতে থাকেন– 'মহারাজ! কোনো প্রকার শাসনক্ষমতার একেবারে প্রয়োজন নেই আমার। আল্লাহ আমাকে সবকিছুই দিয়েছেন। তুমি দিতে চাইলে হাশিমকে দিতে পারো। হাশিমকে পেয়ে আমি মনে করবো– গোটা জগৎ আমি পেয়ে গেছি।'

মহারাজ হাত উঁচু করে বললো– 'তোমার আবেগ প্রকৃতির স্বাক্ষর। তোমার এই আবেগকে আমি অত্যন্ত সম্মান করি। আমি তোমাকে তোমার যুবক ছেলে হাশিমকেও দেবো এবং তার সাথে আরো অনেক কিছু দেবো। বিনিময়ে তুমি আমার হাতে চন্দ্রকান্তকে সোপর্দ করবে। তোমার জন্য এটা

www.nagorikpathagar.org

তেমন ভারী বা দুর্মূল্য কোনো বিনিময় নয়। তুমি যদি এতে অস্বীকৃতি জানাও, তবে আগামীকাল সকালে নিজ সন্তানের ভাঙাচোরা হাড্ডি আর রক্তমিশ্রিত গোশতের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে তোমাকে।'

ফিরোজ খান মসনদ থেকে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন– 'মহারাজ! এই বিনিময় খুবই দামি। এতো বড় মূল্য আমি কখনো পরিশোধ করতে পারবো না। রাজকুমারী চন্দ্রকান্ত বাদশা আলি কুলি খানের মেয়ে। আর সম্ভবত মহারাজা এই বিষয় সম্পর্কে অনবগত যে, মুসলমানরা তাদের মেয়েদের ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষার্থে নিজের সবকিছু বিসর্জন দিতে পারে।'

এবার মাতা মহারানি বলে উঠলেন– 'তবে কি তুমি নিজের বোকামি দ্বারা নিজের যুবক সন্তানের মৃত্যুমুখ দেখতে চাও?'

ফিরোজ খান দরবারের প্রাসাদের ছাদের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন– 'মাতা মহারানিজি! জীবন-মৃত্যুর সিদ্ধান্ত এখান থেকে অনেক দূরে ওই দূর আকাশেরও অনেক উপর থেকে এসে থাকে। কার জানা আছে, ওই জগতে তার ভাগ্যে কী লেখা আছে! সবকিছুই আমরা সময়ের ওপর ছেড়ে দিয়ে থাকি।'

সেনাপতি বলে ওঠে– 'মনে হচ্ছে, তুমি মহারাজার সিদ্ধান্তকে একটি ধমক ভিন্ন অন্য কিছু মনে করছো না! মহারাজা তার সবই সম্পন্ন করবে– যা এখন প্রকাশ করা হলো।'

ফিরোজ খান বললেন– 'আমি জানি– মহারাজা অনেক কিছুই করতে পারে, কিন্তু এটাও জানি যে, সে সবকিছুই করতে পারে না। সবকিছু করার শক্তি রয়েছে একমাত্র আল্লাহর। যিনি তোমাদের ভগবান।'

'তবে কি তুমি অস্বীকার করছো! চন্দ্রকান্তের সাথে তো তোমার এমন কোনো সম্বন্ধ বা আত্মীয়তার বন্ধন নেই, যার জন্য তুমি এতো বড় বিসর্জন দেয়ার মতো বোকামি করছো।'

ফিরোজ খান এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলতে লাগলেন– 'আমাদের কাছে মহারাজার আরও অনেক আত্মীয়স্বজন রয়েছে। তাদের কেন ফেরত দেয়ার কথা বলা হচ্ছে না? আমাদের কাছে রয়েছে মঙ্গল সিংয়ের কন্যা সবিতা কুমারী। আমাদের কাছে আছে বারবিটার বৌদ্ধ গোত্রের নেতা বিষ্ণু মহারাজ। এছাড়া আছে মাঢ়ির দুর্গপতি সুভাষ চন্দ্রের স্ত্রী এবং তার অল্প বয়সী ছেলে দীপক কুমার...। এসব লোকের আত্মীয়তার ব্যথা তোমরা অনুভব করতে পারোনি। তোমরা যদি ওইসব লোকের ব্যাপারে আমার সাথে কোনো কথা বলতে, তাহলে তোমাদের কথার একটা ওজন থাকতো।

www.nagorikpathagar.org

মহারাজা এবং মাতা মহারানি আমার কাছ থেকে চন্দ্রকান্তকে এজন্য তলব করছে যে, তারা এই দেশের রাজসিংহাসনের একমাত্র বৈধ উত্তরাধিকারীকে মেরে ফেলার মনোবাসনা নিয়ে বসে আছে।'

রাজা সুভাষ চন্দ্র হঠাৎ দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলো– 'দীপক কুমার এবং কমলা দেবী আপনাদের নিয়ন্ত্রণে আছে? তাদের কী অবস্থা?'

ফিরোজ খান তার দিকে আপনের মতো দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন– 'তুমি কি রাজা সুভাষজি?'

'হ্যাঁ, আমি রাজা সুভাষ চন্দ্র... বলুন তো, তাদের কী অবস্থা?'

ফিরোজ খান জবাব দিলেন– 'তোমার স্ত্রী ও ছেলে আমাদের নিয়ন্ত্রণে নয়, বরং আমাদের মাঝেই আছে। কেবল তুমি ছাড়া তাদের আর কোনো প্রকার অভাব-অভিযোগ নেই। তোমাদের মহারাজা যদি আমার ছেলেকে খুনও করে ফেলে, তারপরও তোমার স্ত্রী ও ছেলেকে খুবই ইজ্জত ও সম্মানের সঙ্গে তোমার কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। তারা নিরপরাধ, নির্দোষ।'

মহারাজা রাজা সুভাষ চন্দ্রকে ধমক দিয়ে ক্ষোভ ঝেড়ে বললো– 'রাজাজি! তুমি কোন ধরনের অপদার্থ হীনম্মন্য লোকদের মতো কথা বলছো?'

রাজা সুভাষ কেঁদে কেঁদে হাত জোড় করে বললো– 'মহারাজ! আমি হীনম্মন্যতা প্রকাশ করছি না। প্রকৃতির নিষ্পাপ ও পবিত্র আবেগ প্রকাশ করছি মাত্র।'

মহারাজা নিলম কুমারের দিকে তাকিয়ে বললো– 'প্রধানমন্ত্রীজি! হাশিমকে উপস্থিত করা হোক!'

প্রধানমন্ত্রী তালি বাজালে তৎক্ষণাৎ ডান দিকের দরজা খুলে যায়। সশস্ত্র সিপাহিরা হাশিমকে টেনেহিঁচড়ে বাইরে নিয়ে আসে। হাশিমের পায়ে মোটা মোটা লোহার শিকলের বেড়ি। তার উন্মুক্ত বুক থেকে ঝরে পড়ছে রক্তের ফোটা। কালো বাবরি চুলগুলো ঝুলছে দুই কাঁধে।

ফিরোজ খান লাফ দিয়ে ছেলেকে গলায় জড়িয়ে ধরলেন। বললেন– 'বেটা হাশিম! কেমন আছো তুমি?'

হাশিম কান্নাস্বরে বললো– 'আব্বা হুজুর! ভালো আছি।'

ফিরোজ খান জিজ্ঞেস করলেন– 'তাহলে কাঁদছো কেন?'

হাশিম ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে বললো– 'আমার কপালে ভক্তির অজস্র সিজদা কেঁপে কেঁপে উঠছে। আমি আমার আব্বা হুজুরের পায়ে মাথা ঠেকানোর

www.nagorikpathagar.org

জন্য অস্থির হয়ে আছি। কিন্তু মোটা মোটা শিকলগুলো আমাকে সেই সুযোগ দিচ্ছে না। এই আক্ষেপে আমি কাঁদছি।'

ফিরোজ খান ছেলের চোখ থেকে জল মুছে বলতে লাগলেন– 'তোমার চোখ থেকে বেয়ে পড়া অশ্রু দেখে দুশমন ভিন্ন কিছু মনে করতে পারে।'

মহারাজা চিৎকার দিয়ে বললো– 'ফিরোজ খান! তুমি দেখেছো যে আমি একটি অঙ্গীকার পূরণ করেছি। এখন তুমি যদি আমার কথা মান্য না করো, তাহলে আমি আমার দ্বিতীয় অঙ্গীকারটিও পূরণ করে ফেলবো। এখনই তুমি তোমার ছেলের শরীরে কয়েক ফোঁটা রক্ত দেখছো, আগামীকাল তার গোটা শরীরের রক্ত-মাংসের চূর্ণ-বিচূর্ণ টুকরো দেখতে পাবে। সময় খুব কম। ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নাও। নইলে আজীবন অনুতাপের অনলে জ্বলে-পুড়ে পস্তাবে!'

ফিরোজ খান হাশিমের বুকে হাত বুলিয়ে বললেন– 'বাবা হাশিম! তুমি কি আমাকে ভালোবাসার ওই শাহাদাতগাহে সাগ্রহে অংশ নেয়া হিম্মত দিতে প্রস্তুত? বাবা! আমি বৃদ্ধ। আমার পায়ে এক যুবক সন্তানের মহব্বতের অনেক ভারী বেড়ি। মহারাজা আমার এই দুর্বলতা দ্বারা পুরোপুরি স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়। তুমি আমাকে সাহস জোগাবে না?'

হাশিম বললো– 'আব্বা হুজুর! আপনি কেন মাথা নোয়ালেন? উচ্চ শির উঁচু রাখুন। আমি আপনার সন্তান। কারবালার মজলুম যুবক সন্তান আলি আকবরের কসম! পরিস্থিতির এই কণ্টকাকীর্ণ পথ পদে পদে আমি স্মরণীয় করে রাখতে চাই। মৃত্যুর সময় হলে সেজেগুজেই প্রস্তুত থাকবো।'

'না!' সেনাপতি একটি বিকট ধরনের অট্টহাসি দিয়ে বললো– 'হাশিমজি! তুমি মৃত্যুর ভয়ংকর আকৃতি দেখোনি। এতো দিন ধরে তুমি এই দুর্গে কেবল আমাদের মায়া-মমতাই দেখে এসেছো। শাস্তি নিপীড়নের কিছুই দেখা হয়নি তোমার।'

এরপর সে তার তরবারি কোষমুক্ত করে বললো– 'এটার ধার ভালো করে দেখে নাও।'

মহারাজা বললো– 'ঘনশ্যামজি! এই বোকার জন্য আমি খুব প্রিয় মৃত্যুর ব্যবস্থা করে রেখেছি। তাকে আমি কামানের চোঙায় বসিয়ে দেবো। এরপর এক আঘাতে তাকে বাংলার হাকিমের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে।'

সাথে সাথে মহারাজা তার সিংহাসনের সামনে পড়ে থাকা খঞ্জর উঠিয়ে তীব্র বেগে হাশিমের দিকে নিক্ষেপ করে। খঞ্জরটি সোজা গিয়ে পড়ে

www.nagorikpathagar.org

হাশিমের বেঁধে রাখা বাহুতে। সাথে সাথে সেটি বিদ্ধ হয়ে বাহুতে আটকে যায়।

ফিরোজ খানের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা মুখোশ পরিহিতের মুখ থেকে চিৎকার ভেসে উঠলো– 'না! এটা অন্যায়। এটা নির্ঘাত জুলুম! দেবতাদের সাথে এমন বাড়াবাড়ি ঠিক নয়!'

দরবারের সকলের মাঝে বিরাজ করতে থাকে নিঝুম নীরবতা।

রাজা সুভাষ চন্দ্র দাঁড়িয়ে বললো– 'তুমি কে তুমি? তোমার আওয়াজ আমার কাছে অনেকটা দীপক কুমারের মতো মনে হচ্ছে!'

মহারাজা বলে উঠলো– 'ফিরোজ খান! কে এই ছেলে?'

ফিরোজ খান জবাবে বললো– 'মহারাজা! তুমি তোমার অন্যায় আচরণ দেখাবার ক্ষেত্রে খুবই দ্রুততার আশ্রয় নিয়েছো। আমাকে ভালো করে তুমি সবকিছু বলার সুযোগটাও দাওনি। আমি কেন এলাম? কী নিয়ে এলাম? এ ব্যাপারে কিছুই জিজ্ঞেস করলে না তুমি? মহারাজা কৃষ্ণকুমারজি! তোমার কাছে আমি কিছু চাইতে আসিনি। আত্মীয়তার বন্ধন আমরা ভাঙতে পারি না। স্বজনের বিয়োগব্যথা সম্পর্কে সম্যক ধারণা আছে আমাদের।'

এরপর তিনি রাজা সুভাষ চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'রাজাজি! এ হচ্ছে তোমার ছেলে দীপক কুমার। আর তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে তোমার স্ত্রী কমলা দেবী। বড়ই ভাগ্যবান তুমি রাজাজি! খুব ভালোবাসার মানুষের সঙ্গ পেয়েছো তুমি।'

এরপর তিনি দীপক কুমারের চেহারা থেকে মুখোশ সরিয়ে বললেন– 'বাবা দীপক! যাও পিতার কোলে আশ্রয় নাও। বাবার কাছে আসার ব্যাপারে ভীষণ আগ্রহী ছিলে তুমি।'

পরে কমলা দেবীর মাথায় হাত রেখে তিনি বললেন– 'মা! এ তোমার পতি দেবতা রাজা সুভাষজি! তোমাদের এই অটুট বন্ধন শুভ হোক মা! আমি আমার দায়িত্ব পূরণ করলাম। যদি আমার পক্ষ থেকে কোনো অসংগত আচরণ হয়ে থাকে, ক্ষমা করে দিয়ো।'

এরপর তিনি তাঁর এক সিপাহিকে ইশারা করে কাছে ডাকলেন। সিপাহি কাছে এসে ফিরোজ খানের সামনে একটি প্যাকেট খুলে দেয়।

ফিরোজ খান অত্যন্ত মূল্যবান মুক্তার মালাটি কমলা দেবীর গলায় পরিয়ে বলতে লাগলেন– 'এটা বাদশা তোমার জন্য দিয়েছেন। এটা গ্রহণ করে নিলে আমি খুব খুশি হবো।'

দরবারজুড়ে নিস্তব্ধতা ছেয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

ফিরোজ খান দীপক কুমারের কপালে চুমু খেয়ে তার গলায় একটি মালা পরিয়ে দিয়ে বললেন– 'বেটা দীপক! আমাকে ভুলে যাবে না তো!'

দীপক কুমার তার পিতার ছড়ানো বাহু হতে দ্রুত বেরিয়ে এগিয়ে এসে হাশিমের বাহুতে বিদ্ধ খঞ্জরটি বের করে ফেলে দিয়ে বললো– 'আমি তোমার ভাই। হাশিমজি! ভয়ের কিছু নেই। তোমার পিতাজি আমারও পিতাজি! এখানকার এই পরিস্থিতি সম্পর্কে যদি আমার ধারণা থাকতো, তাহলে কখনোই আমি এখানে আসার জিদ ধরতাম না!'

হাশিম মৃদু হেসে বললো– 'ছোট ভাইজান! তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগছে আমার। কিন্তু দেখো! আমার টানে তুমি আগুনে ঝাঁপ দিতে যেয়ো না। তুমি তোমার মাতা-পিতার কাছে চলে যাও। তোমার এই নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদ্যতা আজীবন আমার মনে থাকবে। আমার জন্য নিজের প্রাণকে সংকটাপন্ন কোরো না।'

মহারাজা ক্রোধে ফেটে পড়া কণ্ঠে বলে উঠলো– 'রাজা সুভাষজি! তুমি তোমার ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে তোমার তাঁবুতে চলে যাও। তোমার এই বোকা ছেলে আমার ক্রোধ আরো ত্বরান্বিত করে তুলেছে। এই অবুঝেরা শত্রুদের চাল বুঝতে পারেনি।'

কমলা দেবী বললো– 'মহারাজ! সৌম্য করুন। আমার এই ছেলে না বোকা, না অবুঝ। এরা তো দেবতাদের অনেক বড় কৃপা। এরা তো প্রকৃত অর্থে মায়া-মমতাশীল লোক!'

মাতা মহারানি ক্ষোভের সুরে বললেন– 'অপদার্থ কোথাকার! মুখ বন্ধ রাখো!'

ফিরোজ খান বললেন– 'ন্যূনতম যতোক্ষণ আমি এখানে আছি, তাদের সাথে খারাপ আচরণ হতে দেবো না। এ আমার কন্যা। আমরা আমাদের কন্যাদের সাথে অসদাচরণকারীদের কখনো ক্ষমা করি না।'

রাজা সুভাষ একবার আশ্চর্য ভঙ্গিতে ফিরোজ খানের দিকে তাকায়, আরেকবার তাকায় ক্রোধান্ধ মহারাজার দিকে।

রাজা সুভাষ দীপকের আঙুল ধরে কমলা দেবীর দিকে তাকিয়ে বললো– 'চলো, তাঁবুতে যাই।'

'না!' কমলা দেবী বললো– 'আমি আমার পিতাকে একাকী ছেড়ে যাবো না।'

ফিরোজ খান বললেন– 'না, মা! তুমি চলে যাও। আমার কিছুই হবে না। আমার জন্য তুমি চিন্তা কোরো না। আমার খোদা আমার সঙ্গে আছেন।'

www.nagorikpathagar.org

এরপর তিনি মহারাজার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'মহারাজা! আমি ফিরে যাবার অনুমতি চাচ্ছি।'

মহারাজা বললো– 'যাবার অনুমতি আছে। আগামীকাল সকালে দুর্গের পূর্ব প্রান্তের প্রাচীরের নিচে নিজের ছেলের লাশ দেখার জন্য অবশ্যই চলে আসবে।'

ফিরোজ খান হাশিমের দিকে তাকালেন। এরপর মহারাজাকে উদ্দেশ করে বললেন– 'তুমি মঙ্গল সিংয়ের মেয়ের সাথে যে অমানবিক আচরণ করেছো, সে সম্পর্কে আমরা অবগত আছি। নতুন কুমারী দুর্ভাগ্যবশত একটি মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। আমাদের দৃষ্টিতে সে নিষ্পাপ, নিরপরাধ। তুমিই তাকে লালসা চরিতার্থের লক্ষ্যস্থল বানিয়েছো। সম্ভবত সে বেওয়ারিশ। হয়তো কাউকে পিতার মতো মাথায় হাত বোলানোর সুযোগ সে কাউকে দেয়নি। দ্রুততার শিকার হয়ে সে কাউকে ভাই হিসেবে ছায়া হয়ে থাকার অবকাশ দেয়নি। কিন্তু এই কমলা বেওয়ারিশ নয়। রাজা সুভাষ ছাড়াও আমরা তার ওয়ারিশ। নবাব আলি কুলি খান তার পিতা। হাশিমের মতো লাখ লাখ যুবক তার ভাই এই প্রাচীরের খুব কাছে উপস্থিত আছে।'

মহারাজা রাগে ফেটে পড়ে চিৎকার দিয়ে উঠলো– 'তাকে ধাক্কা দিয়ে দুর্গের বাইরে বের করে দাও! তার ছেলেকে কামানে বাঁধা হোক। আগামীকাল সকালে আমি নিজ হাতে তাকে উড়িয়ে দেবো!'

শিব দেবতা মহারাজার নিকটে এসে মৃদুস্বরে বললেন– 'মহারাজ! ক্রোধ দ্বারা কাজ বিগড়ে যায়। আমাকে নির্জনে তার সাথে কিছু কথা বলার সুযোগ দেয়া হোক। আশা করি– আমি তাকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে সক্ষম হবো।'

মহারাজা কিছু ভাবতে গিয়ে বললো– 'দেবতা মহারাজ যদি এ ব্যাপারে সফল হতে পারেন, তাহলে আমি ভীষণ খুশি হবো। দেবতা মহারাজের জন্য অনুমতি আছে। আমি দেবতার ফয়সালাকে সম্মান জানাই।'

অতঃপর শিব দেবতা ফিরোজ খানের দিকে তাকিয়ে দেবতাসুলভ গাম্ভীর্যের সাথে বললেন– 'আমি শিব দেবতা! তোমার সাথে পৃথকভাবে আমি কিছু কথা বলতে চাই। আশা করি, আমার উপদেশ তোমার কাজে আসবে!'

ফিরোজ খান খুবই ভক্তিসহকারে মাথা নিচু করে জানালেন– 'আমরা দেবতাদের অত্যন্ত সম্মান দিয়ে থাকি। আমার সৌভাগ্য যে, একজন দেবতা আমার ওপর দয়া বিতরণ করতে চান।'

www.nagorikpathagar.org

এরপর শিব দেবতা প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন– 'তুমি তাকে অতিথিশালায় নিয়ে যাও। আমি তাকে দুর্গের ফটক পর্যন্ত ছেড়ে আসতে চাই।'

মহারাজা উঠে দাঁড়ালে মাতা মহারানি মৃদুস্বরে বললেন– 'দেবতা প্রচণ্ড শক্তির অধিপতি। পাথর মোম হয়ে গেছে। তার উঁচু মেরুদণ্ড এমনিতেই ঝুঁকে গেছে।'

মহারাজা ঠোঁটের নিচে হাসি চেপে রেখে বললো– 'আমি তো দেবতাকে বিশ্বাস করি।'

ফিরোজ খান বললেন– 'মহারাজার হয়তো জানা নেই যে, এই মহান ব্যক্তি কতো বড় শক্তির অধিকারী। তাকে তো তোমাদের দেবতার মতোই মনে হয়। আমার বিশ্বাস– এই বিশ্বজগৎ এদের কারণেই টিকে আছে।'

মাতা মহারানি ও মহারাজা দরবার থেকে বেরিয়ে যায়।

প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খানের নিকটে এসে বললো– 'চলুন, দুর্গের ফটক পর্যন্ত আমি আপনার সাথে থাকবো।'

ফিরোজ খান নিলম কুমারের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। দেবতা কোথায় গেলেন?'

নিলম কুমার বললো– 'তিনি হয়তো দুর্গের ফটকের কাছেই আছেন।'

ফিরোজ খানের বিশাল ব্যক্তিত্বপূর্ণ ভূমিকা ও জাঁকজমকপূর্ণ আচরণে গোটা দরবার বেশ প্রভাবিত। ফিরোজ খান বের হয়ে হাঁটতে থাকলে দরবারের লোকজনও তাঁর পেছনে পেছনে চুপচাপ হাঁটতে থাকে। লোকজন কানে কানে একে অন্যের সাথে বিভিন্ন আলাপ করতে করতে প্রাসাদ থেকে বের হয়। রাজা সুভাষ চন্দ্রও ছেলে দীপক কুমার ও স্ত্রী কমলা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে গভীর চিন্তা মাথায় নিয়ে ফিরোজ খানের সাথে সাথে চলতে লাগলো।

অতিথিশালার নিকটে পৌঁছে রাজা সুভাষ চন্দ্র এগিয়ে এসে ফিরোজ খানের হাত ধরে বললো– 'দয়ালু নেতা! আপনাকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।'

ফিরোজ খান মৃদু হেসে বললেন– 'রাজাজি! এখানে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কিছু নেই। আমি তো তোমার প্রতি কোনো অনুগ্রহ করিনি। প্রত্যেক পিতার মেয়ের ঘর হয়ে থাকে তার স্বামীর ঘর। আমার মেয়েকে আমি তার ঘরে পৌঁছে তোমার প্রতি বা নিজ কন্যার প্রতি আমি কোনো অনুগ্রহ করিনি। এটা তো ছিলো আমার দায়িত্ব।'

www.nagorikpathagar.org

কমলা দেবী এগিয়ে এসে ফিরোজ খানের চরণ ছুঁয়ে বললো– 'পিতাজি! আমার বড় ভুল হয়ে গেছে। আমার জানা ছিলো না– এখানে এতোটা বাড়াবাড়ি করা হবে। আমার কারণে আপনাকে অনেক অপমান সইতে হলো।'

ফিরোজ খান কমলাকে উঠিয়ে বললেন– 'মা! মন ছোট কোরো না। আমার কিছুই হয়নি। জীবনে মানুষকে অনেক ধরনের পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়। জীবনটা তো আর ফুলের কলির মতো কোমল নয়, মা! এটা তো কাঁটাযুক্ত পথ। পদে পদে এখানে মানুষকে রক্তাক্ত হতে হয়। যেমন তোমার সামনে আজ আমি হলাম।'

দীপক কুমার ফিরোজ খানের হাতে চুমু খেয়ে বললো– 'হাশিম ভাইকে বাঁচানোর জন্য আমি জীবনবাজি রেখে যাবো।'

ফিরোজ খান দীপক কুমারকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন– 'না, বেটা! না! তুমি এমন কোনো কার্যকলাপ করবে না, যা দ্বারা তোমার পিতার মনে কষ্ট আসে। হাশিমের ব্যাপারে তুমি কোনো চিন্তাই করবে না। কিছুই হবে না তার। তাকে আমি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে যাচ্ছি।'

নিলম কুমার রাজা সুভাষকে উদ্দেশ করে বললো– 'রাজাজি! তুমি যাও। রাত গভীর হয়ে আসছে। তাদের সফর অনেক দীর্ঘ।'

ফিরোজ খান দীপক ও কমলার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'যাও। বেঁচে থাকলে পরে দেখা হবে।'

রাজা সুভাষ, পৃথী ও লোচন দীর্ঘক্ষণ ধরে অন্ধকারের আড়ালে তাদের এই হালচাল দেখে চলেছে। দীপক কুমার ও কমলা দেবীর চোখে জল। রাজা সুভাষ তাদের নিয়ে তাঁবুতে চলে যায়। ফিরোজ খান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিব দেবতার দর্শনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

[বাকি অংশ পড়ুন 'রাজকুমারী-৪'-এ]

www.nagorikpathagar.org

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এ এক অনবদ্য ইতিহাসের চিত্তাকর্ষক উপাখ্যান। এক চেপে রাখা ইতিহাসের মোড়ক উন্মোচন।
বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুরম্য অতীত আর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ লড়াইয়ের দাস্তান প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হয়েছে এ গ্রন্থে।
এ গ্রন্থ কেবল একটি উপন্যাস নয়, এ গ্রন্থ এমন এক ইতিহাসের জানান দিয়ে গেছে– যে ইতিহাসের তালাশ ছিলো না বহুদিন ইতিহাসের পাতায়। ষোড়শ শতকের বাংলার সুলতান আলি কুলি খানের বীরত্ব আর শৌর্যের কীর্তিগাথা যেমন মোড়ক খুলেছে সাহসী কলমে, তেমনি মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে সেইসব লোকদের, যারা একদা বাংলার বুক থেকে মুছে দিতে চেয়েছিলো ইসলাম ও মুসলমানিত্বের পরিচয়।
এ গ্রন্থ ইসলামের এক বিজয় নিনাদ।
এ গ্রন্থ ইনসানিয়্যাতের ঝাণ্ডাকে উড্ডীন করেছে সদর্পে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর মানবপ্রীতির বন্ধনকে তুলে ধরেছে সবকিছুর উর্ধ্বে।
লড়াই, রাজ্য, ষড়যন্ত্র, প্রেম, ভালোবাসা, বিরহ, অশ্রু আর যুদ্ধদিনের জমাট কাহিনি সাজানো আছে 'রাজকুমারী'র পরতে পরতে।
আপনাকে স্বাগতম!

e-store:
rokomari.com/noboprokash

নবপ্রকাশ

RAJKUMARI 3 : THE LAST CASTLE OF THE KING
Dr. Karam Hossain Shahrahi
Translated by Kazi Abul Kalam Siddique
Price: BDT 320.00 | US$ 10.00

ISBN 978-984-92654-2-9
9 789849 265429

noboprokash.com | noboprokash@gmail.com | fb/noboprokash | 01974 888441